INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The 27th March, 1973.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 12-30 P. M. on Tuesday, the 27th March, 1973.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick Speaker, in the Chair. the Chief Minister, 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, the Deputy Speaker & 48 members.

QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Speaker :—To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred question. Shri Ajoy Biswas.

Shri Ajoy Biswas :—Question No. 742.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Question No. 742.

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরা সরকারের অধীনে দৈনিক-হাজিরায় নিযুক্ত কর্মীদের হাজিরার হার বৃদ্ধির সুপারিশ করার জন্য কোন বোর্ড সরকার গঠন করেছিলেন কিনা ?	১) না, তবে তৎকালীন মন্ত্রীসভার ১।৫।-৭০ইং তারিখের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দপ্তরে দৈনিক হাজিরায় নিযুক্ত কর্মীদের দৈনিক হাজিরার হার পরীক্ষা করা এবং যথোপযুক্ত মজুরীর হার সুপারিশের জন্য বিগত ১১ | ৮ | ৭০ তারিখে এফ, ১(১৭) ফিন/৬১নং মেমো দ্বারা একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল ?
২) করে থাকলে কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল এবং কবে গঠিত হয়েছিল ;	২) উক্ত কমিটির উল্লেখে বলা যাইতে পারে যে নিম্নলিখিত অফিসারগণকে নিয়ে সেই কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ১) জুডিসিয়াল সেক্রেটারী ২) প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনীয়ার ৩) কনজারভেটার অব ফরেষ্ট ৪) ডিরেক্টার অব এগ্রিকালচার। জুডিসিয়াল সেক্রেটারী সভাপতি এবং ডিরেক্টার অব এগ্রিকালচার সদস্য সচিব।

৩) উক্ত বোর্ডের কোন সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছে কিনা ;	৩) না, বিষয়টি এখনও কমিটির পরীক্ষাধীন আছে।
৪) হয়ে থাকলে সুপারিশকৃত মজুরী কত এবং কতদিনের মধ্যে সুপারিশ কার্যকরী হইতে পারে ?	৪) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—৩নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে সরকারের কাছে কোন সুপারিশ ঐ কমিটি করে নি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে ১৪ই অক্টোবর ১৯৭১ সালে এফ, ২(৫৬)—এগ্রি (এষ্টাব্লিষ্টমেন্ট) ৭১—৭৩ এই চিঠির ভিত্তিতে সমস্ত হেড অব ডিপার্টমেন্টের কাছে একটা সার্কুলার পাঠানো হয়েছিল, তাতে স্পষ্ট লেখা আছে যে কমিটি ফর্ম'ড আণ্ডার এফ, ১(১৭)—ফিন, ১১—৮—৭০ বাই দি গভর্ণমেন্ট ফর ষ্টাডি অ্যাণ্ড রিকমেণ্ডশান অব স্যুটে-বল রেট অব ডেলী ওয়েজেস ফর ক্যাজুয়েল লেবারস, কন্টিজেন্ট পেইড ষ্টাফ, হু উইয়ার অ্যাপয়ে-ন্টেড ইন দি পাষ্ট অ্যাণ্ড অলসো দোজ হু উইল হেন্সফোর্থ বি অ্যাপয়েন্টেড ইজ কন্‌সিডারিং টু রিকমেণ্ড দি ফলোয়িং ওয়েজেস—বলে সেখানে বলা হয়েছে আনস্কিলড ৪ টাকা থেকে ৫ টাকা করা হবে, সেমি-স্কিলড ৫ টাকা থেকে ৬ টাকা, স্কিলড, ৬ টাকা থেকে ৭ টাকা হবে, হাই স্কিলড ৭ টাকা থেকে ৮ টাকা করা হবে, স্পষ্ট তাঁরা রিকমেণ্ডেশান করে বিভিন্ন দপ্তরে তারা সার্কুলার দিয়েছেন, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে এখনও বিষয়টি কমিটির পরীক্ষাধীন আছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—তিনি ৩নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে কোন সুপারিশ দেয় নি। আমরা দেখেছি যে সুপারিশ করে বিভিন্ন দপ্তরে সার্কুলার পাঠানো হয়েছে। তাহলে কোনটা ঠিক ? সুপারিশ করে চিঠি পাঠানো হয়েছে, এটা ঠিক না এখনও বিবেচনাধীন আছে এটা ঠিক ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই কমিটি এখনও বিষয়টি পরীক্ষা করছেন। এখনও কোন সুপারিশ পাঠান নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই কমিটিটা যে ৭০ থেকে ৭৩ পর্যন্ত কোন রিকমেণ্ডেশান করতে পারেন নি তার কোন কারণ তাঁরা দেখিয়েছেন কিনা যে কি কারণে তারা এখন পর্যন্ত রিকমেণ্ডেশান করতে পারছেন না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এখন পর্যন্ত কোন কারণ দেখান নি। তবে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখছি তাঁরা শীঘ্রই সাবমিট করবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে গত তিন বছরে জীবন ধারণের খরচ কত বেড়েছে এবং বর্ত্তমানে তারা যে হারে মজুরী পায় সেই মজুরীতে তাদের পোষায় কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমরা এই রাজ্যের অধিবাসী, মাননীয় সদস্য যদি সেটি বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে আমিও সেটি বুঝি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যাদের বেতন বারাবার কথা—মজুরী বারাবার কথা তারা বর্ত্তমানে কি হারে মজুরী পাচ্ছেন, তার কোন হার ঠিক আছে কিনা এবং সেটা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের— যেমন এখানে বলা হয়েছে—আন-স্কীলড সমস্ত ডিপার্টমেন্টে একই হারে মজুরী দেওয়া হয় কি না বর্ত্তমানে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে প্রশ্ন করা হয়েছে আমি মনে করি সেপারেট কোয়েশ্চান হলে উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে।

মিঃ স্পীকার :—সেটি উনি জানতে পারেন—আনস্কীলড কত করে দেওয়া হচ্ছে সেটি উনি জানতে পারেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আনস্কীলড লেবারসরা কোন ডিপার্টমেন্টে কত বেতন পায়—আপনি যদি স্যার দয়া করে দেখেন এই প্রশ্নের সংগে মিল আছে কিনা, তাহলে আমি উত্তর দেব......

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি...

মিঃ স্পীকার :—No. No, No, This is relvant to the main question.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—কোনটার সঙ্গে স্যার, যখন তারা প্রশ্ন করেছে ত্রিপুরার ......(গণ্ডগোল)......

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় স্পীকারের রুলিং দেওয়ার পর তাঁর রুলিংকে চেলেঞ্জ করতে পারেন কি না মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ... (গণ্ডগোল) ··· হি ইজ চেলেঞ্জিং ··· (গণ্ডগোল) ... মাননীয় স্পীকার বলেছেন এটা অত্যন্ত রিলিভেন্ট—স্যার আমি বলছি...

মিঃ স্পীকার ঃ –উনি চেলেঞ্জ করছেন বলে আমি মনে করি না...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— আমি বলছি যেহেতু একটি কমিটি এই প্রেজেন্ট স্কেল অব ওয়েজেস —সেটাকে রিভিউ করার জন্য করা হয়েছে বা করা হবে এবং উনিও স্বীকার করেছেন করা হয়েছে আমরা দিতে পারিনি কাজেই প্রেজেন্ট স্কেলটা কি যেটি রিভিউ করবেন সেটি আমি জানতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে, প্রেজেন্ট স্কেলটা কি—তারা কি কি হারে পাচ্ছে যেটি তারা রিভিউ করবেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে এখানে বলা হয়েছে যে দৈনিক হাজিরায় নিযুক্ত কর্মীদের মজুরীর হার একেক ক্ষেত্রে একেক রকম হয়—যখন আমাদের নিকট সুপারিশ আসবে তখন সুপারিশগুলিতে পুরান স্কেল কত ছিল নূতন স্কেল কত হবে তখন সেগুলি মিলিয়ে দেখে তখন বলতে পারব—এখন বলতে পারব না।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এই কমিটি হওয়ার পর এই ব্যাপারে কয়টি মিটিং হয়েছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী .. (গণ্ডগোল) ...

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার অন্যেরা যখন দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করবেন তখন আপনি তাঁকে অনুরোধ করতে পারেন না — আপনি বসুন, (গণ্ডগোল)...

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—আমি দেখেছি যে এই কমিটি ১৯৭০ ইং সালে হয়েছে কিন্তু এখনও তারা তাদের রিকমেণ্ডেশান দিতে পারল না—তাহলে আমরা কি এমন আশা করতে পারিনা যেহেতু দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৪ টাকায় এক জন লোক চলতে পারে না, সেইজন্য খুব দ্রুততার সঙ্গে এই কমিটির রিকমেণ্ডেশান দিয়ে তাদের বেতন বাড়াবার চেষ্টা করবেন এই রকম এস্যুরেন্স তিনি দিতে পারেন কি না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এটা প্রায় সমাপ্তির পথে এবং সেগুলি হলেই আমরা দিতে পারব।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তাহলে আমরা কি ধরে নিতে পারি এই কমিটির মাধ্যমে দৈনিক মজুরীর কর্মচারীদের—তাদের সমস্যার কোন সমাধান হবে না...

মিঃ স্পীকার :—নো, নো, নো—এই রকম ধরে নেওয়ার প্রশ্ন আসতে পারে না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি যে সার্কুলারের কথা বলছিলাম কমিটির তরফ থেকে সেই সার্কুলার দেওয়া হয়েছিল—কমিটি কত তারিখ গঠন করা হয়েছিল বাই দি গভর্ণমেন্ট—সেই কমিটি সেই সম্পর্কে রিকমেণ্ডেশান করেছিলেন ৪ টাকা ৫ টাকা করে দেওয়া হবে সেটা হচ্ছে ১৯৭১ ইং সালের কথা। এখন সেই রিকমেণ্ডেশানের ভিত্তিতেই কি তাদের ওয়েজ ঠিক করা হবে, না বর্ত্তমান বাজার দর অনুযায়ী তাদের রিকমেণ্ডেশান হবে কি না—এই রকম কোন আশ্বাস দিতে পারবেন কি না।

মিঃ স্পীকার :—This is not relevant to the main question.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এই যে কন্টিনজেন্ট লেবার যারা তারা রবিবার কাজ করেন, কিন্তু সরকারী নির্দেশ আছে তাতে বলা হয়েছে রবিবার কাজ করলেও তারা বেতন পাবে না—তার জন্য তারা ওভার টাইম এলাউন্স বা সেই ধরণের কোন মজুরী পাচ্ছে না যেহেতু তারা কন্টিনজেন্ট লেবার...

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কন্টিনজেন্ট মানেই তারা কাজ করলে পয়সা পাবে, আর কাজ না করলে পয়সা পাবে না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি সেজন্যই বলছি তারা রবিবার বা ছুটির দিনে কাজ করলেও তাদের মজুরী পায় না...

মিঃ স্পীকার :—সেটিতো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কাজ করলে মজুরী পাবে। শ্রীগুণপদ জমাতিয়া।

শ্রীগুণপদ জমাতিয়া ঃ—প্রশ্ন নং ৮৩২।

মিঃ স্পীকার :—৮৩২

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—প্রশ্ন নং ৮৩২।

প্রশ্ন

১। উদয়পুর বিভাগের নোয়াবাড়া দাতব্য চিকিৎসালয়টিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে হবে কি ?

৩। না থাকলে তাহার কারণ।

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। এই স্থানের জনসংখ্যা এবং বর্ত্তমানে চিকিৎসার যে সুযোগ সুবিধা আছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বিবেচনা করা যায় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি নোয়াবাড়ী থেকে কয় মাইলের মধ্যে এই সুযোগ সুবিধা আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উদয়পুর থেকে নোয়াবাড়ীর দূরত্ব আনুমানিক ৫।৬ মাইল হবে।

শ্রীগুনপদ জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি উদয়পুর থেকে নোয়াবাড়ীর দূরত্ব অন্তত ১০ কিলোমিটার এবং সেখানকার জনসাধারণ চিকিৎসার অভাবে—ডেলিভারী কেইসে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চনটা বুঝতে পারি নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি নোয়াবাড়ী থেকে জীপেবল কোন রাস্তা উদয়পুর পর্যন্ত আছে কি না যাতে রোগী আনা যায় এবং রাস্তা না থাকার ফলে গর্ভবতী মায়েরা প্রসবের সময়েতে মৃত্যু বরণ করেন—মৃত্যুর রিপোর্ট পেয়েছি ডেলিভারী ঠিকমত হয়নি বলে—এটা কি তিনি অবগত আছেন !

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, জীপেবল কোন রোড আছে কি না আমার জানা নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি, কাধে করে রোগী আনতে হয় সেই সমস্ত জায়গা থেকে এবং এটা একটা ইনএকসেসবল এরিয়ার মত—ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকা এবং এই জন্য জনসংখ্যা বা দূরত্বের প্রশ্ন না এনে অন্যান্য দিক থেকে অনগ্রসর এলাকা হিসাবে এখানে একটি ডিস্পেন্সারী জাষ্টিফায়েড ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার যে পেটার্ণ আছে প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে তাতে আছে ৬০ হাজার থেকে ৮০ হাজার লোকের জন্য একটি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার হবে, কিন্তু আমাদের ত্রিপুরায় গড় পড়তা ৫৫ হাজার লোকের জন্য একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে এবং উদয়পুর মহকুমার পপুলেশান হল ১ লক্ষ ২৪ হাজার। উদয়পুর মহকুমার কাকড়াবনে একটি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার আছে, উদয়পুরে একটি হাসপাতাল আছে এবং মহারাণীতে অতি সত্বর একটি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার খোলা হইতেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই কথা স্বীকার করবেন কি এই এলাকাটাকে তারা দেখছেন না বলেই, সেখানে এমন কি একজন ডাক্তারও সেই ডিস্‌পেন্সারীতে আজ পর্যন্ত দেন নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ডাক্তারের সর্ট আছে সেই জন্য দেওয়া যায় নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারবেন কি ডাক্তার পাওয়ার জন্য তারা কি কি চেষ্টা করেছেন—স্যার, আমি এই প্রশ্ন করছি—এই জন্য ত্রিপুরাতে অনেক ডাক্তারখানায় ডাক্তার নাই এর আগে···

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার মাননীয় মন্ত্রী একটা প্রশ্নোত্তরে এর জবাব দিয়েছিলেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদিও এই কোয়েশ্চনটা রিলিভেন্ট নয়, তবু আমি বলতে চাই একটা প্রশ্নোত্তরে কিছুদিন আগে আমি বলেছি আমরা ইন্টারভিউ নিয়েছি এবং কয়েকজন ডাক্তারকে এই বোর্ড সিলেক্ট করেছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সেখানে কে চিকিৎসা করছে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—একজন কম্পাউণ্ডার দ্বারা কাজ চলছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কম্পাউণ্ডার দিয়ে একটা ডাক্তারখানা চলা উচিত কিনা

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কম্পাউণ্ডার মেডিসিন দিয়ে থাকেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—প্রেসক্রিপশান কে করছেন?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অন্যান্য ডাক্তারখানার ডাক্তার দিয়ে প্রেসক্রিপশান করিয়ে, ঔষধ সাপ্লাই দেওয়া হয়।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—কম্পাউণ্ডার প্রেসকিপশান করতে পারেন কি, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আমি সেকথা বলিনি।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—প্রেসক্রিপশান কে করবে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আমি বলেছি উদয়পুর-এর ডাক্তার প্রেসকিপশান দেন এবং সেই প্রেসকিপশান নিয়ে নোয়াবাড়ী ডিসপেন্সারী থেকে ঔষধ সাপ্লাই দেওয়া হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—উদয়পুর ১০ কিলোমিটার দূরে আসবে ডাক্তারের কাছে প্রেসক্রিপশানের জন্য?

মিঃ স্পীকার :—কম্পাউণ্ডার, ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—উদয়পুর এসে প্রেসকিপশান করে নিয়ে ঔষধ সাপ্লাই দেওয়া হয় নোয়াবাড়ী?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আমি আগেই বলেছি যে আমাদের ডাক্তারের শর্ট আছে, তাই ডাক্তার দিতে পারছিনা, তবে ডাক্তার নিয়োগ করার চেষ্টা করছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—ডাক্তার নেই সে এক কথা, যেটা সত্যি সেটা তিনি বলতে পারেন, কিন্তু উদয়পুর থেকে প্রেসক্রিপশান নেওয়া হয়…

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে ডাক্তার খানায় যদি কম্পাউণ্ডার থাকে, যদি ডাক্তারখানা কম্পাউণ্ডার দিয়ে চালিত হয়, তাহলে আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকার যে ঔষধ, আমরা তা ব্ল্যাক মার্কেটে পাঠাবার সুযোগ করে দিচ্ছি। কারণ কম্পাউণ্ডার প্রেসক্রিপশান করতে পারেনা, অথচ আমরা দেখছি লক্ষ লক্ষ টাকার ঔষধ যাচ্ছে প্রত্যেক ডিস-পেনসারীতে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেন কিনা যে আমাদের ঔষধ যে যাচ্ছে তা সব ব্ল্যাক মার্কেটে চলে যাচ্ছে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—ব্ল্যাক মার্কেট হয় কিনা জানিনা, ডাক্তার নাই আমি বলেছি, ডাক্তার রিক্রুট করার চেষ্টা করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ডাক্তারের অভাব আছে। যেসব ডিসপেনসারীতে কম্পাউণ্ডার দিয়ে চালানো হচ্ছে, সেই ডিস-পেনসারীগুলির জন্য একটা মোবাইল ডিসপেনসারী করে, সপ্তাহে একবার করে ভিজিট করে রোগী দেখে প্রেসক্রিপসান করে দেবেন যাতে কম্পাউণ্ডার ঔষধ দিতে পারে, সেই ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করবেন কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা করলে মোটামুটি ভালই হয়, কিন্তু সেটা করার কতকগুলি অসুবিধা আছে।

শ্রীবাজুবন রিয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ঐ দাতব্য চিকিৎসালয়টি কোন সনে খোলা হয়েছিল এবং সেখানকার লোক সংখ্যা কত?

মিঃ স্পীকার :—ইট ইজ নট রিলিভেন্ট।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এইরকম ডাক্তার নাই, চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা কত?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকালিদাস দেববর্ম্মা।

শ্রীকালীদাস দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৪২।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৪২।

প্রশ্ন	উত্তর
১) সদরের মান্দাই বাজারে কোন হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা আছে কি?	১) বর্ত্তমানে নেই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ঐ এলাকায় হাসপাতাল না থাকার দরুন মান্দাই বাজারের মানুষের খুব অসুবিধা হচ্ছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সেখানে হাসপাতাল নাই আমি বলেছি, এটার নিকটবর্তী জিরানীয়ায় একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার আছে এবং শচীন্দ্রনগরে একটা ডিসপেনসারী আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, জিরানীয়া থেকে মান্দাই বাজারের দূরত্ব কত ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আনুমানিক ছয় মাইল হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন. মান্দাই বাজার থেকে জিরানীয়ায় রোগী আনতে গেলে সেটা জিরানীয়ায় চিকিৎসিত হয়ে সুস্থ হবে কি না ? অর্থাৎ যে রোগী মুমূর্ষু সে ৬ মাইল হেটে এসে জিরানীয়ায় চিকিৎসার জন্য সুস্থ হতে পারে কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—হেটে আসার কোন প্রশ্ন নেই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি চেষ্টা করবেন অন্ততঃ জিরানীয়া প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে একটা মোবাইল ইউনিট রেখে সপ্তাহে একবার মান্দাই বাজারে পাঠানোর জন্য, যেহেতু সেখানে ৪০ হাজার লোক আছে, তারা খুব গরীব মানুষ, ভূমিহীন মানুষ ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ডাক্তারের শর্ট আছে, ডাক্তার সাফিস্যান্ট যখন হবে, তখন চেষ্টা করব।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জিরানীয়া প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে ডাক্তারের শর্ট আছে কি ? সেখানে কতজন ডাক্তার আছে বলবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের একটা মোবাইল ইউনিট আছে এটা রাণীর বাজার এবং চম্পকনগর যাতায়াত করে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মান্দাই বাজার দেওয়া হবে কি না ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য'এর প্রশ্ন হচ্ছে সেই মোবাইল ইউনিট মান্দাইবাজার পর্যন্ত যাবে কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা পরে আমি বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, জিরানীয়া থেকে মান্দাইবাজার যোগাযোগের কি ব্যবস্থা আছে ?

মিঃ স্পীকার :—এই প্রশ্নের সংগে এটা আসে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—রাস্তা আছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ সোম :—রাস্তা আছে এবং সেই রাস্তায় জীপ চলে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৪৪।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৪৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১) গত ২রা মার্চ (১৯৭৩) বিলোনিয়া হাসপাতালে একদল সমাজ বিরোধী হাসপাতালের নার্স, ওয়ার্ড গার্লস ও ডাক্তারকে লাঞ্ছিত করে এবং ঔষধপত্র তচনচ করে—সরকার এই সংবাদ অবগত আছেন কি ?	১) ২-৩-৭৩ইং তারিখে কিছু কলেজের ছাত্র বিলোনিয়া হাসপাতালে কিছু গোলমাল করেছে।
২) যদি অবগত থাকেন তাহলে এই সমাজ বিরোধী কারা এবং তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?	২) তারা এই ব্যাপারে পরে দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ এবং তাদের সহায়তায় বিষয়টি আপসে মীমাংসা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে বিষয়টি পুলিশে রিপোর্ট হয়েছে কিনা ? হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ পুলিশকে জানিয়েছিলেন কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় অবগত আছেন কি যে যারা হামলাটি করেছিল তারা বিলোনীয়া শহরে অনবরত এইরকম হামলাবাজী করে ? এই রকম তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মশায়ের কাছে আছে কি না এবং তাদের বিরুদ্ধে পুলিশী রিপোর্ট আছে—এই তথ্য আছে কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা আমার কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইটা আপোসের ব্যাপার নয়, এইটা হাসপাতালের, এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। হাসপাতালে কিছু লোক গিয়ে নার্সকে, ওয়ার্ড গার্লসকে, ডাক্তারকে লাঞ্ছিত করলো, ঔষধপত্র তচ্ নচ্ করলো, পুলিশে রিপোর্টেড হলো এবং তারপরে আমরা জানতে চাইবো না যে তারা কিরকম এবং এইটা কি আপোসের ব্যাপার ? যারা অনবরত এই ধরণের গুণ্ডামী করছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা সর্বদা গোলমাল করে কিনা সেইটা আমার জানা নেই। আমি আগেই বলেছি যে এখানে একটা সাধারণ গোলমাল হয়েছিল।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে যারা এই হাসপাতালের নার্স এবং ওয়ার্ড গার্লসদের লাঞ্ছিত করেছিল তাদের নাম বলতে পারেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে নাম বলতে আমি পারছি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—তাহলে কি করে বললেন যে তারা কলেজের ছাত্র ? মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি যদি নাম না বলতে পারেন তাহলে তিনি কি করে বললেন যে, তারা গুণ্ডা না, বদমাস না, তারা যে কলেজের ছাত্র, তিনি কি করে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, যারা আক্রমণকারী তাদের নাম যদি তিনি না জানেন আমি বলছি এই হাউসের সামনে তিনি তথ্য লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন এবং হাউসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। তিনি যদি কলেজের ছাত্র বলেন তাই তাহলে নাম বলতে হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের নাম জানা যেতে পারে, তবে আগেই বলেছি যে কতিপয় কলেজের ছাত্র এই সময়ে এসেছিল।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, এই গোলমালের সময়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাসপাতালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হলো তারা একটা দরজার পর্দা, একটি তোয়ালী ছিড়িয়া ফেলে এবং এক বাল্ব সুইচ ছুড়িয়া ফেলে, এবং একটা প্লাসটিক মার্স এবং একজন নার্সের কলম নষ্ট করা হয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ঐদিন যে ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনার মূল উদ্দেশ্য কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২-৩-৭৩ ইং তারিখে অনুমান সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে একদল কলেজের ছাত্র, সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত একজন ছাত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে আসে এবং তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তারের জন্য দাবী করে। এই সময়ে ডাক্তার বাজারে গিয়েছিলেন এবং তার ফিরিয়া আসার পর এই ছেলেরা চীৎকার করিয়া ডাক্তার এবং অন্যান্য কর্মীদের গালি দিতে থাকে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, হাসপাতালে যে মেয়েটিকে নিয়ে আসা হয়েছিল সেই মেয়েটির নাম মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় নামটি আমার জানা নেই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ঐ সময়ে ওয়ার্ডে কোন নার্স ছিল কিনা ? বা ইনচার্জ কে ছিলেন ? একটি মেয়ে এতগুলি গুণ্ডা দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছিল তার মাথা ফেটে গিয়েছিল বলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে আশা হয়েছিল এবং ডাক্তার বলে চীৎকার করা হয়েছিল। আমি বলছিলাম স্যার, ডাক্তার বা নার্স তখন ছিল কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আমি আগেই বলেছি যে এই সময়ে ডাক্তার বাজারে গিয়েছিল।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শ্রীমতী রায় নামে এক কলেজের ছাত্রী তার মাথায় আঘাত লাগার ফলে এই গোলমাল হয়েছিল এইটা মামনীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি না ?

মিঃ স্পীকার :—আপনি কি প্রশ্ন করলেন বুঝাই গেল না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রশ্নটা বুঝি নাই।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—কলেজের ছাত্র এবং ছাত্রীরা ট্রাক নিয়ে প্রসেশন করার সময় মাথায় আঘাত লাগে এবং ওখান থেকে ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিল এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কি প্রকারে আঘাত লাগে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইটা আমার জানা নেই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮১৫।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮১৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১) সরকার কি অবগত আছেন যে, সদর বিভাগের চাম্পামুড়ায় ও রাধাকিশোরগঞ্জ বাজারে যে দুইটি ডিসপেনসারী আছে বহুদিন যাবত সেইগুলিতে কোন ডাক্তার নাই এবং রীতিমত ঔষধপত্রও থাকে না।	১) ডিসপেনসারী দুইটিতে এক্ষণে ডাক্তার নাই। কিন্তু ঔষধপত্র উপযুক্ত পরিমাণে আছে।
২) যদি অবগত থাকেন, তবে এই অব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?	২) উপযুক্ত পরিমাণ ঔষধ আছে, ডাক্তার দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ডিসপেনসারীগুলিতে কোন সময় ডাক্তার ছিল কিনা এবং যদি না থাকে তাহলে কোন্ সময় থেকে ছিল না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চাম্পামুড়াতে প্রায় এক বৎসর যাবত ১।১।৭২ হইতে ডাক্তার নাই এবং রাধাকিশোরগঞ্জ বাজারে ৮।১১।৭০ হইতে ডাক্তার নাই।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—১৯৭০ সাল থেকে যে ডিসপেনসারীতে ডাক্তার থাকে নি সেখানে কে চিকিৎসা করে রোগীর ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিস্পেনসারীগুলি কম্পাউণ্ডার দ্বারা চালানো হচ্ছে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জানাবেন কি, ঐ ডিস্পেনসারীগুলিতে কি কি ঔষধ আছে ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ডাক্তার নন যে কি কি ঔষধ আছে তার নাম তিনি বলতে পারবেন।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, রাধাকিশোরগঞ্জ বাজারে যে ডিসপেনসারী আছে সেই ডিসপেনসারী ঘরটা কি কোন সরকারী ঘর, না ভাড়া নেওয়া ঘর ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ—আগরতলা থেকে চাম্পামুড়া এবং রাধাকিশোরগঞ্জের দূরত্ব কত।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—চাম্পামুড়া ডিসপেনসারী হইতে বিশালগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আনুমানিক ৫।৬ মাইল দূর এবং ঈশানচন্দ্রনগর রাধাকিশোরগঞ্জ বাজার হইতে ৬।৭ মাইল দূর এবং ঈশানচন্দ্রনগরের পাশে আমতলীতে একটা ডিসপেনসারী আছে এবং আমতলীতে সম্প্রতি একজন ডাক্তার দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—ঐ ডিস্‌পেনসারী দুইটিতে কোন কম্পাউণ্ডার আছে কিনা ?

শ্রীমনোরন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আছে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—ঐ কম্পাউণ্ডার দুইজনের নাম কি কি, তাদের বাড়ী কোথায়, তারা ঐ জায়গায় থাকে কি ? তারা ঐ ডিসপেনসারীর কাছের লোক কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ—এই ঘটনা তদন্ত করা হবে কিনা যে তারা ঐ ডিসপেনসারীতে থাকে না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আমি নোটিশ ডিমাণ্ড করেছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—কম্পাউণ্ডার থাকে কিনা সেটা তদন্ত করার জন্য নোটিশ ডিমাণ্ড ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কম্পাউণ্ডার যদি না থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তদন্ত করা হবে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—ঐ ডিসপেনসারী দুইতে আমরা কবে ডাক্তার আশা করতে পারি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ডাক্তারের শর্ট আছে। যখন ডাক্তার পাব তখন আমরা প্রত্যেক ডিস্‌পেনসারীতে ডাক্তার দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯১।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯১।

প্রশ্ন	উত্তর
১) তিনটা জেলায় তিনটি সেসান জাজ কোর্ট স্থাপনের কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কি ?	১) বর্ত্তমানে সরকারের এইরূপ কোন প্রস্তাব নাই, তবে স্থানীয় প্রয়োজনানুসারে বিচার বিভাগের পুনর্বিন্যাসের একটি প্রস্তাব আছে। এই প্রস্তাব সম্পর্কে হাইকোর্টের সহিত আলোচনা চলিতেছে।
২) থাকিলে কবে পর্যন্ত স্কীমটা কার্যকরী করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে ?	২) উক্ত প্রয়োজনার্থে প্রাস্তাবটি হাই কোর্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর যতশীঘ্র সম্ভব কার্যকরী করা হইবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে যতশীঘ্র সম্ভব। আমরা কি আশা করতে পারি আগামী যে আর্থিক বছর তার মধ্যে হবে কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এটা হাই-কোর্টের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে। হাইকোর্ট রাজী হওয়ার পর তখন তাকে কার্যকরী করার চেষ্টা করা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেন কি যে যদি তিনটা ডিষ্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারে কোর্ট করতে হয় তাহলে সেখানে বাড়ীঘর আগে থেকেই তৈরী করতে হয় ? কাজেই যদি পরিকল্পনা থাকে তাহলে তার প্রস্তুতি হিসাবে সেখানে বাড়ীঘর তৈরীর কাজ শুরু হবে কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক নম্বর প্রশ্নের উত্তরে আমি আগেই বলেছি যে বর্ত্তমান সরকারের এই রকম কোন প্রস্তাব নাই। তবে স্থানীয় প্রয়োজনানুসারে বিচার বিভাগের পুনর্বিন্যাসের একটি প্রস্তাব আছে। এই প্রস্তাব সম্পর্কে হাই কোর্টের সহিত আলো-চনা চলিতেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার এর অর্থটা আমি বুঝলাম না বিচার বিভাগের পুনর্বিন্যাস হবে। তার মানে ডিষ্ট্রিক কোর্ট বাদ দিয়ে বিচার বিভাগের পুনর্বিন্যাস। তাই কি তিনি বুঝাতে চাইছেন ? হাইকোর্ট, ডিষ্ট্রিক্ট জাজ কোর্ট, সেসান কোর্ট, এইগুলি বাদ দিয়ে যে বিচার বিভাগ তা তো আছেই এখানে। আবার পুনর্বিন্যাস কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক ডিষ্ট্রিক্ট জাজ কোর্ট ছাড়াও সাব-জাজ কোর্ট, অ্যাডিশন ডিষ্ট্রিক্ট জাজ কোর্ট আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আগরতলার ডিষ্ট্রিক্ট জাজ কোর্ট বলতে তিন জেলার ডিষ্ট্রীক্ট জাজ কোর্ট বুঝায় না। প্রত্যেক জেলাতেই আলাদাভাবে থাকা দরকার। সেটা কি এখন যে আগরতলাতে আছে সেটাকে আলাদা করা হবে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক ডিষ্ট্রীক্ট জাজের বিভিন্ন ডিষ্ট্রীক্টে কাজ করতে আইনগত কোন বাঁধা নাই।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে আমাদের যে কোয়েশ্চান ছিল তার মধ্যে মাত্র ৭টি ছিল ষ্টার্ড কোয়েশ্চান, একটি ছিল আনষ্টার্ড এবং আগামী কল্য আমরা যে লিস্ট অব বিজনেস পেলাম তাতে মাত্র ৪টা স্টার্ড কোয়েশ্চান এবং দুইটা আন স্টার্ড কোয়ে-শ্চান আছে। কিন্তু গত কয়েকদিনের বিজনেসে আমরা দেখতে পেলাম এক এক দিন ৫০টা কোয়েশ্চান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজকে এতটা কম দেওয়া হয়েছে, এর কারণ কি থাকতে পারে ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি আমার চেম্বারে গিয়ে দেখা করবেন। আমি আপনাকে পরিস্কার করে বুঝিয়ে দেব।

শ্রীবি, দাস :—স্যার, তড়িতবাবুর একটা কোয়েশ্চান ছিল। আই এম ইন্টারেস্টেড ইন দ্যাট। কোয়েশ্চান নাম্বার হল ১৩৮।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৮।

প্রশ্ন	উত্তর
১) চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগে এলোপ্যাথিক ঔষধের দোকানের মালিকগণকে দিবারাত্রি ঔষধের দোকান খোলা রাখার জন্য বাধ্য করিতে পারেন এই রকম কোন আইন আছে কি ;	১) না।
২) আগরতলায় রাত্রিবেলায় সারা রাত্রির জন্য কতটি ঔষধের দোকান খোলা থাকে ;	২) একটিও না।
৩) স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে সারারাত্র খোলা রাখার জন্য সর্বশেষ কবে কতটি দোকানের উপর আদেশ দেওয়া হইয়াছে ?	৩) ত্রিপুরা মেডিসিন ডিলার্স এসোসিয়েশানকে ৭-৮-৭০ ইং তারিখে অনুরোধ করা হইয়াছিল।

শ্রীবি, দাস :—সেই অনুরোধের ফলটা কি হল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কয়েকটা ঔষধের দোকানে পালাক্রমে খোলা রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালের জুন মাসে এই ব্যাপারে অসুবিধা হইতেছে দেখা যায় এবং ত্রিপুরা মেডিসিন ডিলার্স এসোসিয়েশনকে অনুরোধ করা হয় পালা অনুসারে চার্ট করে দোকানগুলি খোলা রাখার জন্য।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—এই ব্যাপারে তারা জানান যে কম্পাউণ্ডারদের জীবনের এবং মালিকদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য যে রাত্রিতে সেই দোকান খোলা রাখার কথা সেই দোকানের সামনে যেন পুলিশের বন্দোবস্ত করা হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মালিকরা যা আপনাদের জানিয়েছেন তার উত্তরে সরকার কি করেছেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে হেলথ ডিপার্টমেণ্ট পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের সংগে পত্রালাপ করছেন।

শ্রীবি, দাস :—১৯৭০ সনে অনুরোধ করা হয়েছে আজ ৭৩ সন পর্যন্ত কিছুই করেন নি। রাত্রিতে ইমারজেন্সী পেসেণ্ট যখন হয় তখন তারা কোথা থেকে ঔষধ পাবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ড্রাগ কনট্রোল অ্যাক্ট অনুসারে আমরা পরিচালিত হই। তবে অন্য কোন রাজ্যে অন্য কোন অ্যাক্ট আছে কিনা আমার জানা নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আইন না করলেও দোকানের মালিকরা তো বলেছেন পুলিশের পাহারার বন্দোবস্ত করতে। সেই পাহারার বন্দোবস্ত করতে না পারলে সরকার কি করে চলবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হেলথ ডিপার্টমেন্ট ২৫-৫ ৭১ ইং তারিখে পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে জানিয়েছিলেম এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্ট পেট্রোল দেবার জন্য বলেছেন। তারা বলেছেন আমরা রাস্তায় পেট্রোল দেব। আমরা দোকানের সামনে বন্দুক নিয়ে বসে থাকতে পারব না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় …(গণ্ডগোল)…

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করছেন আর আপনি দাঁড়িয়ে তাকে ডিস্টার্ব করছেন, তাহলে তিনি প্রশ্ন করতে পারেন না …(গণ্ডগোল)…আপনি প্রশ্ন করুন…

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখন আলাপ করছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে রাত্রিতে ঔষধের দোকান খোলা রাখার জন্য পুলিশকে বলা হয়েছে এবং পুলিশ বলেছে আমরা দিতে পারব না এই বিষয়টি পুলিশ মন্ত্রীর… (গণ্ডগোল)…স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ঔষধের দোকানের সামনে আমরা পুলিশ রাখতে পারব না—এই কথা পুলিশ মন্ত্রীকে জানানো হয়েছিল কি না। ঔষধের দোকানে পুলিশ দেওয়া যাচ্ছে না এবং ঔষধের দোকান খোলা রাখা যাচ্ছে না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে এইটুকুই বলা যায় যে একটা ত্রাস কিম্বা ভয় থেকে ওরা এই কথাটা বলেছিল, এটা ১৯৭০ইং সনের ঘটনা—তখনকার অবস্থা আর এখনকার অবস্থায় অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে—এখন ডিলার্সরা খোলেনা—মিনিষ্টার উত্তর দিয়েছেন যে এটাকে ফোর্স করা যাচ্ছে না—রাত্রিতে দোকান খোলা রাখার জন্য। আর রাস্তায় টহল সব সময় দেওয়া হয় ব্যবস্থা রয়েছে, কাজেই নিরাপত্তার দিক থেকে কোন অসুবিধার কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। যদি ডিলাররা নূতনভাবে এই বন্দোবস্ত করতে না চান তাহলে এই সম্পর্কে আইনের সংগে আলোচনা করে এবং অন্যত্র এটাকে কি ভাবে ফোরস্ করে সেইসব দেখে এর প্রতিকার করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যখন প্রাইভেট মালিকেরা এইভাবে দোকান খোলা রাখতে চাইছেন না তখন সরকারের কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের একটি মেডি-ক্যাল ষ্টোর্স আছে কামান চৌমুহনীতে—সেটাকে খোলা রাখার নির্দ্দেশ দেওয়া হবে কি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে ভেবে দেখা যাবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সাধারণত: যে লাইসেন্স তাদের দেওয়া হয়—লাইসেন্সে এই কণ্ডিশান জুড়ে দেওয়া যায় কি না যে পালাক্রমে রাত্রিতে একদিন করে দোকান খোলা রাখতে হবে—লাইসেনসের সংগে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লাইসেনস যা দেওয়া হয় সেটি ড্রাগস কন্ট্রোল এক্ট অনুযায়ী দেওয়া হয়। সুতরাং নতুন কিছু যোগ করা ড্রাগস এক্টে বাইরে—সেটি সম্ভব কি না আমার জানা নাই।

শ্রীবি, দাস :—ড্রাগ কন্ট্রোল এক্টে কি কি কণ্ডিশান আছে সেটি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি।

মিঃ স্পীকার :—This it not relevant to the main question.

শ্রীবি, দাস : -স্যার, এই জন্য রিলিভেন্ট, কারণ আমি এই জন্য জানতে চাইছি ঔষধের দোকানের মধ্যে ফ্রীজ রাখার কথা আছে এমন কতগুলি ড্রাগস রয়েছে যেগুলি ফ্রীজে থাকার কথা, সেখানে একটা দোকানেও ফ্রীজ নাই। তারপর দোকান রাত্রিতে একটাও খোলা থাকে না, ইমারজেন্সীতে কোন ঔষধই পাওয়া যায় না এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিবেচনা করবেন কি না—অনুসন্ধান করবেন কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ড্রাগস এ্যাক্ট এখন আমার কাছে নাই... (গণ্ডগোল) ...

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, রাত্রিতে ঔষধ না পাওয়ায় রোগীর অনেক সময় অসুবিধা হয়—সেজন্য নতুনভাবে আইন প্রনয়ন করবেন কি না...(গণ্ডগোল)...

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি সেটি লাইসেন্সের মধ্যে ইনক্লুড করা যায়, কোথাও ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেটি সেদিকে বিবেচনা করে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ১৯৭০ইং সালে যে অবস্থা ছিল বর্ত্তমানে সেই অবস্থা নাই—ল এণ্ড অর্ডারের—তিনি কি করে বুঝলেন যে ১৯৭০ইং সালে যে অবস্থা ছিল সেটি এখন নাই...

মিঃ স্পীকার :—No, No, this is not a supplementary question.

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—উনি বলেছেন স্যার...(গণ্ডগোল)...

মিঃ স্পীকার :—নো, উত্তর দেওয়ার সময় তার এক্সপ্লেনেশান দেওয়া হয়েছে...(গণ্ডগোল)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—স্যার আমি শেষ করে নিই—এই জন্যই কি ? ঐ সময় শচীন বাবুর আমল ছিল আর এখন সুখময় বাবুর আমল বলেই কি পরিবর্তন হয়েছে...(গণ্ডগোল)...

Mr. Speaker :—No, no, no, Hon'ble Chief Minister, you need not reply to this question (interruption) you need not reply. This is not at all a supplementary question.

Now, we have finished to-day all the Starred Questions. Ministers may lay on the Table of the House answers of the Unstarred Questions. There is one Calling Attention Notice of Shri Nripendra Chakraborty of 26.3.73 to which the Minister concerned was agreed to make his statement to-day, the 27th March, 1973. I would request Hon'ble Minister-in-Charge to make his statement.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কলিং এ্যাটেনশানে আছে, গত ২৪শে মার্চ বিলোনীয়ার মতাই গ্রামে বি, এস, এফ কর্তৃক শ্রীকিশোর মজুমদারকে গায়ে সুচ বিদ্ধ করিয়া দৈহিক নির্যাতন করা সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইরকম ঘটনা—বি, এস, এফ, কোন কিশোর মজুমদার কিংবা অন্য কাউকে মোতাই গ্রামে সুচ বিদ্ধ করেছে, এইরকম ঘটনার খবর আমাদের কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে কিশোর মজুমদার যার সুচবিদ্ধ ক্ষত অবস্থা আমি নিজে দেখেছি, তাকে ঐদিন মোতাই স্কুলের হেড মাষ্টারের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সেখানে এই ঘটনা ঘটান হয় ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কলিং এ্যাটেনশানে বি, এস, এফ কর্তৃক সুচ বিদ্ধ হন এই সম্পর্কে বলা হয়েছিল, কাজেই সেই সম্পর্কে আমি বলেছি এই ধরণের ঘটনা সেখানে ঘটেনি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ১৮ তারিখ থেকে এই মোতাই গ্রামে মিঃ এম, বি, সাদিতুল্লার নেতৃত্বে তিনি সম্প্রতি আসাম থেকে ট্রন্সফার হয়েছেন, তার নেতৃত্ব'এ অনবরত বিটিং আপ হচ্ছে। সেখানে সতীজ বৈদ্যকে, রাখাল সেনকে, সুজিত বণিককে সেখানে পরপর পিটানো হয়েছে, তাদের কাছ থেকে বলপুর্ব্বক লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে যে তোমরা কোনরকম নালিশ করতে পারবে না, এবং সেখানে চরম একটা মারপিটের অবস্থা চলছে যার অন্যতম শিকার হচ্ছে এই কিশোর মজুমদার...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি এটার জন্য সেপারেট কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ দিতে পারেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমি জানতে চাচ্ছি ১৮ তারিখ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত সেখানে বি, এস, এফ, একটা তাণ্ডব চালিয়েছে কিনা, এটা হতে পারে যে হয়তো উনি যেটা বলেছেন যে কিশোর মজুমদার তাকে বি, এস, এফ, মারে নি, কিন্তু তার পালিত গুণ্ডারা তাকে মেরেছে, তা হতে পারে কিন্তু বি, এস, এফ সেইজন্য দায়ী, সেইজন্যই আমি বি, এস, এফ লিখেছি। এইসব হেডমাষ্টারের বাড়ীর ভিতর নিয়ে মারপিট করা হয়েছে আমি আরও বলেছি যে সেখানে গরুচুরি অব্যাহত...

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, এটা ঠিক কলিং এ্যাটেনশনের বিষয়বস্তু নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সেখানে একজন টিচার তিনি গরু পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েন এবং সেটা এই ছেলেরা, তাকে হাতে নাতে ধরে দিয়েছে।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে একজন শিক্ষককে টেনে আনা উচিত নয়। এই যে কলিং এ্যাটেনশান, তার সংগে নকুল দত্ত জড়িত নয়, কাজেই একজন শিক্ষককে এখানে টেনে আনা উচিত নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আপনি আপনার ডিসিশান দেবেন, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে ..

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমি পয়েন্ট অব অর্ডারের উপর ডিসিশান দেব কিন্তু আপনার কথা শুনে আমি ডিসিশান দেব না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন কোন এলাকাতে কোন ইনসিডেণ্ট হয়, এটা আইসলেটেড ব্যাপার নয়, এটার আগেও আছে, পরেও আছে এখানে বিলোনীয়ায় গরু পাচার হয়েছে। কাজেই সেখানে একটি ঘটনা ঘটছে যেহেতু স্পেসিফিক ঘটনার উপর কলিং এ্যাটেনশান দিতে হয়, সেইজন্য আমি বি, এস, এফ এর কথা উল্লেখ করে দিয়েছি। নতুবা আমি বিস্তৃত আকারে দিতে পারতাম। যেহেতু কলিং এ্যাটেনশানে তা দেওয়ার সুযোগ নাই, সেইজন্য আমি এইভাবে রেখেছি। আমি অনুরোধ করছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে সেখানে কি ঘটনা ঘটছে, তার উপর একটা বিবৃতি তিনি দিন।

মিঃ স্পীকার :—আমি পয়েণ্ট অব অর্ডারের উত্তর দিইনি। আপনি বলেছেন বি, এস, এফ কর্তৃক কিশোর মজুমদার অত্যাচারিত হয়েছে, কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী আপনার কলিং এ্যাটেনশান নোটিশের উত্তরে বলেছেন বি, এস, এফ এই ব্যাপারে ইনভলভ নয়, অতএব এই প্রশ্ন এখানে আসেনা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বি, এস, এফ জড়িত নয়, একথা বলেননি, বি, এস, এফ করেনি বলেছেন।

মিঃ স্পীকার :—বি, এস, এফ এই ব্যাপারে জড়িত নয়, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন অতএব এটা আসতে পারেনা।

VOTING ON DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS FOR 1972-73

Mr. Speaker :—Next Business of the House is Voting on Demands for Supplementary Grants for 1972-73 To-day there are 12 Demands.

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ ছিল।

মিঃ স্পীকার :—আপনার কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ আমি ডিসএ্যালাউ করেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গতকাল আমি এই হাউসে বলেছিলাম ষ্টার্ড কোয়েশ্চানের আলোচনা প্রসংগে যে হাউসে উভয় পক্ষই সেটিসফায়েড হতে পারে নি, কাজেই হাফ এন আওয়ার ডিসকাশান তার উপর করা দরকার, আমাদের রুলসে সেই ডিসকাশান পারমিট করে এবং মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের সঙ্গে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পরে আমি অনুভব করেছিলাম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সম্পর্কে হাউসের যে কনফিউশান রয়েছে, সেই কনফিউশান বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সেটা পরিষ্কার করার জন্য হাউসের সামনে একটা বিবৃতি রাখুন। আমি অনুরোধ রাখব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে উনি একটা সুস্পষ্ট বিবৃতি এই হাউসের সামনে রাখুন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য কালকে আমি বলেছিলাম যে আমি রুল দেখে, রুল আলোচনা করে এই বিষয়ে দেখব আলোচনা হতে পারে কি না?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আপনার সঙ্গে আলোচনার পর আমার সঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং তিনি এই সম্পর্কে একমত হয়েছিলেন যে একটা বিবৃতি দেওয়া প্রয়োজন এবং তিনি তা দেবেন। সেইজন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি একটা বিবৃতি দিন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য যে কথাটা আলাপ হয়েছে, আমাদের যে রুল আছে সেই রুলে পারমিট করেনা যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই ধরণের ষ্টেটমেণ্ট দেবেন আপনি যদি এই বিষয়ে আলোচনার জন্য নোটিশ দেন, তাহলে এই বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। কালকে ফাইন্যাল ডিসিশান হয় নি। আপনাদের সঙ্গে আলোচনা হওয়ার পর আমি বলেছিলাম যে হাউসকে জানাব এটা কি করা যায়। কাজেই সেটা...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—আমি আশা করেছিলাম আপনি হাউসকে জানাবেন কি হয়। যদি সেপারেট নোটিশ চান তাহলে নিশ্চয়ই আমরা দেব।

মিঃ স্পীকারঃ—আপনি ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪এর উপর আলোচনা করতে চাই? এটা সম্পর্কে আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করি নাই। কারণ এই বিষয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এর উপর প্রচুর সাপলিমেন্টারী কোয়েশ্চান হয়েছিল, অতএব আমি মনে করি এই বিষয়ে আর আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে তিনি নোটিশ দেবেন, তা দিতে পারেন। কিন্তু আমি মনে করি যে কনফিউশান ছিল, সেটা দূর হয়েছে, কারণ এর উপর যথেষ্ট সাপলিমেন্টারী কোয়েশ্চান হয়েছিল।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা সম্পর্কে প্রচণ্ড ভাবে কনফিউশান রয়ে গেছে এই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ী কেনা সম্পর্কে, সেই সম্পর্কিত ষ্টার্ড কোয়েশ্চানের উপর যে বিভিন্ন উত্তর এসেছে, সেই সম্পর্কে আমরা আশা করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পুরোপুরি একটা বিবৃতি রাখবেন।

Mr. Speakr :—According to rule it is not permissible. He cannot make any statement on this question.

w the next business of the House is Voting of Demands for Supplementary Grants for 1972-73. Today there are 12 (twelve) Demands viz Demand No. 43—Capital Outlay on Schemes of Government Trading, Demand No. 27—Public Works ; Demand No. 41—Capital Outlay on Public works ; Demnad No. 25—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial); Demand No. 33—Forest ; Demand No. 11—Jails ; Demand No. 16—Public Health ; Demand No. 36—Capital outlay on improvement of Public Health ; Demand No. 17—Family Planning ; Demand No. 21—Industries ; Demand No. 22-Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works and Demand No. 31—Privy purses and Allowance of Indian Rulers.

Members have received the List of Business along with the APPENDIX showing the demands and the Cut-Motions. Now, the demands standing in the name of the Finance Minister are taken as moved. I shall also take all the Cut Motions as moved and there will be discussion on the demands and the cut motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Members that I have decided to request the Finance Minister to start discussion in support of the Demand Nos. 27,41 & 25 together. Demand Nos. 16, 36, 17 together and Demand Nos. 21 and 22 together, respectively and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature, of course I shall dispose of the demands separately.

Now I call on Finance Minister to start discussion in support of his demand No. 43—Capital Outlay on schemes of Govt. Trading. আপনার মুভ করার প্রয়োজন নেই, আপনি আপনার বক্তব্য রাখুন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে গভর্ণমেন্ট ট্রেডিং সম্বন্ধে আমাদের যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট তাতে আমাদের দুই লক্ষ টাকার দরকার, সেই দুই লক্ষ টাকা অনুমোদনের জন্য আজকে এই ডিমাণ্ড এখানে আমি পেশ করেছি, এটা ট্রেডিং করপোরেশনের ব্যাপার। গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া স্থির করেছিলেন ১।১০।৭২ থেকে যে আমাদের সাবসিডাইস্‌ড রেটে চিনি দেওয়া হবে, ২.১৫ পয়সা কে, জি, তখন থেকে আমাদের এখানে চিনি আসছে এবং চিনির জন্য যে এজেন্ট ঠিক করেছি যারা লিফ্‌ট করে নিয়ে আসবে এবং সমস্ত চিনি সেন্টারওয়াইজ ডিষ্ট্রিবিউশন করা হবে তারজন্য আমরা মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডকে আমরা নমিনেট করেছি। এবং তার জন্য আমাদের লেভি দিতে হবে ৩১·৬০ পয়সা পার কুইন্টেল হিসাবে। ২৭,৩২০ কুইন্টেলের জন্য আমাদের প্রায় ৮ লক্ষ টাকা আমাদের দিতে হবে। এবং সেই ৮ লক্ষ টাকার মধ্যে আমাদের ট্রেডিং থেকে ৬ লক্ষ টাকা পেয়েছি এবং এই দুই লক্ষ টাকা দরকার আছে এইটা মিট করতে। এই ডিফারেন্সটা ইণ্ডিয়ান গভর্ণমেন্ট সেটা না কি স্থির করেছে সে স্কীমে সেই টাকাটা আমরা ইণ্ডিয়ান গভর্ণমেন্ট থেকে ফেরৎ পাবো। কাজেই বর্তমানে আমাদের টাকাটা দিয়ে দিতে হবে, যারা নাকি আমাদের নমিনেট হিসাবে কাজ করছেন তাদেরকে তার জন্য আজকে আমাদের এই ডিমাণ্ডটা এখানে প্রেস করা হয়েছে। সেই দুই লক্ষ টাকার অনুমোদন আমার মাননীয় সদস্যরা দেবেন যাতে না কি সেইটা আমরা মিট আপ করতে পারি এবং পরে আমরা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে নিয়ে আসবো।

Mr. Speaker :—There is one cut motion on this demand, I would request Hon'ble Member Shri Amarendra Sharma to move his cut motion.

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং ৪৩-র জন্য সাবসিডি ২ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আমরা দেখেছি যে মোট ৮ লক্ষ টাকার প্রয়োজন ছিল। ৬ লক্ষ টাকা অন্য হেড থেকে আনা হয়েছে। প্রচুর টাকা সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে, আনা হচ্ছে, এই লেভি সুগার কেন আনা হচ্ছে। ত্রিপুরার মানুষ বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষ যাতে রেশন দোকানের মাধ্যমে ঠিকভাবে চিনি পায় সেইজন্য এই চিনি এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে। কিন্তু আজকে আমরা কি দেখছি যে চিনি আসছে, এত টাকা খরচ হচ্ছে চিনি কেনার জন্য। যে চিনি আসছে তার প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ চিনি বাহিরে চলে যাচ্ছে, ব্ল্যাক মার্কেটিংএ চলে যাচ্ছে, রেশনের দোকানের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের মানুষ খুব কম চিনি পায়। গ্রামাঞ্চলের মানুষ যখন প্রয়োজনে চিনি নিতে আসে তখন রেশন দোকানে চিনি থাকে না। তখন বাহির থেকে ৪ টাকা বা তারও বেশী দরে তাদের আনতে হয়। অথচ আমরা দেখছি কি যে দুই টাকা দরে রেশন দোকানের মধ্যে চিনি বিক্রয় করার কথা কিন্তু কোন কোন জায়গায় দেখছি কেরিং কষ্ট হিসাবে আরও বাড়িয়ে রেশন শপে নিচ্ছে, সেখানে ২·১০, ২·১৫ হিসাবে নিচ্ছে। আমরা যে

জিনিসটা দেখছি প্রিন্সিপল হিসাবে যে ৭০ ভাগ চিনি, মোট উৎপাদিত চিনি তার ৭০ ভাগ যেটা বেশী অংশ বাহিরে চলে যাচ্ছে, বিদেশে চলে যাচ্ছে তার থেকে যে বাকী অংশটা আছে সেইটা এখানে আসছে। ত্রিশ ভাগ তো যেটা আমরা দেখছি যে বাহিরে বিক্রি করার কথা সেইটা সরাসরি ব্ল্যাক মার্কেটিংএ চলে যাচ্ছে। এই অবস্থাটা আমরা দেখছি। ভারত সরকার যে চিনি নীতি প্রনয়ণ করেছেন এতে চিনির মালিকদের সুবিধাই দেখা হয়েছে। যে জিনিসটা আমরা দেখছি, এই লেভি চিনি বণ্টনে এই ত্রিপুরাতে যে দুর্নীতি চলছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যে দুর্নীতি হয়েছে আমি সেগুলি এখানে তুলে ধরতে চাইছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি যে গত পূজার সময়ে লেভি সুগার পাঠানো হয়েছিল ধর্মনগরের মাছমারায়। ডিলার কিন্তু মাছমারায় আর চিনি নেন নি। ধর্মনগরেই সেইটা বিক্রি করে দিয়েছেন। মাছমারার লোক সেই চিনি আর পান নি। যে চিনি রেশন দোকানে বিক্রি হওয়ার কথা, রেশন দোকানের মাধ্যমে গ্রামের লোকের পাওয়ার কথা, সেই চিনি ৪ টাকা করে কেন বাহিরে বিক্রি হবে। অনেক জায়গায় আমরা দেখছি কি যে চাউলের ডিলার আর চিনির ডিলার একজন। সেপারেট ডিলার চাউল এবং চিনির জন্য ঠিক করে রাখা হয়েছে। আবার চিনি যারা খোলা বাজারে বিক্রী করতে চান তাদের কাছে চিনি ২ টাকা দর বা নায্যমূল্যে বিক্রি করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যার ফলে সহজে চিনি ব্ল্যাক মার্কেটিংএ চলে যাওয়ার সুবিধা হয়েছে। রেশন দোকানে আমরা দেখছি আজকে ৪ বস্তা চিনি গেল এবং পরের দিন চিনি আর নেই। একদিন বণ্টনের পরেই আর চিনি পাওয়া যাচ্ছে না। এইটা চেক আপ করার কি উপায়, আমরা বার বার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি, লোকেল অথরিটিকে জানিয়েছি। কিন্তু তারা যে রেশন কার্ড চেক আপ করে এইটা বেড় করবেন এমনটা তারা করতে পারে নি। বলেছিলাম যে গত পূজার সময় মাছমারায় লেভি চিনি যায় নি, সমস্ত বিক্রি হয়েছে ধর্মনগরে। এইটা তদন্ত করে দেখা হোক। তারপরে চাওমনুর কথা। চিনি সেখানকার লোক পাচ্ছে না রেশন দোকানের মারফতে। সাবসিডি দিয়ে চিনি আসছে। সেই চিনি ত্রিপুরার লোক পায় না অথচ ব্ল্যাক হয়ে চিনি বাংলা দেশে যায়, এর যথেষ্ট প্রমাণ আমরা দেখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি যে বিলোনীয়া দিয়ে বহু চিনি বাংলা দেশে চলে যায়। আজকে ব্ল্যাক মার্কেটিয়াস' যারা তাদের তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে এই অঞ্চলটা। একজন ডিলার মুকুন্দ দে তিনি তার একটা প্রাইভেট ট্রুপ পোষণ করছেন ব্ল্যাক মার্কেটের টাকা দিয়ে। তিনি ব্ল্যাকে বাংলা দেশে চিনি পাঠাচ্ছেন। ত্রিপুরার মানুষ চিনি পাচ্ছে না, অথচ চিনি চলে যাচ্ছে বাংলা দেশে ব্ল্যাকে। বে-সরকারী বাহিনী যেটা তিনি তৈরী করেছেন সেটা বিভিন্নভাবে ব্ল্যাক মার্কেট করছে। তাদের জন্য টাকার অভাব হয় না, কারণ যারা ব্ল্যাকে টাকা উপার্জ্জন করে তাদের টাকার অভাব হয় না। গণ্ডাছড়ায় ক্ষিতীশ দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নন,—তিনি একজন ডীলার। তিনি অম্পিনগরে ৬ বস্তা চিনি নিয়ে ধরা পড়লেন। কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হল জিনিষটা। কিন্তু কোন ষ্টেপ নেওয়া হয়নি। এই অবস্থা আমরা বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ্য করেছি। অম্পি টুইডুতে চিনি নেই। চিনি গেলেও রাতারাতি শেষ হয়ে যায়। কেবল বিলোনীয়া নয়, কৈলাসহর, ধর্মনগর প্রভৃতি অঞ্চলে যেগুলি বাংলা দেশের বর্ডারে আছে সেগুলিতে রেশন দোকানে চিনি

গেলেই সেগুলি আর দোকানে উঠে না। পাচার হয়ে যায়। বাংলা দেশের সংগে তারা চিনির ব্যবসা ভালই চালাচ্ছে। আমরা আরও দেখেছি দক্ষিণ খোয়াইতে আরও ভালভাবে চলেছে। ইউনাইটেড ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হচ্ছে। আর সেই টাকা খাটানো হচ্ছে ফর মেকিং ব্ল্যাক অব সুগার, কেরোসিন তৈল। এইগুলি বাংলা দেশে চলে যাচ্ছে। ত্রিপুরার সর্ব্বত্রই আমরা দেখছি যে চিনি আসছে সেই চিনি সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা সরকার করতে পারছেন না। সেই চেষ্টাও আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সরকার তাদের ধরার জন্য কোন চেষ্টাও করেন না। আমরা দেখেছি যে গ্রামের জনসাধারণের আজকে খাদ্য নাই। তারা যখন বিশেষ করে উপজাতি অঞ্চলে কুম্ভীর পাতা চালান দেয় তখন তাদের পেটানো সুরু হয়। কারণ তারা সাধারণ লোক। কিন্তু যারা চিনি চালান দিচ্ছে ব্ল্যাক মার্কেটে চার টাকা দরে বিক্রি করছে কিংবা তারও উপরে বিক্রি করছে তাবের জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। আমরা স্বর্গত জওহরলাল নেহেরুর কণ্ঠে শুনেছিলাম যে 'এদের লাইট পোস্টে ঝোলানো হবে'। কিন্তু আমরা এখন দেখছি যে এটা তাদের স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হয়েছে। ত্রিপুরা এর ব্যতিক্রম নয়। ত্রিপুরা সরকার তাদের পোষণ করেন। তাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে চিনির ব্যাপারে যে অবস্থা চলছে, গ্রামের এবং শহরের মানুষ যাতে ঠিক ঠিকভাবে চিনি পেতে পারে তারজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে যে দুই লক্ষ টাকা অনুমোদন চাইছি তার কারণ হল আমরা সাবসিডি রেটে জনসাধারণকে ফেয়ার প্রাইস সপ মারফত চিনি বণ্টন করতে চাই। তাই আমরা দুই লক্ষ টাকা অনুমোদন চাইছি। ১৯৭২ সনে ১।১০।৭২ তারিখে যখন এই স্কীম এল তখন আমাদের আগের বাজেট তৈরী হয়ে গেছে। সুতরাং এই বাজেটে আমরা এটা ধরতে পারি নি। তাই আমাদের সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে এটা ধরা হয়েছে। এখন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে চিনি ব্ল্যাক মার্কেট হয়। মাননীয় সদস্য কেন আমিও বলছি যে চিনি ব্ল্যাক মার্কেট হয়। ত্রিপুরা সরকার যে চালের ব্যবস্থা করবেন, নুনের ব্যবস্থা করবেন তা যদি জনসাধারণ ব্ল্যাক মার্কেট করে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং কোন কোন সদস্য যদি তার সংগে সহযোগিতা করেন তার জন্য আমার বলবার কিছু নাই। আজকে জনসাধারণের জন্য আমরা যতদুর সম্ভব চেষ্টা করেছি। জনসাধারণের জন্য চিনি সরকারের শক্তিতে যতটুকু কুলায় তার জন্য ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। জনসাধারণের জন্য চিনি সরকার থেকে গ্রহণ করে যদি ব্ল্যাক মার্কেট করে তাহলে সরকারের যন্ত্রপাতি দিয়ে আটকানো সম্ভব হবে না। যারা নাকি সরকারের বন্ধু এবং জনসাধারণের ত্রাণকর্ত্তা বলে নিজেদের জাহির করে তারা যদি এদের সংযত না করে তাহলে এটা সম্ভব নয়। সরকার জনসাধারণের, সরকার বলে আলাদা কিছু নেই। সারা রাজ্যে আমরা ফেয়ার প্রাইস সপ ছড়িয়ে দিয়েছি। প্রত্যেক সাবডিবিশনে ফেয়ার প্রাইস শপ আছে। আমরা এই ফেয়ার প্রাইস শপের মারফতে চিনি বিলি বন্টন করছি। এখন আমাদের কাছে যারা রেশন কার্ড নিয়ে আসবে তাদের চিনি দেওয়ার ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। তারা যদি সেই চিনি নিয়ে নিজেদের প্রয়োজনে

ব্যবহার না করে অতিরিক্ত লাভের জন্য ব্ল্যাক মার্কেট করে তাহলে সেটা কি শুধু সরকারের দায়িত্ব ? জনসাধারণের কি কিছুই দায়িত্ব নেই। উনি বলেছেন যে বাংলাদেশের সংগে চালাই কারবার চলেছে এ তো জলের মতো সত্যি, এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। বাংলাদেশে চাল যাচ্ছে, চিনি যাচ্ছে, আটা চলে যাচ্ছে, কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু আমার প্রয়োজনে জনসাধারণকে চিনি খাওয়াতে যে চিনি প্রয়োজন তা আনতে গিয়ে আমার যে টাকা খরচ করতে হবে তা কি খরচ করতে পারব না ? বলুন আপনারা জনসাধারণের জন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। যদি প্রয়োজন থেকে থাকে সরকার তার সাধ্য অনুসারে সেই ব্যবস্থা করেছে এবং সাবসিডাইজড রেটে সেই চিনি বিলির ব্যবস্থা করেছে। এখন সেই সুযোগে যদি কোন মুনাফাখোর, কোন ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার সরকারী নীতিকে বানচাল করে দিতে চায় তাহলে শুধু কি সরকারের কর্তব্য তাদের বাঁধা দেওয়া, না জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে যারা এসেছেন এটা কি তাদেরও দায়িত্ব নয় ? তারা কেউ বাধা দিয়েছেন বলে তো আমরা শুনিনি। সরকারের যতটুকু ক্ষমতা আছে জনসাধারণের প্রয়োজনে যতটুকু আনা প্রয়োজন তা আমরা এনেছি এবং আমাদের কর্তব্য নিয়ে আমরা বিলিবণ্টন করার ব্যবস্থা করেছি। তা যাতে মিস-ইউজ না হয়, তারা যদি সেটা দেখেন তাহলে আমার মনে হয় সেটা জনসাধারণের কাজে লাগবে। বিড়ি পাতা বাংলাদেশে নিয়ে যাচ্ছে কিংবা জওহরলাল বলেছিলেন যে লাইট পোষ্টে ঝুলিয়ে দিবেন। যখন জওহরলাল এই কথা বলেছিলেন তখন তিনি একথা ভাবেন নি যে লাইট পোষ্টে ঝুলিয়ে দিলে একটা লোকও ভারতবর্ষে বাকী থাকবে না। এটা যখন তিনি অনুভব করলেন তখন তিনি আর কি করবেন ? কাজেই আমি বলছি আজকে আমার সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যে দুই লক্ষ টাকা ধরেছি তার অনুমোদন আমাদের মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে পাব এবং আমি আশা করি যে তাঁরা আমার বাজেটকে সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker :—Now the discussion of Demand No. 43 is over. I am now putting the cut motion of Shri Amarendra Sharma to vote.

The cut motion that the demand be reduced to Rs. 1/- to discuss on—'গ্রামাঞ্চলে লেভির সুগার বণ্টনে দূর্নীতি ও ব্যর্থতা' was then put and lost by voice vote.

Mr. Speaker :—Now I am putting the main motion to vote.

The question that a further sum not exceeding Rs. 2,00,000 be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of Demand No. 43—Capital Outlay on schemes of Govt. Trading was then put and passed by voice vote.

Mr. Speaker :—Now, I would call on the Hon'ble Finance Minister to move the Demand Nos. 27, 41 and 25 together.

Shri D. K. Choudhury :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 56,63,000

be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973, in respect of Demand No. 27—Public Works.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 4,90,000 be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973, in respect of demand No. 41—Capital outlay on Public Works.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that further sum not exceeding Rs. 5,10,000 be granted to defray the additional charges which 27 come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973, in respect of Demand No. 25—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-commercial).

মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭, ৪১ এবং ২৫ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি বলছি যে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭ আমরা চাইছি ৫৬,৬৩,০০০ টাকা সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে এবং আমাদের যে গ্র্যাণ্ড বাজেট আছে তার জন্য টাকার প্রয়োজন। আমাদের রোড এবং বিলডিংস ওয়ার্কের জন্য যে আমাদের নানা রকম মেটেরিয়েলস দরকার তা কিনবার জন্য এই টাকা প্রয়োজন এবং আমাদের কিছু ষ্টক বিলড আপ করবার জন্য এই টাকাটা প্রয়োজন তাই আমাদের এই ৫৬ লক্ষ ৬৩-হাজার টাকা দরকার এবং সেটির অনুমোদন আমি মাননীয় সদস্যের নিকট চাইছি। আর ডিমাণ্ড নম্বর ৪১—ক্যাপিটেল অন পাবলিকস্ ওয়ার্কস—আমাদের সাপলিমেণ্টারী বাজেটে দরকার ৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা সেটাও আমাদের ফিজিকেল টার্গেট ফিকস করা আছে ১৯৬২-৭৩ সালের আণ্ডার দি ডেভেলাপমেণ্ট হেড—রোড—ইনক্লুডিং নিউ ওয়ার্কস—তার জন্য আমাদের টাকাটা দরকার। সেটা ৪ লক্ষ ৯০ হাজার এই টাকার অনুমোদন আমি চাইছি মাননীয় সদস্যদের নিকট আর demand No. 25—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works—সেখানে আমাদের সাপলিমেণ্টারী বাজেটে দরকার ৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। আমাদের যেসব লাইবেলিটিজ আছে সেগুলি দেওয়ার জন্য এবং সমস্ত ফ্লাড প্রটেকশান ওয়ার্কস এবং মাইনর ইরিগেশান যেসমস্ত মেইনটেনেন্স দরকার সেইসব মেইনটেনেন্স খাতে এবং যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেগুলি মেরামত করা নূতন কিছু করার দরকার হলে যোজনা করতে হলে তারজন্য টাকাটা দরকার এবং আমরা যে অনেকদিন যাবত আমরা কাজ কর্ম করে এসেছি এবং যেখানে যেখানে বেশী কাজকর্ম হয়েছে তারজন্য আমাদের যা প্রয়োজন যে টাকা তারজন্য আমাদের ৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা—এই টাকাটার অনুমোদন আমি চাইছি মাননীয় সদস্যদের নিকট।

Mr. Speaker :—There are some Cut Motions on this Demand. First Cut Motion on Demand for Grant No. 27 is of Shri Jitendra Lal Das. I think, Hon'ble Member is absent—so his Cut Motion is falls through. Next

one is Shri Ajoy Biswas to discuss on আগরতলা সহরে পানীয় জল সরবরাহে অব্যবস্থা সম্পর্কে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার কাট মোশানটি হচ্ছে "আগরতলা সহরে পানীয় জল সরবরাহে অব্যবস্থা সম্পর্কে"। আমি জানি আগরতলা সহরে যে পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থা আগরতলা সহর বাসীর পক্ষে পর্যাপ্ত নয় এবং যে পানীয় জল সরবরাহ করা হয় সেই জল সম্পর্কেও—সেটি যে স্বাস্থ্যের দিক থেকে উপযুক্ত কি না কিম্বা সেটিকে পরীক্ষা করা এই সমস্ত দিক থেকে সরকার তাবজনা যে ব্যবস্থা করা সেই ব্যবস্থা করছেন না। আমি জানি যখন এই পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয় তখন আগরতলা সহরে ১২০টি হাইড্রেট অর্থাৎ রাস্তার ধারে যে জলের টিউব—জল সরবরাহের যে ব্যবস্থা সেটি করা হয় হাইড্রেন্ট দিয়ে। অবাক—এই ১২ টির পর কিছুদিন পরে আমরা দেখতে পেলাম—কে এই সিদ্ধান্ত নিল আমরা জানি না কোথা থেকে এই সিদ্ধান্ত হয় আমরা জানি না। তার মধ্য থেকে ২০টি রাতারাতি ঐ এলাকা থেকে তুলে নেওয়া হল। যেমন আমরা জানি যে ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনী যেখানে আছে সেখানে একটি হাইড্রেন্ট ছিল সেখান থেকে সেটিকে রাতারাতি তুলে নেওয়া হল। জয়নগর থেকে রাতারাতি তুলে নেওয়া হয়েছে। এইভাবে সহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা দেখলাম যে রাতারাতি ৩০টি হাইড্রেন্ট তুলে নেওয়া হল। এবং আমরা দেখেছি আগরতলা সহরে ৮০।৯০টি হাইড্রেন্ট মাত্র আছে এবং যদি হিসাব করা যায় তাহলে দেখা আগরতলা সহরের অধিবাসী যা আছে তার তুলনায় ই হাইড্রেন্টের সংখ্যা খুবই সামান্য। কারণ ৫।৬শ অধিবাসীর জন্য একটি হাইড্রেন্ট আছে এবং সেই ৫।৬শ করে ডিষ্ট্রিবিউট করলেও কোথাও কোথাও দেখা গিয়াছে যে ২ হাজার ৩ হাজার লোকের জন্য একটি হাইড্রেন্ট-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা জায়গার কথা উল্লেখ করতে চাই সেট হচ্ছে রামপুর অঞ্চল—যেখানে ৫ হাজার ৬ হাজার লোক সেখানে মাত্র ২টি হাইড্রেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই দুইটি হাইড্রেন্টের মাধ্যমে সেখানকার জনসাধারণের জল নেওয়ার পক্ষে প্রচণ্ড অসুবিধা সৃষ্টি হয় এবং সকাল থেকে তারা লাইন দিতে সুরু করে। আমরা জানি যে রেশানের লাইন আছে আমরা জানি যে সিনেমার জন্য লাইন আছে কিন্তু জলের জন্য লাইন সটিও আগরতলা শহরে ঘটছে। যেটি সবচেয়ে মারাত্মক কথা—যেখানে ১২০টির পর আরও বাড়ানো উচিত—যেখানে আগরতলা সহরের লোকসংখ্যা বাড়ছে সেই তুলনায় কম করে আরও ৫০।৬০টি হাইড্রেন্ট করা উচিত কিন্তু সরকার সেটি না করে ৫০৬টি হাইড্রেট রাতারাতি—রাতের অন্ধকারে তুলে নেওয়া হয়েছে। মানুষ জানে না—সকালে দেখল যেটি থেকে তারা পানীয় জল আনতো সেটি সরকার তুলে নিয়ে গিয়েছে—কি অপূর্ব্ব ব্যবস্থা—কি জগতে কোন রাজত্বে আমরা আছি, এই অবস্থা আজকে আগরতলা শহরে চলেছে এবং যেখানে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই জলের ব্যবস্থা সরকার করতে পারছেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার চলুন মন্ত্রীদের বাসায়, চলুন কোর্ট প্রাঙ্গণে সেখানে ঐ যে ফুল গাছ আছে, সেই ফুল গাছে জল দেওয়ার জন্য জলের প্রচুর ব্যবস্থা আছে, সেই ফুল বাগানে, সেখানে এক একটা বাগানে পাঁচ, সাতটা করে জলের টেপ'এর ব্যবস্থা সরকার করতে পারছেন আর অন্য দিকে সাধারণ মানুষ

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় জলের ব্যবস্থা সরকার করতে পারছেন না, সেখানে মানুষের কাছ থেকে দাবী উঠেছে জলের পাইপ লাইন বাড়ানোর জন্য, কিন্তু সেটা না করে জল কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি আরেকদিকে দেখছি, সেখানে ফুলের বাগানে জল দেওয়ার জন্য প্রচুর জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে আমরা দেখছি। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার প্রশ্ন কেন কমান হল, যেখানে জনসাধারণের কাছ থেকে বাড়ানোর প্রশ্ন এসেছে, কার সিদ্ধান্তে সেটা কমানো হয়েছে সেটা আমি জানতে চাই। তাছাড়া জল সরবরাহ ব্যাপারে আমি আরেকটা জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, কতখানি অপদার্থ সরকার জল সরবরাহ ব্যাপারে কতখানি দায়িত্ব জ্ঞানহীন, সেইদিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেই যে জল সরবরাহ করার প্ল্যান্ট আছে, সেই প্ল্যান্ট এর জল টেষ্ট করার জন্য কোন ব্যবস্থা নাই, সেখানে একজন রিসার্চ এ্যাসিষ্টেন্ট আছেন, কিন্তু লেবরেটরী নেই, টেষ্ট করার কোন রকম সাজ সরঞ্জাম সেখানে নেই। যে জল সরবরাহ করা হচ্ছে, সেই জল খেয়ে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যহানী ঘটবে কিনা, সেটা পরীক্ষা করার কোন ব্যবস্থা নাই। সেই টেস্ট করতে গেলে যে সামান্য মাইক্রোস্কোপ লাগে, সেই মাইক্রস্কোপের ব্যবস্থা সরকার করতে পারে নি। যেখানে ষাট হাজার মানুষের জীবন নিয়ে কথা, সেখানে আজকে সরকার ছিনিমিনি খেলছে। প্রতি ঘন্টায় জল টেষ্ট করতে হয়, নিয়ম হচ্ছে প্রতি ঘন্টায় জল টেষ্ট করতে হবে, কিন্তু কি দিয়ে করবে, সেই ব্যবস্থা সরকার আজ পর্যন্ত করতে পারেনি, আজকে এই অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখছি অনেক পাইপ লাইন ভেঙ্গে গেছে, এক একটা জায়গা দিয়ে জল পড়ে যাচ্ছে, সেগুলি সারাবার ব্যবস্থা নাই। সারাবার ব্যবস্থা কেন নাই, খোঁজ নিয়ে আমি জানলাম সারা দেশে মিস্ত্রী, সারাবার যে ম্যাশন যাকে বলে, সেই ম্যাশন অবধি সরকার ব্যবস্থা করতে পারেনি। কাদের দিয়ে সেটা করানো হচ্ছে, খালাসি দিয়ে সেটা সারানো হচ্ছে, যারা সাধারণ ওয়ার্কার, যারা জুগালী, তাদের দিয়ে এই জলের কল সারানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে, ম্যাশনের ব্যবস্থা সরকার করতে পারে নি। আমরা দেখছি ক্লোরীন দেওয়া নিয়ম, কিন্তু সেই ক্লোরীনের ব্যবস্থা সরকার করেননি। সেই জল পরিষ্কার করার জন্য ব্লীচিং পাউডার দেওয়া হয়, সেই ব্লীচিং পাউডার যাতে ৩০ পারসেন্ট ক্লোরীন থাকে, তা দিয়ে কাজ সারা হচ্ছে, ক্লোরীনের আজ অবধি জোগাড় করতে পারেন নি। আজকে আমি সবচেয়ে বেশী যে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আজকে এই প্ল্যান্ট এরীয়াকে প্রক্টেটেড এরীয়া বলে ঘোষণা করতে সরকার পারেনি। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের যাওয়া আসা রাস্তার পাশে এই পরিশুদ্ধ জল আছে, যে কোন মুহূর্তে যে কোন লোক সেই জল নষ্ট করে দিয়ে, হাজার হাজার লোকের জীবন সংশয় করে দিতে পারে। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও সরকার সেই এলাকাকে প্রক্টেটেড বলে ঘোষণা করে জল সংরক্ষণ করার যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা সরকার করতে পারেনি। আমরা দেখছি প্রেসে সরকারী কর্মচারীর আন্দোলন দমন করার জন্য এক রাত্রের মধ্যে প্রক্টেটেড এরীয়া ঘোষণা করে সি, আর, পি, বসিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু যেখানে, যে কোন মুহূর্তে সেই পরিশুদ্ধ জলকে বিষাক্ত জিনিস মিশিয়ে মানুষের জীবন নাশ করার প্রশ্ন, যেকোন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, সেখানে সেই এলাকাকে প্রক্টেটেড এরীয়া ঘোষণা করা আজ অবধি সরকার সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। সেইজন্য আমি বলতে চাই এই যে জল সরবরাহ'এর

ব্যবস্থা হয়েছে, এই জল সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকারের যে চরম ব্যর্থতা এবং অপদার্থতার নজীর সৃষ্টি করেছে, সেই অবস্থার অবসান হওয়া প্রয়োজন, এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now I call on Shri Nripendra Chakraborty.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার রিডাকশান অফ গ্র্যান্টের জন্য আমি একটা কাট মোশান নেছি, ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট নাম্বার ৩১'র উপর, সেটা হচ্ছে—'খোয়াই নদীর উপর চেবরী ঘাটে ব্রীজ নির্ম্মাণে ব্যর্থতা সম্পর্কে।'

মাননীয় স্পীকার, স্যার এই যে ব্রীজটা সম্পর্কে বক্তব্য রাখছি, এই ব্রীজটি তৃতীয় পরিকল্পনায় এই ব্রীজটির জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, আমার যতটুকু মনে পড়ে তৃতীয় পরিকল্পনায় এর জন্য টেণ্ডার কল করা হয়, এবং সেই তৃতীয় পরিকল্পনায় কাজটা কন্ট্রাক্টারকে দেওয়া হয়। তৃতীয় এবং চতুর্থ পরিকল্পনা শেষ হয়ে আজকে পঞ্চম পরিকল্পনার প্রথম বৎসর এ পদার্পণ করেছে, আজকে যদি কেউ সেখানে যান তাহলে দেখবেন সেই ব্রীজের কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে, শুধু তাই নয়, একটা এ্যাবাণ্ডান ব্রীজের মত চেহারা, বেশ কিছু দিন ধরে রয়েছে, কিছু কাজ কর্ম হচ্ছে বলে আমার জানা নেই। এই অবস্থাটা কেন হল? অনেকবার এই হাউসের সামনে এসেছে, বিধান সভার সামনে এসেছে, এর আগের বিধান সভার সামনে এসেছে, কিন্তু কোন সরকার সদুত্তর দিতে পারেনি। এমন কথা নয় যে মেটেরিয়েল পাওয়া যায় না, এই সভার সদস্যরা জানেন এই রাজ্যে আরও কয়েকটি ব্রীজ হয়েছে, এ্যাবাণ্ডন পর্য্যায়ে যেগুলি ছিল, সেইগুলিও হয়েছে, আমবাসায় একটা এ্যাবানডন ব্রীজ ছিল, সেটা কমপ্লীট হয়েছে, খোয়াই ব্রীজ সেটা না হওয়ার পেছনে অন্য কিছু একটা কারণ আছে, যার জন্য সেটা কপ্লীল্ট হতে পারছে না। তার কারণ হচ্ছে রবি ভট্টাচার্য্য, বাড়ী ধর্ম্মনগর, যাকে সেখানকার কংগ্রেস খুঁটি বললেও চলে। আমি যতটুকু জানি সেই ভদ্রলোক এখন দাবী করেছেন—কত টাকা তিনি নিয়েছেন আমি জানি না, সম্ভবতঃ যে টাকার টেণ্ডার হয়েছিল, তার চেয়ে বেশী তিনি নিয়ে গিয়েছেন কিন্তু কাজ শেষ করতে পারেনি। তিনি দাবী করেছেন তাঁকে আরও বেশী টাকা দিতে হবে, রেট বাড়িয়ে দিতে হবে, নতুবা এই কাজ কপ্লীট করতে পারবেন না। পূর্ত্ত বিভাগের মতামত কি আমি জানিনা, আমি যতটুকু জানি তাঁকে যখন কাজ দেওয়া হয়, তার সংগে একটা এ্যাগ্রিমেন্ট হয় এবং কনট্রাক্টারকে অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, তারপরও যদি কন্ট্রাক্টার কাজ সম্পন্ন করতে না পারে, হয় তার কাজ নিয়ে নেওয়া হয়, নতুবা ব্রীচ অব এগ্রীমেন্ট এর জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হয়, কিন্তু কোন কিছু তার জন্য করা হচ্ছে না, তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। অন্যকোন কনট্রাক্টার হলে অনেক আগেই তাঁকে বিদায় দেওয়া হত, কিন্তু এক্ষেত্রে পূর্ত্তদপ্তর করবেন কি, পূর্ত দপ্তর হেল্পেস অনুভব করছেন, কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়েদের আস্থাভাজন এই কনট্রাক্টার, তার বিরোধিতা করার শক্তি পূর্ত্ত বিভাগের নাই। আমি বেশী কিছু বলতে চাই না, আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, ভাল কথা ব্রীজ কপ্লীট হতে যাচ্ছে, আমি হাউসের কাছে শুধু একটা কথা রাখব, খুব সম্ভবতঃ হাউস আমার সংগে এগ্রী করবেন, আমরা একটা দাবী করছি যে রবি ভট্টাচার্য যিনি কনট্রাক্টার, তাকে এই কাজ থেকে

বিদায় দেওয়া হউক। কারণ যিনি ছয় সাত বছরে একটা ব্রীজ কমপ্লীট করতে পারেনি, তার হাতে ব্রীজের কাজ এক মুহূর্ত্ত রাখতে দেওয়া উচিত নয় .. যদি কনট্রাকটর ইমিডিয়েটলি না পাওয়া যায় তাহলে ডিপার্টমেন্টেলি হলেও যাতে যে কাজটা বাকী আছে সেই কাজটুকু কমপ্লিট করা হয়। এই বছরের মধ্যে আমরা এই ব্রীজটা কমপ্লিট দেখতে চাই। এই হচ্ছে আমার এই কাট মোশনের উপর বক্তব্য। এবং আমি এই কথা, এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আমরা একটা হিসাব করে দেখেছি মোটামুটি যে ক্ষতি হয়েছে এই ব্রিজটা না হওয়ার জন্য। প্রতিটি জিনিষ এই চেবরী ঘাটে নামাতে হবে তারপরে আবার উঠাতে হবে. এই যে লোডিং এবং আন-লোডিং তারজন্য শুধু এ্যাসেনসিয়েল সার্ভিসের জন্য যে সমস্ত এ্যাসেনশিয়েল সার্ভিস কমোডিটিস, আমরা নিচ্ছি খোয়াইতে তাতে আমরা দেখছি মোটামুটি হিসাব করে যে জনসাধারণকে ১০ লক্ষ টাকার বেশী তাদেরকে মূল্য হিসাবে দিতে হয়। জিনিষের দাম চার আনা, পাঁচ ছয় আনা করে যে দাম তারা বাড়ায় সে মুল্যের খরচ হিসাবে তাদেরকে প্রতি বছর ১০ লক্ষ টাকা দিতে হয় শুধু এ্যাসেনসিয়েল কমোডিটিসের জন্য। অন্যগুলি বাদে। তাহলে বছরে যদি ১০ লক্ষ টাকা হয় তাহলে আজকে ৭ বছর যাবত এই ব্রিজটা ফেলে রাখা হয়েছে মানে ৭০ লক্ষ টাকা এই কনট্রাকটারকে খুশী করার জন্য জনসাধারণের পকেট থেকে সরকার নিয়েছেন, ক্ষতি করেছেন, তারই একটি পেটোয়া কনট্রাকটার খুশী থাকে। এই অবস্থা বেশীদিন চলতে পারে না। কাজেই আমি আশা করবো যে এই অবস্থার অবসান ঘটানো চেষ্টা করা হবে। তাছাড়া বর্ষার সময়েতে এই ঘাট কমপ্লিটলি কাট আপ হয়ে যায় এবং সেখানে একটা সমুদ্রের আকার ধারণ করে, বলতে গেলে খোয়াই অঞ্চল এই এলাকা থেকে সম্পূর্ণ কাট আপ হয়ে যায়। এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ যে ব্রিজ অন্যান্য দিক থেকে আমাদের তাড়াতাড়ি করে ফেলা দরকার। সাবডিভিশনেল একটা টাউন এইটাকে এইভাবে আইসোলিটেড করে রাখা উচিত নয়। সেইদিক থেকে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার কাট মোশনকে মুভ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আই ওড কল অন শ্রীবাজুবন রিয়াং টু ডিসকাস হিজ কাট মোশন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাট মোশনটা হচ্ছে বগাফা আমবাসা রোড নির্মাণে অস্বাভাবিক বিলম্ব সম্পর্কে। আমি জানি এই রাস্তাটা ত্রিপুরার দক্ষিণ অঞ্চল সমুহের সংগে ত্রিপুরার উত্তর অঞ্চলের যোগাযোগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। আমি এই কথাটা জিজ্ঞাসা করতে চাই এই কাজ কবে সুরু হয়েছিল এবং প্রথমে কখন থেকে এ্যাষ্টিমেট করা হয়েছিল এবং তার শেষ হওয়ার সময় সীমা কবে ছিল। আমি জোর গলায় বলতে পারি যে সময়ের মধ্যে কাজটা হওয়ার কথা সেই সময়ের মধ্যে হয় নাই। শুধু তাই নয় অনেক অংশে এখনও আর্থ ওয়ার্ক পর্য্যন্ত হয় নাই। আমি জানি গত ১০ই আগষ্ট বগাফা থেকে কাওয়ামারা যে রাস্তাটা ঐ রাস্তা বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করেছিলেন। এবং সেখানে একটা বিরাট উৎসব হয়েছিল এবং সেখানে বেশ টাকা পয়সা খরচ হয়েছে। কিন্তু দুঃখের কথা আজ পর্যন্ত সেখানে গাড়ী চলার ব্যবস্থা করা হয় নি. শুধু তাই নয় কাওয়ামারা থেকে আমবাসা পর্যন্ত যে রাস্তা

এইটার অনেক অংশে এখনও, গাড়ী চলা তো দূরের কথা আর্থ ওয়ার্ক এখনও হয় নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই রাস্তা যদি কমপ্লিট হয় তাহলে রাইমাশর্মা যে দুর্গম এলাকা এবং ত্রিপুরার অন্যান্য অঞ্চলের সংগে যোগাযোগের জন্য এই রাইমাশর্মা এলাকার লোক অনেক সুবিধা পায়। কিন্তু এই সরকারের সেইদিকে কোন দৃষ্টি নেই। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীবুলু কুকী টু ডিসকাস হিজ কাট মোশন।

শ্রীবুলু কুকী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে আমার একটা কাট মোশন এনেছি। আমার কাট মোশন আনার কারণ হলো, অম্পি ছড়ার উপর ব্রীজ নির্মাণে অস্বাভাবিক বিলম্ব সম্পর্কে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় দীর্ঘ বৎসর ধরে অম্পি এলাকাতে বিশেষভাবে ঐ এলাকা নেগলেকটেড অবস্থায় আছে। কারণ ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতে যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকলেও অম্পি এলাকাতে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। অম্পি ছড়াতে য প্রতিবন্ধক সেইটা হলো রাস্তার মাঝখানে যে ছড়াটি এই ছড়াটি ক্রস না করে অমরপুর যাওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। কিন্তু যখন ফ্লাড হয়, সামান্য কিছু বৃষ্টি হলেই সেই রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে দেখা যায় অম্পি এলাকার সাবডিভিশনেল অফিস হলে অমরপুরে। কাজেই তাদের অমরপুর যেতে হলে সেই ছড়া ক্রস করে যেতে হয়। তাই ফ্লাডের সময়ে তারা যেতে পারেন না। যার ফলে এমন কতকগুলি কেস থাকে, কতকগুলি ব্যাপার থাকে, প্রত্যেকদিন সেখানে উপস্থিত থাকতে হয়। যেমন মামলা-মোকদ্দমা, তারা যদি উপস্থিত না থাকতে পারেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট হয়, ওয়ারেন্ট মূলে তাদেরকে এ্যারেষ্ট করে জেলে পুরে দেওয়া হয়। তাছাড়া খাদ্যের যে অবস্থা সেখান থেকে তেলিয়ামুড়া থেকে অথবা অমরপুর থেকে যে বিভিন্ন জিনিষপত্র, এ্যাসেনশিয়েল জিনিষপত্র যদি সময়মতো আনা না হয় তাহলে এলাকার লোকদের ভীষণ অসুবিধা ভোগ করতে হয়। এই জন্য এই রোডে ব্রীজ না থাকার ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় বর্ষাকালে সেখানে সবকিছু বন্ধ হয়ে যায় এমন কি লবণ একটা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষও সেখানে তাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। ঠিক তদ্রূপ আমরা দেখেছি বিভিন্ন সাবডিভিশনের সংগে যোগাযোগের যে পথ আছে সে পথগুলির উপর যে ছড়াগুলি বা নদী আছে সে নদীর উপর আজ দীর্ঘ ২৫ বছরেও এই সরকার কোন কনষ্ট্রাকশন করার ব্যবস্থা করতে পারেন নাই। যার ফলে দেখা গেছে বিভিন্ন সাবডিভিশনের লোকদের এই ব্রীজের অভাবে তাদের কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। আমি দেখছি যে শুধু অম্পি ছড়া কেন, এই যে মনু, সোনামুড়া সেই নদীর উপর আজও ব্রীজ করতে পারে নাই। বুড়িমা নদীর উপর, গোলাঘাটিতে ব্রীজ খুব এ্যাসেনসিয়েল সেখানকার লোকদের যাতায়াতের একটি মাত্র পথ, এইটার উপর দিয়ে তাদের যেতে হয় কিন্তু সেখানে ব্রীজ না দেওয়ার ফলে দেখা যায় সেখানকার লোকদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। বিলোনীয়ায় আমাদের যে একটা কৃষক কনফারেন্স হয়েছিল তখন আমরা দেখলাম যে মুহুরী নদীর উপর যে ব্রীজ তা আজও করতে পারে নাই। অথচ দেখা যায় নদীর অপর পারে অফিস এপার থেকে তাদের যাওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য। তদ্রূপ সাবরুমে এবং কাঞ্চনপুরে আমরা একই অবস্থা দেখতে পাই।

মিঃ স্পীকার :—দি হাউস ষ্ট্যাণ্ডস অ্যাডজোর্ন টিল ত্রি পি, এম, টু ডে।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার মে কন্টিনিউ।

শ্রীবুলুকুকী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছিলাম যে ত্রিপুরার যে নদী এবং ছড়ার উপর যাতায়তের সুবিধার জন্য ব্রীজ করা দরকার আজকে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরেও ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট আজও তা করতে পারে নি। বিশেষভাবে যে রাস্তাগুলি সাবসিডিশন্যাল অফিস এবং এবং ডিভিশন্যাল অফিসগুলির সংগে যুক্ত ঐ সমস্ত রাস্তাগুলির সংগে যে সমস্ত পুলগুলি করা উচিত সেগুলি করতে পারে নি। আর এক দিকে দেখতে পাই যে অনেক জায়গায় ব্রীজ করার কথা মাননীয় মন্ত্রীরা প্রতিশ্রুতি দেন এবং আমি দেখছি যে অম্পিছড়ার উপর যে পুল করার কথা সেটা গত ১৯৭১—৭২এর বাজেটে দেখেছিলাম। কিন্তু আজও সেই পুলটা হয় নি। তবে ১৯৭২ সালে কিছুটা টাকা খরচ হয়েছে। কেন যে টাকা খরচ হল সেটা জানতে পারি নি টাকা খরচ হলেও আমরা তো কিছুই হয়েছে বলে দেখতে পাই নি। আরও দেখতে পাই কুমারঘাটে দেও নদীর উপর যে পুল করা হয়েছিল কয়েক বৎসর যাবত সেখানে খুঁটিই দেখা যাচ্ছে। সেখানকার জনসাধারণের আর সেই পুলের উপর দিয়ে যাতায়াত করার সৌভাগ্য হয় নি। এই পুলগুলিকে ফেলে রাখার কারণ হল ত্রিপুরায় যে সমস্ত কংগ্রেসী কন্ট্রাক্টর আছে তাদের পোষে রাখার জন্যই এইগুলি করা হয়। কিছু পুল ডাইভারসান করা হয়। এবং বেশ কিছু টাকা কন্ট্রাক্টরদের যুগিয়ে দেওয়া যায় যার ফলে দেখা যায় আজকে ২৫ বছর ধরেও তারা বিশেষ বিশেষ রাস্তার উপর পুলগুলি করতে পারে নি। কাঞ্চনপুর থেকে রাইমা শর্মা যাওয়ার যে রাস্তাটা আছে সেখানে গংগানগরে যে পুল হওয়ার কথা সেটা আমরা দেখছি একটিমাত্র যোগাযোগের পথ। কিন্তু খোয়াই নদীর উপর যে রাস্তাটির উপর পুলের দরকার সেটা আজও হয় নাই। এর ফলে সেখানে প্রতিরক্ষা এবং ইমারজেন্সীর ক্ষেত্রের একটা বিরাট বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা দেখেছি যে রাইমা শর্মা এলাকাটি ত্রিপুরার একটা দ্বীপান্তর বিশেষ। সেজন্য এই হাউসে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে এইসমস্ত পুলগুলি যাতে ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থে অতি শীঘ্র হতে পারে তার জন্য একটা কাট মোশান এনেছি। আশা করি আমার কাটমোশানের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আগামী বছর যাতে এই পুলগুলি হতে পারে সেই ব্যবস্থা করবেন। এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীবাজুবান রিয়াং এবং শ্রীবুলুকুকী যথাক্রমে খোয়াই নদীর উপর চেবরী ঘাটে ব্রীজ নির্ম্মাণ ব্যর্থতা সম্পর্কে—বগাফা—আমবাসা রোড নির্ম্মাণে অস্বাভাবিক বিলম্ব সম্পর্কে অম্পিছড়ার উপর ব্রীজ নির্ম্মাণে অস্বাভাবিক বিলম্ব সম্পর্কে —এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলেছেন যে খোয়াই চেবরী ঘাটের ব্রীজের ঠিকাদার কংগ্রেসী বলেই বিলম্ব হচ্ছে এই কথা সত্য নয় এবং যিনি এখানে নেই সেই রবি ভট্টের নাম উচ্চারণ করে বলেছেন তিনি অযাচিতভাবে লাখ লাখ টাকা মেরেছেন এবং আরও টাকা ডিমাণ্ড করেছেন। এটা সত্যি ঘটনা নয় এবং কংগ্রেসী খুঁটি এই কথা সত্যি নয়। কাকৃটার ঠিকভাবেই কাজ চালাচ্ছেন

এবং মাঝে ডাইভার্সানের জন্য এই রাস্তার কাজ শেষ হয় নি। মাননীয় সদস্য শ্রীবাজুবান রিয়াং বলেছেন বগাফা—আমবাসা রোড সম্পর্কে—উনি বোধ হয় জানেন না এটার টেণ্ডার হয়েছে এবং টেণ্ডার পেয়েছে এবং কাজ আরম্ভ হওয়ার কথা এর মধ্যে। আর মাননীয় সদস্য শ্রীবুলু কুকী বলেছেন অম্পিছড়ার উপর ব্রীজ নির্ম্মাণে অস্বাভাবিক বিলম্ব সম্পর্কে—সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে উনি বলেছেন মুহুরী নদীর পুল মনু নদীর পুল সম্পর্কে বলেছেন। বিলোনীয়ার পুল সম্পর্কে তিনি বলেছেন সেখানে কংগ্রেসী ঠিকাদার পাওয়া যাচ্ছে না বলেই কাজ হচ্ছে না। কিন্তু আমি বলছি পর পর তিনবার টেণ্ডার হয়েছে কেউ নেয় নি। সেখানে আমি অনুরোধ করছি কংগ্রেসীদের দিয়ে লাভ নাই আপনাদের সি, পি, এম, থেকে একজন ঠিকাদার দিন আমার মুহুরী নদীতে পুলের কাজ আরম্ভ হচ্ছে এবং মনু নদীর পুলের কাজ আরম্ভ হচ্ছে। এছাড়া সরকার থেকে পার্মানেন্ট ব্রীজের প্রস্তাব আছে সেটি আমি আমার এক প্রশ্নের জবাবে আমি পেয়েছি। কাজেই এই সব কাজ যখন আরম্ভ করা হচ্ছে সরকার থেকে যে প্ল্যান করা হচ্ছে তখন আমাদের দাবী লোককে শুনানের জন্য এইসব কথা বলা হচ্ছে। এবং সেই সব কাজের সম্পর্কে দাবী তোলা হচ্ছে এবং উনাদের দাবীর সঙ্গে আমি একমত নই। সরকার যথাযথ কাজ করছে এই বিশ্বাস আমার আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মিনিষ্টার-ইন্-চার্জ।

শ্রীক্ষীতিশ দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়ে ডিমাণ্ডগুলি এনেছেন—ডিমাণ্ড নং ১৭, ৪১ ও ২৫ সেগুলি আমি সমর্থন করছি। এবং মাননীয় সদস্য অজয় বাবু যে কাট মোশান এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। কেন বিরোধীতা করছি কেন বিরোধীতা করছি এই সম্পর্কে ৪টি কথা মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে মাননীয় সদস্যের কাছে পৌছাতে চাই। তিনি খুব সুচতুর লোক এবং চাতুরী করে হাউসকে মিস্‌লিড করার চেষ্টা করেছেন এই ভাবে ফুলের গাছে জল দিতে পারি কিন্তু মানুষকে জল দিতে পারছি না। কথাটা শুনলে খুবই চমকাতে হয় ফুল গাছে জল দিতে পারি লোকজনকে জল দিতে পারি না। মাননীয় সদস্য ত্রিপুরাতে যখন থেকে আছেন তার পূর্ব্বে শহরের অবস্থা তিনি জানেন কি না জানিনা—আগরতলা শহরে জল ছিল কিন্তু সেই জলে আয়রণ থাকতো। আমি জানি আগরতলা শহরে ওয়াটার সাপ্‌লাই হওয়ার পর অনেকের পেটের রোগ যাদের ছিল তাদের পেটের রোগ কমেছে বলে জনসাধারণের কাছ থেকে এই খবর আমি পাচ্ছি। তবে এই যে তিনি নিজে বলেছেন যে আগরতলার রাস্তায় ১২০টি হাইড্রেন্ট পাইপ আছে—আমি বলছি আমাদের ১২৭টি আছে এবং এইরকম এক একটি পাইপ থেকে ৪০টি পরিবার জল নিতে পারে। যদি প্রতি পরিবারে ৫ জন করে ধরি তাহলে ২০০ লোক জল পায় এবং আগরতলা শহরের ২৫ হাজার লোকে এই জল পাচ্ছে। তাছাড়া টিউব ওয়েল আছে—(ভয়েস—তাতেও তো আয়রণ আছে) হাঁা, সেই জলে আয়রণ আছে ঠিকই সেকথা আমি অস্বীকার করি না ... (গণ্ডগোল) ...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলতে দিন।

শ্রীক্ষীতিশ দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই তিনি খুব ট্যাকনিকেলি কথাটা প্রকাশ করেছেন যে আমরা ফুল গাছে জল দিই মানুষকে জল দিতে পারিনা। তবে আমাদের কতগুলি অসুবিধা আছে এই জল পেতে আমাদের ইলেক্‌ট্রিকের অভাবে এবং বর্ত্তমানে আসাম

থেকে যে পাওয়ার আমরা পেতাম সেটিও পাচ্ছিনা এই কথা আমি হাউসের কাছে বলেছি। তিনি যেটি বলেছেন আগরতলায় পানীয় জল পরীক্ষা করা হয় না সেটি ঠিক নয় আর বলেছেন এই জলে আমরা ব্লিচিং পাওডার মিশাই সেটি ঠিক নয় কারণ আমরা ব্লিচিং ব্যবহার করি না আমরা ক্লোরিণ ব্যবহার করি। এবং কোন কারণে যদি ক্লোরিণ না পাই- আমাদের ষ্টকে না থাকে তাহলে ব্লিচিং দেওয়া হয়—সাধারণত ব্লিচিং দেওয়া হয় না। তবে তিনি ধান বানতে শিবের গীত গেয়েছেন। এই যে রিপেয়ারের কাজ আমরা মিস্ত্রী দিয়ে করাই না খালাসী দিয়ে করাই। এটা ঠিক নয় মিস্ত্রীর কাজ মিস্ত্রী দিয়ে করানো হয়। কচিৎ এই রকম হতে পারে—মিস্ত্রী অনুপস্থিত থাকলে এই সমস্ত কাজ খালাসী দিয়ে করানো হয়। কাজেই এই যে কথা বলেছেন এই কথাগুলি তিনি হাউসকে মিস্‌লিড করার চেষ্টা করেছেন—বাস্তবিক পক্ষে এই কথাগুলি ঠীক নয়...

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—পয়েন্ট অবর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন আমি হাউসকে মিস্‌লিড করছি এটা ঠিক নয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে চেলেঞ্জ করছি আমি যদি তিনি চেলেঞ্জ এক্‌সেপ্‌ট করতে রাজি আছেন কি না ... (গণ্ডগোল) ... আমি মিস্‌লিড করছি ...

শ্রীক্ষিতীশ দাস :—কি চেলেঞ্জ করেছেন আমি বুঝতে পারছিনা—আবার বলুন আমি চেলেঞ্জ এক্‌সেপ্‌ট করব ... (গণ্ডগোল) ..

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনার ভাষণ আরম্ভ করুন।

শ্রীক্ষিতীশ দাস :—আমি বলছি উনি কোন যুক্তি দেখাতে পারেন নাই। এক লক্ষ গ্যালনের একটি ট্যাংক গান্ধী স্কুলের কাছে স্থাপন করছি এই কাজ খুব বেগে এগিয়ে চলেছে, আশা করা যায় আগামী অক্টোবর মাসে সেটার কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং চারটি জেনারেটর জল সাপ্লাইয়ের জন্য বসানোর কথা, তার মধ্যে দুইটি হয়েছে, আর দুইটির জন্য ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কাজেই এখন যেসব অসুবিধাগুলি আছে, সেগুলি কয়েক মাসের মধ্যেই দূর হয়ে যাবে। কাজেই তিনি যে যুক্তি এখানে দেখিয়েছেন, তার কোন জাষ্টিফিকেশান আমি দেখিনা। কাজেই অর্থমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন, তা আমি সমর্থন করে, কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭, ডিমাণ্ড নাম্বার ৪১ এবং ডিমাণ্ড নাম্বার ২৫ এই তিনটি ডিমাণ্ডের অনুমোদন আমি চেয়েছিলাম হাউসের কাছে। ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭'এ আমরা দেখতে পাই মাননীয় সদস্য অজয় বাবু একটা কাট মোশান এনেছেন—'আগরতলা শহরে পানীয় জল সরবরাহে অব্যবস্থা সম্পর্কে।' ব্যবস্থা ঠিকই আছে, কেউ কেউ এর মধ্যে 'সু'লাগায় কেউ কেউ 'অ' লাগায় উনি 'অ' লাগিয়েছেন, এই 'অ'-কে আজকে যে আমরা 'সু' করতে চলেছি সেটা কিন্তু তিনি বলেন নি। তারপর আজকে উনি জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্য, স্বাধীনতা পাওয়ার পর যখন নাকি ভারত ভুক্ত হল, তখন ত্রিপুরা রাজ্যকে ভারতের (* * *) হিসাবে মনে করা হত...

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister this is not a happy expression.

***Expunged as orderd by the Chair

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এটা মানুষের বডির একটা অংগ স্যার, এটা ছাড়াতো মানুষ চলতে পারে না।

শ্রীঅনিল সরকার :—পয়েন্ট অব অর্ডার। এই শব্দটা এক্সপাঞ্জ করতে বলছি, কারণ এই শব্দটা ত্রিপুরা সম্পর্কে উপমা দেওয়া অপমানকর।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমি বলছি পছন্দ যদি না করেন তাহলে বাদ দিয়ে দিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—দিস স্যুড বি এক্সপাঞ্জড ক্রম দি প্রসিডিংস।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আজকে ২৫ বছর আগে যারা ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল, তারা দেখেছেন কি ভাবে হাঁটতে হয়, কি ভাবে ঔষধ খেতে হয়, পিলা রোগে কত লোক মরেছে আগরতলা জল খেলে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া থেকে সালফা গোয়ানিডাইন এনে আমাদের খেতে হত, আর তা না হলে ত্রিপুরা রাজ্যের কুরচার ছাল খেয়ে মানুষকে থাকতে হত।

মিঃ স্পীকার :—অনারয়্যাবল মিনিষ্টার, ইউ স্যুড অলওয়েজ এ্যাড্রেস দি চেয়ার। উনাদের দিকে দৃষ্টি দেবেন না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—উনাদের সঙ্গে তো প্রথমেই দৃষ্টি হয়ে গেছে, এখনতো পুরানো দৃষ্টি, ভয়ের কি আছে ?

আগরতলার পানীয় জল হিসাবে যে ব্যবহার করা হত, তা খেয়ে মানুষ নানারকম রোগে ভুগত। যখন আমরা বুঝতে পারলাম যে জলের প্রয়োজন তখন থেকে জলের ব্যবস্থা করতে সুরু করেছি। শিক্ষা ব্যবস্থা সুরু করেছি, রাস্তা ঘাট'এর ব্যবস্থা করতে সুরু করেছি, মানুষের প্রয়োজনে যা যা দরকার তা করতে আমরা সুরু করেছি। আগে মাননীয় সদস্যরা সোনামুড়া উদয়পুর, সাব্রুম, কৈলাসহর থেকে আগরতলা আসত, তাহলে কতদিন লাগত, কি ভাবে আসতেন, তা আপনারা জানেন। আমরা যখন তা মোকাবিলা করতে চলেছি, তখন আপনারা একদিকে বলে চলেছেন অপদার্থ সরকার, আর অন্যদিকে আমরা কাজ করে চলেছি। কাজ চলছে, কারণ আপনারা যখন আমাদের দোষী করে চলেছেন, তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে কিছু কাজ হচ্ছে। আমরা রাস্তাঘাট করে চলেছি, জলের ব্যবস্থা করে চলেছি এবং ক্রমে ক্রমে আমরা যখন উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছি, তখন আমরা দেখব কোন কোন সময় কলের ট্যাপ আপনারা খুলে নিয়েছেন, আপনার বলতে আপনাদের বুঝাচ্ছিনা. জনসাধারণকে বুঝাচ্ছি···

মিঃ স্পীকার :—জনসাধারণ সকলে করেনা। অনারয়্যাবল মিনিষ্টার, আই টেক অবজেকশান অব ইট। জনসাধারণ ইন জেনারেল করেনা।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কেউ কেউ দুষ্কৃতি যারা, তারা কেউ পাইপ ফুটো করে দেয়, কেউ ট্যাংকের নীচে বোমা বসাতে চেষ্টা করে এবং সেখানে ভীতির সঞ্চার হয়, যার জন্য মাননীয় সদস্য সেখানে সিকিউরিটির প্রয়োজন মনে করেন। আমরা জনসাধারণকে বিশ্বাস করিতো, সব জায়গায় যে সিকিউরিটি প্রয়োজন হবে, সেটা আমরা মনে করি না। আপনারা যদি সরকারকে বলেন সি, আর, পি বসাতে হবে, তাহলে আমরা চেষ্টা করে দেখব কিন্তু আপনারা ভয় পাবেন। আমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই, কারণ আমরা এই সমস্ত কাজ

করিনা। আমরা দেখতে পাই যে কুঞ্জবন, জি, বি, হাসপাতাল, শিশুবিহার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা থেকে এক লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহ করা হচ্ছে। আমাদের রেষ্টিকশান অব সাপ্লাই করতে হয়েছিল, কারণ রিপেয়ার এবং মেন্টেনান্সের দরকার হয়ে পড়েছিল কিছুদিন আগে থেকে, কিন্তু তার জন্য কিছু কাজ করিয়েছি, তখন কয়েকটা দিন জল সাপ্লাই ব্যহত হয়েছিল, জনসাধারণের কিছুটা দুর্ভোগ হয়েছিল। তারপর আসাম থেকে যে পাওয়ার পাওয়া যায়, সেই পাওয়ার ফেল করেছিল, সুতরাং আমাদের জল সাপ্লাই সেই কারণেই ব্যাহত হয়েছিল। এর মধ্যে যে ডিফেক্ট হবে সেটা সারাতে হবে, এবং সেটা সারিয়ে জনসাধারণকে তার সুযোগ সুবিধা দেব সেই ভরসা আমাদের আছে। আপনারা স্বীকার করুন, আমাদের বিশ্বাস রাখুন ঠিক করে দেব, সেই বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। পাওয়ার যখন ফেল পড়েছে তখন আমরা চারটি ডিজেল ইঞ্জিন বসিয়ে, দুইটি জেনারেটর বসিয়ে গান্ধী স্কুলের কাছে আরেকটা ওভার হেড ট্যাংক বসিয়ে, যার ক্যাপাসিটি হল এক লক্ষ গ্যালন, যাতে জনসাধারণের কোন অসুবিধা না হয়, তার চেষ্টা করছি। যখন এটা হয়ে যাবে, তখন আমাদের সাপলাই হয়ে যাবে ১.৪ মিলিয়ন। কথাটা ছোট্ট কিন্তু সেটা সৃষ্টি করতে অনেক সময় লাগে। মাননীয় মহোদয়, আমরা অনেক সময় অফিসের ফাইল তুলে পড়ে শুনাই এটা হয়নি, ওটা হয়নি, ফাইলের মধ্যে যেটুকু ডিফেক্ট আছে সেটা তুলে নিয়ে আসি, কিন্তু আসল যে কাজটা হচ্ছে সেগুটা কিন্তু তোলা হয় না তাই এর মধ্যে একটা ফারাক থেকে যায়। সুতরাং অফিস থেকে যে খবর নেওয়া হয় সব কিন্তু জনসাধারণকে খুব বুঝাবার মত সুন্দর হয় না। কারণ দুইটা যদি একসঙ্গে আনা যায়, বিষয়গুলির সংগে যে কাজগুলি হয়েছে সেগুলি যদি বলা যায় তাহলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় একটা সুন্দর জিনিষ হয় কিন্তু ওরা ঐটা করবেন না। কারণ প্রথম যে দিন অধিবেশন শুরু হবে তার থেকে অধিবেশন যে দিন শেষ হবে সেইদিন থেকে উনাদের প্রত্যেক মেম্বারের একটি কথা বলতে হবে যে অপদার্থ সরকার। সুতরাং অপদার্থ সরকার যদি বলতেই হয় তাহলে কাগজ ভাগ করে যেটা আমরা ফেলে দিই সেইটা উনারা কুড়িয়ে আনবেন আর আমরা যেটা না কি সৃষ্টি করার জন্য তোলে রাখি সেইটা কিন্তু করবেন না উনারা। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে যে কাট মোশান উনারা এনেছেন সেই কাট মোশান এই হাউস গ্রহণ করবেন কি করবেন না তা আপনি যখন ভোটে দেবেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তখন বুঝা যাবে। তবে আমি এইটার বিরোধীতা করে রাখছি। তারপর আজকে আমার একটা ডিমাণ্ড আছে নং ৪১ তাতে বিরোধী পক্ষের লিডর মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন বাবু তার উপর একটা কাট মোশন এনেছেন খোয়াই নদীর উপর যে ব্রিজ আছে সেই ব্রিজের নির্মাণে সরকারী ব্যর্থতা সম্পর্কে। একটা এলারজি উনারা আছে। এলারজিটা হল এই যে এই বুঝি কংগ্রেসের ছোঁয়া লেগে গেল। কনট্রাক্টর উনারা যথারীতি টেণ্ডার দিয়ে সমস্ত নিয়মকানুন মেনে উনারা সেই ঠিকাধারীটা পেয়েছেন। উনারা কাজ করবেন এবং ওটা কিন্তু এমন লিমিটেড ছিল না যে যারা কংগ্রেসী আদর্শে বিশ্বাসী তারা টেণ্ডার দিলে পাবে আর যারা না কি এ সুদূরের লেলিনবাদে মার্কসবাদে বিশ্বাসী তারা টেণ্ডার দিলে পাবেন না। আমাদের নোটিশের মধ্যে কিন্তু সেই রকম কিছু লিখা ছিল না। সুতরাং

কন্ট্রাক্টারকে আমরা কন্ট্রাক্টারই মনে করি। যারা না কি সরকারের সংগে চুক্তিবদ্ধ হয় কাজ করবে বলে কনট্রাক্টারের দায়িত্ব নিয়ে আমরা সেই কনট্রাক্টারকেই দিই। সে কংগ্রেসী হোক আর যেই হোক তাতে কিছু আসে যায় নাই। সেই কাজটা আরম্ভ হয়েছিল ১৯৬৫-৬৬ সালে। আজকে ১৯৭২ সাল চলছে কিন্তু বড় দুঃখের ব্যাপার যে কাজটা আজ পর্য্যন্ত শেষ করতে পারি নি। হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা রাত্রিবেলা লাইট জ্বেলে কাজটা শেষ করে দিতে পারি। আবার এই রকম কতগুলি কাজ আছে যেগুলি বিশেষ কারণে কাজগুলি শেষ করতে দেরী হয়। কারণ যারা কাজ করে তাদের মধ্যে যখন না কি অসুবিধাটা আসে তখন তারা সেইটা বুঝতে পারে। বাহির থেকে হয়তো চেচামেচি করা যায়, সব কিছু করা যায় কিন্তু এই অসুবিধাগুলি দূর করে আবার কাজ চালাবার জন্য যদি কেহ মনে করে যে সরকার চেবরীর ব্রিজটা করতে চায় না সেইজন্য শেষ করছে না তাহলে উনাদের চিন্তাভাবনার মধ্যে কিছুগোলযোগ আছে বলে আমার ধারণা। কারণ হলো আমরা দেখতে পাই এই কাজটা আরম্ভ করতে গিয়ে ১৯৭০ সালে এইটা সাসপেণ্ড হয়ে যায় ফলে উনি কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। তারপর উনি কিছু দাবী করেন যে সরকারের সংগে যে চুক্তি মতে উনার দাবী ছিল। সেই দাবীগুলি পরীক্ষা নীরিক্ষা করে সরকার দেখেন যে উনার দাবীগুলি এ্যাক্সেপটেড এবং তখন সরকার থেকে সে দাবীগুলি দিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৭২ সালে উনি কাজ করতে আরম্ভ করলে দেখা গেল শেষ ওয়ালটা করবার সময় যতটুকু গভীরে না কি আমাদের এইটা নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল আমাদের টেকনিকেল অ্যাডভাইজর মতে তার চেয়ে ৬ ফুট কম নেন। তারজন্য এই কাজে ভাটা পরে মানে আমাদের যে সরকারী কর্ম্মচারীরা আছেন এই কাজ করবার জন্য তারা তো আর কম দিতে পারেন না। সেইজন্য সরকার আবার তাকে দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছেন। উনি ডাইভার এনেছেন সবকিছু এনেছেন, উনি কাজ করেছন ; এ ছাড়া সরকারী আইনকানুন বলে একটা জিনিষ আছে। আজকে যারা না কি সরকারের সংগে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তারা যদি ভুলত্রুটি করে যেমন সরকারী কর্ম্মচারী তাদেরকে আমরা সংগে সংগে ছাটাই করে দিতে পারি না। উনাকে বলার সুযোগ দিতে হয় উনাকে কৈফিয়ত তলব করে উত্তর আনতে হয়। যখন দেখা যায় যে সেইটা জাসটিফাইড হচ্ছে না তখন হয়তো উনাকে বরখাস্ত করা যাবে। তা না হলে উনি হয়তো মামলা মোকদ্দমা করে কোর্টে গিয়ে সরকার থেকে আবার কম্পেনছেশন দাবী করবে। কেন আমরা কম্পেনছেশন দিতে যাব। কাজেই এই যে কনট্রাক্টর উনি সরকারের সংগে আইনে আবদ্ধ, যে আইনে আবদ্ধ সেইটাই হলো কনট্রাকট কাজেই বিশেষ কারণ ছাড়া তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করা যায় না। আমার মাননীয় সদস্য নৃপেন বাবু বলেছেন যেভাবেই হোক তাকে এখান থেকে সরিয়ে এনে নূতন লোক একটা বসিয়ে দাও। এইটা তো ডিকটেটর শিপ নয় যে যাও এটাকে মেরে ফেলে দিয়ে আস। ব্যস সংগে সংগে মাথাফাটা হয়ে গেল। কিন্তু আমরা তো তা পারি না। আমাদের আইনকানুন মানতে হয়। জনসাধারণ ঠিকাদারকে যতটুকু সুযোগ সুবিধা দিয়েছে আমাদের সরকার থেকে ঠিক ততটুকু সুযোগ সুবিধা ঠিকাদারদিগকে দেবে। তারপর যখন দেখবো যে কনট্রাক্টর ফেল করেছে তখন তাকে কেনচেল করে দেওয়া হবে এবং কেনচেল করে দেওয়ার

পরে আবার আর একজনকে খোঁজতে হবে যে কে এই চুক্তিতে আবার এই কাজ করবেন। যদি পাওয়া যায় তবে সেই কনট্রাক্টারকে দিয়ে কাজ আরম্ভ করা যাবে। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো যে যদি এই রকম কোন সুযোগ থাকে যে এই কণ্ডিশনে উনি কাজটা করছিলেন সেই কণ্ডিশনে করবেন, যদি এনে দিতে পারেন তাহলে আমাদের সরকারের আইন-কানুন মতে, আমাদের যে সরকারী কর্ম্মচারী আছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করবো যে সেই কনট্রাক্টারকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। আপনারা দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন। শুধু বলবেন হচ্ছে না, হচ্ছে না, হবে না। কারণ এতে কিছু হয়েছে, আপনারা মনে করেন হবেনা বললেই আমরা একটু তাড়াতাড়ি করে দিবো। আমরা কিন্তু তাড়াতাড়ি সব কিছু করতে চাই। কোন কাজই ডিলে করতে চাই না। কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু অসুবিধা হয়ে পরে কি না তার জন্য আপনারা যে অ্যাডজেকটিভটি ব্যবহার করেন সেইটা লো আপনাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেইটা না হয় আমরা একদিন আপনাদেরকে আধ ঘণ্টা সময় দেবো কত পারেন বলে যাবেন। সুতরাং আজকে সরকারের অপদার্থতার জন্য হচ্ছে না সেইটা নয়। কতগুলি অনিবার্য্য কারণে এইটা শেষ করতে দেরী হচ্ছে। এবং সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছেন যাতে ১৯৭৩—৭৪ সালে এই কাজটা শেষ হয়। তাই আজকে খোয়াই নদীর উপর চেবরী ঘাটের ব্রিজ নির্মাণের ব্যর্থতা সম্পর্কে যে কাট মোশন রেখেছেন মাননীয় সদস্য নৃপেন্দ্র বাবু, আমার মনে হয় সেইটা যুক্তিযুক্ত নয় এবং মাননীয় সদস্যরা সেইটা গ্রহণ করবেন না বলেই আমার মনে হয়; তারপরে মাননীয় সদস্য বাজুবন রিয়াং একটি কাট মোশন এনেছেন, বগাফা আমবাসা রোড নির্মাণে অস্বাভাবিক বিলম্ব সম্পর্কে। অস্বাভাবিক বিলম্ব কথাটা যখনই বলা যায় জোর যখন আরোপ করা হয় একটা কাজের উপর তখন আমাকে জানতে হবে এই কাজটা কি করে হচ্ছে, কি এর মধ্যে সুবিধা অসুবিধা আছে। সেইটা চিন্তা করে তার পরে এই অস্বাভাবিক কথাটা ব্যবহার করা যেতে পারে বলে আমি মনে করি। কারণ আজকে ১০ বছর আগে উদয়পুরে যদি একটা কাজ হতো তাহলে দেখতাম যে আগরতলা থেকে ম্যাটে-টেরিয়ালস উদয়পুরে যেতে হয়তো ৩। ৪ দিন লাগতো এবং সেখানে যাওয়ার পর কাজ আরম্ভ হতো। আবার একটা জিনিসের অভাব হলে আবার আগরতলা থেকে ৩। ৪ দিন পরে নিয়ে কাজ করা হতো। কিন্তু এখন যদি আমরা উদয়পুরে কোন কাজ করি তাহলে রাতারাতি উদয়-পুরে দিনে কতবার যে আমরা মাল নিতে পারি, কোন বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু এই যে বগাফা—আমবাসা রোডে যখন এই রোডের কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে যে সর-কার কি করেছে। তখন সেই এলাকায় কাজগুলি খুব দ্রুত গতিতে হবে। কাজেই যাতায়তের অসুবিধার জন্যই যিনি কাজ করছেন তার কাজটা ঠিক দ্রুত গতিতে হচ্ছে না। দরকারী মাল-মশলা সেখানে সময় মতো নিতে পারছে না। তারপর খোয়াই নদীর উপর আবার একটা ব্রীজ করা দরকার। সেই ব্রীজটা না হলে মালপত্র নিতে বড় অসুবিধা। কাজেই আজকে যদি গভর্ণমেন্ট চেষ্টাও করে যান সে দ্রুতগতিতে কাজটা করার জন্য সেই দ্রুত গতিতে সম্ভব হবে না। সেইটুকু যদি আমাদের মাননীয় সদস্যরা না বুঝেন সেইটা জোর করে বুঝানো যায় না। যে না কি জেগে ঘুমিয়ে থাকে তাকে না কি কোন দিন জাগানো যায় না।

মিঃ স্পীকার :—আই রেকুয়েসট ইউ টু সাম আপ ইওর ডিসকাশন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আর একটু বাকী আছে। কাট মোশান তো তিনটা স্যার। তবে খোয়াই নদীর উপর যদি আমরা আর একটা ব্রীজ করতে পারি তাহলে অনেক সুবিধা হবে। আমরা এপ্রিল মাসের মধ্যেই সেইটা শেষ করে দেবো এবং রাস্তার কাজটা এই বছরের মধ্যেই শেষ করে দিতে পারবো বলে আমরা আশা করি। (এ ভয়েস—যাতে এপ্রিল ফুল না হয়) যারা নাকি ফুল হয়ে রয়েছে, সুন্দর হয়ে ফোটে রয়েছে তাদের কি বলব। আর একটা বোধ হয় এখানে কাট মোশান আছে স্যার, মাননীয় সদস্য বুলুকুকী মহাশয়ের। অম্পিছড়ার উপর ব্রীজ নির্মাণে অস্বাভাবিক বিলম্ব সম্পর্কে। তা' ছাড়া আর কিছু তাঁরা বলতে পারেন না। অস্বাভাবিক, অব্যবস্থা, অপদার্থ, অসুন্দর, এই সব কথা। আর একটা জিনিস হয়ত তাঁরা জানেন। কিন্তু জেনেও তাঁরা জানতে চান কিনা জানি না। এই যে কাজটা এটা বর্ডার রোড কর্পোরেশন দিয়ে করার কথা ছিল। কিন্তু ১৯৬৯ সনের মাঝামাঝি সময়ে বললেন যে ত্রিপুরা পি, ডবলিউ, ডি, কাজটা করবে। এটা হল সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের এইডেড্ প্রগ্রাম। ডিজাইন এবং এষ্টিমেট, সেন্টাল গভর্ণমেন্ট থেকে করে দেবে। তারপর ত্রিপুরা পি, ডবলিউ, ডি, এই কাজটা করবে। যখন নাকি আমরা কাজটা করব তখন আমাদের কাছে কাজটার দায়িত্ব দিয়েছ শুধু কর সেইটুকু বললেই আমরা করতে পারি না, কারণ তাদের অ্যাস্যুরেন্স দিতে হবে যে ভাণ্ডার আমাদের দিচ্ছে তারা এবং অ্যাপ্রুভ ডিজাইন অ্যাণ্ড এষ্টিমেট পাঠাবে, তার পর কাজটা করব। কারণ এইগুলি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে পেলে আমাদের পি, ডব'লউ, ডি, ষ্টাফ অতি দ্রুত গতিতে কাজটা করতে পারে এই বিশ্বাস আমাদের আছে এবং এটা পেলে আমরা কাজটা করব। কিন্তু আজকে তিনটা কাট মোশন রেখেছে মাননীয় সদস্য নৃপেনবাবু, মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াং এবং মাননীয় সদস্য বুলুকুকী। কিন্তু একটা কথা আমি আজকে মেম্বার-দের বলছি যে আজকে আমি যে হেডের জন্য সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড প্লেস করেছি সেই ডিমাণ্ডের সঙ্গে তাদের এই বক্তব্যের কোন যোগাযোগ নেই। যে হেডে আমাদের অ্যাপ্রুভ্যালটা চেয়েছি, যে হেডে মাননীয় সদস্যদের অনুমোদন চেয়েছি সেটা গ্রুপ হেড—বি, অরিজিন্যাল ওয়ার্ক সাবরডিনেট টু মেজর হেড—১০৩ ইজ বেজড অন ফিজিক্যাল টারগেট ফিক্সড ফর অ্যাচিভমেন্ট ডিউরিং ১৯৭২—৭৩ ইন দি অ্যানুয়াল প্ল্যান ১৯৭২—৭৩। সুতরাং এটার সংগে এই যে কাট মোশনগুলি এনেছেন এর সংগে কোন সম্পর্ক নাই। তাঁরা কি বলবেন আমরা জানি। সেটা হল ধান ভানতে শিবের গীত। তাঁরা যখন বলতে চান বলুন। তবে যেগুলি বলেছেন সেগুলি যে ভুল সেটা আমি মাননীয় সদস্যদের বুঝাতে চেষ্টা করেছি। তবে আমার ডিমাণ্ড যদি পাশ করে দেন তাহলে বুঝবো উনাদেরটা ভুল আর যদি উনাদেরটা পাশ করেন তাহলে বুঝবো আমাদেরটা ভুল। কাজেই তারা কোনটা করবেন সেটা যেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঠিক করে দেন। এই বলেই আমি সবার কাছে অনুরোধ করছি সবাই যেন এটা গ্রহণ করেন এবং ডিমাণ্ডগুলি পাশ করে দেন। এই বলেই আমি শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now discussion on demand No. 27, 41 and 25 is over. I am now putting Cut Motions to vote first. There is one cut motion of Shri Ajoy Biswas on Demand No. 27.

The cut motion that the demand be reduced by Rs. 100 to discuss on—'আগরতলা শহরে পানীয় জলের অব্যবস্থা সম্পর্কে' was then put and lost.

Mr. Speaker :—Now, there is one cut motion of Shri Nripendra Chakr borty on demand for Grant No. 41 to discuss on—খোয়াই নদীর উপর চেবরী ঘাটে ব্রীজ নির্ম্মাণে ব্যর্থতা সম্পর্কে।

The cut motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—There is one cut motion of Shri Bajuban Reang on this Demand to discuss on—বগাফা—আমবাসা রোড নির্ম্মাণে অস্বাভাবিক বিলম্ব সম্পর্কে।

The cut motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—There is another cut motion of Shri Bulu Kuki to discuss on—অম্পিছড়ার উপরে ব্রীজ নির্ম্মাণে অস্বাভাবিক বিলম্ব সম্পর্কে।

The cut motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting the main Demand for Grant No. 27 to vote.

The question that the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 56,63,000 be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of Demand No. 27—Public Works was then put and carried.

Mr. Speaker :— I am now putting the Demand for Grant No. 41 to vote.

The question that the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 4,90,000 be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of Dcmand No. 41—Capital Outlay on Public Works was then put and carried.

Mr. Spoaker :—There is no cut motion on Demand No. 25. I am now putting the Demand to vote.

The question that the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 5,10,000 be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respeet of Demand No. 25—Irrigation Navigation, Embankment and drainage Works (Non-Commercial) was then put and carried.

Mr. Speaker :—Now, the Minister-in-charge is to move the Demand No. 33—Forest.

Mr. Speaker:—Now Supplementary Demand for Grant No. 33—Forest.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ৩৩—ফরেষ্ট—এতে আমরা ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আমরা সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের মধ্যে চেয়েছি। প্রথম আমাদের বাজেটে ছিল ৮৬ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলছি—Forest Department proposed for provision of Rs. 4.26 lakhs on Plan—Rs. 20.298 lakhs under Forestry Sector and Rs 11.07 lakhs for Soil Conservation Sector and Rs. 0.95 lakh under Centrally Sponsored Schemes for 7273-. The amount provided under Plan in the sanctioned budget grant for State Plan Sector and Centrally Sponsored Sectors are mentioned below.) আজকে আমাদের এই যে ফরেষ্ট-এর কাজ করতে গিয়ে আমাদের অরিজিন্যাল বাজেটে যে এমাউন্ট বরাদ্দ ছিল সেই কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের অতিরিক্ত আরও ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন—গৃহ নির্মাণ, বন. পথ এবং প্ল্যানণ্টেশান এবং নানা রকম উন্নতিমূলক কাজে আমাদের এই টাকাগুলি প্রয়োজন এবং যেটি নাকি আমরা পূর্ব্বে বুঝতে পারিনি তাই আমরা অরিজিন্যাল বাজেটে সেটি ধরতে পারিনি। যখন কাজ করতে করতে আমরা যখন এগিয়ে গেলাম তখন দেখলাম আমাদের টাকার আরও প্রয়োজন আছে এবং সেই প্রয়োজনকে মিটাতে আমাদের আরও ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার দরকার হয়ে পড়েছে। আজকে মাননীয় সদস্যদের নিকট তাই আজকে আমি সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট মারফত আমি অনুমোদন চাইছি ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা—আশা করি মাননীয় সদস্যগণ তার অনুমোদন দেবেন।

Mr. Speaker :—Now, is there any discussion on this Demand ? Hon'ble Member Nishi Kanta Sarkar is absent to-days so nobody is interested in this Demand. There is no Cut Motion on this Demand. So I am putting the Demand to Vote. Now the question before the House that a further sum not exceeding Rs. 5,50,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of Demand No. 33—Forest,

It was put to vote and passed.

Now Demand for Grant No. 11—Jail.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে ডিমাণ্ড নম্বর ১১—জেইল—তাতে আমাদের কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়েছে। যাতে নাকি আমরা সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে ধরেছি—(1) payment of arrear pay to Jailor which could not be paid due to non-receipt of pay slip fro n Audit (1) Sanction of additional interim relief during the year (3) increased expenditure on ration due to increase in number of prisoners transport charges of Rajakars to other State and purchase of more blankets, purchase of more quantity of raw materials due to expnasion of Jail—manufacture grant. এই সব কারণে—আমরা আগে বুঝতে পারিনি এই কারণগুলি ঘটবে তার জন্য আমাদের নূতন কিছু অর্থের বরাদ্দের প্রয়োজন হয়ে

পড়েছে যা আমরা সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে ধরেছি। আশা করি সেটি আপনারা অনুমোদন দিয়ে আমাদের বাজেটকে সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker :—Now, is there any discussion on this Demand ? Now I am putting the Demand to vote. Now the question before the House that a further sum not exceeding Rs. 1,17,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of Demand No. 11—Jails.

It was put to vote and passed.

Now Demand Nos. 16, 36 and 17 together.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে আমি আগেই বলতে চেয়েছিলাম ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা সাপ্লিমেন্টারী খাতে ধরা হয়েছিল যেটি অনুমোদন করবার জন্য—তার কারণ হল "the additional amount is required due to payment of new staff sanctioned for Headquarters—in case of interim relif and for 230 labourers for 5 months is required for implementation of the scheme for National Malaria Eradication Programme a Centrally Sponsered Scheme to which the financial assistance will be received from the Centre. এই যে বরাদ্দটা এটা আশা করি আপনারা অনুমোদন করবেন। তারপর ডিমাণ্ড নম্বর ৩৬ তারপর ডিম্যাণ্ড নাম্বার—৩৬ কেপিট্যাল আউট লে অন ইমপ্রুভমেন্ট অব পাবলিক হেলথ এর মধ্যে আমাদের দরকার ২৫ লক্ষ টাকা। In pursuance of the decision of the Government of India, communicated in the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) letter No. Q. 11011/3/72-PHE dated 2.8.1972 a scheme for accelerated of Rural Water Supply in Tripura, has been taken up by this Government under Central Plan Scheme. For implementation of this Scheme an amount of Rs. 25 lakhs is estimated for this year, Cent percent assistance is proposed from Central Government for this purposs. আশা করি এর অনুমোদন আপনারা দেবেন। আরেকটি হচ্ছে ডিম্যাণ্ড নাম্বার—১৭—ফেমিলি প্ল্যানিং সেখানে আমাদের শর্ট হয়ে পড়েছে ৭০ হাজার টাকা—Interiam Relief Transport, Compensation Money, Mass Educatiou এইসব কারণে টাকাটা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। The Supplementary grant is required due to following reasons—

To meet excess expenditure on Interim Relief on staff increased number of Sterilisation/IUCD cases and increased number of advertisement on occasion of Celebration of Silver Jubilee of Indian Independence and observance of NFP Fortnight, for proper implementation of the Family Planning Scheme, a Centrally Sponsorred Scheme, Full financial assistance is received from the Centre, for this scheme. এই সমস্ত কারণে ৭১ হাজার টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আগে বরাদ্দ ছিল ৬ লক্ষ টাকা, তারপর সাপপ্লিমেন্টারী বাজেটে ৭১ হাজার টাকার অনুমোদন চাওয়া হয়েছে, আশা করি হাউস তার অনুমোদন দেবেন।

Mr. Speaker :—There is one Cut Motion on Demand for Grant No. 16 Public Health of Shri Ajoy Biswas to discuss on—আগরতলা শহরে মশার উপদ্রব কমানোর ব্যবস্থা না থাকা সম্পর্কে।

I would request Shri Biswas to move his Cut Motion.

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার যে কাট মোশান সেটা হচ্ছে আগরতলা শহরে মশার উপদ্রব কমানোর ব্যবস্থা না থাকার জন্য।

আমার মনে হয়, এখানে মাননীয় মন্ত্রীরা যারা বসে আছেন অথবা যারা সরকার পক্ষের সদস্য, তাদেরকে এটা বিস্তারিতভাবে বলার দরকার নাই, মশা কমাবার কি প্রয়োজনীয়তা আছে।

মিঃ স্পীকার :—আপনি কি বলতে চান যে মশা কিছু থাকবে, কারণ আপনি মশা কমানোর কথা বলেছেন, মশা শেষ করবার কথা বলেন নি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—কারণ সন্ধ্যা যখন আসে, রাত্রি যখন হয়, তখন তাঁরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেন এই মশা কমানোর দরকার আছে না আছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি একটা কথা শুনে আসছি যে তাদের নাকি একটা প্রগ্রাম আছে, সেটা হচ্ছে গরীবি হটাও, যেখানে ভারতবর্ষে গরীবি হটাও'এর প্রগ্রাম, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গরীবি হটাও'এর কর্ম্মসূচী নয়, আমার মনে হয় সরকারের আরেকটা কর্ম্মসূচী আছে, সেটা হচ্ছে হটাও নয়, সেটা হচ্ছে বাড়াও, সেটার ফলে মশা বাড়াও কর্ম্মসূচীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আগরতলা শহর একটা মশার শহর হিসাবে পরিগণিত হয়ে গেছে এবং আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি স্যার, আমি যখন বাড়ী ফিরে পড়াশোনা করার চেষ্টা করি, কিন্তু বাইরে বসে বইটা খুলে একটা মিনিটও বসার উপায় নাই। হয় মশারীর নীচে যেতে হবে, নয়তো একটা কিছু ঢাকা দিয়ে যাতে মশা চামড়ার উপর কামড়াতে না পারে. সেইরকম কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এটা আমার জানা নেই, যে মশার উপদ্রব, মশার কামড়ের যে জ্বালা, সেটা মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা কারণ দীর্ঘদিন মন্ত্রীত্ব করে আমার মনে হয়, তাদের চামড়া একটু মোটা হয়ে গেছে, হয়তো সেই মশার হুলটা তাদের চামড়ার ভিতর প্রবেশ করতে পারেনা, নয়তো একটা ব্যবস্থা তারা নিশ্চয়ই করতেন। মসকিউটো ইরেডিকেশান প্রগ্রাম বলে একটা স্কীম পাবলিক হেলথ আছে, সেই স্কীম অনুযায়ী কি হচ্ছে। আগরতলা শহর থেকে মশা হটাও এই কর্ম্মসূচী নিয়ে সেই ডিপার্টমেন্ট বসে আছে। সেখানে অফিসার আছে, কর্ম্মচারীরা আছে, কিন্তু অফিসার বা কর্মচারী সেখান থেকে আর বেরুন না, তাদের মশা হটাও কর্ম্মসূচী নিয়ে আগরতলা শহরে বেরুতে আমরা দেখিনি। এবং দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে মশার তেল দেওয়ার যে পদ্ধতি আমরা আগে দেখতাম, দীর্ঘদিন যাবত আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি না। কোথাও তেল দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে কি না, আমার জানা নেই। আমি আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলছি। গত বছর আমি গিয়েছিলাম হেলথে। এখন যিনি ডিরেক্টার তিনি তখন ছিলেন না, তখন সাম ভট্টাচার্য ছিলেন। আমি তাকে বললাম এই অবস্থা আপনি একটা ব্যবস্থা করুন যাতে মশার উপদ্রব থেকে রক্ষা

পাই। তিনি আমাকে একটা বিরাট স্কীম শুনিয়ে দিলেন, জানিনা সেই স্কীম এখন মাথায় আছে কিনা। মশা তাড়াবার পদ্ধতি উনার জানা নাই। আমেরিকার একটা ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ হচ্ছে সেটা কি ? সেটা হচ্ছে ডিমের মশা ধরে ধরে আপনার ফেমিলি প্ল্যানিং-এর মাধ্যমে তার জন্মনিয়ন্ত্রণ করে ছেড়ে দিতে হবে, এই স্কীমটা চালু হলে নাকি সারা ভারতবর্ষের থেকে মশা দূর হয়ে যাবে। তা আমার মনে হয় সেই আবিষ্কারক বা ডিরেক্টার অব হেলথ ছিলেন তার। এই দুই বছরেও কি সেই স্কীম আমেরিকা ইউনির্ভারসিটি থেকে এসে পৌঁছায়নি ? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কিছু বলুন মশার ক্ষেত্রে ফেমিলি প্ল্যানিং ব্যাপারে কোন স্কীম এখানে চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন কি না ? আজকে মসকিউটো ইরেডিকেশান স্কীম থাকা সত্ত্বেও, ডিপার্টমেণ্ট থাকা সত্ত্বেও কেন ব্যবস্থা হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হয়তো বলবেন তেল পাওয়া যাচ্ছে না, মন্ত্রীদের তেল দেওয়ার জন্য প্রচুর তেল পাওয়া যায়, পয়সা থাকলে পাওয়া যায়, কিন্তু মশা মারার তেল পাওয়া যাচ্ছে না। সেখানে আজকে দুই বছর মশার তেলের অভাবে মশা মারা যাচ্ছে না। এবারও তারা একথাই বলবেন কিন্তু স্যার এই যে এত বড় রাজপ্রাসাদ বিলডিং কার্পেট দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল আপনি জানেন স্যার সাতদিন সময় লাগেনি কার্পেট এনে মুড়ে দিতে। আর ৫৫ হাজার মানুষ এর মধ্যে যে বিভিন্ন রোগ ছড়াচ্ছে, সেই মশা মারার তেল আনাতে তাদের দুই বছর লেগেছে। সেই মসকিউটো ইরেডিকেশান স্কীমের মন্ত্রীরা কোথায় থাকেন জানি না এবং তাদের মশার উপদ্রব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে কি না জানি না। আমরা বলি মন্ত্রী বাহাদুরদের চলুন শহর দিয়ে হেটে যাই, সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করি, তারা কি ফীল করে কি উত্তর দেয়, নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পারবেন। আর আমরা দেখছি যে সারা ভারতে যেমন কলিকাতাকে বলা হয় মিছিলের শহর। আবার কোন কোন শহরকে বলা হয় সিটি অব প্যালেসেস। কাজেই সিটি অব মসকিউটোর যে শহর এশিয়ার মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু এবং সেই জন্য এই মশা হঠাও, গরীবি হঠাও তো চলছেই এইটার শেষ নেই, গরীবি হঠাও চলবে। কারণ ওটার শেষ হবে না। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মশায়দের বলবো যদি মশা হঠাও এই স্কীমটায় অবতীর্ণ হন এবং এই যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত পুরবাসী তাদেরকে যদি উদ্ধার করেন তাহলে আমি কৃতার্থ হবো।

মিঃ স্পীকার :—There is one cut motion of Shri Niranjan Deb, on Demand for grant No. 36 to discuss on—গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সরবরাহের বৈষম্যমূলক অবস্থা।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাট মোশনটা হলো গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সরবরাহের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা। আমরা দেখতে পাচ্ছি গত বছরে ১৯৭২-৭৩ সালের আর্থিক বছরে গ্রামের জনসাধারণকে আর কিছু না দিতে পারি অন্ততঃপক্ষে জলের ব্যবস্থা আমরা করে দেবো। এবং সে বিধানসভা থেকে রাজ্যের স্থানীয় যে সব পত্র পত্রিকা ছিল সেই সব পত্রিকাতে একটা আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল যে জলের জন্য চিন্তা করতে হবে না। আমরা আর কিছু না দিতে পারি জলের ব্যবস্থা করে দিতে পারবো। বিভিন্ন ব্লকে আমরা দেখি সেখানে বাজেটে অনেক টাকা রাখা হয়েছে। আমি বিশালগড় ব্লকের কথা বলবো

সেখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের যে স্কীমটা আছে সেই খাতে ১ লক্ষ টাকা সেখানে জলের জন্য রাখা হয়েছে। কিন্তু সেই ১ লক্ষ টাকা যে জলের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে সেই টাকাটা যে কোথায় কি করা হয়েছে এইটা হয়তো বি, ডি, ও, বাবুরা জানেন বা মন্ত্রীমশায়রা জানেন সেই টাকা দিয়ে কোথায় কি করেছেন। দীর্ঘ এই ২৫ বছরে এই কংগ্রেস শাসনে এখনও আমাদের জলের দাবী করতে হয়, জল দাও, নইলে গদি ছাড়তে হবে এই আন্দোলন আমাদের করতে হয়। আশ্চর্য্যের ব্যাপার হয়তো খাদ্যের দাবী নিয়ে আমরা আন্দোলন করি, হয়তো চাকুরীর দাবী নিয়ে আন্দোলন করি, হয়তো বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমরা আন্দোলন করি। আজ ২৫ বছর ধরে আমরা যদি জল দাও, জল চাই এই আন্দোলন আমাদের করতে হয় তাহলে সহজেই বুঝা যায় শ্রীমতী গান্ধীর সমাজতন্ত্রে আমরা আরও কত কিছু দেখবো কে জানে। আমি এখানে কয়েকটা গ্রামের কথা বা এলাকার কথা তুলে ধরতে চাই। চড়িলাম কন্‌সটিটিউয়েনসিতে সেখানে রামনগর গাঁওসভায় চন্দ্রমোহন পাড়া বলে একটা পাড়া আছে, যেখানে একটিমাত্র পুকুর আছে। সেখানে কুপ নেই, পানীয় জলের এমন কোন ব্যবস্থা নেই। আমি বার বার বি, ডি ও এবং এস, ডি. ও সাহেবকে জানিয়েছি কিন্তু ব্যবস্থা সেখানে এখনও হয়নি। এবং রাঙ্গাপানীয়া গাঁওসভাতে সেখানে একটা সর্দ্দার পাড়া আছে এবং বিক্রমবাড়ী বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে এমনকি মানুষে খাওয়াতো দূরের কথা, গরুবাছুরের খাওয়ার জলও সেখানে নেই। সেখানকার বি, ডি, ও এবং এস, ডি, ও সাহেবকে জানিয়েছি যে ঐ এলাকাতে এই অবস্থা চলছে তুমি কোন ব্যবস্থা কর। আমরা জানি বিশালগড়ে কবি রায় বলে একজন কনট্রাকটার আছে উনাকে টিউবওয়েলের কনট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমি সেই কবি রায় বাবুকে দেখিনি যে তিনি গ্রামে গিয়ে অন্ততঃ আমার এলাকাতে গিয়ে সেখানে তিনি টিউবওয়েল বা রিংওয়েল রিপেয়ারিং করেছেন। সুতরাং আমি এই সদরের মধ্যে অবস্থিত চড়িলাম, বিশালগড়, বিশ্রামগঞ্জ, জম্পুইজলা, জিরানীয়া, রাণীরবাজার, মোহনপুর এই যে জায়গাগুলি আছে সেখানে এই রকম জায়গা রয়েছে যেখানে কল নেই, যেখানে রিংওয়েল নেই, কাঁচা কুয়া নেই। যার ফলে সেখানকার জনসাধারণ দুর্ভোগ করছে। এমন কি ২/৪ মাইল দূর থেকে জল তাদের আনতে হয়। এমন কি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে জল চুরির ঘটনাও হচ্ছে। কুয়াতে বসে না থাকলে জল চুরি হয়ে যায়। এই রকম ঘটনা আমরা শ্রীমতী গান্ধীর সমাজতন্ত্রে দেখতে পাচ্ছি। এইটা একটা আশ্চর্য্যের ব্যাপার। সুতরাং যে সব কল বসানো হয়েছে সেগুলি এক সপ্তাহের মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। আমি দেখেছি চড়িলামের বাসতলির একটা কল নষ্ট হয়ে গেছে। আমি দেখছি রামতলাতে সেখানে একটা কল সাত দিনের মধ্যেই সেইটা বন্ধ হয়ে গেছে। এই রকম কয়েক শত কল গ্রামদেশে নষ্ট হয়ে অকেজো অবস্থায় আছে। ব্লকে টাকা বরাদ্দ থাকলেও আমরা দেখি নি যে এইগুলির রিপেয়ারিং এবং মেইনটেনেনস করা হয়েছে। আমি বলবো গগন সর্দ্দার পাড়াতে টি-টি-সির আমলে যে একটা রিংওয়েল দেওয়া হয়েছে, সেই রিংওয়েলটা হয়তো কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। সেই রিংওয়েলটা আজ পর্য্যন্ত অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আজ পর্য্যন্ত সেটা রিপেয়ারিং বা মেনটেনেনস করার কোন ব্যবস্থা সরকার থেকে নেওয়া হয়নি। আর

আমরা দেখছি যে ব্রজপুর গাওসভার এলাকাতে এমন অনেক টিউবওয়েল পরে রয়েছে, একজনের ঘরের সামনে টিউবওয়েল বসানো রয়েছে তার নামও বলতে পারি হরিশ দেব নামে একজন লোকের ঘরের সামনে একটা কল ছিল। সেখানে হরিপদ বাবু কংগ্রেসী নেতা উনি সেখান থেকে সে কলটা তুলে নিয়ে উনার শ্বশুর বাড়ীর সামনে বসিয়েছেন। উনার শ্বশুর-শ্বাশুরীকে জল খাওয়াবার জন্য। হরিশ দেবের বাড়ীর সামনে যখন এই কলটা ছিল তখন কয়েক শত লোক এই কল থেকে জল নিত। ১২ মাইল দূর থেকে এসে মা-বোনেরা জল নিত। এই যে অবস্থা শুধু গ্রাম দেশে নয়, এই শহরের অবস্থা সম্বন্ধেও আমার মাননীয় সদস্য শ্রীঅজয় বাবু বলেছেন। এই যে চরম অবস্থা গ্রাম দেশে চলছে যে জল দাও। অন্ততঃপক্ষে সেই জলটা যদি গ্রাম দেশের লোকেরা ঠিক ঠিকভাবে পেত তাহলে গ্রাম দেশের লোকেরা অনেকটা রিলিফ পেত। আমি দেখেছি জম্পুই জলাতে বাজারে মাত্র একটি কল আছে, আর চারিদিকে কোন কল নাই। বিরাট একটা এলাকাতে কল নাই। আমরা লক্ষ্য করেছি কংগ্রেস সাম্পাদক মনমোহন দেববর্ম্মার বাড়ীর সামনে একটা কল রয়ে গেছে। কিন্তু কয়টা পরিবার আছে সেখানে? একটা পরিবারকে একটা কল দেওয়া হয়েছে। যদি সেই কল ৫।৬ শত লোক ব্যবহার করতে না পারে তাহলে একটা পরিবারকে কল দেওয়া হবে এরকম কি সরকারের নীতি আছে। সঞ্জয় সর্দ্দারের বাড়াতে তারা একটা কুয়া বা একটা জলের কল দাবী করেছিল, কিন্তু সেখানে একটা কল বা কুয়া দেওয়া হয়নি। আদৌ দেওয়া হবে কি না তাও সন্দেহ রয়ে গেছে। কালীকান্ত বাড়ীতে বাজারের সামনে একটা কল দেওয়া হয়েছে, সেটা দুদিন পরে নষ্ট হয়ে গেছে। বিরাট এলাকা, জম্পুইজলা কলোনীতে জলের কোন ব্যবস্থা নাই। ফালগুণী পাড়া, এইরকম বিভিন্ন জায়গাতে আমরা দেখেছি জলের কোন ব্যবস্থা নাই। হাহাকার করেছে মানুষ জলের জন্য। ধর্ম্মনগরে বড়ুয়া কান্দি গ্রামে কংগ্রেস প্রধানের অন্তরঙ্গ সদস্যের বাড়ীর সামনে একটা কল দেওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। অথচ নিকটেই যে জল পাওয়া যাচ্ছে না, মিশন টিলা, বড়ুয়া কান্দি কলোনী, এইসব জায়গাতে জলের কোন ব্যবস্থা নাই। কিন্তু তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাড়ীর সামনে কল বসানো হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলে বলা হয় যে আমরা এলাকার জনসাধারণের সম্মতি নিয়েই কল বসাব। কিন্তু আমরা কিছুদিন আগে জানতে পারলাম সেই সদস্যের বাড়ীর সামনে কল বসিয়েছে। সাধাই বাড়ীর মসজিদের সামনে ৩।৪টা পুকুর আছে এবং সেখানে মাত্র ৩।৪টা বাড়ী আছে। সেখানে আর, সি, সি, করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু বিরাট এলাকা রয়ে গেছে, এ'সব এলাকায় কোন রকম জলের ব্যবস্থা নাই। কিন্তু যারা কংগ্রেসী তাদের বাড়ীর সামনে এইরকম কল দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আরও কয়েকটি বক্তব্য রাখব যে কৈলাসহরে যেখানে কাঁচা কুয়া আচাই বাড়ীতে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে ঈশান রোয়াজা বাড়ীতে একটা কাঁচা কুয়া খনন করার জন্য ১৫ টাকা দেওয়া হয়েছে। গগন রোয়াজা বাড়ীতে ২৫ টাকা শিশু রোয়াজা বাড়ীতে ৩৫ টাকা, অজিত রায় চৌধুরী বাড়ীতে ২৫ টাকা, মানিক রোয়াজা বাড়ীতে ২৬ টাকা, কাঁচা কুয়া খননের জন্য এইভাবে টাকা দেওয়া হয়েছে। যেখানে কাঁচা

কুয়া খনন করতে গেলে অন্ততঃপক্ষে আড়াইশ, থেকে ৫০০ টাকা দরকার সেখানে এইভাবে ১৫ টাকা, ২৫ টাকা ২৬ টাকা দিয়ে এইভাবে কি কাচা কুয়া খনন করা যায়? এইভাবে আমি বলব অন্ততঃপক্ষে যে টাকা রাখা হয়েছে, ২৪ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে, এই টাকা যাতে সৎকাজে ব্যয় হয় এবং যাতে প্রত্যেকটা গ্রামে, প্রত্যেকটা বাড়ীতে যাতে সবাই জল পেতে পারে, জলের জন্য যাতে অফিসে ধর্ণা দিতে না হয়, হয়ত তুমি কংগ্রেসের টিকিট কাটলে তোমার বাড়ীতে জলের কল দেব টিউবওয়েল, রিংওয়েল দেব, এইরকম গ্রামে দেশে বিস্তর রয়ে গেছে, সেটা যাতে না হয়।

Mr. Speaker :—Now there is a Cut Motion of Shri Bidya Ch. Deb Barma on Demand No. 17 to discuss on—পরিবার পরিকল্পনায় অর্থের অপচয় সম্পর্কে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৭—ফেমিলী প্লেনিং এর মধ্যে আমি একটি কাটমোশন রেখেছি সেটা হল পরিবার পরিকল্পনায় অর্থের অপচয় সম্পর্কে। এই ফ্যামিলী প্ল্যানিংটা একটা রাবিশ প্ল্যানিং এবং গণতন্ত্রের প্রতি একটা চরম আঘাত হানা। আর এটাকে বলা হবে রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র নয় কেন না—

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—পয়েন্ট সব অর্ডার, স্যার, রাবিশ ওয়ার্ডটা আনপার্লামেন্টারী ওয়ার্ড।

মিঃ স্পীকার :—ইয়েস, মাননীয় সদস্য আপনি এটা প্রত্যাহার করে নিন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—নোংরা বলছি। ময়লাও বলা যায়। কারণ আমরা দেখি যে মানুষ কত রকমের মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মায় তা বলার কারোর সাধ্য নাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি আপনার কাটমোশনের উপর বলুন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—কাটমোশনের উপরেই বলছি। এটা একটা ভূমিকা। এই যে রাজতন্ত্রের পরিকল্পনাটা, এটা একটা পরিকল্পনার মধ্যে হওয়া অনুচিত। কারণ যারা চিন্তা করে তারা অবশ্য বহু টাকা পয়সা খরচ করে এবং খরচ করে অ্যাডভারটাইজ করে সিনেমার মধ্যে। কেউ বলেন আমি এক, তুমি এক, একে একে দুই, কত কিছু। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা প্রশ্ন, যারা শাসক গোষ্ঠি, যারা এই সমস্ত পরিবার পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণের জন্য চেষ্টা করেন তারা রাবার প্যান্টেশান করেছেন লুপ ব্যবহার করার জন্য কাজেই সেই দিকে আমার প্রশ্ন পরিবার পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে কে কতটা বিয়ে করে-ছেন তা যদি নির্ণয় করি এখন (নয়েজ) অর্থাৎ আপনি আচারি ধর্ম অপরে শেখায়। তারা নিজের, সেটা করেছেন কিনা, নাকি আমাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে তাদের? সেই প্রশ্নটা আসে। কাজেই সেই দিক দিয়ে বলছি এই যে পরিবার পরিকল্পনায় টাকাটা ধরা হল এটায় জন্য নিজেদের হুঁশিয়ার হতে বলব যদি কেউ রাস্তা ঘাটে পরিবার পরিকল্পনা বলে তাদের (লাফটার)। আর কি রকম আমরা দেখছি, সমাজতন্ত্রের জন্য চীৎকার করে তারা ধনতন্ত্র চালা-চ্ছেন। মানুষ যাতে জন্মে তাদের অধিকার না পায় তার জন্য এই পরিবার পরিকল্পনা, সেই জন্যই এই খাতে বাজেটে টাকা ধরেছেন সেদিন। খোয়াইয়ে যারা অনাহারে থাকতে থাকতে শেষ পর্য্যন্ত অজ্ঞান হয়ে পড়ল তাদের মধ্যে থেকে একজনকে হাসপাতালে তাকে অপারেশান করতে চেয়েছিল, তারপর প্রাণ ফিরে এল, তারপর ডাক্তারের সংগে এক তরফা হয়ে গেল।

মি: স্পীকার:—মাননীয় সদস্য ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর অপচয় সম্পর্কে বলুন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা:—কাজেই আমি বলছি যে এটা কোন্ ধরণের দাবি—এই জিনিষটা খুবই খারাপ ..(গণ্ডগোল)...

মিঃ স্পীকার :—অর্ডার পীলজ...

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ;—তার জন্য বলেছেন দুই তিন তিন নয় এই রকম কথা বার্ত্তা অনেক সময় বলেন সব সময় বলে থাকেন এডভাটাইজে পত্র পত্রিকাতে সিনামাতে বা প্রকাশ্যে এইভাবে প্রচার করেছিলেন—মানুষের অর্থ সংকটের সুযোগ তারা গ্রহণ করছেন এবং সেই সুযোগ যখন আসে তখনই তারা এগিয়ে যায় যাতে এ মানুষগুলিকে জব্দ করতে পারে। যেমন ধরুন মনু হাসপাতালে অনন্ত কুমার ত্রিপুরাকে অপারেশন করা হল—কয়েক বছর পরে মারা যায় সে। বহু লোক এখনও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে তার জন্য দায়ী কে হবে .. (হাস্যধ্বনি)... নিষ্ক্রীয় মানে কোন কাজ করতে পারছে না কাজেই সেই দিক থেকে এই সরকারই দায়ী তার জন্য। কেন দায়ী হবে...(গণ্ডগোল)... কাজেই সেই দিক থেকে আমাদের এই শাসক গোষ্ঠী যা করেছেন এই ইন্দিরা সরকার যা করেছেন—তারা মুখে বলেছেন গণতন্ত্র শুধু সমাজতন্ত্র বুলি আওরাচ্ছেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই কাজটা করে কে কিসের জন্য—ঐ কংগ্রেসী মার্কা যারা নিজেদের কংগ্রেসী বলে জাহির করেন এবং যখনই তাদের অন্য কোন কাজ না থাকে তখনই তারা কমিশান পাওয়ার জন্য অবসর সময়ে তারা সেই কাজটা করেন এই হল তাদের অবস্থা ঐ কংগ্রেসী দালালদের—ঐ কোটি পতির দালাল তাদের কোন নীতি নাই। সেটি আমি বলতে পারি। কাজেই সেই দিক থেকে আমি বলছি তারা অবসর সময়ে দালালী করে এবং তার জন্য তারা ৩ টাকা ৪ টাঁকা করে পায়—এ দালাল যারা এডভাটাইজ যারা করে তারা তার জন্যই একটা ছড়া বলতে হয় তার।

দাদা গো দাদা বল না
সমাজবাদের কোন ঠিকানা
দাদা বলেন দিদি গো
তিনের বেশী একটিও না
বেশী হইলে যায় না গোনা
বাজেটে গোলমাল।
মোটা মোটা বাজেট
বাজেট ভরা ত্রিকোণ
ত্রিকোণ ভরা চাল
চালে চালে দাদা দিদি
দিচ্ছে কেমন ফাল।
বিয়ে করলাম দুই বাচ্চা হল নয়
পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন আর একটিও নয়।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী —:পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় স্পীকার স্যার উনি মন্ত্রীর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছেন উনি...

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :—স্যার আমি আপনার দিকে চেয়ে আছি...

মিঃ স্পীকার :—আপনি আমার দিকে চাইলেও পেনসিলে ওদিকে দেখাচ্ছেন।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :—আচ্ছা সেটা আর করব না।

বিয়ে করলাম দুই বাচ্চা হল নয়
পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন আর একটিও নয়।
আইন বানিয়ে রাজা আইন মানে না
জন্মতন্ত্র নিরোধমন্ত্র রাণীর লাগি না।
ভোজরাজার ছাওয়ালেরা সবাই রাজা রাণী
বংশ বৃদ্ধি কইর‍্যা রাজ্য শোনান বাণী।
প্রজামঙ্গল মন্ত্রী মঙ্গল ইন্দ্রানী মোর বোন
শুনেন শুনেন সমাজবাদ বাজেটে ত্রিকোণ।

এই হচ্ছে অবস্থা তার জন্য আমরা টাকা রাখছি—এই জন্য এটাকে উচ্ছেদ করার জন্য...

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :—এটা জানি স্যার, যেদিন থেকে ইন্দিরা সরকার এই সমাজতন্ত্রের বুলি চালাচ্ছেন সেই দিন থেকেই লাল বাতি জ্বলছে. তাই এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr Speaker :—Now any Member is interested to participate in the discussion.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই পাবলিক হেলথ-এর এই ডিম্যাণ্ড সমর্থন করছি—আমি সমর্থন করে হেলথ ডিপার্টমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই মশার প্রাদুর্ভাব—মশার প্রাদুর্ভাব একেবারে নুতন কিছু নয়। অনেক দিন যাবত আমরা দেখছি যে শহর আগরতলাতে—একটু আগে যখন আমরা হাসা হাসি করেছি—সত্যি সেটি এটা হাসির কথা নয়। আমরা যারা এম, এল, এ, হোষ্টেলে থাকি আমাদের জন্য গভর্ণমেন্ট থেকে ফ্লীট পাঠায়। কিন্তু ফ্লীটের বেশ দাম, প্রচুর দাম যেটি সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটি কিনা সম্ভব নয়। এম. এল, এ, হোষ্টেলে আমাদের পাঠায় —এটা প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা আছে—মাননীয় স্পীকার স্যার আপনার অভিজ্ঞতা আছে আপনার বাড়ীতে আমি বসে দেখেছি—হেলথ মিনিষ্টারের বাড়ীতেও বসে দেখেছি একই অবস্থা—সব সময় হাত পা নাড়তে হয়...

মিঃ স্পীকার :—হেলথ মিনিষ্টারের বাড়ীতেও দেখেছেন—সেখানে যদি এই রকম হয় ...

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—হ্যা স্যার, হেলথ মিনিষ্টারের বাড়ীতেও একই অবস্থা। আমি বলেছিলাম ফ্লীট দিন। উনি বললেন ফ্লীট দিয়ে কি হবে এক্ষন ফ্লীট দিলে বন্ধ হবে

খানিকক্ষণ পরেই আবার আরম্ভ হবে সেজন্য আমি ফ্লাইট দেই না—উনি আমাকে বলেছেন এই কথা। সুতরাং এই অবস্থা এটার—আমরাযারা প্রিভিলেজ ক্লাস আছি আমরা যে সুবিধায় আছি তার তুলনায় সাধারণ মানুষ-এর দুর্ভোগ অনেক বেশী তার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীর এবং তাঁর দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে এই মশক কুলকে শায়েস্তা করুন যাতে সাধারণ মানুষ একটু শান্তি পায়।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাপলিমেণ্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্ট নাম্বার ১৬ এটাকে সমর্থন করি এবং সমর্থন করেও আমার দুই একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। যে টাকাটা চাওয়া হয়েছে সাপলিমেণ্টারী খাতে **"the additional amount is required due to payment of new staff sanctioned for Headquarters in case of interim relief and for 230 labourers for 5 month is required for implementation of the scheme for National Malaria Eradication Programme"** এই যে ২৩০ জন লেবার তাদের যে বেতনের বরাদ্দ কেন বছরের বাজেটে ধরা হল না এটা আমার বুদ্ধির অগম্য। কারণ আমরা জানি প্রতি বছরই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় কিছু কর্মী নিয়োগ করা হয় এবং তারা ৫ মাসের কাজ পায়। কোন সময় তারা কাজে নিযুক্ত হবে তা তারা জানে না কিন্তু এই ৫ মাস কাজের জন্য তারা অপেক্ষা করে থাকে। তাদের অবস্থা যে কি দুর্ভাগ্যজনক—তাদের মধ্যে কেউ আট বছর কেউ ১০ বছর এই ভাবে কাজ করছেন—তাদের স্থায়ীত্বের কোন গ্যারাণ্টি নাই এবং এই বছর কাজ করছেন আগামী বছর আবার তারা কাজ পাবে কি না তার কোন গ্যারাণ্টি নাই এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি—তাদের বছরের মধ্যে ৫ মাসের কাজের জন্য নিয়োগ করা হয় সেটি না করে সারা বছরের জন্য কয়েকজনকে ৫ মাসের জায়গায় ১২ মাসের কাজ দিলে ২৩০ জনের জায়গায় ৯৫/৯৬ জনকে নিয়োগ করতে পারি এবং তারা সারা বছর কাজ করতে পারেন। আর এই যে সেনট্রালী স্পনসর্ড স্কীম এটা অন্যান্য ষ্টেটের সংগে সংগতি রক্ষা করে এখানে করা হয়। এই সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা দরকার যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ভুলে যান যে ত্রিপুরার টপোগ্রাফি এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গলের টপোগ্রাফি এক নয়। সেজন্য আমাদের ত্রিপুরায় যে কর্মী দরকার আমাদের টপোগ্রাফি অনুযায়ী যদি মেলেরিয়া দূরীভূত করতে হয় তাহলে আমাদের কর্মীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। এই ব্যাপারটা আমি মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর একটা কথা—এই মেলেরিয়া ইরেডিকেশান প্রোগ্রাম এর কিছু কর্মী নিয়োগ করাতে যাদের সার্ভিলিয়েন্স ওয়ার্কাস' বলা হয় তাদের মাস দুই আগে তাদের পে স্কেল ঠিক হয়েছে কিন্তু সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট বছরের শেষ দিকে করছি। কিন্তু তাদের যে দেয় টাকাটা—এই যে গরীব কর্মচারী যারা প্রতিদিন ১২৫-১৭৫টি বাড়ী ঘুরতে হয়—তাদের ডিউটি এলট করা থাকে এই বাড়ীগুলি তাদের ঘুরতে হবে এবং দিনের মধ্যে ১২ ঘণ্টা তাদের কাজ করতে হয় এই কর্মীদের তাদের এই প্রাপ্য টাকাটা আগে কেন ধরা হল না এটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। সাপ্লিমেণ্টারী বছরের শেষে—আজকে ২৭শে মার্চ আমরা বরাদ্দের অনুমোদন করছি। কিন্তু এই গরীব কর্মচারী যারা মাঠে ঘাটে কাজ করে তাদের প্রতি অবহেলার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। যদি এই

ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আলোকপাত করেন এবং তাদের টাকাটা দেওয়ার সত্বর ব্যবস্থা করেন, তাহলে ভাল হয়। আরেকটা কথা হচ্ছে মশার উপদ্রবের কথা অজয় বাবু আগরতলা টাউনের কথা বলেছেন, শুধু টাউনেই নয়, মশার উপদ্রব পল্লী অঞ্চলেও বেড়েছে, আমাদের ষ্টাফ আছে কি না, না আরও এই কাজে নিয়োগ করে এই কাজকে জোরদার করার দরকার, সেই সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার...

মিঃ স্পীকার :—পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এই হাউসে যে অর্থমন্ত্রী রেখেছেন, তা আমি সমর্থন করছি এবং তার উপর অজয় বাবু যে কাট মোশান দিয়েছেন, সেই কাট মোশানের আমি বিরোধীতা করছি। মশা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অজয় বাবু আনুসাঙ্গিক যে কথাগুলি বল্লেন, তার যেমন সত্যতা নাই, তেমনি কথাগুলি অবাস্তব। কারণ মশক যতটা তাড়াতাড়ি বাড়ী ঘরে ঢুকে আক্রমণ করতে পারে মশার কর্ম্মচারীরা—তারা ততটা তাড়াতাড়ি মশা মারার কামান নিয়ে যেতে পারে না, যার জন্য মানুষের দুঃখ কষ্টের শেষ নাই। অনেক গরীব আছে, যারা মশারী নিয়ে ঘুমাতে পারেনা, সাধারণত: তাদের উপরই মশার আক্রমণ বেশী হয়েছে। মশক সম্পর্কে বলতে গিয়ে অজয় বাবু যেসব কথা বলেছেন, তার দুই একটি কথার উত্তর আমি দিচ্ছি। তিনি বলেছেন মশক বিভাগের অফিসাররা নিশ্চুপ থাকেন যার জন্য মশা বেড়ে যাচ্ছে। উনার বুঝা দরকার, অফিসারেরা বাড়ী বাড়ী যেয়ে মশার ঔষধ দেন না, নিম্নস্থ কর্ম্মচারী যারা আছে, তারা সেটা করে থাকে, তাদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ কর্ম্মচারীই অজয় বাবুর কো-অর্ডিনেশন কমিটি অজয় বাবুর নেতৃত্ব মেনে চলে, তারা মশা কমাচ্ছেনা…

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার—তিনি মশা সম্পর্কে যেখানে আলোচনা হচ্ছে, সেখানে নেতৃত্বের কথা এই প্রসঙ্গে আনা হতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :—আপনি মশকের নেতা করছেন, সেকথা তিনি বলেন নি।

শ্রীমধুসূদন দাস :—চাঁনে পর্য্যন্ত মশা যাচ্ছে না। এই যে মশা কমছে না, তার জন্য কো-অর্ডিনেশন দায়ী, কারণ ঐ যে সাধারণ কর্ম্মচারী, তারা আজ কাজ করেনা। মশা না কমানোর জন্য তারাই দায়ী, অফিসার দায়ী নয়। আরেকটা কথা বলেছেন, মন্ত্রীকে এইভাবে আক্রমণ করেছেন যেন সমস্ত মশা উনাকেই যন্ত্রনা করছেন, মন্ত্রীরা পুলিশ দিয়ে মশা আটকাচ্ছেন উনি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের চামড়ার কথা বলেছেন, মন্ত্রীর যে চামড়া, আর তাঁর চামড়া একই চামড়া। আর যদি মন্ত্রী হলে চামড়া পুরু হয়ে যায় তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করব যে উনাদের জ্যোতি বসু যখন মন্ত্রী হয়েছিলেন, তখন তাঁর চামড়া পুরু হয়েছিল কি না সেটা তাঁরাই বলতে পারবেন। তাঁদের মন্ত্রী সম্পর্কে যে ভীতি সেটা থাকা স্বাভাবিক, সেটা চিরদিনই থাকবে। তাদের মশার জন্য ততটা মাথা ব্যথা নয়, যতটা মন্ত্রীদের উপর। আক্রমণের চেষ্টা বা নেশা মশার কর্মচারীদের সম্পর্কে একটা কথা মাননীয় সদস্য কালিবাবু বলেছেন, মশক বিভাগের মন্ত্রী

আছেন, অফিসার আছেন, কর্মচারী আছেন, যদি তাঁরা সবাই এইদিকে দৃষ্টি না দেন, তাহলে সাধারণ মানুষের দুর্দশার কোন সীমা থাকবে না। কাজেই তারা যাতে সাধারণ কর্মচারীদের ডেকে বলেন যে এবং সেইদিকে উদ্যোগী হন, সেই অনুরোধ রাখছি।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—...

মিঃ স্পীকার :—আপনি পাচ মিনিট বলুন।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জল সম্পর্কে দুই একটি কথা রাখছি। পানীয় জল সম্পর্কে আমার বন্ধু সুশীল রঞ্জন সাহার সেদিনকার একটা প্রশ্নোত্তরে আমাদের পানীয় জল সরবরাহ বিভাগীয় মন্ত্রী উত্তর দিয়েছিলেন, মন্ত্রীর উত্তর আমি বুঝতে পারিনি। আমি এই হাউসে গত সেশানেও বোধ হয় বলেছিলাম আমার এলাকায় টিউবওয়েলে জল উঠেনা, এবং আমি এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার এলাকার কতকগুলি জায়গার নামও দিয়ে ছিলাম যেখানে টিউবওয়েলে জল পাওয়া যায় না এবং রিংওয়েলে অল্প কিছু জল পাওয়া যায়, বৃষ্টির সময় ৬।৭ ইঞ্চি জল পাওয়া যায় অমুক তমুক জায়গায় আমাদের টিউবওয়েল হওয়া দরকার, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও হয় নি সেইগুলি। আমার পরিচালনার ত্রুটির কারণেই এই সমস্ত গণ্ডগোল হচ্ছে। কোন কোন সময় শুনি জিনিষপত্র পাওয়া যায় না, কোন কোন সময় শুনি যে স্যাংশান পাওয়া যায় মাননীয় স্পীকার স্যার আমি অনুরোধ রাখছি যে সেই সমস্ত এলাকায় যেন পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়। কারণ আমার এলাকায় এখনও অনেক জায়গা আছে যেখান থেকে এক মাইল দেড় মাইল দূর থেকে আধা কলসী জল নিয়ে আসতে হয়। আমি আবার সেইদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এরপর আমি ওয়ার্কার-দের সম্পর্কে একটি কথা বলব। ওয়ার্কারদের মধ্যে অনেকগুলি ওয়ার্কার নিযুক্ত করা হয়েছে, মেকানিক পদে কতকগুলি লোককে কাজ করান হচ্ছে কনটিনজেনসী হিসাবে আমরা অনুরোধ করেছিলাম যে যাদের ট্রেনিং আছে এবং প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান আছে, তাদের পার্মানেন্টলি রিক্রুট করার জন্য। যদি পার্মানেন্ট এষ্টাব্লিশমেন্ট হয়, তাহলে আমার মনে হয় তারা সুষ্ঠুভাবে কাজ করবে। আরেকটা কথা হচ্ছে পানীয় জলের জন্য এত চেচামেচি যেখানে, সেখানে পাকিস্তানের সংগে যুদ্ধের সময়ে যে টিউবওয়েল, রিংওয়েল দেওয়া হয়েছিল, সেইগুলির এখনও কোন ব্যবস্থা হয় নি, সেগুলি রিং-সিংকিং ব্যবস্থা করা হত তাহলে অনেকটা সুরাহা হত। মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে সমস্ত জায়গাতে টিউবওয়েল করা সম্ভব নয়, সেখানে যে সমস্ত টিউবওয়েল দেওয়া হয়েছিল রিফিউজীদের জন্য, সেগুলি এখন অকেজো হয়ে পরে আছে, কোন কোন জায়গায় চুরি হয়ে গেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যেরা তুলে নিয়ে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেছে. সেইদিকে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত। পাচ মিনিট বলুন।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে পাবলিক হেলথ, ফেমিলি প্লেনিং এবং ওয়াটার সাপলাই-এর উপর যে সাপলিমেন্টারী বাজেট চাওয়া হয়েছে আমি তাকে সমর্থন করি। আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি কয়েকটা বিষয়ের সম্পর্কে, মাননীয় স্পীকার স্যার আপনার মাধ্যমে, কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে মশার উপদ্রব নিবারণের যে

প্ল্যান সে প্ল্যানটা অবৈজ্ঞানিক, এইটা আমরা সবাই জানি। জানি না কে প্ল্যানটা করেছে, কোনখানে বসে এই প্ল্যানটা করেছে, আমরা বুঝতে পারছি না। বরডারে কিভাবে বাংলাদেশের বরডারের ৬ মাইল ভিতরে ডি. ডি, টি, স্প্রে করা হবে, অন্যত্র স্প্রে করা হবে না। তাহলে বুঝা যাচ্ছে মাননীয় সদস্য বিদ্যাবাবু যে কথা বলেছেন তার সংগে আমরা একমত নই। পৃথিবীর জনসংখ্যা নিবারণের জন্য যে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন উন্নয়নশীল রাজ্যে যে পরিবার পরিকল্পনা নিয়েছেন তাতে উনি ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। বুঝিনা উনি কেন ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন। ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতন্ত্র উনার মনে বার বার আসছে কেন। কিসিংগারের বোতলে এই যে পিলবির কিছু ঔষধপত্র এখানে চলছে যে কিসিংগার যে ঔষধ বোতলে দিয়েছেন সেই বোতলের ঔষধে আজকে আদি কংগ্রেস, স্বতন্ত্র, জনসংঘ এবং সি, পি, এমের যে আতাল চলছে, কিসিংগারের বোতলের ঔষধে যে বিপ্লব চলছে তাই ইন্দিরা গান্ধীকে ভয় করেন বলেই বার বার তার মনে ইন্দিরা গান্ধীর কথা আসছে। উনি জানেন না যিনি এশিয়ার মুক্তি চান, যিনি পথিবীর মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেন তার বিরুদ্ধে ছোট মুখে বড় কথা বলা উচিত নয়। ইন্দিরা গান্ধী জানেন কি করে গরীবকে বাঁচানো যায়, উনি তা ভাবেন।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় সদস্য আপনি--

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি ইন্দিরা গান্ধীর কথা বলেছেন বলেই আমাদের বলতে হচ্ছে। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এইভাবে বলা উচিত নয়। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে যে ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থক কংগ্রেস গণতন্ত্রের উপর যে বলেছেন, যাহাই হোক, পরিবার পরিকল্পনার দরকার আছে। জনসংখ্যা নিরোধ করা উচিত এবং আমরা এই যে জনসংখ্যা তাদের ভরণপোষণ ইত্যাদি চালাতে আমাদের পরিবারে যারা মা বাবা আছেন তাদের যে কষ্ট হয় সেদিকে থেকে লক্ষ্য করে পরিবার পরিকল্পনা করা উচিত। আমাদের সরকার যে সাপলিমেণ্টারী বাজেট এনেছেন পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে তাকে আমি সমর্থন করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ চেয়ে যে ডিমাণ্ড নং ৩৩, ১৬, ৩৬, ১১ এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করি এবং বিরোধী সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন সে কাট মোশানের পুরাপুরি বিরোধিতা করি। শুধু বিরোধিতা নয়, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা বিরোধিতা করতে গিয়ে যে ত্রুটি তারা দেখিয়েছেন তারা যুক্তিযুক্ত নয়। তারা কোন কনক্রিট সাজেশন রাখেন নি। মাননীয় সদস্য অজয়বাবু বলেছেন যে, তিনি মশা দূর করার কথা বলতে গিয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন। যাতে মশা দূর করা যায়, আমি জানি না উনি কি বলতে চেয়েছিলেন। ডি, ডি, টি. স্প্রে করলে পর মশার যে জার্ম তা নষ্ট হয়ে যায়। তারপরে তিনি বলেছেন, উনারা বলতে পারেন স্বাভাবিক যেহেতু মুখে সাম্যবাদের কথা বলেন, উনাদের সে কথা শোভা পায়, সে কথাটা হলো উনি বলেছিলেন

চীনেতে নাকি মশা মারার তেল পাওয়া যায় এবং সে তেল অত্যন্ত কষ্টলি। এইটা উনার মুখে শোভা পায়। আমাদের মত গরীব ত্রিপুরা রাজ্যে সেইটা শোভা পায় না। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে পত্রিকাতে একটি কথা দেখেছিলাম পত্রিকার নামটা আমার মনে নেই, এক রকমের মাছ নাকি আবিষ্কৃত হয়েছে সেই মাছ মশা খায়। তাই আপনার মাধ্যমে স্যার আমি মাননীয় মন্ত্রীমশায়দের কাছে অনুরোধ করবো আমাদের দেশে যদি এই মাছের ডিম এনে মশা তাড়ানোর পরিকল্পনার ব্যবস্থা হয় এইটা খুব সাধারণ উপায়ে সম্ভব হবে। কারণ এই মাছ নাকি ডিম যখন পাড়ে এবং তারপরে যদি জল শুকিয়ে যায় তখনও ডিম বেঁচে থাকে। তাই আবার যখন জল আসে তখন সেই ডিম থেকে মাছ পুনরায় জন্ম নেয়, কৈ এবং শিংগীমাছের ডিমের মত নয়। তাই আমরা বলবো যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে, এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে, বিশেষ করে আগরতলা শহরের উপকণ্ঠে কচুরী ফেনায় পরিপূর্ণতাই এইটা আমার সাজেশন মুলক দৃষ্টান্ত, সেইটা আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টিতে আনার জন্য আমি এইটা উত্থাপন করলাম। আর মাননীয় সদস্য বিদ্যাবাবু পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সরকারের সম্বন্ধে যে আলটুপালটু কথা কতগুলি বললেম আমার মনে হয় উনি পরিবার পরিকল্পনা কথাটা বুঝেন না। কারণ মাও-সেতুং-এর মন্ত্রে দীক্ষিত যেটানাকি এ, দেশে প্রচলিত নয়। উনার সাধারণ মতে যে এই জিনিষটা আসছে না আমার মনে হয় যে সে দেশে উনাকে পাঠিয়ে মগজটা ধুলাই করে আনা দরকার তাহলে তার মগজে সে পরিবার পরিকল্পনা যে টা আমরা রাখছি, আমি আশা করবো যে উনি সেইটা সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার ইনচার্য।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে কাট মোশন আনা হয়েছে যে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সরবরাহের বৈষম্যমুলক ব্যবস্থা সম্পর্কে এই কাট মোশনের বিরোধীতা করে আমি বলছি যে এখানে যিনি এই প্রস্তাব এনেছেন সেইটা হচ্ছে পাবলিক ওয়া-র্কস ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে রোরেল ওয়াটার সাপলাই স্কীম এই এ্যাকসপাণ্ডেড ওয়াটার সাপলাই রোরেল স্কীম টা হচ্ছে সেইটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের আণ্ডারে, এইটা ডিজাইণ্ড এবং ইনভেশটি-গেশন ইউনিট ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত, পানীয় জল সরবরাহের জন্য একটা স্কীম করেছেন এবং জিওলজিক্যাল সারভের মাধ্যযে ঠিক করে নিচ্ছেন যাতে না কি বিভিন্ন জায়গায় ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যায়। এই স্কীমের আণ্ডারে ১৯৭২—৭৩ সালে ত্রিপুরার ২১ টা জায়গাতে ডিপ টিউবওয়েল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এবং কয়েকটি স্থানে ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গেছে। এছাড়াও সেন্ট্রাল গ্রাউণ্ড ওয়াটার বোর্ডের আণ্ডারে ৪টি ডিপ টিউবওয়েল করা হয়েছে। এই ৪টি ডিপ টিউবওয়েল ইরিগেশন এবং ড্রিংকিং ওয়াটার ২টাই সার্ভ করছে এবং এই ধরনের আরও ২০টি টিউবওয়েল ১৯৭৩' সালের মধ্যে করবার জন্য গভর্ণমেন্টের স্কীম আছে। আমাদের এই স্কীমে ছুইটি রিগ মেসিন কেনা হয়েছে। কারণ এতদিন আমাদের ডিপ টিউবওয়েল করার ইচ্ছা থাকলেও আমরা করতে পারি নাই। জনসাধারণের যে অসুবিধা পানীয় জলের সেই অসুবিধা সম্পর্কে সরকার সচেতন এবং সচেতন থাকলেও আগে পারছি না কারণ যে সমস্ত মেসিনারী এবং ট্রেইণ্ড পারছনেলের দরকার সেগুলি আমাদের ছিল না। এইবার

আমরা দুইটা রিগ মেসিন কিনেছি। সেইটা আমাদের অত্যন্ত দরকার ডিপ টিউবওয়েল করার জন্য এবং আমরা আশা করি জনসাধারণ এর থেকে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা পাবে। এ ছাড়া এখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রভিনসিয়েল ডেভালাপমেন্ট যে রোরেল ওয়াটার সাপলাই স্কীম আছে সেই সম্পর্কে অনেক সদস্য বক্তব্য রেখেছেন। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি, যারা এখানে বলেছেন, বিশেষ করে নিরঞ্জন বাবু, তিনি বলেছেন যে আমাদের এখানে শুধু কংগ্রেসী-দের বাড়ীর সামনেই টিউবওয়েল দেওয়া হয়, গাও প্রধানের বাড়ীর সামনেই টিউবওয়েল দেওয়া হয় আর গ্রামের কথা চিন্তা করা হয় না। কিন্তু এই টিউবওয়েল বসানোর ব্যাপারে বি, ডি, সির মিটিংএর মাধ্যমে যেখানে প্রধানরা সবাই উপস্থিত থাকেন এবং এম, এল, এরাও সেখানে থাকেন এবং সেখানে ঠিক করা হয় কোন কোন জায়গায় টিউবওয়েল দেওয়া হবে। এইটা সত্য যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে জলের যে ক্রাইসিস, বিশেষত এই ড্রট সিচুয়েশনে সেই সিচুয়েশন-কে চেইনজ করার জন্য বর্ত্তমানে যে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেইটা স্বভাবতই প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। তার মধ্যে একটি কথা না বলে পারছি না এখানে বিরোধী পক্ষের এক-জন সদস্য একটি কথা বলেছেন যে টি অতি সত্য কথা উনার মুখ দিয়ে বেড়িয়ে পড়েছিল। শ্রীঅমরেন্দ্র বাবু, বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে যে সমস্ত টিউবওয়েল করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। একেবারেই দেওয়া হয় নাই এই কথা তিনি বলেন নি।

কিন্তু আমরা যেভাবে পরিকল্পনা করে এগিয়ে যাচ্ছি এতে আমরা যে মানব দরদী এটাই আমরাপ্রমাণ করেছি এবং জনসাধারণের সে সমস্ত অসুবিধা আছে তা দূর করতে আমরা যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি তা বিরোধী সদস্যরাও জানেন এবং জনসাধারণও জানেন। আমি মনে করি সেই সব চেষ্টাকে জনসাধারণ স্বাগত জানাবেন এবং যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে এখানে যে কোন কোন টিউব ওয়েল অকেজো হয়ে পড়ে আছে সেই টিউবওয়েল থেকে জল পড়ছে না, হয়তো কোন কোন জায়গায় থাকতে পারে, আমরা সেইগুলি মেরামত করার চেষ্টা করছি। এবং যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে যে কোন কোন জাগগায় জল পাচ্ছেনা, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জলের দরকার সেখানে আমরা অতি দ্রুত ডীপ টিববওয়েল করার জন্য স্যাং-শান দিয়েছি। যাতে জনসাধারণকে আমরা তাড়াতাড়ি জলের ব্যবস্থা করে দিতে পারি তার জন্য আমরা এই বৎসরে ১০০টা ডীপ টিউবওয়েলর জন্য স্যাংশান দিয়েছি। কাজেই আমি মনে করি এই কাট মোশনের যৌক্তিকতা কোন দিক দিয়েই ঠিক নয়। যেখানে জনসাধারণ সরকারের অসুবিধা সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ সেখানে এই কাটমোশন রাখার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না। আমি আশা করি মাননীয় সদস্য কাটমোশনগুলি তুলে নেবেন।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে সাপলিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছেন ডিমাণ্ড নাম্বার ১৬ এ কাটমোশন আছে সেই ডিমাণ্ড আমি সমর্থন করি এবং কাটমোশনের আমি বিরোধীতা করছি। কেন বিরোধীতা করছি সেই কথা বলছি। মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস কাটমোশনে বলেছেন যে আগরতলা শহরে মশার উপদ্রব কমানোর ব্যবস্থা না থাকা সম্পর্কে। সাপলিমেন্টারী বাজেটে মশা কমানোর কোন ব্যবস্থা সত্যিই আমরা নিতে পারি নি। কারণ ভারতবর্ষে ১৪২ রকমের মশা আছে, তার মধ্য ত্রিপুরায় আছে ৪২

রকমের মশা। কাজেই এনোফিলিস জাতীয় যে মশাটার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয় শুধু এই মশা-টাকে দমনের জন্য এত লোক লস্কর, গাড়ী ঘোড়া চলছে এটা ঠিক। ২০ বছর আগেও যেখানে ম্যালিরিয়ায় লোক মারা যেত সেই ম্যালিরিয়া এখন নাই এটা ঠিক। কাজেই বাজেটে যে আছে সেটা কনটোল বা ম্যালিরিয়া ইরাডিকেশান প্রামের জন্য কিন্তু এখানে তারা যা বলেছেন সেটা যে ধান ভান্তে শিবের গীত হচ্ছে সেটা আমি আবারও বলছি। আসল ব্যাপার খোঁজই নেন না। কাজেই এই প্রস্তাব হাউসে বাজীমাত করার জন্যই এসেছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশান টিম আছে। আমার পয়েন্ট অব অর্ডার আছে যে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় মিসলিড করছেন। তিনি জানেন যে মস্ক্যুইটো ইরাডিকেশান নামেও একটা প্রোগ্রাম আছে। সেটা মশা কমাবার জন্য।

মিঃ স্পীকার :—এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীঅতীশ চন্দ্র দাস :—তারা বলছেন যে মন্ত্রী মহোদয়ের চামড়া মোটা, আর তাঁদের চামড়া একটু সরু। তাঁদের চামড়া কোথা থেকে এনেছেন আর আমাদের চামড়া কোথায় থেকে সেটা তাঁরা জানেন। কাজেই মন্ত্রী যখন হয়েছি তখন আমরা সেটা স্বীকার করি। কিন্তু তাঁরা ঐ দেশে এই কথা বল্লে বোধ হয় এতক্ষণে গুলি করে তাঁদের ফেলে দিত। আর একটা বলেছেন তেল কম দেন। কাজেই তেল বেশী দিলে মুস্কিল, বলবেন অয়েলিফাই করেন। ম্যালেরিয়ার যে একটা তেল আছে সেটা খুব দামী এবং এত রেষ্ট্রিকটেড যে সেটা সব সময় পাওয়া যায় না। কাজেই এই যে কথাগুলি তিনি বলেছেন, ন্যাশনেল ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশান প্রোগ্রাম আছে। শহরে মশার উপদ্রব কমাবার যে প্রচেষ্টা সেটার জন্য ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশান একটা প্রগ্রাম আছে এবং তাতে ম্যালেরিয়া কমেছে; ম্যালেরিয়া নাই। আমি মাননীয় সদস্যকে আশ্বাস দিতে পারি যে মশা কমানোর জন্য আমি চেষ্টা করব। তবে এখনো আমরা এই চেষ্টায় অগ্রসর হই নি। শুধু ম্যালেরিয়া কমানোর জন্য আমরা শক্তি নিয়োগ করছি। কাজেই মাননীয় সদস্য যে যুক্তি দিয়েছেন সেটা আমি মানতে পারিনা। কাজেই অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড এনেছেন সেটা আমি সমর্থন করি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডিমাণ্ড নাম্বার ১৬, ৩৬ এবং ডিমাণ্ড নাম্বার ১৭ যে হাউসের সামনে রেখেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন তার বিরোধীতা করছি। মাননীয় সদস্য অজয় বাবু একটা কাট মোশান এনেছেন—"আগরতলা শহরে মশার উপদ্রব কমানোর ব্যবস্থা না থাকা সম্পর্কে।" মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে মাননীয় সদস্য শিক্ষিত ভদ্রলোক, কিন্তু আমাদের সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্ট যে আছে সেটা সম্বন্ধে তিনি বলেন নি। আমরা সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্টের মধ্যে এই টাকা ধরা নাই। যে গ্র্যাণ্ট আছে সেটা সম্বন্ধে তিনি বলবেন। কাজেই আমি বলব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বাজীমাত করতে চাইছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে সাপলিমেণ্টারী গ্র্যাণ্ট আছে সেটা যেন তারা পড়ে দেখেন। তারপর হাউসের সামনে বললে ভাল হয়। তিনি মশার উপদ্রব সম্পর্কে বলেছেন। মাননীয়

অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মস্কুইটো কনট্রোল প্রোগ্রাম নামে একটা স্কীম আছে। এটা যে বার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় নয়। এটা একটা সেপারেট প্রোগ্রাম এবং আমাদের সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে এটার কোন উল্লেখ নাই। তিনি বলেছেন কি যে সরকার এই মশা নিবারণের জন্য মশা ধ্বংস করার জন্য সরকার চেষ্টা করেন নাই। এই প্রগ্রাম আগে চালু ছিল এবং এই প্রোগ্রাম চালু হয় ১৯৫৬ ইং সালে। তারপর এই প্রোগ্রামে মেলেরিয়েল অয়েল দিতে হতো। এবং খাল, নদী, ডোবা অন্যান্য জলাশয়ে যে জায়গাতে মশা ডিম্ব প্রসব করে সেই সব জায়গাতে সেইসব তেল স্প্রে করা হইত এবং তাতে বেশ উপকার হয়েছিল সত্যি কথা কিন্তু ১৯৬৯ ইং সনে আমাদের মেলেরিয়েল অয়েল না পাওয়ায় সেই প্রোগ্রাম ক্রমশই বাতিল হওয়ার পথে চলে। তারপর মেলেরিয়েল অয়েলের জন্য আমরা ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব কমিউনিকেবল ডিজিজ অধিকর্ত্তার নিকট আমরা ডিমাণ্ড জানাই এবং সেই ডিমাণ্ড জানানোর পর উনার নির্দ্দেশে আমরা—তিনি নির্দ্দেশ দিলেন যে ডিজেল অয়েল—লাইট ডিজেল অয়েল দেওয়ার জন্য। লাইট ডিজেল অয়েলের জন্য আমরা দুইবার টেণ্ডার কল করেছি কিন্তু এই টেণ্ডারের যে কল এসেছে—যে টেণ্ডার দেওয়া হয়েছে তা আইন সঙ্গত মতে হয় নাই বা উপযুক্ত না হওয়ায় এক্সেপ্ট করা যায় নাই। তারপর আবার আমরা টেণ্ডার কল করেছি এবং সেই টেণ্ডারেও কোন লোক টেণ্ডার দেয় নাই এবং আমরা আবার টাইম এক্সটেণ্ড করি কিন্তু কেউই রেস্পপন্স করে নাই। অবশেষে আমরা ডিরেক্টার জেনারেল অব সাপ্লাইজ এণ্ড ডিসপোজেল-এর নিকট আমরা চেষ্টা করেছি এবং অবশেষে আই, ও, সি, থেকে এখন প্রায় এগ্রি করেছেন এবং আশা করছি আমরা কিছু দিনের মধ্যে সেই অয়েল পাব এবং আমাদের সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব এবং মশক আমরা নিবারণের ব্যবস্থা করতে পারব। আমি আমার বক্তব্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় খুব সংক্ষেপে করছি মাননীয় সদস্য চন্দ্র শেখর দত্ত বলেছেন বর্ডার এরিয়ার ৬ মাইলের মধ্যেই কেবল ডি, ডি, টি স্প্রে করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডি, ডি, টি, স্প্রে করার সিষ্টেম ছিল—ত্রিপুরাতে ন্যাশনেল ম্যালেরিয়া ইরেডিকেশান প্রোগ্রাম ১৯৫৩ ইং সনে ইন্ট্রোডিউসড হয় জনসাধারণকে মেলেরিয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য ১৯৫৩ইং সনে এই ডি, ডি, টি, স্প্রের কাজ আরম্ভ হয়। তারপর সমগ্র ত্রিপুরাতে বিস্তরভাবে ডি, ডি, টি, স্প্রে আরম্ভ হয় এবং যে জায়গাতে আমাদের ১৯৫২-৫৩ইং সনে প্রতি হাজারে ২০০ লোক মেলেরিয়ায় সর্ব্বদা ভোগছে সেই জায়গাতে ডি, ডি, টি, স্প্রের ফলে ১৯৭৩ইং সনে আমরা আজকে দেখি হাজারে ৪ জন পাচ্ছি। কিন্তু এখন এই যে স্কীম আমাদের সাপলিমেণ্টারী গ্র্যাণ্ট আছে এটা সেণ্টালী স্পনসর্ড স্কীম—ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ মতে আমাদের চলতে হয়। ১৯৭১ইং সনে এই যে ষ্টাফ আমাদের সেণ্টাল গভর্ণমেণ্ট নাকি ষ্টাফ কমিয়ে দেওয়ার নির্দ্দেশ দেন সেই অনুযায়ী প্রায় ফিপটি পার্সেণ্ট ষ্টাফ কমিয়ে দিতে হয় এবং এরপর বাংলা দেশের সঙ্গে একটি বৈঠক হয় তাতে দেখা গিয়েছে বাংলা দেশের বর্ডারে যে সমস্ত লোক আছে তাদের মধ্যে অনেকেই মেলেরিয়া রোগগ্রস্ত এবং এই সমস্ত লোক এখানে আসেন এবং বর্ডার থেকে এই সমস্ত রোগ সংক্রমিত হচ্ছে। তার জন্য বাংলা দেশের সংগে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের এক বৈঠক বসে সেই বৈঠকে সাব্যস্ত হয় বর্ডারের ১০ মাইলের মধ্যে ডি, ডি, টি, স্প্রে করা হবে সেজন্য

আমরা বডার এরিয়ার ১০ মাইলের মধ্যে ডি, ডি, টী স্প্রে করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আমার বক্তব্য লম্বা করব না। ফেমিলি প্ল্যানিং সম্পর্কে আমি বলতে চাচ্ছি সার্ভিলিয়েন্স ওয়ার্কাস সম্পর্কে তাদের এরিয়ার পে সম্পর্কে আমার মাননীয় সদস্য সুনীল বাবু বলেছেণ তাদের এরিয়ার পে সম্পর্কে আমরা যদিও এটা সাপলিমেন্টারীর মধ্যে না ধরি তথাপি আমাদের মেইন বাজেটে আছে সুতরাং সাপলিমেন্টারী গ্র্যান্ট হল ৩১শে মার্চের পর আমাদের মুল বাজেটে পাব এবং যেটা পাশ হচ্ছে সুতরাং এটা যে ধরা হয় নাই তাতে অসুবিধার কোন কারণ নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য—বিরোধী পক্ষের সদস্য শ্রীবিদ্যাচরণ দেববর্মা মহাশয় বলেছেন সমগ্র পৃথিবী যখন পরিবার পরিকল্পনা একসেপট করে নিয়েছেন কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য তিনি তার বিরোধীতা করেছেন। আমি আগেও জানতাম বিরোধী পক্ষের সদস্যগন একসেপট করবেন না এবং তারা পাহাড়ে জংগলে বিভিন্ন জায়গায় তারা বিরোধীতা করেছেন এবং প্রচার করছেন এবং আজকেই এর প্রত্যক্ষ প্রমান পাওয়া গিয়াছে এই হাউসের সামনে তিনি প্রকাশ্যভাবে সেই ফেমিলি প্ল্যানিং সম্পর্কে বিরোধীতা করেছেন যা সমগ্র পৃথিবী গ্রহণ করছে আর তারা বিরোধীতা করছে। আমি জানি অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশে, অনেক কমিউনিষ্ট দেশেও এই প্ল্যান একসেপট করেছেন কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না তারা কি কারণে এর বিরোধীতা করছেন। তবে এই কারণে আমার মনে হয় উরা চিন্তা করছেন উরা ভোটের কথা চিন্তা করছেন—যত ফেমেলি প্ল্যানিং করা হয় তাতে তাদের ভোট কমে যাবে। কারণ মানুষ আর জন্মাবে না এই উদ্দেশ্যে এই হাউসের সামনে এই কথা বলছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তারা পাহাড়ে জংগলে এই সমস্ত প্রচার করছেন যাতে ফেমিলি প্ল্যানিং না হয়। তারা ভোট বাড়াইবার জন্যই—কিন্তু তারা তাদের আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করছেন না। মাননীয় সদস্য এবং অনেক কংগ্রেসী সদস্যও এইভাবে প্রচার করছেন। মাননীয় সদস্যদের আমি এই কথা বলতে চাই আমরা কি ভাবে এই টাকা খরচ করছি। আমরা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, ফেমিলি প্ল্যানিং পক্ষ উদযাপন, ছায়া চিত্র প্রদর্শন, জনবহুল স্থানে বড় বড় সাইনবোর্ড স্থাপন, সিনেমাতে স্লাইড এবং একজিবিশান ইত্যাদির ব্যাপারে আমাদের এই টাকা খরচ হয়েছে। আমি আশা করি হাউস তা একসেপট করবেন এবং পাশ করে দেবেন এবং এই ফেমিলি প্ল্যানিংকে কার্যে পরিণত করতে হলে বিজ্ঞাপন এবং এডভার্টাইজ-এর উপর নির্ভর করতে হয় এবং আমি আশা করি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য যারা আছেন তারাও এই ফেমিলি প্ল্যানিংয়ের কাজকে সমর্থন জানিয়ে দেশে একটা শান্তি স্থাপন করবেন যাতে গরীব জনসাধারণ সুখে শান্তিতে বাস করতে পারে এই আশা আমি রাখি।

Mr. Speaker :—Discussion on Demand for grant No. 16, 36 & 17 is over.

Now I am putting the Cut Motion to vote first. There is one Cut Motion of Shri Ajoy Biswas that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on, আগরতলা সহরে মশার উপদ্রব কমানোর ব্যবস্থা না থাকা সম্পর্কে।

Now the question before the House that the Cut Motion moved by Shri Ajoy Biswas that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on আগরতলা সহরে মশার উপদ্রব কমানোর ব্যবস্থা না থাকা সম্পর্কে।

(It was put to vote and lost.)

Now, I am putting the Demand to vote The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 3,74,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of Demand No. 16—Public Health.

(It was put to vote and passed.)

Now, there is one Cut Motion of Shri Niranjan Deb Barma on Demand for Grant No. 36 that the Demand be reduced by Re.1/- to discuss on গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা।

Now, the question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Niranjan Deb Barma that the Demand be reduced by Re. 1/- to discuss on গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা।

(It was put to vote and lost.)

Now, I am putting the Demand No. 36 to vote. The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 25,00,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of Demand No. 36—Capital Outlay on Improvement of Public Health.

(It was put to vote and passed.)

Now there is one Cut Motion of Shri Bidya Ch. Deb Barma on Demand No 17 that the Demand be reduced by Rs. 10/- to discuss on পরিবার পরিকল্পনায় অর্থের অপচয় সম্পর্কে।

Now, I am putting the Cut Motion to vote.

The question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 10/- to discuss on পরিবার পরিকল্পনায় অর্থের অপচয় সম্পর্কে।

(It was put to vote and lost.)

Now, I am putting the Demand to vote. The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 71,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of Demand No. 17—Family Planning.

(It was put to vote and passed.)

Now, the Demand for Grant No. 21. 22 & 31 together.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker Sir, 21 and 22 together.

মিঃ স্পীকার :—না, আমি তিনটাই আলোচনা করতে অনুরোধ করছি। 21, 22 & 31 together অনুরোধ করছি। Time of the disposal is very short.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ২১—ইণ্ডাষ্ট্রীজ, নন-প্ল্যানে ওরিজিন্যাল বাজেটে ছিল ৪৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা, আমরা সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্ট চাইছি আরও ১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। কারণ হল যে ডিপার্টমেণ্টে যারা কাজ করেন তাদের সাইক্লোন এ্যাডভান্স, ওভার টাইম এ্যালাউয়েন্স বাবদ যে অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে, আর প্রডাকশান ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালনার জন্য অধিক পরিমাণ কাঁচামাল কেনার জন্য প্রয়োজন হয়েছে এবং সেইজন্য আমরা যে অর্থ ওরিজিন্যাল বাজেটে ধরেছিলাম তাতে সঙ্কুলান হয়নি, সেই-জন্য সাপ্লিমেণ্টারীতে আরও ১লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা মঞ্জুরী চাইছি আমাদের হাউসের কাছে ডিমাণ্ড নাম্বার—২২ কমিউনিটি ডেভলাপমেণ্ট প্রজেক্টস, মেজর হেড—৩৭(ই)—সিংকিং অব টিউব ওয়েল (প্ল্যান), ওরিজিন্যাল বাজেটে ধরা হয়েছিল ৭ লক্ষ টাকা, সেখানে আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আরও ১৫ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। কারণ, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে একিউট ড্রট হয়েছে যা নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যে খরা চলেছে, সেই খরার দরুন আমাদের অধিক পরিমাণে টিউব ওয়েল বসাতে হয়েছে, রিং ওয়েল করতে হয়েছে এবং আমাদের রুরাল এরীয়াতে অত্যধিক জলের অভাব হওয়াতে ইমার্জেন্ট মেজার হিসাবে আমাদের আরও একশটি দুই ইঞ্চি ডায়া টিউব ওয়েল বসাতে হয়েছে। ২৮/২/'৭৩ ইং তারিখ পর্যন্ত আমাদের ৮ লক্ষ ৮১ হাজার ৭৭৮ টাকা খরচ হয়ে গেছে। আর আমাদের ডিপার্টমেণ্টে'এর কমিটেড এক্সপেণ্ডিচার দিতে হবে ১৮ লক্ষ টাকা ফর পেমেণ্ট অব ওয়ার্ক অলরেডি কমপ্লীটেড, সেইজন্য আজকে আমাদের যে অধিক পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, সেই খরার জন্য এবং জনসাধারণের জলের সুব্যবস্থা করবার জন্য, তারজন্য ১৫ লক্ষ ১১ হাজার টাকা সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে ধরা হয়েছে। আমি আশা করি মাননীয় সদস্যগণ তার অনুমোদন দেবেন।

ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৩১—মেজর হেড ৬৭, প্রিভি পার্সেস এণ্ড এ্যালাউয়েন্সস অব ইণ্ডিয়ান রুলারস, তারজন্য ওরিজিন্যাল বাজেটে ছিল ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, আমাদের আরও ১০ হাজার টাকা প্রয়োজন হয়েছে এবং সেই ১০ হাজার টাকার অনুমোদন চাইছি। মহারাজার আমল থেকে যা নাকি এ্যালাউয়েন্স হিসাবে দেওয়া হত, মাসোহারা প্রভৃতি ভাতা দেওয়ার জন্য বরাদ্দ ছিল, সেই ভাতা এখনও আমাদের দিতে হচ্ছে, সেটা আমাদের যে সুপ্রীম কোর্ট আছে, সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে তা দিতে হচ্ছে তার জন্য আমাদের আরও ১০ হাজার টাকা প্রয়োজন হয়। আশা করি হাউস এই ১০ হাজার টাকার মঞ্জুরী দেবেন।

Mr. Dy Speaker :—Demand For Grant No. 21-Industries. There is one Cut Motion raised by Shri Jitendra Lal Das. He is absent, so the Cut Motion falls through. Demand No. 22-Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works. There is one Cut Motion raised by Shri Gunapada Jamatia. I would call on Sri Gunapada Jamatia to discussion—

'বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে গ্রামাঞ্চলের বেকারদের কর্ম সংস্থানের ব্যাপারে ব্যর্থতা সম্পর্কে।'

শ্রীগুণপদ জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাট মোশান হচ্ছে—বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে গ্রামাঞ্চলের বেকারদের কর্ম্ম-সংস্থানের ব্যাপারে ব্যর্থতা সম্পর্কে। অর্থাত সরকার বর্ত্তমানে দুর্ভিক্ষ নিবারণ…কক-বরক ভাষা…

কক-বরক

শ্রীগুণপদ জমাতিয়া :—আনি অরঅ তিনি কাট মোশন অংথা বর্ত্তমানে যে তীব্র পরিস্থিতিতে গ্রাম অঞ্চলঅ কর্ম-সংস্থানানি ব্যাপারে ব্যর্থতা সম্পর্কে। সরকার অরঅ যে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষনি বাগুই যে এলাকাঅ গ্রাম অঞ্চলঅ যে কর্ম্ম সংস্থান রিয়ানু হিনুই, যে আলোচনা খ্লাই থাংমানি ব সম্পূর্ণ ভাবে ব বর্ত্তমান সরকার, শাসন গোষ্ঠিনি ব্যর্থ অং থাংগ। কারণ, চুং নুগ, ব্লকনি মারফতে, অনেক টাকা খরচ খ্লাইকা, খ্লাইনা হিনুই ফুনুকথা, কিন্তু ঠিক ঠিক খ্লাই-অই গ্রামণি বরকরগ ই কাজঅ কাম খ্লাইনানি মান-ইয়া। কাজেই, ক্র্যাস প্রোগ্রামণি ব্যাপারঅ চুং নুকথা, যেখানে নাকি বেকার ছামুং তাংনানি হিনুই ক্র্যাস প্রোগ্রাম নাঅ, অ জাগাঅ বাহাই নুথ, ৬।৭ দিননি পরে থানঅ ই কাজ বন্ধ অং থাংগুই অ ৬।৭ দিননি ঠিক ঠিক রাং বরগ মান-ইয়া। যথন, ১ সপ্তাহ ছামুং অংখ্লাই আরঅ বরগ বাহাইকে রাং রি? প্রত্যেক দিননি বরগনঅ ঠিক ঠিক রাং রিয়া দুই দিন তিন দিন পরে পরেঅ বরগনঅ রাং রিঅ। এর ফলে গ্রামণি গরীব বরকরগ, গ্রামনি বেকারগ, ই যে পরিবার তুই-অই, যে বরগবঅ তিনি খুশী খ্লাই-অই, বরগবঅ মাই থপছা চা-অই তংনানি কোন সময়অ সম্ভব অং-ইয়া। আবণি বিছিংছে কতকগুলি তংগ যেমন মোহনপুরঅ যে চার টাকা হিসাব-ই ই কাজ রিণানি বাস্তাঅ, তমা খ্লাই আরনি কতকগুলি দালালরগ ২ টাকা ৩ টাকা আছুগ খ্লাই বরগনঅ তিনি বিদায় রুঅই রিঅ। একমাস যেথানে কাজ অংনা বাস্তা, বা বরগ সাড়া বছরনঅ মোকাবিলা খ্লাইনা বাগুই, বেকার কর্মসংস্থান খ্লাইনা বাগুই, ছামুং রিণানি বাগুই, বনি স্কীম খ্লাই খ্লাইকা। কিন্তু ঠিক ঠিক মত এক মাস পুরা ছে কাজ অংয়া। যেথানে নাকি তিনি বেকার হাজার হাজার বেকার অং তংনা ক্লাইঅ যে এতবড় কাজ কোন সময়অ কুরুইথা। আশা খ্লাইঅ যে ক্র্যাস প্রোগ্রাম-অ চালু অংগানু, এবং চার টাকা থে কাজ খ্লাই তং মানথা খ্লাই, মোটামোটি চায় তং মানানু ছিনুই, আং আশামানি, কিন্তু আশামা পর্য্যন্তছে তাবুক বন্ধ অং থাংগ। এর ফলে আরনিথে বরগ বাহাই নুক ফাইকা, অ যে ক্র্যাস প্রোগ্রাম খ্লাইথানি ২০ জনানি বেশী গ্রোপ-অ মা তংগিয়া ও কুড়ি জনানঅ নাদি। আং বনঅ স্বীকার খ্লাইকা। যেথানে এলাকানি কুরুই আছুক কাজ খ্লাইনা কোন জাগাঅ বরগনি ব্যবস্থা কুরুই বছর প্রতি বছর কাজ খ্লাইনা চিনকাই বরগ মাননাছে পদ অংগ। আরঅ হাই খ্লাইমা ফলে বরগ নানারকম দুর্নীতি থাইঅ। যেথানে একমাস অংনা কক্, সেখানে এক সপ্তাহছে কাজ অং-ইয়া। এলাকা আরঅ এমন অবস্থা ঘটনা অংথা. তিনি আধ ঘন্টা ছামুং তাং-ইয়া বাই, বনঅ সমস্ত টাকা রিয়াথাই নারিগুই তংথা। রাং মান-ইয়া বরগ। তাই, ওই বিশ্রামগঞ্জঅ, লক্ষীপতি গাঁও সভা, আরঅ উদয়পুর বিভাগণি বাহাই অং হিমালে, যেথানে কাজ খ্লাইনানি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম রিথা, বনঅ তমা খ্লাইকা, চুক্তি রিঅই রিথা গ্রামনি দালাল রগনঅ। কনট্রাক আচুক রিথা আরঅ। ৫০০ শ টাকাথে যেথানে বাঁধ রিনানি তংগ, মাত্র ১০০/২০০ শ টাকা খরচ অংথা। অ ছামুং তাংমা রাং জনসাধারণ

মান-ইয়া। তাবুক কানঅ ই বরকরগ রাং মান-ইয়া ইকঅ। বাগছা দুই টাকাথে মানই থাংখা। এই যে অবস্থা, যে তিনি এই যে সরকার, এই যে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রবাদীরগ বরগ তমা খলাই? সমস্ত কর্মসংস্থান খাই রিনাই, গরিবা হঠকনাই, এই যে কতকগুলি কক ছামানি, সম্পূর্ণভাবে বরগ জনসাধারণছে ভাওটা রুঅই থাংমানি। এছাড়া বরগনি কোন কক কুরুই। যেহেতু বরগ কোন দিনঅ ত্রিপুরানি জনসাধারণঅ সুখে শান্তিতে বসবাস রিই মাননানি আশা খলাইয়া। তবে থাং অ হাউসনি ভিতরঅ দৃষ্টি আকর্ষণ খলাইঅ, যাতে আবতুই দিক দিয়াঅ যে যে রাং বাজেত ফাইমানি, আবনঅ বরগ ঠিক ঠিক প্রায়েগি খলাই-অই কাজ চালু খলাইনা হিন্নই, অর আছুক কক ছাঅইনঅ আনি বক্তব্য অর শেষ খলাইকা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীগুনপদ জমাতিয়া :—আজকে আমার কাট মোশন-এর বিষয় হচ্ছে বর্ত্তমান তীব্র পরিস্থিতিতে গ্রাম অঞ্চলে কর্মসংস্থানের ব্যাপারে ব্যর্থতা সম্পর্কে। সরকার এখানে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের জন্য যে এলাকায়, গ্রাম অঞ্চলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন বলে যে আলোচনা করে চলেছেন এতে বর্ত্তমান সরকার, শাসক গোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, আমরা দেখি, ব্লক মারফতে তারা অনেক টাকা খরচ করেছেন, এবং খরচ করবেন বলে দেখিয়েছেন, কিন্তু গ্রামের গরীব মানুষ ঠিক ঠিকভাবে এ কাজে নিয়োগ হতে পারে না। কাজেই, ক্র্যাস প্রোগ্রামের ব্যাপারেও আমরা লক্ষ্য করেছি যে যেখানে বেকারদের কাজ দেয়ার জন্য ক্র্যাস প্রোগ্রাম নেওয়া হয় সেখানে কি দেখি, ৬ | ৭ দিন পরে সে কাজ বন্ধ হয়ে গিয়ে ঐ ৬ | ৭ দিনের মজুরী তারা ঠিক ঠিক পায় না। যেখানে এক সপ্তাহ কাজ হয়, সেখানে তারা কি ভাবে টাকা দেন? প্রত্যেক দিনের জন্য ঠিক ঠিক মজুরী তাদেরকে দেয়া হয় না, দুই দিন তিন দিন পর পর তাদেরকে টাকা দেওয়া হয়। এর ফলে গ্রামের গরীব মানুষেরা, গ্রামের বেকাররা, তারাও পরিবার নিয়ে সুখে শান্তিতে, একমুঠো ভাত খেয়ে দিন কাটাবে, তা কোন সময় সম্ভব হয়ে উঠে না। এছাড়াও আরো কতগুলি আছে যেমন মোহনপুরে যেখানে চার টাকা হিসাবে কাজ করানোর কথা, সে জায়গায় সেখানেকার দালালরা ২ টাকা, ৩ টাকা হিসাবে দিয়ে বিদায় দেয়। এক মাস যেখানে কাজ হওয়ার কথা, কিংবা সারাটা বছর খরা মোকাবেলা করার জন্য, বেকারদের কর্মসংস্থান করার জন্য, কাজ দেওয়ার জন্য যখানে তারা স্কীম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সে জায়গায় ঠিক ঠিকভাবে পুরো এক মাসও কাজ হয় না। যেখানে নাকি আজ হাজার হাজার বেকার পড়ে থাকতে হচ্ছে, অথচ তদনুযায় কাজ মোটেই নেই। আশা করেছিলাম, যে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চালু হলে এবং চার টাকা হিসাবে যদি কাজ করে যেতে পারি, তাহলে মোটামুটি খেয়ে বেঁচে থাকা যাবে, কিন্তু এতটুকু আশা পর্য্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। এরপর আর কি দেখা গেছে? এই যে ক্র্যাস প্রোগ্রামে একটা গ্রোপে ২০ জনের বেশী নেওয়া হয় না। এই ২০ জনই নিন। আমি এটা মেনে নিলাম। যেখানে এলাকার এত গরীব মানুষ, বছরের পর বছর কাজ করার ব্যবস্থা নেই, কাজ দিতে হলে তাদেরকেই দেওয়া উচিত। কিন্তু সে জায়গায় তারা নানারকম দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। যেখানে এক মাস কাজ হওয়ার কথা, সেখানে এক সপ্তাহেরও কাজ হয় না। এলাকায় এমন ঘটনাও ঘটেছে, যে আধা ঘন্টা কাজ না করার জন্য সমস্ত টাকা আটকে রাখা হয়েছে।

টাকা পায় না তারা। আর ওই বিশ্রামগঞ্জে, উদয়পুর মহকুমার লক্ষীপতি গাঁও সভায় যেখানে কাজ দেওয়ার জন্য ক্রাস প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে, সেখানে কি করা হয়েছে? চুক্তি দেওয়া হয়েছে, গ্রামের দালালদের কাছে। কনট্রাক বসানে হয়েছে সেখানে। ৫০০ শত টাকায় যেখানে বাঁধ হওয়ার কথা, সেখানে খরচ করা হয়েছে মাত্র ১০০/২০০ টাকা। ঐ কাজের টাকা জনসাধারণ পায়নি, এখনো পায়নি। কেউ কেউ দুই টাকা করে পেয়ে গেছে। এই যে অবস্থায়, আজ এই যে সরকার, এই যে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রবাদীরা, তারা কি করছেন? সমস্ত বেকারদের কর্ম-সংস্থান করে দেব, গরিবী হটাব, এই যে কতকগুলি কথা তারা বলেছেন, এটা হচ্ছে জনসাধারণকে ভাওতা দিয়ে যাওয়া। এছাড়া তাদের আর কোন বক্তব্য নেই। যেহেতু তারা ত্রিপুরার জনসাধারণকে সুখে শান্তিতে বস-বাসের সুযোগ দিতে পারবেন বলে আশা করেন না। তবে, আমি এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে এতসব ব্যাপারে যত টাকার বাজেত এসেছে, সে টাকা যেন ঠিক ঠিক নিয়োগ হয় এবং কাজ চালু থাকে। এই কথা বলেই এখানে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅনিল সরকার :--আপনি ৫ মিনিট দয়া করে বলবেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার কাটমোশন সম্পর্কে আমি বলতে চাই, মেকমোহন লাইনের দুপারে দুটো দেশে সমাজতন্ত্র চলছে। বলতে পারি যে এপারে আর ওপারে এবং মাননীয় স্পীকার, স্যার, চীন শুনলে অনেকেই নার্ভাস ফিল করেন, আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করবো ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা যেন তাদের পালসের দিকে নজর রাখেন এবং সমাজতন্ত্রের কথা বলতে গেলে আমাকে চীন সম্পর্কে বলতেই হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, চীন দেশে যে সমাজতন্ত্র হোয়াংহো নদীর পারে আর গংগার পারে যে সমাজতন্ত্র এই দুই সমাজতন্ত্রের মধ্যে চীনদেশের সমাজতন্ত্রের যে রাজতন্ত্র তা জনগণের পায়ের নীচে আর এপারে যে সমাজতন্ত্র এবং পৃথিবী মধ্যে দুটোই জনসংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তর পত্তন এবং এই দুটো দেশের মধ্যে সমাজতন্ত্রের কম্পিটিশন চলছে। একজন এশিয়ার মুক্তি সূর্য্য আর একজন বিশ্বের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সামনের সারির সৈনিক। কিন্তু দুটো দেশে সমাজতন্ত্র কোথা থেকে আসলো। আমরা দেখছি যে হোয়াংহো নদীর পারের রাজতন্ত্র পায়ের নীচে আর গংগার পারের রাজতন্ত্র সমাজতান্ত্রিকদের কাধে চেপে বসেছে এবং প্রসংগত আমি একটা কথা উল্লেখ করতে চাই যে ওদেশের সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগ নেওয়ার সময় চীনের যে শ্রেষ্ঠ মানুষ কুই তার প্রসংগ আমি এখানে আনতে চাই। বিপ্লব হয়ে যাওয়ার পর তিনি রাশিয়ায় নির্ব্বাসিত ছিলেন ১৯০৭ সালে এবং তিনি নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে আমাকে নিশ্চয়ই দিল্লী নেওয়া হবে। কিন্তু প্রথমে—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার উপক্রমণিকা একটু সংক্ষেপ করুন।

শ্রীঅনিল সরকার :—আমি ১০ মিনিট বলবো। কিন্তু দেখা গেল যে সেই কুইয়ের মাসিক ভাতা ছিল ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং চীন সাম্রাজ্যের সংগে যখন তিনি দালালী করতেন, আমাদের দেশের রাজারা যেমন বৃটিশদের সংগে দালালী করে কেউ কেতাব পেত, উপাধি পেত, বা কোন রাজ্য শাসনের সুযোগ পেত।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার ভূমিকাটা আরও সংক্ষেপ করুন।

শ্রীঅনিল সরকার :—কিন্তু সেখানে দেখা গেল কুই যখন ফিরে এলেন তাকে চীনের বোটানিকেল গার্ডেনের তত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত করা হলো। তার মাসিক বেতন দেওয়া হলো ১০০ ইয়াং যার টাকায় হলো ২০০ শো টাকা এবং তার স্ত্রী, তার প্রথম স্ত্রী মারা যান। তারপরে তার বিবাহ হয় এক নার্সের সংগে, তার বেতন হলো ৫০ টাকা এবং যেহেতু তিনি ভাল নার্স সেইজন্য তার বেতন হলো এবং তাকে ভাতা দেওয়া হলো অর্থাৎ দুটো মিলে ৩৩২ টাকা যিনি নাকি পেতেন, শেষ মার্কিন সম্রাট পেতেন ১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ভাতা আর তিনি পেলেন হোয়াংহো নদীর পারের সমাজতন্ত্রে এসে তিনি পেলেন কত টাকা, মাত্র ৩৩২ টাকা এবং তিনি বলতেন, রাজকুমারী তাঁর ছয় বোন বলছেন তারা নাকি চীনের সবচেয়ে সম্মানী শ্রমিক। আমার ছেলেরা স্কুলে লেখাপড়া করে এবং আমি নিজে চীনে যখন নাকি মিছিল বার হয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সেই মিছিলে আমি হেঁটে যাই। আর আমার দেশের রাজারা, এই বাজেটে ১৯৭৩-৭৪ সালের যে বাজেট কেন্দ্রীয় বাজেট তাতে ১০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে এবং গত বাজেটে যেখানে ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা রাজন্যবর্গের ভাতার জন্য রাখা হয়েছে। অবশ্য অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে, যারা পুরুষ যারা ভাতা পেতেন, তাদেরকে এপ্রিল মাসের ভাতা দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস যারা ৫০ টাকা ২৫ টাকা, যারা ভাতা প ন, যারা মন্দিরের ঠাকুর তাদেরকে যদি দেওয়া হয় আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দিয়েও আজকের সেশনের সংগে যখন আমাদের দেশের যারা রাজন্যবর্গ তারা তো কোনদিন রাস্তায় হাটেন নি। তারা তো কোনদিন কাজ করেন নি। আমার মনে হচ্ছে তারা নাগরিকই নন। তারা যেন আকাশ থেকে নেমে এসেছেন। অতএব, তাদের জন্য হাওয়াই গাড়ী লাগে, তাদের জন্য বিশেষ গাড়ী লাগে এবং আজকে তাদের পেছনে যখন টান পড়েছে, যাদের ছেলেমেয়েরা জার্মানে পড়ে, বিলাতে পড়ে, যখন ফিরে আসে তখন তাদের চুলে কার্লিং ফিতার খরচ, জুতোর রঙ, অথবা লিপষ্ট পালিশ অথবা কপালের কুমকুমের জন্য শুধু ১০ হাজার টাকা এবং আশ্চর্য্যের ব্যাপার আজকে যারা সমাজতন্ত্র করছেন তাদের সমাজতন্ত্রে এদেশের রাজা রাজন্যবর্গের ভাতার জন্য সাদা হাতী পোষার জন্য এখানে তাদের গণতন্ত্র এবং সম্ভবতঃ সমগ্র ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অলংকৃত ত্রিপুরায়। কারণ রাজার সেই দরবার, যারা গরীবি হঠানোওয়ালা, যারা সমাজতন্ত্রকামী তারা আজকে ঝেঁকে বসেছেন। কাজেই, ভাতা সম্পর্কে আমার এই দিক থেকে সন্দেহ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর এক মিনিট বলবো, আমি আপনার মাধ্যমে অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, এই ট্রেজারী বেঞ্চের যারা কেবিনেটের মধ্যে আছেন তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই হলো, কংগ্রেসের মধ্যেও হাংগ্রি জেনারেশনের। আমি লক্ষ্য করেছি একজন দূরদর্শী মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তারা বলেছেন যে, ইন্দিরা গান্ধীর ইমেজ নষ্ট হচ্ছে, সমাজতন্ত্রকে বিপন্ন করছে, অতএব আমি ত্রিপুরার মাটি ছুঁয়ে বলছি এই দূরদর্শী নায়কের পতন ঘটিয়ে আমরা ক্ষমতায় আসবো, শ্রীমতী গান্ধীর ইমেজকে আমরা রক্ষা করবো। কিন্তু আজকে দেখছি, সে ডি, কে, চৌধুরী, যিনি নাকি একদিন দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু তার সেই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে

রাজ্যার রাজপ্রাসাদের রাণীদের যে ফিতা খরচ, রাণীদের যে কুমকুমের খরচ, রাণীদের জুতো পালিশের জ ' ১০ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। এইটা লজ্জার এবং দুঃখের কথা।

কিন্তু আজকে দেখছি সেই শ্রী ডি, কে, চৌধুরী যিনি নাকি এই দলের এক সময়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি সেই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে রাজার আর্দ্দালী, রাণীদের কুমকুম, সিঁদুর বাক্সের জন্য ১০,০০০ টাকা চেয়েছেন। লজ্জার কথা। অবশ্য ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রের নাম করে যারা গোপনে গণতন্ত্রকামী তারা গোপনে রাজতন্ত্র কায়েম করবে এবং তাদের শ্রেণী চরিত্রের যে ভূমিকা সেই ভূমিকা হিসাব তারা এটাকে রক্ষা করেছেন। এই দিক থেকে আমি এই সাপ্লি-মেণ্টারী বাজেটের উপর যে কাটমোশন এনেছি এবং যদি সমাজতন্ত্রে তাদের বিশ্বাস থাকে, এখনও চীন সম্পর্কে তারা আতঙ্কিত হন, তাদের আমাশয় হয় এবং আমি আবেদন রাখছি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে, যে সমাজতন্ত্র যদি ঠিক ঠিক মত চান তাহলে চীনের ইতিহাস এবং একশ কোটি মানুষ যারা তৈরী করছে তাদের ইতিহাস পড়ুন আর আপনাদের রাজতন্ত্রের ভিত্তিকে মাথায় নিয়ে তাদের পদসেবা করে তাদের হারেমকে বজায় রাখার জন্য যা করছেন এটা সমাজতন্ত্রের যে একটা কলঙ্ক। তবুও বলছি যদি আপনাদের বিবেক থেকে থাকে তাহলে আমার কাটমোশনকে সমর্থন করুন।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার ইন্‌চার্জ।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলার পরে আমাদের ডেপুটি এগ্রিকালচার্যাল মিনিষ্টার কিছু বলবেন। সেইজন্য আমি তাড়াতাড়ি বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রিভি পার্সের উপর কাটমোশন এনেছেন মাননীয় সদস্য অনিল সরকার— ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সদস্যদের বকেয়া ভাতা সম্পর্কে। তিনি জানেন যে আমাদের যে বাজেট ধরা হয়েছে তাতে মহারাজাকে দেওয়ার মত কোন টাকা পয়সা দেওয়া হয় নি, মহা-রাজার ভাতা আমাদের বাজেটে ধরা হয়নি। উনি জানেন ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী হিসাবে, মাননীয় অনিল সরকার শিক্ষাদীক্ষা লাভ করবার, যতটুকু অধিকারী আজকে যারা নাকি খর-পোষ পাচ্ছেন তারাও সমভাবে তার অধিকারী। আজকে যারা ১০ টাকা ২৫ টাকা অ্যালাউন্স পায় তাদের অ্যালাউন্স দিতে যখন উনার বুক ফেটে যায়, উনি যখন সেই ভাতা বন্ধ করার জন্য চীনের সমাজতন্ত্র এবং ভলগার কথা বলতে পারেন তখন আমি তাকে বলব যে ভারত-বর্ষের জনসাধারণ সে ধরণের সমাজতন্ত্রকে ঠাঁই দিতে চায় না বা দিবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে দুই টুকরো রুটির জন্য যারা নাকি অপেক্ষা করছে, এই বাজেট পাশ হলে যারা নাকি একবেলা রুটি খেয়ে আর এক বেলা খেতে পারে না, এই টাকা যাদের জন্য ধরেছি যারা নাকি মহারাজার আমল থেকে পেয়ে আসছিল, গরীবরা যারা নাকি দর্মা খাটছে এবং খোরপোষ ভাতা যেটা আমরা বলে থাকি সেই ভাতা ধরা হয়েছে, সেই ভাতা যদি না দেওয়া হয় তাহলে তাদের পরিজনদের উপবাসে থাকবে! মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭১ ষষ্ঠ বিংশতিতম সংশোধন আইন, ১৯৭১ অনুযায়ী রাজন্যবর্গের মাসিক ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ বলবৎ করা হলে অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল, আসাম নাগাল্যাণ্ডের এক আদেশ অনুযায়ী উপরে বর্ণিত ভূতপূর্ব্ব রাজন্যবর্গের মাসিক ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় যারা নাকি দর্মা, খোরপোষ ইত্যাদি

পেতেন। কিন্তু যখন নাকি আমরা আমাদের রাজ্য থেকে যোগাযোগ করি তখন সেটা আবার দেবার আদেশ হয় এবং গত বৎসর যা নাকি আমরা দিতে পারি নি তার জন্য অতিরিক্ত ১০,০০০ টাকা প্রয়োজন হয়েছে এই বছর। তাই সেই ১০,০০০ টাকা বরাদ্দের জন্য আমাদের সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে ধরেছি। আজকে যদি চীনের সমাজতন্ত্র ভারতবর্ষে এই জন্য না পৌছায় তাহলে আমরা চীনের সমাজতন্ত্রকে বাঁধা দেব এইভাবে যাতে নাকি আমরা এই সমস্ত ভাতা যারা পায় তাদের সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য। সেই সাহস আমাদের আছে এবং তিনি আজকে মুখভরা বুলি দিয়ে যে সমাজতন্ত্র বুঝাতে চেষ্টা করেছেন, সম্মানিত বিধানসভা সদস্যদের নিকট নিজ গরিমায় পরিপুষ্ট হয়ে, তার জন্যে আমাদের কিছু আসে যায় না কিন্তু যারা নাকি ১০,০০০ টাকা স্যাংসান হওয়ার পরে ৫ টাকা ২০ টাকা পাবেন তাদের জন্য প্রয়োজন হলে, এই রকম আরও টাকা আমরা আরও বরাদ্দ করব এবং আরও মাননীয় সদস্যদের নিকট অনুমোদনের জন্য চাইব।

মি: স্পীকার ঃ—নাউ অনারেবল ডেপুটি মিনিষ্টার। অনুগ্রহ করে আপনি ৫ মিনিট বলুন, সময় খুব অল্প।

শ্রীমনছুর আলী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের কথা মাননীয় সদস্য যা বলেছেন যে কোথায় কোথায় ক্র্যাশ প্রোগ্রামের টাকা ৫ টাকার জায়গায় ৩ টাকা দেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত কাজ ঠিক ঠিকভাবে হয় নাই, এই সমস্ত ক্ষেত্রে কোন রকম যুক্তি মাননীয় সদস্যের নাই, এইগুলি মুখরোচক কথা। কারণ, আমাদের যে স্কীম এবং পরিকল্পনা আছে সেই হিসাবে আমরা দেখেছি আমাদের ২৫ লক্ষ টাকা এই ত্রিপুরা রাজ্যে ক্র্যাশ প্রোগ্রামে আমরা ভারত সরকার থেকে পেয়েছি। তার মধ্যে আমরা ২১,৮৯,৩৭০.৭২ পয়সা আমরা খরচ করেছি ১৯৭৩ইং ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত। বাদ বাকী এই টাকা আমরা ৪,৬৫,৪৭৩টি শ্রম দিবসের কর্মসংস্থান আমরা করে দিতে পেরেছি এবং সেই হিসাবে আমাদের এই টাকা প্রত্যেক জিলা হিসাবে খরচ হয়েছে। তার মধ্যে প্রত্যেক জিলা হিসাবে খরচ করতে গিয়ে ওয়েষ্ট ডিষ্ট্রিক্টে যেহেতু বেশী লোক এবং যেহেতু এখানে বেকারের সংখ্যা বেশী, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের এই টাকা উদয়পুরে ১ লক্ষ টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের কৈলাসহরে ১ লক্ষ টাকা কমিয়ে সেটা ওয়েষ্ট ডিষ্ট্রিক্টে খরচ করা হয়েছে। তাতে আমাদের এই সমস্ত স্কীম করতে গিয়ে আমাদের যতটুকু সম্ভব সেটা আমরা করেছি। তদুপরি আমরা ৭,০০,০০০ টাকার ষ্টেট রিলিফের কাজ করেছি। তাতে ৫,৬০,০০০ শ্রম দিবসের কর্মী সেই কাজে নিযুক্ত ছিল। তার উপর পি,ডব্লিউ,ডি, থেকে সেই সমস্ত কাজ করিয়েছে এবং ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে অনেক কাজ করেছে যার দ্বারা নাকি ত্রিপুরার এই সমস্ত খবার সমস্যা এবং অভাব অভিযোগের সমস্যা অর্থাৎ যেখানে কাজ করার দরকার সেখানে আমরা কাজ দিতে পেরেছি। সেই দিকে আমরা আমাদের ত্রুটি করি নাই। আর একটা কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আছে যে নিউট্রেশান প্রোগ্রামের এটাও ২২ নং ডিমাণ্ড সেখানে আছে। আমরা যে সমস্ত টাকা নিউট্রেশানে খরচ করেছি মোটার বরাদ্ধ খুবই কম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই নিউট্রেশান প্রোগ্রামের টাকাটা আমাদের নয়। এটা ভারত সরকার আমাদের দেন, সেই টাকাটা আমরা প্রত্যেক ব্লকে

৩৪,০০০ টাকা করে আমরা খরচ করি। তাতে একটা অংশ হাঁস মুরগীর জন্য, আর একটা অংশ মৎস চাষের জন্য। আর একটা অংশ ফল চাষের জন্য। যে সমস্ত দিকে আমরা এই টাকাটা খরচ করি সেটা হল হাঁস মুরগীর জন্য ২৪,০০০ টাকা এবং মৎস চাষের জন্য ২৯,৬৭০ টাকা, ফল চাষের জন্য ৩৩,৪৪০ টাকা। সেই হিসাবে আমরা এই টাকাটা খরচ করি। জুনিয়ার বেসিক এই সমস্ত স্কুলে ঐখানে যে সোসিয়েল সেন্টারের যেখানে জায়গা থাকে সেখানে পুকুর করে মাছের চাষ করা হয়—তাতে সেই ছেলেদের মাছের চাষ শিক্ষার সুবিধা হয়। এবং সেই মাছ সেই ছেলেরা খেতে পায় এবং সেই মাছ বিক্রী করে যে টাকা পাওয়া যায় সেই টাকাটা তাদের জন্য খরচ হয়। সেই সব স্কুলে যে জায়গা থাকে সেখানে বাগান করা হয়। সেই বাগানে যে ফসল হয় তা তারা খায় এবং বাকী ফসল তারা বাজারে বিক্রী করে এবং সেই টাকাটা তাদের জন্য খরচ হয়। সেখানে মুরগী পালন করা হয় এবং সেই মুরগী বিক্রী করে যা আয় হয় সেই টাকাটা তাদের খাওয়ার জন্য ব্যয় করা হয়। সেটি করার উদ্দেশ্য হল ছোট ছোট ছেলেরা যাতে উন্নতি করতে পারে এবং তাদের স্বাস্থ্য ভাল হয় এবং কাজের দিকে নজর যায়……

মিঃ স্পীকার ঃ—অনারেবল মিনিষ্টার ইউর টাইম ইজ ওভার.....

শ্রীমনছুর আলী ঃ—তারা ভবিষ্যত নাগরিক হিসাবে যাতে সুন্দর এবং সুষ্ঠু ভাবে তৈরী হতে পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়। এই দিকে লক্ষ্য রেখে আমি বলছি আমরা কোথাও কারচুপী বা মানুষকে ঠকাইনি এবং উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে আমরা টাকা কম করি নাই। এই বিশ্বাস আমার আছে, এই বলে এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের সমর্থনে বক্তব্য রেখে আমি শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—Discussion on 21, 22 & 31 is over. Now, I am putting the Cut Motion to vote first. There is one Cut Motion of Shri Jitendra Lal Das—it has fallen through. So, I am putting the Demand to vote.

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 1,67,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of Demand No. 21—Industries.

(It was put to vote and passed.)

Now Demand for Grant No. 22— There is one Cut Motion of Shri Gunapada Jamatia to discuss on বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে গ্রামাঞ্চলের বেকারদের কর্ম্মসংস্থানের ব্যাপারে ব্যর্থতা সম্পর্কে।

Now the question before the House is that the Cut motion moved by Shri Gunapada Jamatia that the Demand be reduecd to Re. 1/- on বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে গ্রামাঞ্চলের বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে ব্যর্থতা সম্পর্কে।

(It was put to vote and lost.)

Now, I am putting the Demand to vote. The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 21,89·000/- be granted to defray the

additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of Demand No. 22—Community Development Projects, National Extension Service & Local Development Works.

(It was put to vote and passed.)

Now Demand No. 31. There is one Cut Motion on this Demand of Shri Anil Sarkar that the demand be reduced by Rs. 10/- on ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সদস্যদের বকেয়া ভাতা দেওয়া সম্পর্কে।

Now the question before the House is that the Cut motion moved by Shri Anil Sarkar that the Demand be reduced to Rs. 10/- to diseuss on ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সদস্যদের বকেয়া ভাতা দেওয়া সম্পর্কে।

(It was put to vote and lost.)

Now, I am putting the Demand to vote. The question before the House that a further sum not exceeding Rs. 10,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973 in respect of Demand No. 31—Privy Purses & Allowances of Indian Rules.

(It was put to vote and passed.)

GOVERNMENT BUSINESS

Introduction of the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 9 of 1973).

Mr. Speaker :– Next business of the House is that the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 9 of 1973) is to be introduced in the House. I request Minister-in-charge of the Finance Department to move his Motion for leave to introduce the Bill.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 9 of 1973).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Motion moved by the Minister-in-charge of Finance Department for leave to introduce the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 9 of 1973) be granted.

(It was put to vote and passed.)

Mr. Secretary :— A bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the consolidated Fund of the State of Tripura for the services of the Financial year 1972-73.

Mr. Speaker :—Now, I call on the Minister-in-charge of the Finance Department to move his Motion to introduce the Tripura Appropriation (No, 2) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 9 of 1973.)

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura appropriation (No. 2) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 9 of 1973) be introduced.

Mr. Speaker : — Now, the question before the House is the Motion moved by the Minister-in-charge of the Finance Department that the Tripura Appropriation (No. 2) Bill. 1973 (Tripura Bill No. 9 of 1973) be introduced.

(It was put to vote and introduced.)

Members are requested to collect their copies of the Bill from the Notice Office.

CONSIDERATION & PASSING OF THE TRIPURA APPROPRIATION (NO. 2) BILL. 1973 (TRIPURA BILL NO. 9 OF 1973).

Mr. Speaker :—Next business of the House is that the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 9of 1973) is to be taken into consideration. I would call on the Minister-in-charge of the Finance Department to move his Motion for consideratioin of the Bill.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 9 of 1973) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the Motion moved by the Minister-in-charge of the Finance Department that the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 9 of 1973) be taken into consideration at once.

(It was put to vote and considered.)

Now, CL_2 do stand part of the Bill. (It was put to vote and passed)

CL_3 do stand part of the Bill. (It was put to vote and passed.)

The Schedule do stand part of the Bill. (It was put to vote and passed.)

CL_1 do stand part of the Bill. (It was put to vote and passed.)

The Title do stand part of the Bill. (It was put to vote and passed.)

Next Business is the passing of the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 9 of 1973.) I request the Minister-in-charge of the Finance Department to move his Motion for passing of the Bill.

Shri Debendra Kishore Choudhury :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 9 of 1973) as settled in the Assemby be passed.

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Motion moved by the Minister-in-charge of the Finance Department that the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1973 (Tripura Bill No. 9 of 1973) as settled in the Assembly be passed.

(It was put to vote and passed,)

The House stands adjourned till 12-30 P. M. on Wednesday, the 28th March, 1973.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE 'A'

UNSTARRED QUESTION NO. 790

By Shri Radharaman Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মোহনপুর Health Centre এ পুরুষ ও মহিলাদের শয্যা সংখ্যা কত ?

২। উক্ত Health Centre এর শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। অনুমোদিত শয্যা ১০ (পুরুষ—৬, মহিলা—৪)।

২। এক্ষণে নাই।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Wednesday, the 28th March, 1973.

The Assembly met in the Legislative Assembly Building (Ujjwanta Palace), Agartala on Wednesday the 28th March, 1973 at 12-30 P.M.

PRESENT

Mr. Speaker (Shri Manindra Lal Bhowmik) in the Chair, Chief Minister, 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, the Deputy Speaker and 48 Members

Mr. Speaker—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Minister concerned. Now I would call on Shri Tarit Mohan Das Gupta.

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—Question No. 724.

Shri Sukhamoy Sen Gupta :—Question No. 724.

QUESTION

1. Whether Government will enforce Motor Vehicles Acts and Rules so that taxies could be made available at Agartala for users at a fixed mile or kelometre rate ?

2. What action has been taken by the Government to compell the owners of taxies to fix metres on their cars ?

ANSWER

1. That rate of taxi fare at 0·45 paise per k. m. has already been fixed for journey between the places located any where within Tripura.

2. No action for compelling the taxi owners to equip the vehicles with taxi metre has yet been taken but the rate of charging of taxi fare at 0·45 paise per k. m. has been made compulsory.

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন আগরতলা শহরের জন্য ৪৫ পয়সা করে রেইট করা আছে সারা ত্রিপুরায়, এখন আগরতলায় কোন একজন প্যাসেঞ্জার যদি শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেতে চায় তাহলে এই ভাড়ায় যেতে পারবে কি— আজকে এই এসেম্বলির পর যদি পরীক্ষা করা হয় সরকার থেকে যে রেইট করা হয়েছে সেই রেইটের সুযোগ কেউ নিতে চায় তাহলে সরকার থেকে সেই ব্যবস্থা করবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আইন যেটি আছে সেটি এনফোর্স করা যেতে পারে। আর একটা যখন কম্পলসারী করা হয়েছে, তখন যারা ভারা নেন তারা করতে পারেন। আর যদি কেউ রিজার্ভ করে নেন সেটার প্রশ্ন আলাদা।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—৪৫ পয়সা কিলো মিটার ভাড়ায় ট্যাক্সী যায় কিনা সেটি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে যদি কোন কমপ্লেন থাকে যে ৪৫ পয়সার উপর নেওয়া হচ্ছে তাহলে সেই সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখতে পারি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ত্রিপুরা রাজ্যের কোথাও একটি ট্যাক্সী ৪৫ পয়সায় প্রতি কিলো মিটার পাওয়া যায় কিনা। আমার প্রশ্ন হল কোথাও কোন প্যাসেঞ্জার এই পর্যন্ত এই ভাড়ায় কোন গাড়ী পেয়েছেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে কোন কমপ্লেন এলেই তাহলে আমরা বলতে পারি এর উপর ভাড়া নেওয়া হচ্ছে কি না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ৪৫ পয়সায় লোক যেতে পারছে—সরকার বলেছেন এই কথা যে ৪৫ পয়সা ভাড়ায় লোক যেতে পারছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যেহেতু কমপ্লেন নাই সেই ক্ষেত্রে সরকার ধরে নিচ্ছে এটাই চালু আছে।

(ভয়েজ)—ত্রিপুরাতে যে সকল ট্যাক্সী চালু আছে সেগুলিতে মিটার সিষ্টেম আছে কি না।

মিঃ স্পীকার :—উত্তর দিয়েছেন তো।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এর উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি আমাকে জানাতে পারবেন যে মোটর ভিহেকলস্ এ্যাক্টের সেকশান ৬৮তে যে রুলস ফ্রেমড করার কথা সেটি ফ্রেমড হয়েছে কি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে রুলস আছে তা সেই অনুযায়ী রুলস করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম না স্যার, (গণ্ডগোল)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার,...(গণ্ডগোল)..

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে সকল রুলস এই এ্যাক্টে প্রভাইড করেছে, যা করতে হবে তার সবগুলি রুলস সরকার ইনক্লুড করেছেন কি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে এইটুকু বলা যায় যে রুলস যেটি চালু আছে, যেটি চালু করা হয়েছে তার মধ্যে পার্টিকুলার এই বিষয়টি ইনক্লুডেড নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে কবে পর্যন্ত আমরা এই টেক্সীগুলিতে এই মিটার বসানো দেখব এবং এনফোর্স করা হবে—প্রত্যেকটি টেক্সীতে একটি করে মিটার বসানো দেখব ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমরা অলরেডি বিবেচনা আরম্ভ করেছি অন্যান্য সমস্ত দিক থেকে—তাহলে রুলসটাকে আমাদের চেঞ্জ করে নিতে হবে।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের ট্যাক্সীগুলি সরকারের চোখের সামনে দিয়ে বিভিন্ন রাস্তার পার্শ্বে ইউনিয়ন ইত্যাদি গঠন করে রেগুলার সার্ভিস এক স্থান থেকে আর এক স্থানে চলাচল করছে এবং যেহেতু তাতে তাদের অনেক বেশী

লাভ হচ্ছে সেইজন্য ট্যাক্সীর মালিকেরা এবং চালকেরা আগরতলা সহরে কোন রকম ছোট-স্বল্প ভাড়ায় যেতে চায় না এবং ১০ টাকার নীচে কোন ট্যাক্সী ভাড়া পাওয়া যায় না এটা সত্যি কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যরা যখন এই প্রশ্ন তুলেছেন, আর এই সম্পর্কে অলরেডি বিবেচনা আরম্ভ করেছি—এটা রুলসের মধ্যে ইনক্লুডেড ছিল না বলেই অসুবিধা হয়েছে—আমরা রুলসের মধ্যে ইনক্লুড করা চেষ্টা করছি, আমরা বিবেচনা করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারবেন আমাদের ট্যাক্সীগুলি কি ষ্টেট ক্যারেজ না কন্ট্রাক্ট ক্যারেজ ?

শ্রীসুখময়সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইগুলি বেশীর ভাগই ষ্টেট ক্যারেজ।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, প্রত্যিটা ট্যাক্সীর উপর কতজন লোক নিতে পারে……(গণ্ডগোল)……ক্যাপাসিটির কথা বলছি—ক্যাপাসিটি কতটুকু (গণ্ডগোল)……

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেটি ট্যাক্সীর আকারের উপর নির্ভর করে (হাস্যধ্বনি)

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—স্যার দিস ইজ এ ভেরী সিরিয়াস ম্যাটার—আমি জানতে চাইছি গভর্ণমেন্টের কি আইন আছে একটা ট্যাক্সীতে কতজন প্যাসেঞ্জার নিয়ে যেতে পারে… (গণ্ডগোল)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এমনিতে সাধারণত ৫/৬ জনের বেশী ক্যারি করতে পারে না।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ড্রাইভার সহ ৬ জন না প্যাসেঞ্জার ৬ জন নিতে পারে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ড্রাইভার সহ ৬ জন।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—আমি বলতে চাইছি—বিশেষ করে উদয়পুর—অমরপুর রাস্তায় উনি তদন্ত করে দেখবেন প্রতিটি গাড়ীতে ৬ জন—ড্রাইভার সহ ৬ জন না—মিনিমাম ৮ জন—ড্রাইভার প্লাস মিনিমাম ৭ জন নেন কিনা। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করবেন কি না, আমরা তাঁর কাছে এ্যাসুরেন্স চাইছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি—এই ধরণের কোন কমপ্লেন কোন গাড়ী সম্পর্কে আসেনি বলেই এর জবাব দেওয়া যাচ্ছে না… (গণ্ডগোল)…

মিঃ স্পীকার :—আপনারা সকলে এক সংগে কথা বললে মাননীয় মন্ত্রী কিছুই শুনবেন না…

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমরা বার বার এসেম্বলীতে এই ট্যাকসীর কথা, বাসের কথা—ট্রাকের উপর লোক ক্যারী করে এইসব কথা আমরা বার বার বলেছি। আজকে যদি চীফ মিনিষ্টার বলেন যেহেতু কোন অভিযোগ নাই সেজন্য তদন্ত করা হবে না…

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আইন চালু রাখার জন্য আমরা মাঝে মাঝে চ্যাক করি এবং তা মাননীয় সদস্যরা জেনে থাকবেন—বহু কেইস দেওয়া হয়েছে ওভার লোডের জন্য।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—১০।১২ জন করে নেওয়া হচ্ছে—পুলিশ ধরছে, একটা কমন ফিচার হয়েছে পুলিশকে ২ টাকা ১ টাকা করে দেওয়া হয়—কাউকে পরোয়া না করে পুলিশ পয়সা নেয়—ওভার লোড-এর কোন কেইস নাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, এই সম্পর্কে বহু ওভার লোডের কেইস নেওয়া হয়েছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি অবগত আছেন যে কিছুদিন আগেও আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ধর্মনগরে যাওয়ার সময়ে নিজের চোখে দেখে একটি ওভার লোডের কেইস রিপোর্ট করেছেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাড়ী থেকে যখন যাতায়াত করেন, তখন নিজের চোখে দেখেছেন কি না যে সাত জনের বেশী নিয়ে যায়?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আইনের চোখে দেখা এক জিনিষ আর নিজের চোখে দেখা আরেকটা জিনিষ।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে ৬ জন ট্যাক্সীতে এ্যালাউড হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি সারা ভারতবর্ষে যখন ট্যাক্সীর লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে, এই লাইসেন্সে এই ধরণের টেক্সী চালু করতে তারা চার জনের বেশী লোক নিতে পারে না। পৃথিবীর কোন জায়গায় চার জনের বেশী নেওয়ার নিয়ম নেই। সেই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যে যেহেতু ৬ জনের পারমিশান দেওয়া হয়েছে, সেই সুযোগের ভিতর দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা ট্যাকসীর মালিক তারা ৬'এর আগে একটা এক লাগিয়ে ১৬ করে ত্রিপুরার বুকের উপর দিয়ে চলাচল করছে এটা সত্য কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রশ্নটা এসেছে ত্রিপুরা রাজ্য সম্পর্কে, অন্যত্র দেওয়া হচ্ছে কি হচ্ছেনা সেটা আমি জানিনা। ত্রিপুরার স্পেশাল কণ্ডিশান, স্পেশাল অবস্থার জন্য আমাদের দিতে হচ্ছে, কিন্তু যেটা করা হয়েছে, সেটা বলবত করার জন্য সরকার থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে, চেষ্টা করা হয়েছে যাতে আরও কনট্রোল করা যায়। তারপর আমরা আগেও বলেছি যে রুলসটা আমরা কিছুটা সংশোধন করে নেব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করে দেখবেন কি যে, কি কারণে এই ওভার লোড হচ্ছে জীপে এবং ট্যাকসীতে। কারণ মামলা করে ত এইগুলি বন্ধ করা যাবে না। কাজেই যে কারণে এইগুলি হচ্ছে, সেই কারণগুলি দূর করার জন্য চেষ্টা করবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এর কারণ অনেক রকম থাকতে পারে। ভেহিক্যালসের অভাব থাকতে পারে, কিংবা গাড়ীর মধ্যে বেটার ফেসিলিটিজ দেবার ব্যবস্থা করতে হতে পারে, বাসের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, বিভিন্ন দিক থেকে প্রশ্নটাকে বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ট্যাকসীতে ওভার লোডের ব্যাপারে বহু কেস আছে। আজ পর্য্যন্ত কয়টি কেস ফাইনালাইজ করে শাস্তি-মুলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা সেপারেট কোয়েশ্চান হওয়া উচিত।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মেটেরিয়্যালস থাকলে দিতে পারেন।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন গাড়ীর সংখ্যা কম হতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন একটা ট্যাকসী উদয়পুর—আগরতলা রোডে ৩ দিন পর পর লাইন পায়?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে আমাদের কাছ থেকে এইরকম কোন নিয়ম করে দেওয়া হয় নাই যে ওটা তিনদিন পর পর যাবে বা একদিন পরে যাবে, কিংবা চার দিন পর পর যাবে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—কথা হচ্ছে রাস্তায় গাড়ী নেই। ১০।১২ জন করে একটা গাড়ীতে উঠে, তড়িত বাবু বলেছেন ১৬ জন করে নেয়। কাজেই আমরা যারা চড়ছি, তাঁরা বাধ্য হয়েই গাড়ীতে চড়ি, এটা সরকারের দেখা উচিত।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—গাড়ী অনেক কারণেই বসে থাকতে পারে। গাড়ী খারাপ হতে পারে, রিপেয়ারিং'এর প্রয়োজন থাকতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আইন শুধু ফেয়ারের ব্যাপারেই নয়, ষ্টপেজ এবং অন্যান্য যে সমস্ত—পেসেঞ্জার, ফেয়ার, ষ্টপেজ, কোন ব্যাপারেই রুলস আমাদের এখানে কার্যকরী হচ্ছে না। এটা ঠিক কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমস্ত বিষয়ে একটি মাত্র উত্তর দেওয়ার আছে সেটা হল এই ধরণের কমপ্লেন যেখান থেকে আসছে, স্টপেজ নিয়ে গোলমাল হয়েছে বা ফেয়ার বেশী নেওয়া হচ্ছে, আমরা চেক করে দেখেছি এবং কেস দেওয়া হয়েছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কথা হচ্ছে যে, যে কমপ্লেনগুলি হচ্ছে সেগুলি সাময়িকভাবে তদন্ত করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা আমি আগেও বলেছি যে রুলসটাকে এ্যামেণ্ড করে সেটাকে পরিবর্তন করে চেক করা যায় কি না, সেটা বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—এই যে মোটর ভেহিক্যাল এ্যাক্ট আছে, এই এ্যাকটসের আওতার মধ্যে থেকে কোন ট্যাকসী সার্ভিস এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চালু করা যায় কি না, এই অধিকার মোটর ভেহিক্যালস এ্যাক্ট ত্রিপুরা সরকারের উপর দিয়েছে কি না। যদি না দিয়ে থাকে, তাহলে কি কারণে এতদিন সেটা চালান হল, এবং এতদিন যদি ভুল চালান হয়ে থাকে, তাহলে আইনের এই ধারাগুলিকে এখন থেকে পরিপূর্ণ রূপদান করবেন কি, এবং আইন যেহেতু পাশ হয়েছে—আইনে যে বিধানগুলি আছে, সেই বিধানগুলিকে এই আলোচনার পরে পরিপূর্ণ রূপদান করতে সরকার আন্তরিক চেষ্টা করবেন কি না?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—সাপলিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে এই যে শেখেরকোট পর্য্যন্ত বাস সার্ভিস এ্যাক্সটেনশন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে সেইটা শুধু শেখেরকোট না, মোহনপুর, জিরানীয়া, বিশালগড় পর্য্যন্ত এক্সটেণ্ড করার জন্য যে সমস্ত রোডগুলি টি, আর, টি, সি, নিয়ে যাচ্ছে সেই রোডগুলি থেকে প্রাইভেট গাড়ী ডাইভার্ট করা হবে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, সে চেষ্টা অলরেডি আমরা নিয়েছি।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি আর কতদিনের মধ্যে শেখের কোট পর্য্যন্ত বাস চালু হবে আমরা আশা করতে পারি ? এর একটা স্পেসিফিক ডেট্ চাইছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে ডেট দেওয়া যায় না। কারণ, অ্যাপলিকেশন এত দিন পর্য্যন্ত যখন আসে নি, অ্যাপলিকেশন কবে এসে পৌছবে, কবে গাড়ীর নাম্বার বাড়বে তার উপর এইটা ডিপেণ্ড করে। অ্যাপলিকেশন বহুবার আহ্বান করা হয়েছে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় কি বলতে পারেন যে সেখানকার জনসাধারণ কখন আবেদন করেছিল এই বাস চালু করার জন্য ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য নিজেই বলেছেন বহুবার, বহু বছর বলেছেন। কাজেই এই সম্পর্কে আর বেশী বলার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—আমি স্যার, বহুবার বলেছি, বহু দিন আগে থেকে বলেছি, আমি বলেছি জনসাধারণ কবে প্রথম আবেদন করেছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য হয়তো এ্যাকজেক্ট ডেটটা বলতে পারবেন কবে তিনি প্রথম আবেদন করেছিলেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপুর্ণমোহন ত্রিপুরা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৮৬৪।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৮৬৪।

প্রশ্ন

১) গত এক বছরের মধ্যে ত্রিপুরা রোড ট্রেন্সপোর্ট কর্পোরেশনে কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে সরকার কি কোন নীতি নির্দ্ধারণ করে নির্দেশ দিয়েছেন ?

২) যদি করে থাকেন তবে ঐ নির্দ্দেশের সারমর্ম্ম ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—সাপলিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায়, মনে করেন কি এইটা যেহেতু একটা গভর্ণমেন্ট আণ্ডার টেকিংস সেইজন্য এই সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি রাখা দরকার আছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে টি, আর, টি. সির ব্যাপারে একটা বোর্ড আছে সেই বোর্ড থেকেই ওরা চাকুরী কিংবা সমস্ত কিছু কন্ট্রোল করে থাকেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় কি প্রতিশ্রুতি দেবেন যে বোর্ড এই সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেইটা তিনি এই হাউসের সামনে রাখবেন? তার কর্ম্মচারী নিয়োগ, শ্রমিক নিয়োগ তাদের বেতনের কি হার হবে, তারা টেম্পোরারী হবেন না কন্টিনজেন্ট হবেন, না পার্মানেন্ট হবেন এই সমস্ত সিদ্ধান্ত যেহেতু আমাদের এই হাউসের জানা প্রয়োজন, গভর্ণমেন্ট টাকা দিচ্ছে, কাজেই সে সমস্ত সিদ্ধান্ত তিনি হাউসের সামনে উপস্থিত করবেন কি এই প্রতিশ্রুতি কি মাননীয় মন্ত্রীমশায় দিতে পারছেন?

মিঃ স্পীকার :—Hon'ble Member, this is not a concern of the Govt.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—কর্মী নিয়োগ সম্পর্কে উনি বলেছেন যে না আমরা নির্দ্দেশ দেই নি কিন্তু কমিটি আছে, কমিটি সেইটা ঠিক করে। তাই আমরা এখন জানতে চাইছি যে সেই কমিটির সিদ্ধান্ত এখানে প্লেচ করা হবে কি না? কারণ, নীতি তো সেইটাই হবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, টি, আর, টি, সিতে যাদের এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় তারা বোধ হয় বেশীর ভাগই টেকনিকেল এই অর্থে যে তারা ড্রাইভার হেণ্ডিম্যান, এই ধরণের। আর বাকী যেগুলি সেইগুলি গভর্ণমেন্টের নিয়ম অনুসারে বোধ হয় করা হয়ে থাকে। সেইটা হলো এমপ্লয়মেন্ট থেকে নাম এনে তারা বোর্ড থেকে কনসিডার করেন এবং চাকুরী দেয়ে থাকেন।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে টি, আর, টি, সিতে যে সমস্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয় এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে যে কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয়—তাহলে কি একই নিয়মে কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয়?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গভর্ণমেন্টের যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতি অনুসারেই এইটা নিয়োগ করা হয়, কারণ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে নাম না নিয়ে তারা কেন এপয়েন্টমেন্ট দিতে পারেন না।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলবেন কি যে এই পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সিতে কতজন কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে এখানে আমার কাছে টোটেল ফিগার দেওয়া নেই তবে যেটা আছে—at present, there are 170 Drivers, 117 Handy-men, 24 Contractors and 85 Class III employee including Asstt. Mechanic etc. appointed in the TRTC.

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই সমস্ত এমপ্লয়িদের মধ্যে কতজন কন্টিনজেন্ট কাজ করছেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমার এখানে কোন ফিগার নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—সাপলিমেন্টারী স্যার, এই যে কমিটি আছে টি, আর, টি, সির জন্য, সেই কমিটিকে কি নির্দেশ দিবেন যে তারা যেন উত্তর বাংলার ষ্টেইট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের নিয়মকানুনকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। পশ্চিম বাংলার অথবা উত্তর বাংলার ষ্টেইট ট্র্যান্সপোর্ট কর্পোরেশনের নিয়ম কানুন মতে পে-স্কেল, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যাতে নিয়ম কানুনগুলি অনুসরণ করেন সেই নির্দ্দেশ সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রীমশায় দেবেন—এই কথাটা কি বলতে পারেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে এইটুকু বলা যায় যে যদি মাননীয় সদস্যদের এটা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে ওয়েষ্ট বেঙ্গলে যেটা আছে সেটাকে চালু করা, সেটা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে কি পারে না সেটা ত্রিপুরার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই রোড ট্র্যান্সপোর্ট কর্পোরেশন হওয়ার পরে কতকগুলি বাস বাদ পড়েছে এবং তাদের যে কর্ম্মচারী ছিল তাদের কর্পোরেশনে নেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—যতগুলি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে তার বেশীর ভাগ ১৯৭১এ নিযুক্ত হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে টি, আর, টি, সি, যতগুলি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে তার একটা অ্যাডভারটাইজ করা হয় নি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে এপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জ থেকে যে পদ্ধতিতে নেওয়া হয় সেই পদ্ধতিতে নেওয়া হয়েছে বলে আমরা জানি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে চাকুরীর অ্যাডভারটাইজমেন্ট কি উঠে গেছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোন কোন সময় অ্যাডভারটাইজ করার সময় থাকে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৬।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৬।

প্রশ্ন

ক) কৈলাসহর-ধর্ম্মনগর, ধর্ম্মনগর-কৈলাসহর রুটে মালিক বা ড্রাইভারদের এসোশিয়েশান দ্বারা পরিচালি জীপ, ট্যাকসি সার্ভিস চালু আছে কিনা ?

উত্তর

ক) জীপ, ট্যাক্সি সার্ভিস কৈলাশহর ধর্ম্মনগর রুটে চালু আছে। কিন্তু তা কোন এসোসিয়েশান দ্বারা পরিচালিত নহে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি কতজন প্যাসেঞ্জার নিয়ে তারা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায় এবং কত ভাড়া নেয় জীপে এবং ধর্মনগর থেকে কৈলাসহর পর্য্যন্ত ট্যাকসীতে তারা কত ভাড়া নেয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, নিয়মটা একই রকম—৪৫ পয়সা কিলোমিটার।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এই যে সার্ভিসটা চালু আছে, তারা প্রত্যেকটা সার্ভিসের সংগে সংগে চালান দিয়ে কতজন প্যাজেঞ্জার এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নেয়, সেটা তারা রেকর্ডভুক্ত করে এবং এই চালানে জীপে ৭ মাইল রাস্তা ৩ টাকা করে ভাড়া নেয়। তার মানে ৩...৭— ২১ টাকা তারা নিয়ে চালু করেছেন। তারা এই জিনিষটা দেখেছেন কিনা যে এই হারে এই সার্ভিস চালু হচ্ছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে গভর্ণমেন্টের কাছে কোন কমপ্লেন না থাকায় এটা দেখা হয় নি। যেহেতু মাননীয় সদস্য বলেছেন এটা অনুসন্ধান করে দেখা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে ভাড়া কমানোর জন্য অনেক রুটে আন্দোলন পর্যন্ত হয়েছে, গাড়ী বন্ধ পর্যন্ত হয়েছে। তারপরও যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে নজরে আনতে হবে, তাহলে এটা দুঃখের কথা। ৫ মাইল জায়গার জন্য এক টাকা ভাড়া নিচ্ছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা আইন বিরুদ্ধ হচ্ছে এবং তার জন্য কেসও করা হচ্ছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—এই যে সার্ভিস তারা চালু রাখছেন তাতে কেউ যদি একটা ট্যাকসি চায়, তাকে যদি একটা ট্যাক্সি রিজার্ভ করতে হয় এই রুটের জন্য তাহলে তাকে ২৮ টাকা দিতে হবে ৭ জন প্যাসেঞ্জারের জন্য। জীপের বেলায় তারতম্য আছে, সামনে যাবে পেছনে যাবে। আর ট্যাকসি যদি যায় তাহলে তারা ২৮ টাকা দাবী করে এবং ২৮ টাকা না হলে তারা যাবে না, এটা প্রকাশে চলছে। এটা অনুসন্ধান করে দেখবেন কিনা, আমি নিজে সেখানে গিয়েছিলাম। এরপর অভিযোগ না করে অ্যাসেম্বলীতে এনেছি। আমি নিজে ২৪ টাকা পর্যন্ত দিতে চেয়েছিলাম। শুধু এটা রেকর্ড করবার জন্য আমি ২৮ টাকা দিয়ে যাই নি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা দেখবেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি যখন অভিযোগ করেছেন তখন নিশ্চয়ই দেখা হবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বলেছেন ৪৫ পয়সা কিলোমিটার ভাড়া নিচ্ছে, এই ব্যাপারে যে রুলস আছে সেটা প্রত্যেক সাব-ডিভিশন্যাল অফিসারদের আবার একটা সার্কুলার দিয়ে জানিয়ে দেবেন কিনা ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কথা আগেই বলেছি যে প্রত্যেক সাব-ডিভিশনে প্রত্যেক লোকেরই এটা জানা আছে যে ৪৫ পয়সা করে দিতে হবে। এর জন্য কেসও হচ্ছে। কেস যদি না হত তাহলে আমরা জানিয়ে দিতাম।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—তাহলে কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন যে ৪৫ পয়সা নিচ্ছে এরকম কয়েকটা কেস সাব-ডিভিশনেল অফিসারদের কাছে গেছে ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা সম্পূর্ণ জানা।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ৪৫ পয়সা কিলোমিটার করে সারা ত্রিপুরায় কয়টি রুটে ট্যাক্সি বা জীপ চালানো হয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যেখানে যেখানে এই রুলস ভায়লেট করা হচ্ছে সেখানে সেখানে কেইস ধরা হচ্ছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে বেশী ভাড়া নিলে কেইস ধরা হয়, ৪৫ পয়সার বেশী নিলে কেইস ধরা হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যে কেইসগুলি হয়েছে সেগুলি একটাও বেশী পয়সা নেওয়ার জন্য নয়—সেগুলি হচ্ছে ৫ জনের জায়গায় ৭ জন নেওয়ার জন্য, ওভার লোড নেওয়ার জন্য।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বেশী ভাড়ার জন্য কোন প্যাসেঞ্জার কোন কম্‌প্লেন করেন নাই যে আমার কাছ থেকে বেশী ভাড়া আদায় করা হয়েছে... (গণ্ডগোল)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমাকে গাড়ী করে দেবেন—আমি যদি কোন জায়গায় যেতে চাই ৪৫ পয়সা রেটে—যে রেট আছে সেই রেটে আমি গাড়ী চাই আমাকে গাড়ী দেবেন... (গণ্ডগোল)...

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, মাননীয় বিধান সভার সদস্যের উদবেগটা আমি বুঝতে পারি—যেহেতু তারা ভুক্তভোগী সেজন্য নুতন ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বলা হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি, এই রুলস পরিবর্ত্তন করার চেষ্টা করছি যাতে এটা বন্ধ করা যায়।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি গত জুলাই থেকে এই সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট তিনটি অভিযোগ এসেছিল এবং এই কয় মাসে এই সমস্ত কেইসগুলির কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন—ট্যাকসীর এই ভাড়া সম্পর্কে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রেট সম্পর্কে এখনও কোন কিছু করা হয়নি। কনসিডারেশানে যেটি আছে সেটি হল যদি কেউ বেশী নেয় তাদের ওভার লোড কেইস দেওয়া হয়। এখন বেশী ভাড়া দেওয়া হচ্ছে এই হাউসে যখন বলা হচ্ছে তখন নিশ্চয়ই দেখা হবে। যদিও আমাদের কাছে এখনও কোন কমপ্লেন পাব্লিকের কাছ থেকে আসেনি যে আমার কাছ থেকে বেশী ভাড়া নেওয়া হয়েছে... (গণ্ডগোল)...

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—অনেক ট্যাক্সী বাড়ীতে বসে থাকে তাদের ডাকুন গাড়ী চালু করার জন্য—এটা আমার সাজেশান।

Mr Speaker :—Is it your suggestion ? Next bussiness of the House is general discussion on Budget Estimates for 1973—74, Now, before general discussion begins I request Chief Whip of both the Rulling & Opposition Parties to give me the list of names of the Members who would like to participate in the discussion so that I may allot time for each of the Members.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার আপনি একজনকে দিয়ে আরম্ভ করুন, পরে আমরা নাম দিচ্ছি।

Mr. Speaker :—Now, I request Shri Nripendra Chakraborty, Leader of Opposition to open General Discussion for Budget Estimate for 1973-74.

Shri Nripendra Chakraborty :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেট পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, এটা হচ্ছে এডভান্স এ্যাকশান ফর ফিফত প্ল্যান। আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যা ১৯৭৪ সাল থেকে সুরু হচ্ছে তার এটা হচ্ছে এডভান্স একশান অর্থাৎ আগে থেকে আমরা কিছু কাজ সুরু করে দিয়েছি। কাজেই আমাদের বুঝতে হবে যে বাজেটটি আইসোলেশান তৈরী করা হয়নি, এই বাজেটটা linked up with the Central Government policy. যে পলিসি নির্দ্ধারণ করেছেন প্ল্যানিং কমিশান মারফত। এবং মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই প্ল্যানিং কমিশান কি করতে চাইছেন সেই কথা—এপ্রোচ টু ফিফত প্ল্যান ১৯৭৪—৭৯ সাল পর্য্যন্ত যেটি প্ল্যানিং কমিশান চান ১৯৭৩তে প্রকাশ করেছেন সেই এপ্রোচটা, যদি আমরা দেখি তাহলে বুঝতে পারব আমার কি করতে চাইছি—কি কারণে টাকাটা বরাদ্দ করেছি, আমাদের টার্গেট কি, আমাদের অবজেক্টিভ কি, আমাদের এইম কি সেই জিনিষটা বুঝতে হবে সেই হিসাবে আমাদের কাজ কি। সেখানে এই ডকুমেন্টে বলা হয়েছে দুটি মূল—key aim দুইটি, একটি হচ্ছে removal of property within a reasonable period of time আর একটি সেল্‌ফ রিলায়েন্স। আমাদের লক্ষ্য দুইটি, একটি হচ্ছে গরীবি হটানো একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, একটা যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে আর দ্বিতীয় হচ্ছে দেশকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা। আমরা যদি দেখি এই যে এপ্রোচটা এটা দেখলে প্রথমতঃ আমাদের বুঝতে হবে সেল্‌ফ রিলায়েন্স—আত্মনির্ভরশীল করার পক্ষে দেশ অগ্রসর হচ্ছে কিনা। গত ২৫ বছরে এখানকার সরকার যে রাস্তায় আমাদের দেশকে নিয়ে যাচ্ছে তাতে আমরা কতখানি আত্মনির্ভরশীল হচ্ছি এবং আগামী ৫ বছরে আমরা আত্মনির্ভরশীলতার পথে আমরা যেতে পারব কিনা। প্রথমতঃ আমাদের বলা হয়েছিল সবুজ বিপ্লব হয়েছে আমরা আত্মনির্ভরশীল হতে পারব। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এখন আর কেন্দ্রীয় সরকার সেই কথা বলছেন না। কারণ খাদ্যেও আমাদের এখন ঘাটতি এবং বিদেশ থেকে খাদ্য আনতে হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা আমাদের ঋণ এবং সেই ঋণ পরিশোধ করার জন্য যেটি আমরা দেখাছ মিড টার্ম এপ্রাইজেলের মধ্যে—প্ল্যানে সাড়ে তিন কোটি টাকা সুদের জন্য আমাদের খরচ করতে হয় বছরে। এবং তারপর আমরা দেখি ফরেন কলাবরেশান বারছে না কমছে। কি দেখছি বিভিন্ন যারা ধনিক গোষ্ঠি আছে আমাদের সংগে এখানে একত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে—সেইদিকে বাড়ছে না কমছে। যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব

যে সমস্ত জিনিষপত্র পাঠাচ্ছেন বিদেশ থেকে তারা—সেই সমস্ত পার্টসএর জন্য আমাদের তাদের উপর নির্ভর করতে হয় সেইজন্য করেন কলাবরেশান আমাদের নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এমন কি এই কথা হয়েছে কোন কোন দেশের সংগে—অর্থাৎ তাদের দেশের সংগে আমাদের দেশের বাজেট যুক্ত দেওয়া—যাতে যা করা হয়নি তারজন্য তাদের দেশের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা বেড়ে যাবে। এবং তারপর দেখছি শুধু পার্টসএর জন্য মেশিনারীর জন্য নয়। আমাদের দেশে যে সার তৈরী হবে সেই সারের জন্যও আমরা জাপানকে ৫টি সার কারখানা টেষ্ট করার জন্য বলেছি। এই সমস্ত দিক থেকে এই ফিফ্‌থ প্ল্যানে আমরা দেখছি তিন হাজার কোটি টাকা আমাদের বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে। এই টাকা দেবে কে—টাকা দেবে আমেরিকা, টাকা দেবে পশ্চিম জার্মানী, টাকা দেবে জাপান এবং অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশ। এতে নির্ভরশীলতা আমাদের কমছে, কমবে? আমরা নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারব? এই টাকা দিয়ে সম্ভবত আমাদের ঋণ পরিশোধ করতে লাগবে। এবং আবার আমাদের নূতন করে ঋণ করতে হবে এই কারণে আমরা দেখছি যে সম্ভবত এখানকার শাসকগোষ্ঠী সি, আই, এ, সি, আই, এ বলে চিৎকার করছেন। আমরা জানি সি, আই, এ আমাদের দেশের যথেষ্ট ক্ষতি করছে। কিন্তু আজকে সেই কথা বলেন না কারণ আমেরিকা থেকে টাকা পেতে হবে এবং সেই টাকা পাওয়ার জন্য তাদের সুর নরম হয়ে গিয়েছে। কারণ ও বেগার কেনট বি চুজার। কারণ যারা ভিক্ষা করে তাদের মুখে লম্বা কথা সাজে না। মাননীয় স্পীকার, আমরা দেখি এই যে সেল্‌ফ রিলায়েন্‌স-এর কথা বলা হয়েছে এই কথা বলে এক্‌সপোর্ট ড্রাইভ চাওয়া হচ্ছে। আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়াতে হবে—এমন কথা বলা হয়েছে যে শতকরা ৬০ পার্সেন্ট আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়াতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়ানোর অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে সস্তায় মাল তৈরী করতে হবে নইলে আমরা বিদেশে বাজার পাব কি করে? সস্তায় মাল তৈরী করার অর্থ কি আমাদের এখানকার শ্রমিক কর্ম্মচারী তাদের বেতন কমাতে হবে। অন্ততঃ পক্ষে তাদের ফ্রীজড করে রাখতে হবে যাতে তাদের বেতন না বাড়াতে পারে। তার অর্থ কি অর্থ হচ্ছে যাতে করে আমাদের এখানে মিকানাইজেশান হয় যাতে অটোমেশান হয় যাতে অল্প শ্রমিক নিয়ে বেশী মাল তৈরী করতে পারি। এই সমস্ত জিনিষ—যেগুলি আমাদের দেশের গরীব জনসাধারণের উপর আক্রমণ হয়ে দাঁড়াবে। এতে বেকার সমস্যাকে বৃদ্ধি করার আরও পথ করে নেওয়া হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই আশা করা হথা আজ আমরা দেখছি যে আমাদের ট্রেডিশানেল মার্কেট যেটি ইউরোপিয়ান মার্কেট সেই মার্কেট আজকে চলে যাচ্ছে হাত থেকে। কাজেই আমরা দেখছি আত্মনির্ভরশীলতার যে কথা আমাদের প্ল্যানে করা হয়েছে সেই নির্ভরশীলতার পথে অগ্রসর হতে পারব না। আমাদের বৈদেশিক নির্ভরশীলতা বাড়বে। দ্বিতীয় হচ্ছে রিমুভেল অব প্রপার্টি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে বলা হয়েছে একটা মিনিমাম লেভেল অব কনজাম্পশান—মানুষ কি খরচ করে সেটি দেখে বুঝা যায় কোন লোক গরীব। আজকে বলা হচ্ছে শতকরা ৩০ পার্সেন্ট মানুষ মাসে ২০ টাকা বা তার চেয়ে কম খরচ করে। সেই হিসাব কোন সময়ের ১৯৬০-৬১ সালের—যখন টাকা দর ছিল সেই দরে।

আজকে যদি আমরা বলি ২০ টাকায় একজন লোক খেতে পারে এক মাস? ১২ আনায় একদিন যাবে? জানতো যে কোন জায়গাতে। কাজেই আজকে এই হিসাব ৩০ নয়, এই হিসাব হবে ৬০ ভাগ, কারণ ২০ টাকার দাম হয়েছে ১০ টাকা। কাজেই আমাদের হিসাব মতে আমরা দেখছি শতকরা ৬০ ভাগ হচ্ছে বিলো উপবাস। মাননীয় স্পীকার স্যার, পশ্চিমবঙ্গের হিসাবে দেখা গেছে শতকরা ৭০ ভাগ—আমি যেটা বলেছি গড়পরতা শতকরা ৬০ ভাগ সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ৬০ ভাগ নয়, সেটা হচ্ছে শতকরা ৭০ ভাগ। সেখানে বলা হয়েছে এই গরীব মানুষগুলির জন্য আমাদের কিছু করতে হবে এবং তার জন্য ফিফথ প্ল্যান করেছে সেই প্ল্যানে দুইটি ফ্যাক্টার আমাদের দেখতে হবে, একটা হচ্ছে উৎপাদন বাড়াতে হবে, আরেকটা হবে মানুষের উৎপাদন কমাতে হবে—জিনিষের উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং মানুষের উৎপাদন কমাবার জন্য ৫৬০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে—ফেমিলি প্ল্যানিং-এর জন্য ৫৬০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট রেখেছেন, যে টাকা ফেমিলি প্ল্যানিং-এর জন্য আগের বার রাখা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক টাকা বাড়ানো হয়েছে এবং ৫৬০ কোটি টাকা এই জনা রাখা হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি বলি যে দেশের রি-ডিষ্ট্রিবিউশান অব নেশানাল ইনকাম আমাদের জাতীয় আয় পুনর্বন্টনের প্রস্তাব আছে কিনা, এই এ্যাপ্রোচের মধ্যে, কোন জায়গায় এই প্রস্তাব দেখছি না। কেন একথা বলছি আমাদের দেশের শতকরা ৭০ ভাগ হচ্ছে কৃষক, তাদের উৎপাদন যদি বাড়াতে হয়, তার প্রধান যে যন্ত্র সেটা হচ্ছে জমি, সেই জমির শতকরা ৪০ ভাগ পাঁচ ভাগ লোকের হাতে, আমি যদি বলি আর শতকরা ৪০ ভাগ লোকের হাতে কত জমি? শতকরা ১৩/১৪ ভাগ জমি হচ্ছে শতকরা ৪০ ভাগ লোকের হাতে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে কি প্রস্তাব করা হয়েছে যে না এই জমি যারা চাষ করে না, তাদের হাত থেকে নিয়ে নেব এবং প্রকৃত চাষীর হাতে জমি দেব, এই প্রস্তাব এই এ্যাপ্রোচে নেই। কারণ ২৫ বছর তাঁরা প্রস্তাব করে, অথবা আইন করে অথবা সিলিং করে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে তারা চেষ্টা করে দেখেছেন, ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এটা কার্যকরা করা যাচ্ছে না। কারণ টাকা যেখানে আছে, জমি সেখানে চলে যাবে স্রোতের মুখে যেমন বাঁধ দিয়ে রাখা যায় না, বাঁধের উপর দিয়ে জল চলে যায়, নয়তো বাঁধ ভেঙ্গে যায়, তেমনি ধনতন্ত্র যেখানে রয়েছে, সেখানে লগ্নির জন্য খোঁজে বেড়াচ্ছে, লগ্নির সুযোগ নেই। সেখানে কলে কারখানায় অচল অবস্থা হয়ে আসছে। সেখানে বেশীর ভাগ টাকা জমিতে চলে যাবে এবং টাকাওয়ালা লোকেদের হাতে জমি চলে যাবে, তাকে বাধা দেবার ক্ষমতা বা পলিসী এই প্ল্যানের মধ্যে নেই। কাজেই আমি দেখছি অল্প খরচ করার কথা বলা হয়েছে, কাদের বলেছেন একেবারে যারা নীচের তলার মানুষ, যাদের জন্য চোখের জল তাঁদের পড়ে, তাদের জন্য বলা হয়েছে, কিন্তু সত্যি সত্যি তাদের আয়'এর পথ যাতে বাড়াতে পারে তার পথ এর মধ্যে কোন জায়গায় নাই। বরঞ্চ কি বলা হয়েছে? বলা হয়েছে সেক্রেফাইস করতে হবে, কাকে? কোটি কোটি টাকার যে মালিক তাকে? না সবাইকে। মাননায় স্পীকার স্যার, কয়েকদিন আগে একটা পত্রিকায় আমি দেখেছিলাম যেখানে বলা হয়েছিল, সরকারী কর্ম্মচারী, শিক্ষক যারা আন্দোলন করেছে, তারা দেশের শত্রু, একথা বলার কারণ গরীবরা খেতে পাচ্ছে না, ওরাতো

খেতে পাচ্ছে। আমি দেখেছি এই হাউসে কোন কোন সময়ে বলা হয় যে কর্মচারীরা ওভার টাইম নিচ্ছে কেন, তারা এক্‌সটেনশান নেবে কেন? আক্রমণ হচ্ছে গরীবের উপর, গরীবের নাম করে আমরা যারা অন্ততঃ একবেলা খেতে পারি, তাদের উপর আক্রমণ করছে। আর ঐ ৭০টি পরিবার যারা কোটি কোটি টাকা করেছে, তাদের জন্য ভলান্টারী সেক্রেফাইস—সেটা কি তারা আইন করে করবেন? গান্ধীজী যে বলেছেন যে হৃদয় পরিবর্ত্তন করতে হবে। কোথায় এই প্ল্যান এ্যাপ্রোচে তো বলা হয়নি যে ওয়ান পারসেন্টের বেশী মুনাফা কেউ করতে পারবেনা. এখানে কি এই রকম কোন প্রস্তাব দেখেছেন? কোন আইন, যে কোন মালিক ওয়ান পারসেন্টের বেশী মুনাফা করতে পারবে না? তা নেই। সেক্রেফাইস করতে বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি। কি করা হবে। দুইটি বেসিক টাইপ ফিফথ প্ল্যানে আছে কি কি? ওয়েজ এম্‌পলয়মেন্ট এবং সেলফ এম্‌পলয়মেন্ট। একটা হচ্ছে বেতন দিয়ে চাকুরী দেওয়া, আরেকটা হচ্ছে নিজের পায়ে অর্থাৎ আমার পায়ের উপর দাঁড়িয়ে যাতে জীবন ধারণ করতে পারি এবং সেইদিক থেকে এ্যাপ্রোচে বলা হয়েছে total wage employment will fall short for the estimated increase in the labour force—অর্থ কি হল—যে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে চাকুরী করার মত মানুষ যত বাড়বে তার তুলনায় চাকুরী কম হবে। আমাদের কাঁধের কত বেকার'এর বুঁজা আছে? কোটী কোটী, সেই বুঁজা আরও বাড়বে, কিন্তু চাকুরী তার তুলনায় কম হবে। তারপর বলেছেন কাদের চাকুরী হবে? শিক্ষিত বেকারদের কথা বলেছেন, ডাক্তারদের হতে পারে, ইঞ্জিনীয়ারের হতে পারে, টেকনিক্যাল ম্যানের হতে পারে কিন্তু যারা জেনারেল এডুকেশান পাচ্ছেন, বলেছেন তাদের জন্য বিশেষ কিছু করতে পারবেন না। তার অর্থ কি? তার অর্থ হচ্ছে শিক্ষার উপর আঘাত আসছে, তাহলে প্ল্যান এপ্রোচে কেন খরচ করা হচ্ছে। তাহলে বলুন যে আমাদের কলেজ হবেনা, ইউনিভারসিটি হবে না, আমাদের হাই স্কুল হবে না। এই প্ল্যানে পরিষ্কার বলা হয়েছে সেই সমস্ত শিক্ষা আমরা দেব না, কারণ আমরা চাকুরী দিতে পারব না এবং তারপর বলা হয়েছে গ্রামাঞ্চলে নন-ট্রান্‌সফার অব লেবার ফোর্স—এগ্রিক্যালচার রুলড আউট। গ্রামে একজন ভূমিহীন কৃষক কয়দিন কাজ পায়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে বলা হয়েছে অর্থ মন্ত্রীর বক্তৃতায়। যে ৪ লক্ষ্যএর দেওয়া হয়েছে, চার লক্ষ লোকতো কিছুই নয় আমার ত্রিপুরা রাজ্যে, দৈনিক এক দিন করে কাজ পেয়েছে। এক বছরের মধ্যে খেত মজুররা, কৃষি মজুররা দেখুন তিন শ' দিন থেকে পোণে দুইশ' দিন কাজ পায়। সেই গ্রামীন বেকারদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে আমরা কৃষি থেকে এনে অন্যত্র চাকুরী দিতে পারব তাদের সেই ভরসা আমরা দিতে পারছি না। গরীবী হটাচ্ছেন। শিক্ষিত বেকারদের বলেছেন তোমাদের আমরা চাকুরী দিতে পারব না, গ্রামের কৃষি, শ্রমিকদের বলেছেন তোমাদের জন্য কিছু করতে পারব না, তোমাদের আমরা কাজ দিতে পারবনা। একথা কেন বলা হল না যে আমরা আইন করে দিচ্ছি, তোমাদের আইনগত অধিকার আছে যে তোমাদের কাজ দিতে হবে, আর যদি কাজ দিতে না পারি, তাহলে তোমাদের বাঁচাবার ব্যবস্থা করব। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সমাজতন্ত্রের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

আমেরিকার আছে, পশ্চিম জার্মানিতে আছে বিলেতে আছে, যে তোমাদের যদি কাজ না দিতে পারি তাহলে তোমাদের গুণ্ডামি করে, রাহাজানি করে খেতে হবে না, ভদ্রভাবে সে একবেলা খেয়ে বাঁচতে পারবে, কিন্তু এখানে সেকথা কি কোন জায়গায় আছে, সেই আইন কি কোন জায়গায় আছে? মাননীয় স্পীকার, স্যার, কি করে মবিলাইজ করবেন এই ৫১ কোটি টাকা? প্রথমে বলা হয়েছে টেকসেশান ৬ হাজার ৬ শত কোটি টাকা এই ট্যাক্স কিসের উপর? বড় লোকদের উপর? তা-তো নয়। বড়লোকদের উপর ১৯ পার্সেন্ট ট্যাকস ধরা হয়েছে অর্থাত্ ডিরেক্ট ট্যাকস, আর বাকীটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স, জিনিষ পত্রের উপর। হিসাব করে দেখা গেছে এক কে, জি, চিনির শতকরা ৭৫ ভাগ ট্যাকস আর ২৫ ভাগ হচ্ছে আখের দাম। আর ৭৫ ভাগ হচ্ছে মালিকদের মুনাফা আর ট্যাকস। এই ট্যাকেসর জন্য জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে। ট্যাক্সতো চলবে না, ডেফিশিট ফিনান্স, আমাকে বাজেটে ঘাটতি পূরণের জন্য ট্যাক্স বসালে আন পপুলার হতে হয়, জনসাধারণ ভোট দেবে না আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কথা নয়, অন্যান্য বড় বড় রাজ্যগুলিতেও দেখবেন যে ট্যাক্স বসাতে চান না, কিন্তু টাকা কোথা থেকে আসে, টাকা আসে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে, কেন্দ্রীয় সরকার কোথায় টাকা পান, নোট ছেঁপে তারা রাজ্যগুলিকে টাকা দিচ্ছেন এবং সেই নোট ছাঁপার বহর আমি এখানে আলোচনা করতে যাচ্ছি না, সেই নোট ছাঁপার ফলে সাড়ে সাত হাজার ব্ল্যাক মানী বাজারে চালু আছে, ব্যাংকে জমা হয় না, ব্যাংকে সেই টাকা জমা না হয়ে হাতে হাতে ঘুরে, তার জন্য জিনিষপত্রের দাম আরও বাড়ায়, তার ফলে আজকে এই বাজেটে যে বড় বড় অংক রাখা হয়েছে, সেগুলি জলের মত ছোট্ট হয়ে যাবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার গত এক বছরে বার পারসেন্ট জিনিষের দাম বেড়েছে সরকারী হিসাবে গড়পরতা। আর এই পাঁচ বছরে কত পারসেন্ট বাড়বে ৫ × ১২—৬০ বাড়বে। আজকে যেখানে ৫১ হাজার কোটি টাকা বলেছেন, সেই প্ল্যান যদি সাকসেসফুল করতে হয়, তাহলে আমার লাগবে ৮০ কোটি টাকা, নতুবা বরবাদ হয়ে যাবে। আমাদের যে ইনফ্ল্যাশান, তার ফলে সেটা কমানো যাবে না। আমরা দেখছি জিনিষপত্রের দাম বাড়াবার জন্য সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন তার মধ্যে বলা হয়েছে কম্‌পলসারী প্রকিউরমেন্টের কথা। খাদ্যের দাম কমানোর দিক থেকে তার সমস্ত বাকী খাদ্য নেওয়া হবে না। সেগুলি প্রকিউর করা হচ্ছে। কাজেই যে সমস্ত করা হচ্ছে দাম কমানোর জন্য তা একটাও টিকবে না এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বাজেটের মধ্যে বলুন বা প্লেনের মধ্যে বলুন যেটা চালু করা হচ্ছে যেটা এইবারকার পার্লিয়ামেন্টে সরকার স্বীকার করেছেন যে আমাদের মধ্যে যে গরীব অংশ তাদের আয় কমছে এবং যারা ধনী শ্রেণী যারা কলকারখানার মালিক সে পারসেন্টটা আজ সব কিছু পাচ্ছে এবং গত ১০ বছরের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ সম্পত্তি তাদের বেড়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে ত্রিপুরার চিত্রকে তুলে ধরছি যে এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সে বাজেটটা কি, এইটা একটা কারবন কপি। যা আগে ছিল ঠিক তাই। এমন কি হেডেও কমে নি। আমার ঠিক মনে আছে, আমি দেখতে দেখতে ভেবেছিলাম, এর আগে একটা কথা বলা হয়েছিল যে আমরা কন্টিজেন্ট মানি রাখবেন না, ফেমিন মানি রাখবো। তখন খুব গরম গরম বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল যে ফেমিন মানি কি করে রাখবো। গণতান্ত্রিক দেশ

আমাদের এখানে গরীব হঠানোর দেশ এখানে দুর্ভিক্ষ হবে এই কথা ধরে আমরা একটা কাণ্ড রাখবো। আমি দেখলাম যেমিন রাখা হয়েছে ঠিক গতানুগতিকভাবে। নবডি অ্যাপ্লাইড হিজ মাইণ্ড এবং মাইণ্ড অ্যাপ্লাই করার কিছু নেই। কারণ কেন্দ্র থেকে যে লাইন দেওয়া হয়েছে সে লাইনকে যে মানতেই হয় তাহলে কি বাজেট এখানে দরকার সেই বাজেট এখানে করা হয়েছে এবং বক্তৃতাগুলিও ঠিক সেই রকম। কেন্দ্র বলেছেন যে ভগবানকে খুন করেছো-ভগবান যদি জন্মাত তাহলে আমাদের দিন ভাল হয়ে যাবে। এখানেও দেখা যাচ্ছে যে আমাদের অর্থমন্ত্রী ভগবানকে খুন করে বসে আছেন যদি ভগবান বৃষ্টি দেন, জল দেন এবং পরে আমাদের সমস্ত কিছু ভাল হয়ে যাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু কি আমরা এই কথাই বলব যে ভগবান আমাদের জন্য দায়ী। আমরা নিজেরা কিছু না করে, গত ২৫ বছর আমরা কি করেছি তার দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে কি দেখবো? ত্রিপুরার যদি আমরা দেখি ডিষ্ট্রিবিউশন অব ইনকাম তাহলে আমরা কি দেখতে পাই, এগ্রিকালচার শতকরা ৭৪·৭ পার্সেণ্ট এ্যাকসট্রা ট্যাক্স জিনিষপত্র ইণ্ডাষ্ট্রি, মার্কেটিং ইত্যাদিতে শতকরা ১·৯ জন লোক তার উপর জীবন ধারণ করে, ট্রেড অ্যাণ্ড কমার্সে শতকরা ৪·২, আদার সোর্সেস ১০·৯ পারসেন্ট এর থেকে কি আমরা দেখতে পাই। শতকরা প্রায় ৭৫ জন লোক ত্রিপুরা রাজ্যে তারা কৃষির উপর নির্ভরশীল। তার অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে তারা কৃষি কোথায় করে সেইটা একটু দেখি, কত জমি তাদের আছে। ত্রিপুরায় শতকরা ২২ পারসেণ্ট জমি চাষে, আণ্ডার ক্রপ, ফসল হয় শতকরা ৪ ভাগ জমিতে, ২২ পারসেণ্ট জমিতে ফসল হয়। বাকী জমি এখনও কালটিভেশনে আসে নি। শতকরা ২২ ভাগ জমিতে শতকরা ৭৫ জন কৃষি করে। এইটা কি কল্পনা করা যায়। এই রাজ্যে গরীব হবে না কেন? এবার যদি আমি দেখতাম যে বাজেটে টারগেট করা হয়েছে শতকরা ২২ ভাগ নয়, শতকরা ৫০ ভাগ জমি চাষে আনা হবে এবং যাদের জমি নেই তাদেরকে আমরা এই জমিটা দেব। এই রকম কোন টারগেট সেখানে আছে? না নেই, সেখানে কোন বক্তব্য নেই। এবং এই সম্পর্কে যদি আমরা দেখি কৃষকরার হাতে কত জমি আছে সরকারী তথ্যে, মাননীয় স্পীকার স্যার, রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্ট যা দিয়েছে এই বিধান সভার সামনে তাতে দেখা যায় যে ২ একর বা তার কম জমি এই রকম কৃষি আয়তনের সংখ্যা শতকরা ৭০ পারসেন্ট। ৫ খানি বা তার কম শতকরা ৭০ জন। আমরা কি বলতে পেরেছি যে ৫ খানি জমিতে আমরা ১০ খানি করে দেব বা যাদের ১ খানি আছে যাদের নেই তাদেরকে অন্তত ৫ খানি করে দেব। এই আগামী বছরের মধ্যে আমরা একটা টারগেট নিলাম তা আমরা করি নি। কেন করি নি? আমরা জানি যে আমরা ভূমি সংস্কার আইন পাশ করেছি বটে ১৯৬০ সালে কিন্তু গত ১০/১২ বছরে আমাদের আইন অনুসারে সিলিংএর উপরে ১ খানি জমি আমরা দিতে পারি নি, একজন কৃষককেও না, একজন ভূমিহীন কৃষককেও না। আমাদের অ্যালটমেন্ট রোলসে আছে যে ভূমিকে এবং সেই ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে যারা তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতি তাদেরকে দিতে হবে। আমরা কি তা করেছি? আমি এখন বক্তৃতায় আলোচনা করবো না, মাননীয় স্পীকার স্যার, ল্যাণ্ড রিফরমস্ অ্যাক্টের উপরে, কিন্তু অ্যালটমেন্ট রোলস, আমাদের জমি কিভাবে সরকারী খাস জমি দেওয়া হয়েছে এই আগরতলা শহরে। আমি নাম করি শ্রীপ্রফুল্ল

কুমার দাস। খাস জমি পেয়েছেন, ইস্কুলের জন্যে ইস্কুলের যে জমি, প্রকৃত জমি সেই তাকে দেওয়া হয়েছে, কারণ তিনি তো ভূমিহীন। তিনি ছিলেন ভূমিহীন মন্ত্রী তাকে কিছু জমি তো দেওয়া দরকার। অফিসারদের কথা বলবো? শ্রীনরেশ ভট্টাচার্য্য, এখন তিনি এখানে নেই কিন্তু—

মিঃ স্পীকার :— যিনি এখানে নেই তার নাম এখানে এই হাউসে বলা উচিত নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আমি বলতে পারি। ১০৫ নং ধারাতে আমাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আমাকে বলতেই হবে এই কথা। এখানে ডকুমেণ্ট আছে, তাকে জমি দেওয়া হয়েছে সেই কথা বলতে পারবো না? শ্রীনরেশ ভট্টাচার্য্যকে যে জমি দেওয়া হয়েছে, সেই জমির নং. কোনখানে সেই জমি সকলেই বলতে পারি। শুধু কি তিনি? তাঁর ছেলেকে দেন নি? তার ছেলের নাম মৃণাল ভট্টাচার্য্য তার নামে জমি নেন নি? তাদের উদয়পুরে জমি নেই? এ্যালটমেণ্ট রুলসে অফিসাররা জমি পাক, এ্যালটমেণ্ট রুলসে মন্ত্রীরা জমি পাক, তার ছেলে পাক, তার ছেলে ক্লাশ এ্যাইটে পড়ে। কাজেই তার ছেলের নামে জমি দরকার মাননীয় স্পীকার স্যার, কৈলাসহরের এক এম, এল, এ। তার ভাইয়ের নামে ১০০ কানি জমির জন্য দরখাস্ত করা হলো যে আমার ভাইয়ের নামে ১০০ কানি জমি দিতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের এ্যালটমেণ্ট রুলস। আমি দেখেছি যে যারা খাস জমিতে ছিল তাদেরকে উচ্ছেদ করে এই শহরের উকিলবাবুদের, এই শহরের বড়বাবুদের, কণ্ট্রাক্টর ঠিকাদারদের হাতে সমস্ত জমি চলে যাচ্ছে। এই হচ্ছে আমাদের সরকারের ভূমি নীতি, যারা গরীব হটাচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের জমির আর একটা সমস্যা আছে, আমার বাজেটের মধ্যে যদি সেই সমস্যা সমাধান যদি না থাকে তাহলে আমি বুঝবো এই বাজেট আমার এই ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যাকে তারা বুঝতে পারে নাই সেইটা হচ্ছে ট্রাইবেল রিজার্ভ। মহারাজার যে একটা ট্রাইবেল রিজার্ভ ছিল সেখানে অনেক জমি চলে যাচ্ছে, সেখানে অনেক জমিতে নন্-ট্রাইবেল ঢুকে পড়ছে। আমি সেই ট্রাইবেল রিজার্ভ মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভকে বাতিল করার কথা কিন্তু ট্রাইবেল এলাকা তো আছে, সংলগ্ন ট্রাইবেল এলাকা আছে, সংলগ্ন ট্রাইবেল এলাকা সম্বন্ধে ভারতসরকারের যে নীতি আছে সেই সম্পর্কে যে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা সেই সুযোগ সুবিধা এখানে দিতে হবে। অন্য জায়গার লোক যদি পায় এখানের লোক পাবে না কেন? কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল পার্লিয়ামেণ্টে তখন উত্তরে বলে যে এই রকম এলাকা কি আছে? আমাদের জানা নেই। এই বিধানসভায় প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়েরা বলেছিলেন যে ১০টা ট্রাইবেল ব্লক, ৫টা আছে আর ৫টা প্রপোজড ট্রাইবেল ব্লক। সেই ব্লকগুলির নাম হচ্ছে অমরপুর কাঞ্চনপুর, সাব্রুম, ছামনু, ডুম্বুরনগর, কল্যানপুর, তেলিয়ামুড়া, চড়িলাম, বিলোনীয়া, ফটিকরায়। এই ১০টা প্রেজেণ্ট ট্রাইবেল ব্লক অথবা প্রপোজড ট্রাইবেল ব্লক। প্রত্যেকটায় ফিফ্টি পার্সেণ্টের উপর ট্রাইবেল আছে। মাননীয় সদস্যরা যদি দেখেন ইট ইজ কণ্টিগুয়াস এরিয়া। এটা ট্রাইবেল ডোমিনিটেড এরিয়া। আমি বলছি ট্রাইবেল এলাকা আছে। ট্রাইবেল এলাকাকে রিজার্ভ করা দরকার। আর তা না করে ট্রাইবেলের এলাকাকে ট্রাইবেলের হাতে ছেড়ে দিতে

হবে। আমি দেখছি সেই ব্যবস্থা না করে এখানে ট্রাইবেলের পুনর্বাসনের জন্য মোটা টাকা রাখা হয়েছে। হাস্যকর ব্যাপার। গুরুপদ কলোনী। আমি সেখানে গিয়েছি। আমি সেখানে দেখেছি সাড়ে তিনশতের মত সেখানে ট্রাইবেল পুনর্বাসন হয়েছে। তার মধ্যে ৬৫ পারসেন্ট ট্রাইবেল জুমিয়া সেখানে নাই। ডেজার্ট করে চলে গেছে এবং ১৯১০ টাকা স্কীম এবং সেই গুরুপদ কলোনীতে যে দালালদের দিয়েছিল তারা অনেকে গ্রেপ্তার হয়েছে দুর্নীতির অভিযোগে। টাকার অংক? টাকার অংক দিয়ে কি হবে। সেই গুরুপদ কলোনীতে পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই। সেখানে মানুষ থাকতে পারে। সেখানে শুধু টিলা। টিলা দিয়ে তারা কি করবে যদি তাকে জমি না দেয়? ১০,০০০ টাকা তার নামে খরচ করলে কি হবে? হিসাব করলে দেখা যায় লক্ষ লক্ষ টাকা ট্রাইবেলের নামে খরচ করা হয়েছে। কিন্তু পুনর্বাসন হয় নি। যদি পুনর্বাসন হত তাহলে রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে ৫০,০০০ ট্রাইবেল থাকত। দুঃখের বিষয় ৫০,০০০ ট্রাইবেল যাদের বাড়ী নাই, ঘর নাই, যারা আজকে যাযাবর হয়ে এই এলাকা থেকে ঐ এলাকা ঘুরে বেড়াচ্ছে, যাদের আজকে কোন জীবিকার ব্যবস্থা নাই, ৫০,০০০ লোক রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, কৃষক যাদের আমরা উইকার সেকশান মনে করি তাদের জন্য বাজেটের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার যে প্ল্যান করেছেন সেই প্ল্যানের মধ্যে বলেছেন পোভারটি দূর হবে, গরীবি হঠাও টপ প্রায়রিটি বলেছেন এই টপ প্রায়রিটি এই বাজেটের মধ্যে আমি দেখছি না এবং যা বরাদ্দ করা হয়েছে, যে সমস্ত স্কীম নেওয়া হয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ইণ্ডাষ্ট্রি করা হবে। অনেকগুলি নাম দেওয়া হয়েছে কি কি হতে পারে—পাট হতে পারে, কাগজ হতে পারে ইত্যাদি বলা হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করি যে ইণ্ডাষ্ট্রি হয় কোন জায়গাতে তার একটা ইনফ্রা ষ্ট্রাকচার তো লাগে? আমি একটা হিসাব করে দেখলাম যে গত চারটা বাজেটে থার্টি পারসেন্ট মানি শুধু খরচ করেছি অনলী ফর কম্পেনসেশান। শুধু রাস্তার কম্পেনসেশানের জন্য শতকরা ৩০ ভাগ প্ল্যানের টাকা খরচ করা হয়েছে। আজকের খোয়াই এর মত জায়গায় ব্রিজ হয়নি, আজকেও কৈলাসহরের মত জায়গায় ব্রীজ হয় নি, আজকেও বহু জায়গায় ইন-একসেসিবল, দুর্গম অঞ্চল হয়ে রয়েছে। তারপর আপনারা বলেছেন ইণ্ডাষ্ট্রী হবে। আমি যদি দেখি পাওয়ার, ৫০ পয়সা এক ইউনিট পাওয়ারের দাম। আছে ভারতবর্ষের কোথাও? কেউ বলতে পারেন এবং কম্পেনসেসান কি লয়েষ্ট ইন ইণ্ডিয়া। খুব সম্ভবত দুই ইউনিট আমাদের কনজাম্পশান এবং পাওয়ারের আজকেও যা অবস্থা আমরা আজকেও আশা করতে পারিনা যে আমরা নিয়মিত পাওয়ার পাব। কারণ আপনারা দেখেছেন বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল পাওয়ার। জল ছাড়াও বিদ্যুৎ হতে পারে, কিন্তু আমাদের যদি শুধু জলের উপর নির্ভর করে দেওয়া যায় এবং জল যদি কমে আসে তাহলে সেই বিদ্যুতের উপর নির্ভর করে কোন বড় রকমের পরিকল্পনা নেওয়া যায় না। সেদিক থেকেও আমাদের দেখতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি যদি বলি আমাদের এখানে কত টাকা জমেছে? আমাদের একটা ব্যাঙ্ক অফিস। কয়টা লোকের জন্য জমা আছে? ২,৮৪,০০০ লোকের জন্য একটা ব্যাঙ্কের অফিস আছে। যেখানে অল ইণ্ডিয়া আভারেজ ৬৯,০০০। সারা ভারতবর্ষে প্রায় ৭০,০০০ লোকের জন্য একটা অফিস হয়। আর আমাদের আমানত ভারতবর্ষের

মধ্যে সবচেয়ে কম এবং যা আমানত আছে তার মধ্যে বিদেশী আমানত বেশী। আমার দেশের লোকের টাকা ব্যাঙ্কের মধ্যে খুব কম জমা হয়। এখানে ইণ্ডাষ্ট্রি হবে ছোট মাঝারী ইত্যাদি। আমি দেখছি গ্রামের তাঁত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ৪০,০০০ তাঁত আছে আমার পাহাড়ী ভাইবোনদের হাতে। সামান্য সুতোর জন্য তারা হন্যে হয়ে যাচ্ছে। এক পয়সা যদি আমি দেখতাম যে ৪০,০০০ তাঁত রক্ষা করার জন্য আমাদের পাহাড়ী ভাইবোনদের, মনিপুরি ভাইবোনদের তাঁতের জন্য লেভী দিচ্ছেন। আমি চিনির জন্য ১২,০০,০০০ টাকা লেভী দিচ্ছি। আর তাঁতের জন্য লেভী রাখতে পারি না। ১২,০০,০০০ টাকা লেভী রাখতেন, আর বলতেন যে তোমরা কিনে নাও, ফিফ্‌টি পারসেন্ট আমি সাবসিডি দিচ্ছি। সে কথা তো নাই এখানে। ২১৪ টাকা হয়েছে নমঃ নমঃ করে ঠাকুরের নৈবেদ্য দেওয়া হয়, এরকম সব জায়গায় কিছু কিছু রাখা হয়েছে। কিন্তু কোন পরিকল্পনা নাই যে কি বলতে চায়, কোন জায়গায় আণ্ডার এমপ্লয়মেন্ট আছে, কোন্‌ জায়গায় আঘাত হলে, সেটাকে বলে লিংক ইন দি চেইন, কোন জায়গায় টান দিলে আমি সবাইকে ধরে নিয়ে আসতে পারব। সেই নীচের তলার মানুষগুলোকে বুঝবার ক্ষমতা নেই ; যারা কুম্ভকার আছে সামান্য টাকার জন্য তারা চাকা কিনতে পারে না। তারা বলতে পারেন না যে যারা কুম্ভকার তারা চাকা পাবেন, আমার সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রি চলে যাচ্ছে। তার দিকে না তাকিয়ে আমি যদি মনে করি যে আমি একটা বড় শিল্প গঠন করব, এটাতো মানুষকে ঠকানো ছাড়া আর কিছুই নয়।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের এখানে একটা চা শিল্প ছিল, ৫৬টা বাগান। কেউ দেখেছে সেই বাগানের চেহারা? অনেক বাগান বন্ধ। যখন পাতি তোলা হয় তখন কাজ চলে। তারপর শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে যায়। অনেকে বাগান আইন, শ্রম আইন কিছু মানেন না এবং আমি যদি তাকাই তার প্রডাকশনের রেট ৩৮২ হচ্ছে পার একর ত্রিপুরাতে। আর আমার পাশেই আসাম ভ্যালীতে—শুধু আসাম ভ্যালী নয়, দুটো ভ্যালী একত্রিত করে ৮৮৮ কেজি পার একর। অর্থাৎ ডাবলেরও বেশী হচ্ছে আসামের প্রডাকশন এবং এই ইণ্ডাষ্ট্রিকে বাঁচানোর জন্য কেউ বলতে পারেন যে বাজেটের মধ্যে এক পয়সাও আছে? কেউ ভেবেছেন এই কথা যে আমার বাগানগুলিকে টেক অভার করবে? আমরা বাগান চালাব? মানুষকে কাজ দেওয়ার কথা বলছেন? মানুষ তো কাজ থেকে ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হচ্ছে আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রি করার ক্ষমতা। শ্রমিকের জন্য, অন্যান্য অংশের মানুষের জন্য আমরা দেখেছি যে আমাদের বাজেট বরাদ্দের মধ্যে কিছু নাই।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এর পরে যে পুলিশ বাজেটের বরাদ্দ আছে সেই সম্পর্কে আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে যেখানে জনসাধারণের জন্য কিছু করার ব্যবস্থা নাই। সেখানে সরকার নিশ্চয়ই আশা করতে পারবেন না জনসাধারণের সমর্থন তারা পাবেন। জনসাধারণের ক্রোধের সম্মুখীন হতে হবে এবং সেই জন্য পুলিশের বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। আজকে আমরা বুঝতে পারতাম—যখন পাকিস্তান ছিল তখন বুঝতাম যে আমাদের পাশে শত্রু দেশ আছে—যে একটা ঘেরাওয়ের মধ্যে রয়েছি তাই আমাদের পুলিশ বাজেটে বাড়াতে হবে—এখন মিত্র দেশ সেই মিত্র দেশের পাশে থাকছি। তবুও ২০৮ টাকা মাথাপিছু পুলিশের জন্য খরচ করতে হবে এই পুলিশ বরাদ্দের জন্য। এবং তার মধ্যে আরও বলা হয়েছে আরও নতুন নতুন বেটেলিয়ান

তৈরী করতে হবে। আর্মড পুলিশের বেটেলিয়ান তৈরী করতে হবে বলা হয়েছে মডার্ণনাইজেশান করতে হবে। বলা হয়েছে যে আমাদের এখানে যারা সি, আর, পি আছে তাদের রাখা হবে—সম্ভবত আরও বাড়বে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সব ব্যাপারে আমি দেখছি আমাদের রাজ্য হচ্ছে সবচেয়ে পিছিয়ে পরা ষ্টেট কিন্তু সি, আর, পি,র ব্যাপারে আমি দেখলাম ৪র্থ বা ৫ম স্থান অধিকার করে আছি। বড় বড় রাজ্য আছে কোটি কোটি মানুষ আছে তাদের জন্য সি,আর, পি, দরকার। ১৮টি সি, আর, পি,র ইউনিট আমাদের ত্রিপুরার জন্য আছে। আমি বুঝতাম সি, আর, পি, দিয়ে আমার বর্ডার পাহাড়া দেওয়া হচ্ছে আমারা গরু চোর বন্ধ করার জন্য—মাননীয় স্পীকার স্যার, আগেও যেমনি গরু চুরি হতো আজও তেমনি গরু চুরি হচ্ছে। আমি কয়েকদিন আগে রিপোর্ট পেলাম মোহনপুর সীমনা এলাকা থেকে গরুর মাংস পর্য্যন্ত পাঠায়। আমি জানতামনা এই রকম ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে পারে। গরুর মাংস পাচার করে বিক্রী করা হচ্ছে। কিন্তু সেখানে রয়েছে পুলিশ—গরুর মাংস কেটে চালান করা হচ্ছে—ত্রিপুরা রাজ্য থেকে। নইলে হিন্দু গরুর মাংস চালান দিতে পারে বাংলাদেশে—অভুক্ত মানুষ ক্ষুধার্ত মানুষ পাগলের মত হয়ে গিয়েছে—কল্পনা করতে পারেন কেউ—এই ঘটনা ঘটেছে। দুর্ভিক্ষের জ্বালায় মানুষ কোন কিছু বিচার করতে পারছে না এবং এই অবস্থায় আজকে দেখছি মানুষ খাদ্যের জন্য কি রকমভাবে আজকে অফিসে অফিসে আদালতে ঘুরছে সেখানে একটা পয়সাও আমরা তাদের দিতে পারছি না। আর আমরা পুলিশ, সি, আর, পি, দিয়ে রাজ্যকে ভর্তি করে রেখেছি এবং মাননীয় স্পীকার স্যার, সি, আর, পি, সম্পর্কে এই হাউসের সামনে আমি আগেও বলেছিদাস প্রথা চালু করেছেন যেখানে ক্যাম্প করেছেন--অমরপুরে আমি দেখেছি রাইমাতে আমি দেখছি--কাঞ্চনপুর দশদা আনন্দবাজারে দেখেছি—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়রা বলেছেন ইট উইল বি লুকড ইনটু। খুব চমৎকার একটা কথা—প্রায় প্রত্যেক চিঠিতে বলবেন ইট উইল বি লুকড ইনটু—মন্ত্রী বলুন অফিসার বলুন জবাব হবে লুকড ইনটু। তারপর লুকড ইনটু হয়ে কি হল তা আর জানবেন না। আনন্দবাজারে সেই দাসপ্রথা আজও চলছে। আমি সমস্ত প্রমাণ দিয়েছিলাম কি করে সেই অফিসাররা সমস্ত দাসদের নিয়ে বলা হতো তোমাকে ১০ জন লোক দিতে হবে তোমাকে ১৫ জন লোক দিতে হবে আজও সেখানে সেই প্রথা চালু আছে। ৬ মাস আগে আমি অভিযোগ দিয়েছি এক চুলও সেখানে পরিবর্ত্তন হয়নি। লুকড ইনটু—এই সরকার লকড ইনটু করবে পুলিশকে? পুলিশের উপর নির্ভর করছে সরকার পুলিশ ছাড়া তার এক মুহূর্ত্ত রাজত্ব চলে না। জনসাধারণের সামান্যতম সমর্থন যেখানে নাই সেখানে পুলিশকে তাকানো যায় না। সেজন্য সি, আর, পি,র বিরুদ্ধে অভিযোগ আসলে তদন্ত হয় না। মাননীয় স্পীকার আজকে কাগজে দেখলাম বি, এস, এফ, অত্যাচার করেছে এই আগরতলা শহরের বুকে; আমি সেদিন মোতাইয়ের কথা বলেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, একজন শিক্ষক তিনি গরু পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে গরুসহ তাকে নিয়ে এসেছে—এখানে বাংলাদেশ থেকে। সরকারী স্কুলের শিক্ষক কাগজে বেরুবে না? সেখানকার বি, এস, এফ, চটে গেলেন কারণ গরু পাচার করেছেন ধরা পড়েছে। বি, এস, এফ, এর সাহায্য ছাড়াতো হয় না। সেইজন্য বি, এস, এফ, উঠে পরে লাগলেন—কিছু গুণ্ডা তৈরী করলেন। সেখানকার হেড মাষ্টারের বাড়ীতে কাজ আছে বলে তাকে ডেকে নিয়ে গুণ্ডা দিয়ে

পিটানো হল। তার হাতের মধ্যে সূচ বসিয়ে দেওয়া হল। সেখানকার গণ্য মান্য ব্যক্তি তাদের করা হল। তাদের বলা হল তোমাদের লিখে দিতে হবে আমাদের কিছু করা হয় নাই জোর করে তাদের কাছ থেকে লিখিয়ে নেওয়া হল লিখে দিতে হল আমাদের চার্জ করা হয় নি। এই ঘটনা হয়েছে মোহাইয়ের মত জায়গা। এই সি, এস, এফ, এই বি, এম, পি, এই সি, আর, পি, দিয়ে আমাদের দেশের মানুষের উপর অত্যাচার করছে—আমার বর্ডারের গরু চুরি বন্ধ করার জন্য নয়—যারা আমাদের গণ আন্দোলনকে দমন করার জন্য তাদের জন্য ২০৬ টাকা মাথাপিছু দিতে হবে; মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য মাথা পিছু ৯০ টাকা কৃষির জন্য মাথাপিছু ১৩০ টাকা ইণ্ডাষ্ট্রির জন মাথাপিছু ৫০ টাকা আর ফেমিনের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাথা পিছু ০.৭৫ পয়সা। এই সমস্ত কাজের বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য ২ টাকা যে সরকার রূপকার তারা কিভাবে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছেন কি ভাবে তারা বেকার সৃষ্টি করছেন কিভাবে চাল আনতে ব্যর্থ হয়ে আজকে সমস্ত রেশনের দোকান সাক্সেসফুলি বন্ধ করে দিয়েছেন—কৈ ঐ সমস্ত বিজ্ঞাপনতো দেওয়া হয় না। আমি বুঝতাম যে সত্যি কথা তারা লিখছেন যে তারা কিভাবে সরকার চালাচ্ছেন তার অফিসে অফিসে কি রকম দুর্নীতি চলছে—সত্যি কথা বলার জন্য দিয়েছে। মাননীয় স্পীকার সংবাদপত্রের রেডিওর স্বাধীনতা আছে—আমাকে বলতে দেবেন আমাকে লিখতে দেবেন আপনাদের যে কাগজ আছে সেই কাগজ লিখতে দিবেন সরকার থেকে যে কাগজ বেড় হয় যে রাজ্য কি ভাবে চলছে। রেডিওতে বলতে দেবেন এই রাজ্য কিভাবে চলছে—কত লোক না খেয়ে গত কাল আগরতলা শহরের বুকে রাত্রি ৯/১০টা ঘুরেছে—জানে না এস, ডি, ও. কে। আশ্চর্য্যের কথা একটা সরকার আগরতলা শহরের মত জায়গায় সেই শহরের বুকে একটা এস, ডি, ও, নাই। মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে এস, ডি, ও, কে। আমাদের অফিস থেকে ফোন করা হল চীফ সেক্রেটারীকে তিনিও বলতে পারলেন না—তিনি বললেন আমিতো জানি না এস. ডি. ও. কে। তারপর আমার সৌভাগ্য যে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী আমাকে জানিয়ে দিলেন যে না এস. ডি. ও, পাওয়া গিয়াছে। একজন এস. ডি. ও. সেখানে দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আমাকে বলা হল আপনি জানিয়ে দেবেন একজন এস. ডি. ও. আছে। এটা জেনে রাখা দরকার যে দুর্ভিক্ষের সময়ে অভাবের সময়ে হাজার হাজার লোক আজকে অফিসের মধ্যে ধর্ণা দিচ্ছে সেখানে এসে যদি শুনতে পায় এস. ডি. ও নেই তার দায়িত্বেও কেউ নেই তাদের কথার শুনারও কেউ নেই তারপর কি এই সব কথা লিখা চলে আমার গরীবের জন্য এইসব কাজ হচ্ছে? মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা কথা মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর রিপোর্টের মধ্যে দেখতে পেলাম না করাপশান সম্পর্কে। একটা কথাও দেখতে পেলাম না যে আমরা ফাইট করব করাপশানের বিরুদ্ধে আমরা লড়ব। আমি জানি পণ্ডিত জওহরলাল যখন বেঁচে ছিলেন তিনি করাপশান বেড় করার জন্য কমিটিও করেছিলেন। সেই কমিটির রিকম্যাণ্ডেশান আছে। সেই রিকম্যাণ্ডেশান অনুসারে ভিজিলেন্স কমিটি গঠিত হয়েছে। আমাদের কি অধিকার নেই জানবার ভিজিলেন্স কমিটি আছে কি নেই কি কাজ করা হচ্ছে—সব কিছু বলা হয় জনস্বার্থের খাতিরে বলা হচ্ছে না। কমিটিটা কার স্বার্থে এসেম্বলীতে কেন—এই কথা বাইরে বলা চলে না—আমি ডিমাণ্ড করছি যে

সিক্রেট সেশান ডাকা হউক—যদি এই হয় আমি প্রেসকে বলব না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব শুধু এই ব্যাপারের উপর একটা সিক্রেট শেসান ডাকা হউক সেখানে বলা হউক আমার এখানে এত অফিসার করাপ্ট আছে—আমি এটা কোন রকমে ক্ষমা করতে পারি না বাংলা দেশের শরণার্থীর টাকা যারা লুঠ করছে—সেই টাকা লুঠ করে যারা সম্পত্তি করেছে সেই সম্পত্তির হিসাব কি চাইব না ? আমি জমি চাব কি না ? কোন কোন গেজে-টেড অফিসার সম্পত্তির হিসাব দিয়েছেন কোন কোন গেজেটেড অফিসার সম্পত্তির হিসাব দেয়নি রিকম্যাণ্ডেশান অনুসারে ভিজিলেন্স কমিটি হয়েছে, এই ভিজিলেন্স কমিটি আছে কেন, কি কাজ করেছে, সব কিছুই বলা হয় জনস্বার্থে বলা যাবে না, কিন্তু এই কমিটি কার স্বার্থে? এ্যাসেম্বলী কেন ? যে কথা বাহিরে বলা চলে না, আমি ডিমাণ্ড করছি সীক্রেট সেশান করা হউক। যদি এই কথা হয় যে প্রেসকে বলব না, মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব শুধু এই ব্যাপারে একটা সীক্রেট সেশান করা হউক, সেখানে বলা হউক কত অফিসার এখানে করাপটেড আছে। আমরা তাদের ক্ষমা করতে পারি না। বাংলা দেশের শরণার্থী-দের টাকা যারা লুট করে যারা সম্পত্তি করেছে, তাদের সম্পত্তির হিসাব আমরা চাইব না ? আমরা চাইব গেজেটেড অফিসারদের সম্পত্তির হিসাব, কোন কোন অফিসার যারা সম্পত্তির হিসাব দিয়েছেন, তাদের হিসাব চাইব না, কিন্তু যারা স্বনামে বা বেনামে সম্পত্তি করেছে, আমাকে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি দাবী করছি যে সেই সমস্ত অফিসারকে যারা বাংলা দেশের ক্ষুধার্ত শরণার্থীদের টাকা লুঠ করেছেন, তাদের সম্পর্কে যে সি, বি, আই তদন্ত হয়েছে, আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি, সেই তদন্তের কি রিপোর্ট হয়েছে, তার কি ফাইণ্ডিংস্ হয়েছে, গভর্ণমেন্ট কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বা নিচ্ছেন, আমাদের হাউসের অধিকার আছে, কাজেই এই তথ্য এই হাউসকে দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার মাননীয় অর্থ মন্ত্রী ইকনমি সম্পর্কে বলেছেন, আমাদের ইকনমি দরকার নাই। আমাদের যে হাতী, সেই হাতী পোষাবার জন্য এই যে মাথাভারী এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেশান তার ইকনমি করা দরকার। তার একটা প্রমিস আছে, সেই প্রমিসটা কি সেটা হচ্ছে যে আরও কিছু কর্ম্মচারী বাড়ানো হবে, মোর অফিসারস, এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ ক্যাডারে। মাননীয় স্পীকার, স্যার এই হাউসের জানা আছে যে আমরা রাজ্য হয়েছি, তিনটি ডিষ্ট্রীক্ট হয়েছি, কিন্তু তার জন্য কি এতবড় একটা এ্যাপারেটাস তৈরী করতে হবে যে এ্যাপারেটারসের মধ্যে ডজনের পর ডজন আই, এ, এস, অফিসার—গেজেটেড অফিসার'এর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার আমি এই সম্পর্কে না বলে পারছি না, আচার্য বিনোবা ভাবে বলেছিলেন, এবং এটা পণ্ডিত নেহেরুর কথা যে এত টাকা আমরা যখন ঢালছি, কিছুটা পারকোলেট হবে, নীচে এক ফোঁটা হলেও জল যাবে। এই যে ৫১ হাজার কোটি টাকা আমাদের এই যে বাজেটে কোটি কোটি টাকা উপর দিকে ঢালা হচ্ছে নীচের তলায় একটু হলেও যাবে, আচার্য বিনোভা বলেছেন যে যাবে না, কারণ উপর তলা সিমেন্ট এবং ইসপাত দিয়ে তৈরী, সেখানে জল পারকোলেট করে না, নীচের তলায় জল যায় না উপর তলাকে এমনভাবে সিমেন্ট দিয়ে তৈরী করা হয়েছে যে পাথরের নীচে এক ফোঁটা জলও যেতে পারে না। ব্রীজের মুষ্টিমের কন্‌ট্রাক্‌টার, ঠিকাদার, উপর তলার অফিসাররা যে টাকা

অপব্যয় করবে, এবং নানাভাবে আমাদের শাসক গোষ্ঠিকে সাহায্য করবে, তার দলীয় সংকীর্ণ সার্থ রক্ষার জন্য হচ্ছে এই বাজেটে, এবং এই বাজেটের একমাত্র উদ্দেশ্য। মাননীয় স্পীকার, স্যার খরচ কমানো যায় না? আজকে আমি দেখাব না, কিন্তু আমি এই হাউসের সামনে দেখাব। আমাদের ষ্টাফ কার আছে, সেই স্টাফ কার কিভাবে ব্যবহার করা হবে তার রুলস আছে, আমি এই হাউসের সামনে দেখাব সেই রুলস'এর আজকে কি হচ্ছে। এক লক্ষ, দুই লক্ষ টাকা—লক্ষ লক্ষ টাকা লাগছে শুধু এই গাড়ীর জন্য, গাড়ীর তেল খরচের জন্য, গাড়ীর এ্যাপারেটাস বিক্রী করছে সেটা তার করুক। কিন্তু আমি দেখতে পারি লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁচাতে পারি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বাজেট গরীবের বাজেটতো নয়ই, এই বাজেট হচ্ছে গন-তন্ত্রকে রক্ষার জন্য, ধনতান্ত্রিক পথে দেশকে চালাবার জন্য, মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য, মুষ্টিমেয় কিছু লোকের পকেটে পয়সা দেওয়ার জন্য এই বাজেট তৈরী হয়েছে। তার জন্য আমরা দেখছি পেলেসে আমাদের আজকে আমাদের বক্তৃতা করতে হচ্ছে। তখন টাকার অভাব হচ্ছে না। শুধু পেলেসে বর্ক্তৃতা নয়, পায়ের তলায় কার্পেট রেখে বক্তৃতা— বাজেট বক্তৃতা করতে হচ্ছে যখন দেশের মানুষ না খেয়ে থাকছে, আজকে আমার রিক্সা আটকাচ্ছে যে আমি দুই দিন খেতে পাই না, তখন আমার মনে হচ্ছিল আমি যাব না, যেখানে আমার দেশের লোক না খেয়ে থাকছে, আজকে আমার রিক্সা আটকাচ্ছে যে আমি দুইদিন খেতে পাই না, আর আমরা পায়ের তলায় কার্পেট রেখে বাজেট বক্তৃতা করব? আজকে শুধু আমাকে নয়, প্রত্যেকটি মেম্বারকে ধরছে যে আমি দুইদিন খেতে পাই না, তাঁদের লজ্জা করে না? আমাদের ইজ্জত চলে যায় না? তারা আমাদের নষ্ট করে না, যারা বলে আমাদের পায়ের তলায় কার্পেট রেখে পেলেস কম্পাউণ্ডে বসে বাজেট বক্তৃতা করতে হবে? যে দেশের মানুষ শতকরা ৬০ | ৭০টি মানুষ অভাবে থাকছে।

এই বাজেট শতকরা পাঁচ থেকে ১০ ভাগ লোককে টাকা দেবে এই বাজেট তাদের জন্য করা হয়েছে, জনসাধারণের স্বার্থে করা হয় নাই, ধনীকে আরও ধনী করার জন্য এবং গরীবকে আরও গরীব করার জন্য এই বাজেট। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বাজেটে শিক্ষার জন্য মোটা টাকা রাখা হয়েছে। আমি জানি মাননীয় অর্থমন্ত্রী হয়তো বক্তৃতার উত্তর দিতে উঠবেন, তখন বলবেন তিনি যে পুলিশের জন্য যদি চার কোটি টাকা রাখা হয়, তবে শিক্ষার জন্য হয়তো আট কোটি টাকা রাখা হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি যদি একথা বলি যে কত লোককে অক্ষর জ্ঞান করা হয়েছে? মহারাজার আমলে যদি ধরেও নেই পাঁচ জন'এর কম নিশ্চয়ই ছিলনা। (শ্রীশৈলেশ সোম—১০ জন)। (আই এ্যাম থ্যাংকফুল টু ইউ—মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ)। উনি বলেছেন পাঁচ'এর বেশী, সেখান থেকে আমরা—২৫ বছর আগে থেকে ধরে নেই, আমরা ১০ থেকে ষ্টার্ট করেছি, এই ২৫ বছরে একজন করে অক্ষর জ্ঞান করতে পারিনি, টিপ সই থেকে নাম সই করার মত বছরে একজনকেও করতে পারিনি গড়ে। আমি টাকা খরচ করতে পারি, আমাদের মন্ত্রীর কাছে জবাব আছে, আমার কাছে জীবন আছে, উনি বলবেন উনি বলবেন পুস্তক থেকে, আমি বলব জীবন থেকে, বাস্তব থেকে। আমি পুস্তক থেকে বলিনা। আজকে তুঁইসীমা কলোনীতে কয়টি স্কুল আছে, কয়জন শিক্ষক আছে, এবং কয়জন শিক্ষা

পেয়েছে, তার জবাব আমি চাই। সেখানে তিনটি স্কুল আছে, এই তিনটি স্কুলে ১৫ জন ছাত্র হবে কি না সন্দেহ। একটি এলাকাতে তিনটি স্কুলে কত টাকা খরচ হয়, আর কয়জন লোক সেখানে শিক্ষা পাচ্ছে? এটা কি মানুষের দোষ? মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানতে চাইব গঙ্গানগরে স্কুল আছে, সেখানে কয়টি ছাত্র? মাননীয় স্পীকার, স্যার, গণ্ডাছেড়া থেকে আমি ফিরছি আমবাসায়, আমার পাশে একজন শিক্ষক বসে আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি করেন, তিনি বল্লেন শিক্ষকতা করি। বাড়ী কোথায়? অমরপুর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কয়জন ছাত্র? তিনি বল্লেন আমি কি খাতার কথা বলব না সত্যি কথা বলব? আমি বললাম খাতার কথাও বলেন আর সত্যি কথাও বলেন। তখন তিনি বললেন, যে খাতার যে এনরোলমেণ্ট আছে, সেই সংখ্যা বললেন, আর সত্যিকারে বললেন যে তিনি যে বাড়ীতে প্রাইভেট টিউশানি করেন, সেই একজন ছাত্র আছে। আর ছাত্র কি হল? আর ছাত্র তারা জুম করতে গেছে, চার ছয় মাস পরে ফিরবে। আমাদের মাষ্টার মহাশয় আছেন, ঘর আছে স্কুল আছে কিন্তু আমার কি ছাত্র আছে? আমার ছাত্র নাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই হাউসের সামনে আমি দেখছি এর আগে বিধান সভায় রাইমা শর্ম্মা সম্পর্কে দেখানো হয়েছিল ১৫ হাজার লোকের মধ্যে কতজন ছেলে স্কুলে যায়, আমি জীবনের পাতা উলটে উলটে দেখি, বইয়ের পাতা উলটে উলটে বলছিনা, সেখানে কোন ইনসপেক্টর যাননা, কোন দিন সাব-ইনসপেক্টার যান না, দেখেন না, সেই স্কুল চলছে কি চলছেনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, টাকার অংক বাড়ানো যায়, কিন্তু মানুষের শিক্ষা বাড়ানো কঠিন কাজ, অত্যন্ত কঠিন কাজ। বিশেষ করে যে রাজ্য অনগ্রসর, সেখানে অনেক কিছু করতে হয়, শিক্ষার পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করতে হয়, যার জন্য মবাইল স্কুল করতে হবে, রাত্রে স্কুল করতে হবে, বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে কিভাবে নিরক্ষরতা দূর করা যায়, সেটা চেষ্টা করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে এই বোমার মধ্যে দাঁড়িয়ে ১০০ জনের মধ্যে ১০০ জনের অক্ষর জ্ঞান করা যায়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যত বড় লম্বা বক্তৃতাই দেন না কেন, যে দেশের মানুষকে অক্ষর জ্ঞান দেওয়া যায়না, সেই জন্য সেই দেশের সরকারের অপদার্থতাই তার জন্য দায়ী, অর্থনৈতিক পরিবেশ তায় জন্য দায়ী যে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে গরীব আরও গরীব হচ্ছে ধনী আরও ধনী হচ্ছে, সেই অর্থনৈতিক কাঠামোই দায়ী। মাননীয় স্পীকার, স্যার, যারা চায়ের দোকানে কাজ করে খায়, যারা ছন বাঁশ বাজারে বিক্রী করে খায়, আলু তুলে এই যদি আমাদের ছাত্রদের কাজ হয় যদি মানুষের বাড়ীতে কাজ করা আমাদের ছাত্রদের কাজ হয়, তাহলে কখন তারা স্কুলে যাবে? তার বাপ, মা না খেয়ে থাকবে, তারা স্কুলে যাবে? কাজেই মূল বিষয় যেটা, যে কারণে তারা স্কুলে যাচ্ছে না, সেটা দেখতে হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সরকার একটা পাইলট প্রজেক্ট চালু করেছিলেন অমরপুরে এবং তার একটা রিভিউ করেছিলেন, সেই রিভিউতে দেখিয়েছিলেন, আমি যতটুকু জানি ধেবর কমিশনের রিপোর্টের মধ্যে আছে যে ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত পাঁ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে যায়, এক একটি হুহুদ, পাঁ ভেঙ্গে কেন, তার কারণ হচ্ছে তাদের পেটে ভাত নাই, গায়ে জামা নাই, বই নাই, বাবার অবস্থা খারাপ, গরু রাখতে হয়, মা জুম করতে চলে যায়, বাড়ী পাহাড়া দিতে হয়। আমি সেই শিক্ষাবিদদের ধন্যবাদ জানাই, যারা এক মাস খেটে এই রিপোর্ট তৈরী করেছিলেন

এই রিপোর্ট ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে একটা মূল্যবান রিপোর্ট হয়ে আছে। মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব, উনি যদি না পড়ে থাকেন, তাহলে সেটা পড়ে দেখুন সেখানে তারা হিসাব করে দেখিয়েছেন যে মাথাপিছু আয় হচ্ছে ১২ টাকা, যে রাজ্যে ১২ টাকা হচ্ছে মাথাপিছু আয়, লেখাপড়া শিখবে সেই রাজ্যের মানুষ ? মূল সমস্যায় যদি আমরা না যাই, এক গাদা টাকা রেখে দিলাম, হ্যাঁ, আমার বেকার সমস্যার সমাধানের পক্ষে কিছু উপকার হবে কিন্তু তার বেশী শিক্ষার দিক দিয়ে উপকার হবে। সেইটা না হওয়ার কোন কারণ নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আমাকে যথেষ্ট ইনডালজ করা হয়েছে এবং আমি এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি যে নাগাল্যাণ্ডে ৫ | ৬ লক্ষ লোক আছে, কাগজে দেখলাম ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তার পরেও আপনারা দেখেছেন নাগারা সন্তুষ্ট নয়। তারা অস্ত্র নিয়ে লড়াই করছে। টাকা যদি সমস্যার সমাধান করতো তাহলে আমি হিসাব করে দেখেছি যে এই নাগাল্যাণ্ডে মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দের টাকা হচ্ছে ৮০০ টাকা। আমি বললাম যে ৪ জনের যে পরিবার হয় ৪ × ৮—৩২০০ টাকা যদি দিল্লী থেকে প্রত্যেকের নামে মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিত তাহলে সম্ভবত: নাগারা একটু বেশী খুশী হতো। এই বাজেট বরাদ্দ না করে। আসল কথা তাই। মাথাপিছু বরাদ্দতো কম নয়। ৪০ কোটি টাকা যদি ৫ লক্ষ লোকের জন্য হয় তাহলে বরাদ্দতো কম নয়। কিন্তু তারপরেও তাদেরকে অস্ত্র ধরতে হয় কেন ? কারণ বরাদ্দ নাগাদের সমস্যা সমাধান করতে পারছে না। আমি কোহিমায় গিয়েছি, দেখেছি, একটি দোকান তাদের সেখানে নেই, তাদের কোন ব্যবসা বানিজ্য নেই, জমি বলতে কিছু নেই, কাজেই যদি মূল সমস্যার যদি সমাধান না হয় তবে টাকার অংক বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। কাজেই আমি আশা করবো এবং এই হাউসের কাছে অনুরোধ করবো যে যদি মানুষের মূল সমস্যা না দেখেন, যা মানুষের জীবিকার সমস্যা, উৎপাদনের সমস্যা, সেখানে যদি না যেতে পারেন তবে এই বাজেট এই বাজেট বরাদ্দে কিছু হবে না। শুধু মুষ্টিমেয় লোকের পক্ষে যা কায়েমী স্বার্থের পক্ষে কিছু লোক তারাই শুধু বড় হবে এবং হয়তো কিছু টাকা আমলাদের পকেটে যাবে এবং সাধারণ গরীবকে এই বাজেট কোন উপকার করতে পারবে না।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরার যে বাজেট ভাষণ দিয়েছেন তাতে ত্রিপুরার নীচের তলার লোকদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। আমি ভাষণে লক্ষ্য করেছি এবং বিরোধী পক্ষের নেতা মাননীয় নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী উনার দীর্ঘ ভাষণে যে বলেছেন সেইটা উনি, জানিনা উনি কি দৃষ্টি ভংগী থেকে বলেছেন এইটা ঠিক নয়। হয়তো বাজেট ভাষণের আগা গোড়া ঠিকভাবে উনি পড়েন নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরার শিক্ষা খাতে গ্রামের লোকের যাতে শিক্ষার সুব্যবস্থা হয় তার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন এবং গ্রামের সাধারণ কৃষকের ছেলের লেখাপড়ার সুযোগ সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। আমরা যে বিধান সভায় বার বার চীৎকার করেছি জন স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য এবং আরও হাসপাতাল বাড়ানো হোক সেই দিকে বিশের নজর রাখা হয়েছে। তাছাড়া জি, বি, হাসপাতালকে মেট্রোপলিশন হাসপাতালের সমতুল্য করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ক্যানসার হাসপাতাল

করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বিলোনীয়া হাসপাতালে রক্তন রশ্মীর সাহায্যে রোগ নির্ণ-য়ের জন্য বলা হয়েছে। এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে ত্রিপুরার জন স্বাস্থ্য যেভাবে রক্ষা পায় সেদিকে ত্রিপুরা সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। মাননীয় সদস্য নৃপেনবাবু এখানে জন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলে গেছেন যে ফেমিলি প্লেনিং। ফেমিলি ট্রেনিং উনার কি বক্তব্য আমি বুঝি নাই। আমি দেখেছি পৃথিবীর কমিউনিষ্ট দেশগুলিতেও ফেমিলি প্লেনিং এর যে পরিকল্পনা সেই নেওয়া হয়েছে। যাতে অতিরিক্ত জনসংখ্যা না হয়। উনি কিন্তু এইটার ঠিক উল্টা বলে গেছেন, জন সংখ্যা যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ না করতে পারি তাহলে আমাদের সমগ্র অর্থ নৈতিক কাঠামো নষ্ট হয়ে যাবে এবং গতকাল বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য বলেছেন, উনি যেন নানা রকম কবিত্ব দিয়ে বলেছেন, ফেমিলি প্লেনিংএর বিরুদ্ধে। জানিনা উনি কোন দৃষ্টি কোণ থেকে বলে-ছেন। তবে ফেমিলি প্লেনিংএর যে পরিকল্পনা সেইটা বাস্তব দিক থেকে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক এবং সেইটা মানুষের উপকারে আসবে, সেইটা আমরা জানি। বিদ্যুৎ সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বরাদ্দ রেখে-ছেন এবং সেখানে ট্রেন্সফরমার আরও ট্রেন্সফরমার বসানোর কথা বলেছেন এবং এর থেকে গ্রামের মানুষ কিছুটা উপকৃত হবে বলে আমরা আশা করছি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমরা চীৎকার করছি যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এই বাঁধ দিতে হবে এবং কিছু কিছু টাকাও দেওয়া হয়েছে সোনামুড়ায়, কৈলাশহরে এবং বিলোনীয়ায়। যদি বন্যা নিয়ন্ত্রণ না হয় তাহলে প্রতি বছর হাজার জমির ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই বন্যার কবলে পড়ে। সেই দিক দিয়ে ত্রিপুরা সরকার লক্ষ্য দিয়েছেন। সবচেয়ে যেটি আমাদের কৃষি উৎপাদন তার উপরেও সরকার বিশেষ নজর দিয়েছেন। যেখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীনৃপেন্দ্র বাবু বলেছেন, তিনি এইটা পড়েছেন কি না আমি জানি না, খাদ্যশস্য সম্পর্কে ঠিক একটা ডাটা দিয়ে বলেছেন। এইটা উনি না পড়েই বলেছেন যে আমরা অর্থ রাখছি কিন্তু সেই অর্থ কার্য্যকরী হচ্ছে না। অভূতপূর্ব্ব এই খরা পরিস্থিতিতে আমরা সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে কিছু অর্থ বরাদ্দ করে এই খরাকে মোকাবিলা করার চেষ্টা করছি এবং পরবর্তী ষ্টেজে পূর্ণ বাজেটে যাতে কৃষি উৎপাদন বাড়ে সেই দিকে বিশেষ নজর দিয়েছি। বেকারদের সম্পর্কে উনি ঠিক একটা কনট্রাডাকটরি কথা বলেছেন। বলেছেন কর্ম্মচারী সংখ্যার বৃদ্ধির প্রবণতা উনি দেখতে পেয়েছেন। যারা বেকার তারা চাকুরী পেলে তারা কর্ম্মচারী হবে। এবং কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়বেই। কাজেই কর্মচারী তো বাড়বেই। তাছাড়া বেকারদের কর্ম্মসংস্থানের জন্য যে কনট্রাকট বাই নেগসিয়েশন কাজ পাওয়ার যে টিকা-দারী করা যে একটা সুযোগ সেই সুযোগ এই বাজেট ভাষণে রয়েছে। নৃপেন দা সেইটা পড়ে-ছেন কি না আমি জানি না। এই কনট্রাক্ট বাই নেগসিয়েশনে কোন সিকিউরিটি লাগবে না। কিন্তু যাতে ছোটখাট কনট্রাকটারীর সৃষ্টি হতে পারে সেই ব্যবস্থা এখানে আছে। শিল্পের কথা উনি বলেছেন, আমরা পাট বিল্ল, কাগজ শিল্প 'আমরা করতে চাই। কিন্তু উনি এই দিকে না গিয়ে উনি গেছেন কামার-কুমোর তাদের সম্বন্ধে বলেছেন। আরো তাদের সম্বন্ধে তো সরকার ব্যবস্থা নিয়েছেনই। কামার কুমোরের কথা বলে প্রকৃত পক্ষে উনি আমাদের এইগুলির ক্রিটিসিজম করেছেন। উনি এই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন যে আমাকে বিরোধীতা করতে হবে। কাজেই তিনি শুধু বিরোধীতাই করেছেন। উনি বলেছেন আমার লজ্জা করছিল এই কারপেটের

উপর দিয়ে আসতে। আমি বলি লজ্জা যখন করছিল তাহলে না আসলেই পারতেন। উনি মনে করেছিলেন যাই একটা কথা বলে একেবারে চমক লাগিয়ে দেবো। কিন্তু কিছু না। কিন্তু এলেন আবার বললেন যে লজ্জা হচ্ছে। ঠিক কেমন যেন একটা ষ্ট্যান্ট। নিউজ পেপারে উঠবে, আমি চমকিয়ে দেব আমি একটা কিছু করেছি। আজকে শিক্ষিতের হার বেড়ে যাচ্ছে এবং এটা তাদের গায়ে লেগেছে। আজকে রাস্তাঘাট হচ্ছে, তাতে আমরা বুঝতে পারছি যে মানুষ শ্লোগান দিত সেটা থেকে সরে যাচ্ছে। তাতে তাঁদের আঁতে ঘা পড়েছে কারণ সি, পি, এম, থেকে তারা সরে যাচ্ছে। উনি অনেক সময় ধরে বক্তৃতা করেছেন এবং তাতে আমার মনে হয় তিনি একজন কবি এবং সাহিত্যিকও বলতে পারি। মতাই এর ঘটনা নিয়ে বলেছেন একজন শিক্ষক বি, এস, এফ, এর সংগে যুক্ত হয়ে গরু পাচারে লিপ্ত ছিল। আমি জানি সে শিক্ষক কে। হয়ত তিনি সমন্বয় কমিটি করেন নি। এইখানে হচ্ছে আসল রোগ। হয়ত ঐ ছেলেটাকে বলেছিলেন যে তুমি সমন্বয় কমিটি কর। সে বলেছে বাবা আমি এইসমস্ত ব্যাপারে নাই। আমি সেখান থেকে ইলেকটেড হয়েছি, আমি জানি এই ঘটনা সত্যি নয়। আমি এই কথার প্রতিবাদ করি। এটা মিথ্যা। যে ঘটনা হয়েছিল সেটা হল সেখানে ক্র্যাশ প্রোগ্রামে যে কাজ হয় সেখানে মার্কসবাদীদের দ্বারা পরিচালিত একদল ছেলে ক্র্যাশ প্রোগ্রামে ডেইলি হাজিরার টাকা তাদের দিতে হবে সেটা দাবী জানাইয়াছিল, কাজ করছে না, টাকা দিতে হবে। এই টাকা গরীবের জন্য এসেছে। সেই মাস্টার ঐ গ্রামের লোক। সে হয়ত বলেছিল যে তোমরা এইভাবে গোলযোগ না করে একজনকে রাখ কমিটিতে। তারা বলে, না আমাদের সবাইকে নিতে হবে। কিন্তু সে এটা পারে না। হি ইজ গাইডেড বাই ল'। কাজেই সে আইনের কথাই বলেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে নানাভাবে কর্ম্মচারীকে নানাভাবে অপমানিত করার একটা ষড়যন্ত্র করছে। আমরা জানি গরু পাচার করে কারা, আবার তারা বড় বড় কথা বলে। আবার তারা বিপ্লবী। তাদের দলে না গেলে তারা বলবে সে সি, আই, এর দালাল। কিন্তু সি, আই, এর দালাল কারা ভারতবর্ষের লোক তা জানে। তা ছাড়া পুলিশ সম্পর্কে বিরোধী দলের নেতা বলেছেন বাংলাদেশ তো স্বাধীন হয়ে গেছে, আর পুলিশ কেন? কিন্তু ভারতবর্ষের লোক জানে যে পুলিশ মিলিটারীর দরকার এখনও সব জায়গাতেই রয়েছে, চীন যে কোন সময়ে ছোবল মারতে পারে। তারা একবার বলেছিলেন যে বিপ্লবের সময় হয়ে গেছে, আপনারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করুন। তখন চীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করল। কিন্তু চীন যখন আক্রমণ করল তখন দেখল যে ভারতের লোক চীনের পক্ষে নয়, বিপ্লবের পক্ষে নয়। তখন ঐ সি, পি, এম, এর বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ করল। এখন আবার তারা বলছে আমরা আপনাদের লাইনে এসে যাচ্ছি। এখন আবার চীনের গুণাগুণ হচ্ছে। কাজেই ভারতের এখন দরকার তার বাজেটের সমস্ত অর্থ ব্যয় করে হলেও চীনের বিরুদ্ধে দাড়ানো। কাজেই তাঁদের পুলিশকে মিলিটারীকে এত ভয় কিসের জন্য—তাঁরা কি সমাজবিরোধী? যদি সমাজবিরোধী না হন তাহলে সি, আর, পি, আপনাদের কিছু করবে না। যদি তারা সকলে মিলে সমাজ বিরোধীদের কাজ বন্ধ করতে পারেন যদি সীমান্তে পাচার বন্ধ করতে পারেন তাহলে সি, আর, পি, আপনাদের কিছু করবে না। কিন্তু যারা এইগুলি

করবে বা তাতে উৎসাহ দিবে তাদের নিপীড়ণের জন্য সি, আর, পি, রাখা উচিত এবং আমি মনে করি সমাজবিরোধীদের যে উৎপাত চলছে তাতে সি, আর, পি, এখনও রাখা উচিত। আর আমাকে হয়ত আর বলতে দেবেন না, আপনি সংকেত দিয়েছেন, কাজেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করে বসে পড়ছি। তবে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—This is now recess time. The house stands adjourned till 3 P.M. to-day.

(আফটার রিসেস)

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীপাখী ত্রিপুরা।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১৯৭৩-৭৪ বাজেটে অর্থ মন্ত্রী যে এখানে টাকা চেয়েছেন এটা বাস্তবের সংগে কোন সংগতি নেই বলে আমি মনে করি। আমি মনে করি এই কারণে যে আজকে অবস্থার নানা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেই অবস্থার মোকাবেলার জন্য যে বাজেট রেখেছেন এই বাজেটের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ধনতন্ত্রের বাজেট ধনতন্ত্র শাসনকে কায়েম করার জন্য। আমি এইজন্য মনে করছি যে গত ১৯৭২-৭৩ সালের যে বাজেট সেই বাজেট বক্তৃতার মধ্যেও আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী অনেক বুলি অনেক আশ্বাস এবং নিজেকে গর্বিত বলে মনে করেছেন। কিন্তু ঐ বাজেটের ফলে ১৯৭২-৭৩ইং সনের আর্থিক বছরটা গেল জন-সাধারণ দুঃখ—এই ২৫ বছরের শেষ দিকে সমস্ত সংকটের ভিতর দিয়ে ভুগতে হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী দেখতে পেয়েছি। কারণ অর্থমন্ত্রী তখনও যা বলেছিলেন আজকে বাজেটেও তাই বলছেন নতুনত্ব কিছুই এই বাজেটে দেখছি না। ২।৪ পয়সা করে অনেক বাড়িয়ে নিয়েছেন। মানুষের মনে মোহ সৃষ্টি করার জন্য লোক দেখানো নিজের গদীকে রক্ষা করার জন্য নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডকে দাবিয়ে রাখার জন্য এই বাজেট বক্তৃতা করেছেন। অর্থমন্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে যা বলেছিলেন সংগতি ও গুণগত উৎকর্ষ অর্জন করাই হল এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এই কথাগুলি গত বাজেট বক্তৃতায়ও রেখেছিলেন। কিন্তু আমরা যা আশা করেছিলাম সেই আশা কোথায়। তাই এই বাজেটে দেখতে পাই আগামী ১৯৭৩-৭৪ সালের যে আর্থিক বছর এই আর্থিক যা ধরা হচ্ছে তাতে আমি দেখছি যে গত বাজেটে যা প্রকাশ করেছিলেন এই বিধান সভায় সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার কোন কাজ করে নাই—জনসাধারণের আসল সমস্যা সম্পর্কে সরকার কোন কাজই করে নাই। আজকে একটি জায়গার কথা আমি বলতে চাই যেটি সারা ভারতের মধ্যে সব চেয়ে অনগ্রসর এলাকা—সেটি হল রাইমাশর্মা ডম্বুরনগর এলাকা কেউ সেই জায়গার যে সমস্ত অভাব অভিযোগ সেই সম্পর্কে কোন খোঁজ নিচ্ছে না। ত্রিপুরার মন্ত্রী মণ্ডলীর যারা উথানে গিয়েছেন ওদেরও সেই এলাকা সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা হয় নি। যদি হত তাহলে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা মিটানো হত। আমি প্রমাণ দিয়ে বলতে পারি সেখানকার গংগানগরের সেতু—সেখানে যে পুল দেওয়ার কথা সরকার বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেই সেতুটি আজ ৩।৪ বছরের মধ্যে হয় নি। আজ রাইমার সংগে ত্রিপুরার অন্যান্য জায়গার একমাত্র যোগাযোগ আম-বাসা রাস্তা। ঐ রাস্তার একটিমাত্র পুলের দরকার ঐ পুলটি হলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়

সেটি দেওয়া হচ্ছে না আজ ৪।৫ বছর এবং সেই পুলটি হচ্ছে না বলে সেখানকার মানুষ একটির পর একটি এক্সিডেন্ট করছে। এখন ৪ জন মানুষ আহত হয়েছে। আর শিক্ষার ক্ষেত্রে বলে গেলেন অনেক টাকা রাখা হয়েছে। আমি প্রমাণ করতে চাই এবং জিজ্ঞাসা করতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে গংগানগর গাঁও সভার দায়িত্ব কেন ছিল না। একটি স্কুলও সেখানে নাই—১০ বছর আগে একটি স্কুল ছিল ৮ বছর আগে তুলে দেওয়া হয়েছে। উপজাতির মংগলের দায়িত্ব নেওয়া হচ্ছে না। আমি বলতে চাই ট্রাইবেল ডেভেলাপমেন্ট ব্লক করে মানুষকে ধোকা দেওয়া হচ্ছে গণতন্ত্রই বলুন আর সমাজতন্ত্রই বলুন এখানে বসে,আমি বলতে চাই ট্রাইবেল ডেভলাপমেন্ট ব্লক করে মানুষের কাছে যে ধোঁকাবাজী দিয়েছেন, তার একটিমাত্র প্রমাণ দিলেই সবাই অবাক হবেন। ডুম্বুরনগর টি. ডি, ব্লক, সেই টি, ডি, ব্লকের যিনি মন্ত্রী, তপশিলী উপজাতির যিনি মন্ত্রী, তিনি দুই দুইবার সেখানে গিয়েছিলেন কিন্তু তার কোন সুরাহা হয় নি। এইসব বিলিবন্টন'এর বেলায়, সমস্ত কাজকর্ম্ম চলার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে গেলে দেখা যায় সেখানকার পি, ই'র সংগে এই মন্ত্রী সাহেবের হাত ধরাধরি আছে, হ্যাণ্ডশেক করছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞসা করতে চাই, মাননীয় মন্ত্রীকে তিনি কি পি, ই'র কর্ম্মচারী ? সেকথা বলতে গিয়ে প্রসংগত বলছি মাননীয় অর্থমন্ত্রী ব্লক ডেভলাপমেন্ট খাতে অর্থাৎ বিশেষ ক্ষেত্রে উপজাতি বা তপশিলী উপজাতিদের কল্যাণের খাতে অনেক পয়সা রেখে দেওয়া হয়েছে বলেছেন, এর দ্বারা তপশিলী জাতি ও তপলিশী উপজাতির কল্যাণ করা হবে। কিন্তু কল্যাণ কি, কল্যাণের অর্থ কি মন্ত্রীরা জানেন ? মানুষের কল্যাণ কি সেখানে মানুষের খয়রাতি সাহায্য দেওয়ার বেলায়, মানুষের নাম লিখে রেখে বিধবা মহিলাকে হয়রানি করা ? পুলের নাম করে কয়েকটি খুঁটি গেড়ে রেখে তিন চার বছর পর্য্যন্ত মানুষের চলার ব্যবস্থা না করা ? আমি তিন বছর আগে এই মন্ত্রীসভাকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, এই সরকারকে যে ডুম্বুরনগর কোন শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, জগবন্ধু পাড়া সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাই স্কুলে পরিণত করার জন্য, কিন্তু সেখানে ২২ হাজার মানুষের জন্য একটা হাইস্কুলের ব্যবস্থা হল না, তাঁদের কপালে একটা হাইস্কুল জুটল না। বার বার তারা দাবী করেছে, ডেপুটেশান দিয়েছে, সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে ব্যক্তিগতভাবে আমি আবেদন করেছি, কিন্তু দেওয়া হয় নাই। সেখানে একটা প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার আছে, ঘর নাই। মাষ্টার বলেছেন বিধানসভায় গেলে আপনি এইসব কথা বলেন না, আমি বলেছি বলি, বারবার বলে কি হবে, স্কুল আছে ঘর নাই, সেটার নাম কি মানুষের কল্যাণ, উপজাতির কল্যাণ ? মনতলা বাড়ী সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে, কিন্তু মাষ্টার বসার কোন ঘর নাই, সেখানে ঘরবাড়ী হওয়ার কোন প্ল্যান নাই। মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কি বলতে হয়, আমরা এই এইরকম বক্তব্য কখনও শুনিনি। একটার পর একটা গভর্ণমেন্ট মেসেজ যাচ্ছে আমাদের মাননীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মহোদয় শ্রীযুত হরিচরণ চৌধুরী মহাশয় ২রা অক্টোবর জগবন্ধু পাড়ার ডিসপেন্সারীকে প্রাইমারী হেলথ সেন্টার করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন, তিনি কি করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তখন সেজে গেলেন ? এইরকম প্রতিশ্রুতি মাননীয় মন্ত্রীদের কাছ থেকে সেখানকার জনসাধারণ শুনে আসছে। ১৯৬৪ সালে এস, পি, মুখার্জী তদানীন্তন চীফ কমিশনার, তিনি সেখানে গিয়েছিলেন এবং তখন তিনি

বলেছিলেন যে, কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানে প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার হচ্ছে, কিন্তু আজকে ১৯৭৩ সন, কোথায় ১৯৬৪ সন আর কোথায় আজকে ১৯৭৩ সন, সেই ২২ হাজার মানুষের কপালে একটা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার জুটল না। সেখানে ভেক্সিনেটারের কোন ব্যবস্থা নাই, সেখানে আজকে পাঁচ সাত জন এ্যাম্বুলেন্সের অভাবে হাসপাতালে আনতে পারে না, সেখানে এ্যাম্বুলেন্সের কোন ব্যবস্থা নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটু সময় লাগবে। আমি এখানে বলতে চাই যে, ব্লক ডেভলাপমেণ্ট ওয়ার্ক যেভাবে পরিচালনার দরকার, সেইভাবে পরিচালনা ঐ ডুম্বুরনগরে বোধহয় হয় না, কারণ সেখানে মন্ত্রীদের হাত আছে। যদি তাঁদের হাত না থাকত, তাহলে সেখানে কিছু কাজকর্ম হত। সেখানকার গাঁওসভার সদস্যবৃন্দ—এমন কি ওখানকার জনসাধারণ এবং যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছিল যে, ঐ ডুম্বুরনগরের মধ্যে যারা কর্ম্মচারী, যারা অফিসার তারা কৃষকদের নামে যে সমস্ত টাকা পয়সা দেওয়া হয়, সেই টাকা পয়সা তাদের সাহায্য না দিয়ে, অমরপুর হোটেলে ১০ জনকে খাইয়েছে বলে দেখিয়ে সেই টাকা নিয়ে গেছে, সেই পি, ই, সাহেব এবং হেডক্লার্ক, আর এই ট্রাইবেল মিনিষ্টার। আমি কেন সেটা বলতে বাধ্য হচ্ছি। তিনি যখন রাইমা-শর্মা যান, তখন তাঁর কাছে জনসাধারণ রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে এটার একটা বিহিত করতে হবে, মানুষকে যে হয়রানি করা হচ্ছে তার একটা বিহিত করতে হবে, কিন্তু মন্ত্রী সাহেব তখন কর্ম্মচারীদের বলেছিলেন তোমরা ভয় কর কেন, তারা আন্দোলন করতে চায়, আমরা তা ভয় করি না, তোমাদের চাকুরী যাবে না। কি আশ্চর্য্য একজন মন্ত্রী তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েছেন, কিন্তু সেই দুর্নীতিকে দূর করতে চান না। আমি বলতে চাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, খরায় গৃহ পড়ে গেছে, সেই গৃহ নির্ম্মাণের নাম করে বাংলাদেশের একজন শরণার্থী নবদ্বীপ শীল, তার নামে সই করে টাকা মেরে দেওয়া হয়েছে। এটা আপনাদের সবার কাছে আমি অনুরোধ রাখছি আপনারা খোঁজ করে দেখুন সেখানে নবদ্বীপ শীল আছে কি না? এই সমস্ত খবর আমরা সমস্ত এলাকার মানুষ জড় হয়ে বলেছিলাম মন্ত্রী সাহেব আমাদের একটা উপকার করে দিন। একটু সময় চাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা একটু সময় চাই, অপজিশান পার্টিকে সময় দিন আমরা ৫।৬ দিন জেনারেল ডিসকাশন করতে চাই।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সময় আমাদেরও দরকার আমাদের মেম্বাররাও এইভাবে সময় চান শেষে সময় শর্ট হয় তারা বক্তব্য রাখতে পারেন না।

মিঃ স্পীকার ঃ—আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা ঃ—আমি বলতে চাই যে এখানে আমরা জনগণের প্রতিনিধি যতজন আছি সবাই গিয়ে সেখানে দেখুন এই নবদ্বীপ শীলকে খোঁজে বেড় করতে পারেন কি না। উনি বাংলাদেশের শরণার্থী, আমি জানতে পেরেছি বুলুংবাসার দীনবন্ধু শীলের শ্বশুড় এই দীনবন্ধু শীল এখানের স্থানীয় লোক। কিন্তু দীনবন্ধু শীলও টাকা পায় নাই, অপর কোন ব্যক্তিও টাকা পায় নাই। টাকা পেয়েছেন অন্য কোন বাবু অর্থাৎ ব্লকের অফিসার পি, ই, ও সাহেবরা। কৃশনলাল ডুম্বুরনগরের পি, ই, ও সাহেব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি

বলতে চাই আমাদের এখানে বিশেষ করে ডুম্বুরের নাম করে জনসাধারণকে উচ্ছেদ করতে চাইছে তার একটা মাত্র দৃষ্টান্তের মধ্যে সমস্ত ত্রিপুরার মানুষ এখানে অবাক চোখে চেয়ে আছে। ডুম্বুর ব্লক, ডুম্বুর প্রজেক্ট হবে, এই রাজবাড়ীতে লাইট জ্বলবে আর গরীব হঠাবেন। ডুম্বুরনগরের ৫ হাজার পরিবারকে উচ্ছেদ করা হবে। যদি না যায় মন্ত্রী সাহেব বলেছেন সি, আর, পি, দিয়ে তাড়াবে বলেছেন হাতী দিয়ে ঘরবাড়ী ভেঙ্গে দেবো আর ঐ কথাটার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমাকে সি, আর, পি, অ্যাটাক করলো, আমাকে বলেছে খুন করবে, তোমাকে জুতো দিয়ে পিঠতে পিঠতে সমস্ত জান খতম করে নেয়গা। ঐ বুলংবাসার সি, আর, পি। আমি একজন বিধানসভার সদস্য, গণতান্ত্রিক দেশের নিয়মকানুন মতে জনসাধারণ যে মানুষকে নির্বাচিত করতে পারে সে মানুষ খুনের হোমকি খেতে পারে, কোমরে বেধে লাঠির পেটাও খেতে পারে, টি, আর, গেস খেতে পারে, এইটা কোন গণতন্ত্র, এইটা কোন সমাজতন্ত্র আর বাজেটে মোটা মোটা বুলি, ধনতান্ত্রিক বাজেট। আমি বলতে চাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওখানকার কৃষকরা এখানে এমন কি রইমাশর্মা থেকে আগরতলা এসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের স্মারকলিপি পেশ করে-ছিলেন, করেছিলেন ডি এম, সাহেবের কাছে করেছিলেন, এস, ডি'ও সাহেবের কাছে, করে-ছিলেন ব্লক ডেভেলাপমেন্টের কাছে, করেছিলাম আমি এই বিধানসভায় বার বার রিপোর্ট। ৬০/৭০ বছরের বাসিন্দা সেই বাঁধের ফলে তাদেরকে উঠে যেতে হবে, জমির জুত দেওয়া হয় নাই, তাই তারা কিছু পাবে না, রিক্ত হস্তে যেতে হবে তাদেরকে, চাপ সৃষ্টি করছে। কি করে বাঁচবে ওরা। সেখানকার মানুষ আতঙ্কগ্রস্থ, আতঙ্ক হয় বলছে খেতে পাবরো না, মরে যাবো, এই আতঙ্কে আসামে চলে গেছে অর্দ্ধেকের বেশী লোক। সরকার তো কিছু করবেন না। যে দেশের গণতান্ত্রিক সরকার একটা মানুষের সমস্যা সমাধান করতে পারেন না সে দেশে মানুষ কি করে থাকবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই ডম্বুর বাঁধের ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, এই ক্ষতিগ্রস্থদের বিকল্প কোন ব্যবস্থা করার জন্য এই বাজেটে কিছু লেখা হয় নাই তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমার এই দুঃখ আমি জনসাধারণকে জানাবো। জানিয়েছিলাম, মন্ত্রীসাহেবের হোমকীও শুনেছিলাম আমি বলতে চাই এই বিধানসভার মধ্যে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে দাবী করতে চাই যে ওখানকার মানুষ যারা ডম্বুর বাঁধের ফলে, জলের নীচে খাস জমিতে বসে আছে তাদেরকে অন্তত পক্ষে ১৯৬৯—৭০ সনের আগে অর্থাৎ ডম্বুর আগে যারা যে জমিটি দখল করে আছে তাদের নামে জুত করে তাদেরকে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং দেওয়ার জন্য গভর্ণমেন্টের কাছে অনুরোধ রাখবো।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা ঃ—আর দুই মিনিট স্যার, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনুরোধ করতে চাই ওখানকার যারা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন তাদের মধ্যে যারা অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ পায় নি সেই অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হোক। ওখান থেকে অন্য কোন স্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক আমি সরকারের কাছে মাননীয় অধ্যক্ষের কাছে,

আমি অনুরোধ করবো ওখানকার ক্ষতিগ্রস্থ জনতার পূর্ণ পুনর্বাসন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত, বাঁচার সুষ্ঠু ব্যবস্থা না করে দেওয়া পর্য্যন্ত ওখান থেকে লোক উচ্ছেদ করা চলবে না, কৃষককে উচ্ছেদ করা চলবে না। আমি অনুরোধ রাখবো সমস্ত রাইমাশর্ম্মার জন্য যে যোগাযোগের রাস্তা এই রাস্তা সুসম্পন্ন করার জন্য ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগের জন্য ডম্বুরেও যাতে হতে পারে তার ব্যবস্থা করা যোক। এই ২৫ বছর পরেও সেই ডম্বুরনগর এই ত্রিপুরা থেকে অনেক দূরে। ত্রিপুরা কি ডম্বুর নগরের বাহিরে না ডম্বুরনগর ত্রিপুরার বাহিরে। জনসাধারণ কি সেখানে নেই। ওখানকার জনগণের জন্য কি সরকারকে কোন পরিকল্পনা করতে হবে না। এইটাই বলতে চাই যে মানুষের মধ্যে কখনও ধনী ভিত্তিক দেখবেন না। এই সরকারকে আমি হুঁশিয়ার করে দেই। বিশেষ করে ওখানকার মানুষ নিঃস্ব, খয়রাতির বেলা যে কারচুপি করেছেন, সে সম্পর্কে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখিয়ে যাব যে বুলংবাসার এক বিধবা মেয়ে সে যখন খয়রাতির সাহায্য নিতে যায় অন্যদের ১০ টাকা করে দিলেও তাকে দেওয়া হয় ৫ টাকা। যখন সে বললো আমি কি দোষ করলাম অন্যরা ১০ টাকা করে গেল আমাকে ৫ টাকা দেওয়া হচ্ছে কেন? কিন্তু মেয়েটি টাকা না নিলেও এই টাকাটা ড্র করা হয়েছিল। কিন্তু সে সই না করাতে টাকাটা কার পকেটে গেছে। নিউট্রিশান প্রোগ্রাম, সেটা তো আরও সাঙ্ঘাতিক। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যখন যাচ্ছিলেন তার সামনে বড় বড় মশা, যারা নিউট্রিশান প্রোগ্রামে খাওয়ায়, সেখানে যাচ্ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই ছেলেমেয়েরা কি পোকা খেতে পারবে? (রেড লাইট) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বিশেষ করে আমার এলাকার পুরো খবরটা কোনদিন রাখতে পারি না এবং রাখতে পারব কিনা আমি জানি না, কারণ আমার সময় খুব কম করে দেওয়া হয়, সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে নূতন আর্থিক বৎসরের ব্যয় বরাদ্দ আমাদের অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে বিরোধীতা করছেন তার আমি বিরোধীতা করছি। কারণ তাঁদের ভাষণে আমরা শুনতে পাই যে ত্রিপুরাতে কিছুই হচ্ছে না। ত্রিপুরার রাস্তাঘাট, কর্ম্মচারীদের সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি কিছুই তারা পাচ্ছে না। কিন্তু আবার বলছেন কোন বিশেষ এলাকাকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আবার বিরোধী পক্ষের নেতার মুখে শুনতে পেলাম যে উপর তলাটা ইস্পাতের তৈরী আর নীচ তলাটা লোহার তৈরী কিনা তিনি জানেন না। উপরের তলাটা লোহার বলে সেখান দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়ে না। নীচের তলার মানুষের কোন খবর তিনি রাখেন না। যদি তিনি নীচ তলার মানুষের খবর রাখতেন তা হলে যে খরার মোকাবিলা করার জন্য ত্রিপুরা সরকার যে ভাবে নাকি চেষ্টা করছে, রিং ওয়েল, টিউব ওয়েল, ডীপ টিউব ওয়েল ইত্যাদির মাধ্যমে জলসেচ ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্য যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে তার খানিকটাও তিনি স্বীকার করতেন। যদিও তিনি জনতার ভোটে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি কিন্তু জনসংযোগ তাঁর এত কম যার জন্য এই সাধারণ খবরটাকে তিনি এই হাউসে দিতে পারলেন না। আবার তিনি বললেন বেকার সম্পর্কে যে যারা জেনারেল এডুকেশান নিয়ে পাশ করবে তাদের কোন কর্ম্মসংস্থান আমাদের এই বাজেটে হবে না বলে তিনি উল্লেখ

করেছেন। একটা বিষয় আমাকে বলতে হচ্ছে যে সাধারণ এড্‌কেশান যারা নিচ্ছে, এবার যে ৮/৯০০ চাকরী দিয়েছে, আরও কিছু দিবে বলে আমাদের সরকারের পরিকল্পনা আছে এবং আপনারা যদি চাকরী নিতে চান তা হলে আপনাদের দেওয়া হবে, দরখাস্ত করুন। জেনারেল এডুকেশান সম্পর্কে তিনি বললেন যে জেনারেল এডুকেশান ত্রিপুরা রাজ্য থেকে উঠিয়ে দেওয়া হোক, তাহলে তাঁদের জন্য মজুরদের সংখ্যা বাড়বে এবং ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি দেবার লোকও বাড়বে। এটা তো সত্যি যে উনার বাসাতে যারা জেনারেল এড্‌কেশান নিয়ে যাঁরা পাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র উনার বাসার কুকুরটা ছাড়া আর কোন বেকার খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি সাধারণ বেকারের চিন্তা করেন না। সাধারণ বেকারের কথা যদি তিনি বিধানসভাতে বলেন, বিরোধী পক্ষের নেতা হিসাবে যত সুযোগ সুবিধা তিনি ভোগ করছেন সাধারণ সদস্য সেই সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। কারণ সেই সুযোগ সুবিধা নেতাই বেশী পাচ্ছেন। আবার বলছেন ভারতবর্ষের ১০টা পরিবার সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। কিন্তু সেই ১০টা পরিবারের একটা পরিবার আছে, সেই একটা পরিবারের সঙ্গে একজন বিশিষ্ট সি, পি, এম, নেতার সংযোগ ছিল, সেই বিড়লার সাথে তিনি মিটিং করতেন। সেই ১০টা পরিবারের মধ্যে এমন অনেক পরিবার আছে যারা নাকি তাদের আর্থিক সাহায্য মাঝে মাঝে করেন। আর একটা কথা তিনি বলেছেন যে বাজেটের টাকা নাকি একটা নীচের তলায় যায় না। কিন্তু যখন আমাদের হাউসে তাঁরা বক্তব্য রাখেন তখন প্রতিনিধি হিসাবে যে উনার একটা নূন্যতম কাজ আছে এটাও তিনি ভুলে যান। আর একটা জিনিষ আমরা দেখতে পাই যখনি তারা ভাষণ দেন পুলিশ এবং সি, আর, পি, সম্পর্কে তাঁদের এত ভয় সাধারণ মানুষ ভূত দেখলে যেমন ভয় পায়। পুলিশ এবং সি, আর, পি, কে ভয় করে তারাই যারা না কি চোরকে এবং গুণ্ডাকে আশ্রয় দেয়। কাজেই আমার সন্দেহ হচ্ছে তাঁরাও এই জাতীয় লোকদের আশ্রয় দিচ্ছেন কিনা। কাজেই তাঁরা এক এক জন সদস্যের এক এক ধরণের বক্তব্য আমরা শুনতে পাচ্ছি। একজন বিরোধী পক্ষের নেতার মুখে শুনেছি ত্রিপুরাতে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে, সেই কথা তিনি স্বীকার করেছেন, কিন্তু উনারা রাইমা শর্মাতে এইভাবে কাজ হয় নি বলে দুঃখ করেছেন এবং বলেছেন যে আমার এই এলাকার মত উন্নত করার চেষ্টা সরকার করেন, সেজন্য তিনি সরকারকে অনুরোধ করেছেন। সরকারকে যে তাঁরা অনুরোধ করতে শিখেছেন এই সরকার তাতে সাড়া দিয়ে অবশ্যই কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করবেন এটা আমি আশা করি। এবং তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমি এই কথাই বলি যে উনার অনুরোধ যেন সরকার বিশেষ ভাবে বিবেচনা করেন। আজকের বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে দেখলাম যে তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ প্রায় ৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে সত্যিই এই বৃদ্ধি—এটা যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে সাধারণ মানুষের ঘরে পৌছে দিতে পারি তাহলে মানুষের কল্যাণ অবিশ্যম্ভাবী তাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মারফত মন্ত্রী সভাকে অনুরোধ করছি এই যে ৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে সেই বৃদ্ধির টাকাটা সেটা যারা নাকি সত্যি সত্যি তপশীলিদের মধ্যে দরিদ্র তাদের মধ্যে বিলি বন্টন করা হয়—তাদের স্বার্থ বিশেষ ভাবে দেখা হয়। অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় আমরা যে টাকাটা বরাদ্দ করে দিয়েছি সেই

টাকাটা যারা নাকি বাজেটে দেওয়ার তারা ঠিক ভাবে দিচ্ছে না নইলে কোন কারণে তারা পাচ্ছে না। যে জন্য দীর্ঘ ২৫ বছরেও তাদের উন্নয়ন যা হওয়া উচিত ছিল তা হয় নাই। আমি আশা রাখব আমার যে কেবিনেট যদি চেষ্টা করেন তাহলে ২৫ বছরের উন্নয়ন এই ৫ বছরে করতে পারব বলে আশা করি। আর একটা দেখলাম জল সেচের জন্য ৮৬ পার্সেণ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এই টাকাটা নিয়ে ত্রিপুরার অনগ্রসর এলাকার জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে সমগ্র ত্রিপুরার খরা কবলিত ত্রিপুরায় আজকে খাদ্যের জন্য বড় ছিম সাম খাচ্ছে খাদ্যের জন্য কেন্দ্র বা অন্যান্য রাজ্যের দিকে আমাদের তাকাতে হচ্ছে সেটা হয়তো থাকতে হবে না এবং আমরা এই জল সেচের কার্য্যসূচী যদি বাস্তবে রূপায়িত করতে পারি তাহলে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যারা আছেন তাদের সবাই না হউক অন্তত পাখী ত্রিপুরার মত যারা আছেন যারা সত্যিকারের ত্রিপুরার উন্নয়ন চান তারা হয়তো আমাদের সংগে একমত হয়ে উন্নয়নমূলক কাজে সাহায্য করবেন। আর যারা বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা করেন তাদের কথা ছেড়ে দিলাম। তাদের বিরোধীতা করা মজ্জাগত অভ্যাস এবং সেটা তারা করবেনই। শিক্ষা ক্ষেত্রে যে টাকা ধরা হয়েছে এবং এক বছরের মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে ত্রিপুরাতে আমূল পরিবর্ত্তন হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে নূতন আলোকপাত উদ্ভাসিত হয়েছে সেটা আমার মনে হয় তারা চোখে দেখতে পারছেন না। সেজন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মারফত তাদের অনুরোধ করব তারা যদি তাদের চশমার গ্লাসগুলি পালটিয়ে দেখার চেষ্টা করেন তাহলে বুঝবেন এই এক বছরে ত্রিপুরার শিক্ষা ক্ষেত্রে যতটুকু উন্নতি হয়েছে বিগত কয়েক বছরে সেটি সম্ভব হয় নাই। এই বছরে সেটি সম্ভব হয়েছে—ত্রিপুরাতে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস হল খোলা হয়েছে, প্রি-মেডিকেল খোলা হচ্ছে, মধ্য শিক্ষা পর্ষদ গঠন করার জন্য বিল আসছে—এই যে কাজগুলি এতদিন পশ্চিমবঙ্গ বা কলিকাতা ইউনিভার্সিটির দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো। আমাদের যারা ছাত্র ছাত্রীর রেজাল্ট সম্পর্কে কোন গোলমাল হচ্ছে সেই গোলমাল মিটানোর জন্য গার্জিয়ানের ১০০ টাকা ২০০ টাকা ভাড়া দিয়ে কলিকাতা যেতে হতো তাছাড়া কলিকাতা যাওয়ার পর ইউনিভার্সিটি বা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের ভিতর ঢুকে বের করে তাদের পরীক্ষার গোলমাল মিট মাট করা এক দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু এই মধ্য শিক্ষা পর্ষদ ত্রিপুরাতে গঠিত হওয়ার পর ত্রিপুরাবাসী বা ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীদের আশার বাণী বহন করে আনছে। এই কথাগুলি তাদের মুখে শুনছি না তারা শুধু বলছে নাই নাই হচ্ছে না হচ্ছে না এই কথা ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নয়নমূলক কাজ কিছু হচ্ছে এই কথাটা তারা স্বীকার করছে না। এটা তারা বিধান সভায় না হউক ঘরের মধ্যে অন্তত স্বীকার করলে পারেন। ত্রিপুরার উন্নতির জন্য এই সরকার কিছু কাজ করেছেন। আর আমাদের ত্রিপুরার কৃষকদের ক্ষুদ্র এবং মাঝারী কৃষকদের জন্য জল সেচ থেকে আরম্ভ করে পাম্প সেট ইত্যাদির মাধ্যমে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটি যদি বাস্তবে রূপায়িত করতে পারি তাহলে বিরোধী পক্ষের বিরোধীতা করবার জন্য অন্তত কৃষি ক্ষেত্রে আর কিছু থাকবে কিনা আমি জানি না এবং তার জন্য নূতন কিছু চিন্তা করতে হবে। নূতন চিন্তা তাদের মধ্যে এসেছে আগে তারা কথায় কথায় বলতেন মাও আর এখন তারা মাও বলে না তাদের নূতন এডভাইজার কমিটির থেকে ঘোষণা করা হয়েছে—নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা এখন বলে

চৌ চো চৌ (হাস্যধ্বনি) ··সি, আই, এ, মারফত এই নির্দেশগুলি খুব তাড়াতাড়ি আসে। সেই সব কথা কোথায় পাচ্ছি আমার পার্সনেল ক্রেণ্ডশিপ আছে অনেকে বলেছেন—কারণ আজ এইহাউসের মধ্যে—গতসেশানে আমরা যে কথা শুনেছি এই সেশানে সেই সব কথা শুনছি না—মুখ দিয়ে কিছুটা কনষ্ট্রাকটিভ আলোচনা তারা করবেন—যেমন একজন করে আর একজন করে না। তাদের দুইভাগ হয়েছে এক দল বলছে মাও আর দল বলছে চৌ দুই ভাগ হয়েছে। শিল্প ক্ষেত্রে আমাদের ত্রিপুরায় আজ থেকে ২৫ বছর আগে ত্রিপুরায় কোন বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল না। বর্ত্তামানে পাটকল থেকে আরম্ভ করে কাগজের কল চিনির কল ইত্যাদি বাবদ যে টাকা ধরা হয়েছে সেটি যদি আমরা রুপায়িত করতে পারি তাহলে বেকার সমস্যার সমোধান অনেকটা সম্ভব হবে বলে আমার ধারণা এবং আমরা যদি এই পরিকল্পনায় বিরোধী পক্ষের সাহায্য পাই এবং তারা যদি সত্যি সত্যিই আমাদের সাহায্য করেন তাহলে ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে—তারা যদি সাধারণ মানুষের উন্নতির কথা চিন্তা করে মানুষের বাচার কথা তারা বলেন শুধুমুখের কথা না বলে কাজের জন্য তারা চেষ্টা করেন তাহলে আমাদের এই বর্ত্তমান বাজেটের বাস্তব অংশিদার হবেন এবং এই বাজেটের অংশিদার হয়ে ত্রিপুরার মানুষের উন্নয়ণের জন্য আমাদের সংগে কাজ করবেন মাঠে। এই বিধান সভার বিরোধীতা তো করবেনই গনতন্ত্রকে সুষ্ঠু রূপ দেওয়ার জন্য—বিরোধী পক্ষ থাকতে হয় কিন্তু বিরোধী পক্ষ যদি ভাল কাজেও বিরোধীতা করেন আবার খারাপ কাজেও বিরোধীতা করেন দলগত স্বর্থ রক্ষার জন্য—আমি তাদের অনুরোধ দলগত স্বার্থ-এর কথা ব্যক্তিগত স্বার্থের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে সমগ্র ত্রিপুরার স্বার্থের কথা চিন্তা করে আমাদের সংগে এক হয়ে কাজ করতে চেষ্টা করেন তাহলে আমার মনে হয় আগামী ৫ বছরে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিতে পারব। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের জন স্বাস্থ্য, শিক্ষা সব দিক উন্নয়ণ কামনা করেন তাহলে আমাদের যে বাজেট বরাদ্দ সেহ বরাদ্দের সংগে কাজ করবেন বলে আশা করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, মাননায় অর্থ মন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি এবং এই বাজেট সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। এই বাজেটে প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি যে এই বছরে ৬কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে এবং এই ঘাটতি পুরনের জন্য মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বিশেষ কোন ট্যাকস জনসাধারনের উপর বসান নাই সেই জন্য তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই ট্যাকস আমাদের এই বছরের শুধু এমিউজমেন্ট ট্যাকস—এবং ষ্ট্যাম্প ট্যাকস ১০ পয়সা ছিল সেটাই কণ্টিনিও করবে কোন বিশেষ ট্যাকস বসানো হয় নাই সেই জন্য আবার আমি ধন্যবাদ জানাই। এই বাজটে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ কারণ এটা ফোর্থ ফাইভ ইয়ারের ফাইন্যাল ষ্টেজ এবং ফিফত ফাইভ ইয়ারের আরম্ভ সুতরাং এই বছরের বাজেট বিশেষ তাতপর্য্যপুর্ণ বলে আমার মনে হয়। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য নৃপেন বাবু বলেছেন এই বাজেট কার্বন কপি। কার্বন কপি বলতে বুঝাতে চাইছেন আমি বুঝি নাই তবে এই বাজেট সত্যিকারের বাজেট। এই বাজেটে ত্রিপুরার জনসাধারণের উন্নতির পথে কোন বাধা নাই—ত্রিপুরার জনসাধারণেয় উন্নতি হবে

ত্রিপুরাকে ধীরে ধীরে অগ্রসর করবে বলে আমি আশা করি। তবে উনাদের বক্তব্য কার্ব্বন কপি হতে পারে কারণ প্রতি বারই একই কথা বলেন—জনসাধারণের উপকারে আসবে না এই বাজেট গরীবের জন্য নয় এই বাজেট বড় লোকদের জন্য। কিন্তু আমি বলতে চাই যে এই বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে—ইণ্ডাষ্ট্রী, এগ্রিকালচার এবং আরও উন্নয়ণমুলক কাজে—এই টাকাটা কিসে ব্যয় হয়। আমাদের ত্রিপুরাতে কতজন বড় লোক আছে যে তাদের জন্য এই টাকাটা ব্যয় হবে। উনি বলেছেন শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক টাকা ধরা হয়েছে উনি স্বীকার করেছেন। শিক্ষাতো আমাদের ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য ফলে প্রত্যেকেই শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। সুতরাং এই বাজেট গরীবের জন্য নয় এই কথাটা ঠিক নয়: উনি বলেছেন খাদ্যের কথা—খাদ্য এখনও আমাদের বিদেশ থেকে আনতে হয়। আমি বলতে চাই চীন এবং রাশিয়ারও বিদেশ থেকে খাদ্য কিনে আনতে হয়। আমাদের খর পরিস্থিতির জন্য খাদ্য খুব কম হয়েছে সেজন্য আমাদের বাইরে থেকে খাদ্য আনতে হবে। আমাদের সরকার এমন পরিকল্পনা নিয়েছেন যাতে খাদ্য উৎপাদন বাড়ান যায় এবং বিদেশ থেকে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে খাদ্য আমদানি বন্ধ করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছেন। উনি বলেছেন যে আমাদের দেশের শতকরা ৭৫ জন কৃষিজীবি। আমাদের বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে তা কৃষকদের উন্নতির জন্য অনেক টাকা রয়েছে তাহলে এই বাজেট গরীবের জন্য নয় দরিদ্রের জন্য নয় এটা ঠিক নয় বড় লোকদের জন্য এটা ঠিক নয়। উনি বলেছেন বাংলাদেশ এখন স্বাধীন হয়েছে আমাদের মিত্র রাষ্ট্র। মাননীয় সদস্য নৃপেন বাবু যে বলেছেন যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, এইজন্য পুলিশের বাজেটের দরকার নাই; পুলিশ রাখা হয় আভ্যন্তরীন নিরাপত্তার জন্য, ফরেনের জন্য নয়। সুতরাং বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বলে সে পুলিশ বাজেট কমে যাবে তার কোন কারণ নাই। পশ্চিম বাংলায় যখন যুক্ত ফ্রন্ট'এর আমল ছিল, তখন পুলিশ বাজেটতো ছাঁটাই করেননি। দেশ শাসনের জন্য পুলিশ দরকার। বিশেষ করে ২০ বছর আগে আমাদের এখানে ৫ থেকে ৬ লক্ষ লোক ছিল, এখন সেখানে ১৬ লক্ষ থেকে ১৮ লক্ষ লোক হয়েছে, কাজেই পুলিশের দরকার আছে, এবং সেই পুলিশ ডিপার্টমেণ্টকে আধুনিককরণের জন্যও টাকা দরকার হয় তারজন্য পুলিশের বাজেটে বরাদ্দ রয়েছে, দিনের পর দিন সেই বাজেট বাড়বে। পুলিশের নাম শুনলে উনারা চমকে যান, এটা উনাদের অভ্যাস। পুলিশ রাখা হয় শান্তি রক্ষার জন্য গণ্ডগোল যাতে না হয় সেই জন্য পুলিশ রাখা হয়। কাজেই উনাদের চমকে যাওয়ার কোন কারণ নাই। মাননীয় সদস্য পাখী ত্রিপুরা এই বাজেট বাস্তবের সংগে মিল নাই বলেছেন, আমি বুঝতে পারছিনা। উনারা একথা কি করে বললেন। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে খরা পরিস্থিতিতে এবং আমাদের দেশে বেকার সমস্যা জর্জ্জরিত এবং তারই জন্য আমাদের এই বাজেটে দেখতে পাচ্ছি যে খরার জন্য অনেক টাকা ধরা হয়েছে, এবং বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ইণ্ডাষ্ট্রী করা, এবং খয়রাতি সাহায্য দেওয়ার জন্য এর মধ্যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কাজেই এই বাজেট বাস্তবের সঙ্গে মিল নাই যে কথা বলেছেন, এর কোন ভিত্তি নাই। বিরোধিরা বিরোধিতা করার জন্য অনেক কিছু বলেন, কিন্তু এই বাজেট দরিদ্র মানুষের আখাকাংক্ষা প্রতিফলিত করবে এবং ভবিষ্যতে ত্রিপুরা উন্নতির পথে অগ্রসর হবে আমি আশা করি। এবং এই বাজেটে মুল টাকা ধরা

হয়েছে, তাতে দেখছি ইণ্ডাষ্ট্রী এবং পি, ডবলিউ খাতে অনেক টাকা ধরা হয়েছে, আমাদের এখানে যদি ইণ্ডাষ্ট্রি হয়, তাহলে আমাদের দেশের বেকার সমস্যা সমাধান হবে। (ভয়েজ)—সমাধান হয়ে গেছে?) সেটা একদিনে হয় না. আস্তে আস্তে হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ১০ বছর আগে ত্রিপুরায় যে বেকার ছিল, এখন সেটা প্রকট হয়ে উঠেছে। কাজেই এই সমস্যা এক দিনে হয় না। এই সমস্যা পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই বাজেটকে আবার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিঃ স্পীকার :—শ্রীমনীন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্ম্মা : –মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৩—৭৪ সালের কৃষি খাতে যে বাজেট উপস্থিত করেছেন, এই বাজেট বর্ত্তমান কৃষকদের সমস্যার দিকে লক্ষ্য করলে আমি বলতে বাধ্য হই যে এই বাজেট অন্তসার শূন্য। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৮০ জন হলেন কৃষক এবং কৃষিতে যদি উন্নতি করতে পারি, তাহলে শিল্প বা কোন বিষয়েই উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমরা কি দেখি আজকে গ্রামের মধ্যে হাজার হাজার কৃষক—যারা প্রকৃত কৃষক, দিনের পর দিন ভূমিহীন হয়েছে, ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে এবং ভূমি হীনে পরিণত হচ্ছে। কাজেই দিনের পর দিন তারা অভাবের মধ্য দিয়ে তারা তাদের নিজেদের জমি জমা হারিয়ে ফেলে ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ভূমি হীনতো আকাশ থেকে পড়েনি, এই ভূমিহীন তৈরী করেছে আমাদের ২৫ বছরের কংগ্রেস সরকার, কংগ্রেস প্রশাসন তার জন্য দায়ী। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৫ বছরে কৃষকদের জন্য কিছু তারা করেন নাই, যদি করতেন তাহলে পরে এই বছর খরায় এই দুর্গতি তাদের হওয়ার কোন কারণ নাই। কৃষকদের কৃষিতে উন্নতি করার কোন সুষ্ঠু নীতি এখানে নাই। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় কৃষকদের উন্নতির জন্য মন্ত্রীদের কিরকম চিন্তা এবং কি রকম তাদের জন্য সুবিধা দানের কথা অনুভব করছেন। এবারকার খরা পরিস্থিতি যে হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকদের কৃষি ঋণের টাকা মঞ্জুর করেছেন, তার মধ্যে আমরা দেখি তিন শ' টাকা, এই তিন শ' টাকায় একটা জমি সংস্কার করা, হালের বলদ খরিদ করা বা বীজ ধান খরিদ করা কি সম্ভব? তদুপরি এই তিন শ' টাকা আদায় করতে কেরাণী, এবং কংগ্রেস দালালের মাধ্যমে প্রায় ৫০ | ৬০ টাকা তাদের খরচ হয়ে যায়, তারা তারপর কত টাকা ঘরে নিচ্ছে, তারা কত পাচ্ছে? এই যদি হয়, আমরা কি করে আশা করতে পারি কৃষকরা সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করবে এবং কৃষিতে উন্নতি করতে পারবে, এই আশা আমরা তাদের কাছ থেকে কিছুতেই করতে পারি না। আজকে আমরা বিভিন্ন সাবডিভিশনের দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব হাজার হাজার কৃষক, তাদের মধ্যে দুই তিন জনের বেশী খয়রাতি সাহায্য বা কৃষি দাদন পায়নি। খয়রাতি সাহায্য, দাদন ইত্যাদি দাবীতে প্রত্যেকটি মৌজায় দলবদ্ধ ভাবে বিভিন্ন এস, ডি, ও অফিসে এবং বিভিন্ন সরকারী অফিসে ধর্না দিচ্ছে, রুলিং পার্টির একজন সদস্য বলেছেন যে তারা স্ফূর্তি করতে এসেছে, তাদের কোন অভাব নাই, তারা কাজ না করে টাকা চায়, কিন্তু এই ১০/৫ টাকার জন্য না খেয়ে কেউ কি সরকারী অফিসে ধর্না দেয়? আজকে কৃষকদের খয়রাতি সাহায্য দেবার জন্য বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা দেওয়া হচ্ছে

কিন্তু কেউ কি ঐ ব্যাংকের টাকা পেয়েছে, কেউ পায় নাই। এই ব্যাংকের টাকা কে পাচ্ছে— ঐ যারা বড় বড় জমিদার, বড় বড় ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার, এবং বড় বড় ব্যবসায়ী, তারাই পাচ্ছে সেই ব্যাংকের টাকা, সাধারণ কৃষক পায় না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে গ্রামের মধ্যে একটা সংকট দেখা দিয়েছে। কৃষি ঋণ, খয়রাতি সাহায্য শুধু নয়,তাদের সামনে একটা সমস্যা রয়েছে, গ্রামগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, সরকারী অফিসের সংগে যোগাযোগ করার জন্য রাস্তা ঘাটের কোন ব্যবস্থা নাই এবং সেইসব জায়গায় কোন পুল নাই ছড়ার উপর গাড়ী ঘোড়ার কোন ব্যবস্থা নাই শহরের অঞ্চলের সংগে গ্রামের যোগাযোগের জন্য কোন রাস্তাঘাট নাই এবং সেই সমস্ত জায়গায় কোন পুল নেই, রাস্তাঘাটের কোন সুযোগসুবিধা নেই। অথচ আজকে সেই সমস্ত জায়গায় জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা দরকার। কোথায়ও সেই সমস্ত জায়গায় খোলা নেই। আমি বিশেষ করে খোয়াই এলাকার কথা বলছি যেমন সেখানে আজকে কল্যাণপুর, তেলিয়ামুড়া এবং খোয়াইতে সরকারী হাসপাতাল আছে কিন্তু গ্রামাঞ্চলে তো সেইটা নেই। সেই সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে গ্রামগুলির দূরত্ব কত ১২ | ১৩ | ১৪ মাইল হবে। কিন্তু রাস্তাঘাটের সেই রকম সুবিধা নেই। আজকে তাদের যে চিকিৎসার সুবিধা, আজকে তাদের স্বাস্থ্যের জন্য যে রোগ, রোগের থেকে যাতে রেহাই পায় তাদেরকে সুস্থ করা বা হাসপাতালে নিয়ে পৌঁছে দেওয়া সেই সমস্ত ব্যবস্থা আজকে নেই। রুলিং পার্টির সদস্যরা কথায় কথায় বলেন সমস্যা সমাধান হয়ে যাচ্ছে, সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, এই সব কথা উনারা বলেন। আজকে ২৫ বছরে খোয়াই নদীর পুল হল না, লজ্জার কথা। এক আমল চলে গেছে, শচীন সিংহের আমল এখন আরম্ভ হয়েছে সুখময় মন্ত্রী সভার আমল, কে জানে হবে কিনা, আমরা কি আশা করতে পারি। আজকে বিলোনীয়ার ব্যাপারে দেখুন, মনুনদী উপর পুল না থাকায়, আজকে বিলোনীয়া বিচ্ছিন্ন। বিভিন্ন এলাকার কথা যদি আমরা বলি তারা বলেন সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে। এই ২৫ বছরে এই সরকার যৌবনে পরিণত হতে পারলো না আর কবে হবে। একটা মানুষের জীবনেও তো ২৫ বছরে যুবকে পরিণত হয়। আরও সময় চায় সময় আর কত দেওয়া যায়। কাজেই রুলিং পার্টির সদস্যরা কথায় কথায় বলেন যে সমাজবাদ করছি, সমাজবাদ করছি। এখানকার ভারতের তাতে ত্রিপুরার রুলিং পার্টি বা কংগ্রেসের সরকারী সমাজবাদ হলো একদল থাকবে গাছতলায় আর একদল থাকবে ৭ তালায়। এই হলো সমাজবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কথা বলতে চাই এই খরা পরিস্থিতিতে সেখানে দিনের পর দিন মানুষ খেতে পাচ্ছেনা; জলের কোন সুবিধা পাচ্ছে না। এমন কতগুলি গ্রাম আছে যেমন বাজমা বাড়ী এই সব জায়গায় টিউবওয়েল নেই, রিংওয়েল নেই। খবর নিয়ে দেখেছেন, যানতো খোয়াই। কিন্তু গেলে কি হবে, কংগ্রেস শুধু দলবাজী করবে আরতো কিছুই করবে না। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী খোয়াই গিয়েছিলেন, তিনটা স্কুলে তিনি নেমন্তন্ন খেলেন এবং তিনি বললেন আপনাদের এখানে হাই স্কুল হয়ে যাবে, মেট্রিক হয়ে যাবে, আর একখানে গিয়ে বললেন এখানেও হয়ে যাবে। ওখানে গিয়ে বললেন এই খানেও হয়ে যাবে। তিন দলকে নাচালেন কার থেকে বেশী আদায় করা যায়। এই করে দলবাজী করছেন। আজকে খোয়াইর পশ্চিম পারে জলের জন্য হাহাকার সেখানে সবচেয়ে বেশী ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। রাইমণি মৌজা সেখানে একটা টিউবওয়েল নেই কিছুই নেই।

বাজনাবাড়ীতে এই যে বিরাট খরা পরিস্থিতি সেখানে একটা টিউবওয়েলও নেই। তাহলে কি আমরা আশা করতে পারি আগামী দিনে সেখানে অনেক কিছু হয়ে যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে পুলিশ নবীকরণের কথা উল্লেখ করেছেন যাতে নবীকরণ করলে আমরা পুলিশকে ভয় পাই। পুলিশকে ভয় পাওয়ার কথা নয়! পুলিশের যে বাজেট করা হচ্ছে সেইটাও আমরা যার উপর নির্ভরশীল সেই সমস্ত বাজেট থেকে অধিক করা হয়েছে সেই জন্য আমরা প্রতিবাদ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জুমিয়া এলাকা কতকগুলি আছে, এখানে জুমিয়া সরকারীভাবে জুমিয়া স্বীকৃতি দিয়ে আদর্শ কলোনী বলে একটা সাইনবোর্ড টাংগিয়ে দিয়ে রেখেছেন প্রায় ১০ | ১২ বছর যাবত। এখানে শান্তি নগরে যে একটা কলোনী আছে এবং গঙ্গানগরেতো আছেই, ট্রেজারী ব্যাঞ্চের সদস্যরা আরও ভাল জানেন। সেই সমস্ত এলাকায় গঙ্গানগর থেকে আরম্ভ করে সেই সমস্ত এলাকায় যে জুমিয়ারা আছেন তাদের কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কি দেখবো.১৯৭১ সালে তারা প্রতিটি মানুষকে কোন কলোনীর ১০ | ১১ | ১৭ জনকে এইভাবে ২৫০ টাকা দিয়েছেন। আজকে ১৯৭৩ এর মার্চ মাস সেখানে অনেকেই রয়েছে যারা কোন কিছু পায় নি। তাহলে আমরা কি দেখবো দিনের পর দিন জুমিয়াদের স্কীম পরিবর্ত্তন হচ্ছে, বলছেন এইটা দিয়ে হবে না আরও কিছু বাড়াতে হবে এই করে করে ১৯০০ টাকা দিয়েছেন। কিন্তু এই ১৯০০ টাকা কয়জনের ভাগ্যে জুটবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সমস্ত দিক দিয়ে যদি আমরা দেখি ট্রেজারী ব্যাঞ্চের সদস্যরা খাতা দেখেন হিসাব করেন যেন এখানে সব হয়ে গেছে, এইটা স্বর্গরাজ্য হয়ে গেছে। কিন্তু রুলিং পার্টির সদস্যদের যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি কোথায় কি আছে না আছে উনারা বলতে পারবেন? কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই জন্য এই ফাঁদে এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারি না। আগামী দিনে যাতে আরও বেশী করে কৃষকদের জন্য বাজেট করা এবং সুষ্টভাবে, দলবাজী না করে সাধারণ মানুষের জন্য যাতে সেই সমস্ত টাকা খরচ হয়, তার জন্য এই হাউসের কাছে দাবী রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে ১৯৭৩-৭৪ সালের ব্যয় বরাদ্দের বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে এখানে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী বাজেট ভাষণে বলেছেন এই বাজেট গণতান্ত্রিক বাজেট নয়। কিন্তু আমি বলব ত্রিপুরার জনসাধারণের উন্নতির জন্য যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বাজেটের প্রতি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে তারজন্য এই বাজেটকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নৃপেন বাবু ত্রিপুরার ট্রাইবেল রিজার্ভ সম্পর্কে যা বলেছেন আমার মনে হয় তিনি কোন বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই বলেছেন। কারণ উনি জানেন আমাদের সরকার ল্যাণ্ড রিফরম কমিটি গঠন করেছেন এবং ত্রিপুরা সরকার ভাবছেন কি করলে ভাল হবে। কোথায় রিজার্ভ তুলে দিলে ভাল হবে এই সম্বন্ধে নানা দিকে চিন্তা করছেন। উনি এইটা জানতে পেরেই সেখানকার মানুষকে বুঝাইবার জন্য, তাদের দরদী সাজার জন্য এই বক্তব্য তিনি এখানে

রেখেছেন। এটা জেনে উনি হয়ত মনে করেন উনি জানতে পেরে ওখানকার জনসাধারণের, ত্রিপুরার জনসাধারণের দরদী সাজার জন্য উনি এই বক্তব্য রেখেছেন। কাজেই উনারা যে সমস্ত প্রস্তাব আনেন এইগুলি শুধু সরকার যে সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দিতে চলেছেন সেগুলি আমাদের একটু আগে বলে জনসাধারণের দরদী সাজেন মাত্র। এটা শুধু দলবাজী করার জন্য। এছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। তাছাড়া স্কুলের কথা বলেছেন। স্কুল আছে, শিক্ষক আছে, ছাত্র নাই। ছাত্র যে নাই সেটা কি সরকারের দোষ? যেখানে স্কুলের দরকার সেখানে সরকার স্কুল দিয়েছেন। গ্রামে গ্রামে, পাহাড়ে কন্দরে সরকার স্কুল দিয়েছেন। আমরা জানি ত্রিপুরার পাহাড়ে কন্দরে শুধু তারাই ঘুরেন না, আমরাও ঘুরি। কেন স্কুলে যায় না তারা জানেন। ত্রিপুরার আদিবাসী যারা তারা যদি শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হয়ে যায় তাহলে তাদের দলবাজী করতে পারবেন না। সেজন্য আমরা জানি স্কুলে যেয়োনা, এইভাবে তারা বলেন। কাজেই এইসমস্ত কথার মধ্যে কোন যুক্তি নাই, এইগুলি সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে মনে করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উনি তাঁতশিল্প সম্পর্কে কিছু বলেছেন। ট্রেনিং কম প্রডাকশন সেন্টার আমাদের ত্রিপুরা সরকার বিভিন্ন জায়গাতে করেছেন। আমরা দেখতে পাই যতক্ষণ পর্যন্ত ষ্টাইপেণ্ড পায় ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষানবীশিরা সেখানে থাকে। যেইমাত্র ষ্টাইপেণ্ড বন্ধ হয়ে গেল তক্ষুনি তারা চলে যায়। পেচারথল, দশদা এবং কাঞ্চনপুর এলাকায় আমি বলতে পারি উদাহরণস্বরূপ যে তাদের যতদিন সরকার ষ্টাইপেণ্ড দিয়ে শিখিয়েছেন ততদিন ছাত্ররা উপস্থিত থেকেছে, ষ্টাইপেণ্ড বন্ধ হয়ে গেলেই তারা চলে গেছে। তাহলে আগ্রহটা কোথায়? আগ্রহটা কি শুধু কাজ শেখার না টাকার লোভ? কিছু শিখে যাতে বাড়ীতে গিয়ে তারা কাজ করতে পারে সেজন্য সরকার থেকে ৫০০ টাকা করে তাদের দেওয়া হয়। সরকার দিচ্ছেন যথেষ্ট। অনেক ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কেন তারা এটা শিখছে না তার কারণটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য সরকারকে যে দোষারূপ করেছেন সেটা যুক্তিসংগত হয়েছে বলে আমি মনে করি না। তিনি আরও বলেছেন ত্রিপুরা সরকার মাথা-ভারী সরকার। আর একদিকে বলে চাকুরী দাও। কিন্তু কর্মচারী নিয়োগ করলে মাথাভারী সরকার হয়ে যায়। এটা তিনি কি বলতে চান আমি বুঝতে পারি না। তারা চীৎকার দিচ্ছেন চাকুরী চাই, বেকারদের সমস্যার সমাধান করুন। কিন্তু এখন চাকরী দিলে যদি সরকার মাথা-ভারী হয়ে যায় তাহলে উনি কি বলতে চান সেটা আমি বুঝতে পারি না। কাজেই এই বক্তব্যের কোন সারমর্ম আছে বলে আমি মনে করি না।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখন আমার এলাকা সম্বন্ধে দুয়েকটা কথা বলছি। প্রথমে পি. ডবলিউ, ডি, সম্পর্কেই বলছি। কতকগুলি অঞ্চল আছে যাতায়াতের অসুবিধা। যেমন দাম-ছড়া থেকে খেদাছড়া অঞ্চলে যেতে যে জায়গাটা সেটা অত্যন্ত দুর্গম। অবশ্য সুখের ব্যাপার আমি সেদিন প্রশ্ন করেছিলাম, আমি উত্তর পেয়েছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিয়েছেন এবং রাস্তার গুরুত্ব মেনে নিয়েছেন। তারজন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। তবে এই রাস্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, কারণ আমাদের পূর্ব্বে যে মিজোরাম আছে, সেখান থেকে বিদ্রোহী মিজোরা মাঝে মাঝে হামলা চালায়। দুর্গম অঞ্চল থাকায় আমাদের বাহিনী সেখানে

সময়মত বুঝতে পারে না এবং কৃষিঋণ ইত্যাদি দেবার বেলাতেও যোগাযোগের অব্যবস্থার জন্য সে এলাকার লোক অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করেন। কাজেই সেই রাস্তা যাতে অবিলম্বে আমাদের চলার উপযোগী করে নির্ম্মাণ করেন তার জন্য আমি অনুরোধ করব।

শিক্ষা সম্বন্ধে আমি বলব যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট হচ্ছে বলে আমি বিশ্বাস করি। বিগত ২৫ বছরে আমাদের ত্রিপুরার বাসিন্দারা সবাই জানেন কি ছিল আর কি হয়েছে? সেই দিক দিয়ে আমরা অত্যন্ত গর্বিত যে শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষার অগ্রগতি হচ্ছে দিনের পর দিন। তবু এখানে দুই একটা কথা বলতে চাই যে আমাদের দূর দূরান্তে যে সমস্ত পাহাড় অঞ্চলে প্রাইমারী স্কুল আছে সেগুলিতে সত্যিকারের পড়াশুনা চলছে না। তার কারণ স্কুল ঠিকমত ক্লাশ তারা নেয় না। (এ ভয়েস—এক মুখে দুই কথা) উনি বলছেন মাষ্টার নাই। আমি বলছি মাষ্টার আছে, কিন্তু তারা ঠিকমত যান না। তাই আমি অনুরোধ করব মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে ঐ সমস্ত পাহাড়ী অঞ্চলে যে সমস্ত স্কুল আছে সেইসব স্কুলের প্রতি যেন দৃষ্টি দেওয়া হয়। তা ছাড়া আমি কৃষি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব এখানে আমাদের সরকার—মন্ত্রীমণ্ডলী যেভাবে কৃষির উন্নতির জন্য অর্থ বরাদ্দ রেখেছেন এটা সত্যই সন্তোষজনক ব্যাপার। এই কৃষিঋণ বা দাদন ঋণ বীজ ধানের যাতে ঠিকভাবে বিলি বণ্টন হয় তারজন্য আমি সরকারের দৃষ্টি যাতে সেদিকে দেন তারজন্য অনুরোধ করব। আজকে কৃষিঋণ দেওয়া হচ্ছে কৃষকদের জন্য চাষের যন্ত্রপাতি দেওয়া কিন্তু সেগুলি যদি আমরা ঠিক সময় না দিতে পারি তাহলে কৃষকের কাজে লাগবে না তারজন্য আমি অনুরোধ করব সরকারের কাছে এই কৃষিঋণ ইত্যাদি যাতে ঠিক ঠিক বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে আমি অনুরোধ করব। আমি আর একটি কথা বলব এখানে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন সম্পর্কে। উনারা বলেছেন ইতিপূর্ব্বে আমার স্মরণ আছে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন কাজ সরকার যা করেছেন তা ঠিক নয়—আমি জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের ব্যর্থতার কথা বলছি না কাজগুলিতে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি আছে সিলেকশান সম্পর্কে কিছু ব্যতিক্রম দেখতে পারছি। আজকে জুমিয়াদের পাহাড়ের উপর ভাল জায়গা দিতে না পারেন সরকার তাহলে কি দেখে কৃষি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ যারা তাদের ঐ পাহাড়ের উপর কি করে কৃষিকার্য করবে সেখানে যদি ঠিক ঠিক ইরিগেশানের ব্যবস্থা সরকার না করেন। সেখানে শুধু জমি ট্রাকটার দিয়ে সমতল করে দিলেই হবে না যদি ইরিগেশানের ব্যবস্থা করা না হয় সংগে সংগে তাহলে সেই টিলা জমিতে যেহেতু উর্ব্বরা শক্তি সেখানে কম—সেখানে ফসল ঠিকমত হবে না তারজন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব এই অমরপুর পাইলট প্রজেক্ট স্কীম যেখানে চলছে সেখানে যদি সাথে সাথে ইরিগেশানের ব্যবস্থা বিশেষভাবে রাখা না হয়। তাছাড়া আমি আরও একটি অনুরোধ রাখব ত্রিপুরার যেখানে সেখানে আদিবাসী ভাইরা আছেন যারা জুমিয়া নামে অভিহিত—প্রকৃত পক্ষে আমি দেখি জুমিয়ারা চাষ করছে কিন্তু সরকার তরফ থেকে জমি এলট করা হয় নাই—বিগত সেটেলমেন্টের সময়েও জমি থাকা সত্বেও তাদের সেই জায়গার বন্দোবস্ত পান নাই। সেজন্য আজকে জমিয়ার সংখ্যা হিসাবে আমরা অনেক কম দেখি বলে আমার মনে হয়। সত্যিকারের জুমিয়ার সংখ্যা বেশী আছে। আজকে যদি ঐ জমিগুলিতে তাদের পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা করতে পারি

তাহলে আমাদের ত্রিপুরায় জুমিয়ার সংখ্যা অনেক কমে যাবে। তাই আমি মাননীয় সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব যেন তাদের নামে জমি এলট করা হয় এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় নাই যাদের সেই জমিগুলিতে তাদের পুনর্বাসন অনতিবিলম্বে দেওয়া হউক। তাছাড়া ফরেষ্ট রিজার্ভের ভিতর অনেক জমি আছে সেই জমিগুলি আজকে যদি ফরেস্টের কাছ থেকে এনে আদিবাসী এবং ভূমিহীনদের দিতে পারা যায় তবে অনেক ভাল হবে। রিজার্ভের আমাদের প্রয়োজন আছে সেটি আমি স্বীকার করি কারণ বন না থাকলে নানা প্রকৃতির দুর্যোগ ঘটবে। কিন্তু বন এবং মানুষ দুটোই রক্ষা করতে হবে। কাজেই সরকার যদি ফরেস্ট থেকে জমি মুক্ত করে আদিবাসী এবং ভূমিহীনদের জায়গার ব্যবস্থা করতে পারে সেইজন্য আমি অনুরোধ রাখব এবং সেই সংগে বনের ব্যবস্থাও সুষ্ঠুভাবে করতে হবে। চিকিৎসার ব্যাপারে আমি কয়েকটি কথা বলব যখন আমি জানি ত্রিপুরায় ডাক্তারের অভাব আছে—অনেক ডিসপেনসারীতে ডাক্তার দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তারজন্য আমি অনুরোধ করব যেখানে আমাদের প্রাইমারী হেলথ সেন্টার আছে সেইসব প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে এম, বি, বি. এস, ডাক্তার থাকেন। এইসব সেন্টারের ৫।১০ মাইল দূর এলাকায় যেসব ইউনিট আছে সেইসব এলাকার অধিবাসীদের জন্য অন্তত সপ্তাহে একদিন করে প্রেসক্রপশান দেওয়ার জন্য সেইসব ডাক্তারদের যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে আমি আশা করব গ্রামের লোকেরা সেই প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের সুবিধা সত্যাই যারা পান না তারা অন্তত কিছুটা উপকৃত হবেন এর জন্য আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে সরকারের কাছে অনুরোধ করব যাতে এইসব এম, বি, বি, এস, ডাক্তাররা যেখানে ডাক্তার নাই সেই এলাকাতে গিয়ে অন্তত সপ্তাহে একদিন প্রেসক্রপশান দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আমি এই বাজেটের উপর আমার এই প্রস্তাবগুলি রেখে এবং বিরোধী পক্ষের বক্তৃতার বিরোধীতা করে আমি মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর বাজেটের প্রতি আবার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারবল মেম্বার্স, আমি এখন হাউসে অবিটিউয়্যারি রেফারেন্স দিচ্ছি এই জন্য আপনাদের মূল্যবান সময়ের কয়েক মিনিট সময় নিচ্ছি। মাননীয় সদস্য আপনারা শুনেছেন যে আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত বিপ্লবী ও কংগ্রেসী নেতা শ্রীভূপতি মজুমদার গতকাল বিকাল ৪—৪২ মিনিটে কলিকাতার বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন। আমি সংক্ষেপে তাঁর জীবন কথা হাউসের কাছে উপস্থিত করব এবং মৃত্যুতে শোক বার্ত্তা গ্রহণ করব

OBITUARY REFERENCE

"Shri Bhupati Majumdar, vetern Congress leader and a former West Bengal Minister was born January 1st. 1981 and joined original Anusilan Samity in 1905. Shri Majumdar while searching the Philippine waters trying to contact a German Vessels carrying arms and ammunitions for the revolutioneries, Mr. Majumdar was picked up and detained in Singapur fort and was subjected to 3rd degree method in 1920 and he was brought back to India to stand trial on various charges but was released in a general clemency. After spending some months in Orissa during floods and famine Mr. Majumdar returned to Bengal and joined the Congress. He became a close Lieutenant of Desabandhu C. R. Das. In 1923 when Desabandhu formed his Congress

Swaraj Party Shri Majumdar became Secretary of the Bengal Provincial Congress Committee. He was the Vice President, South Calcutta D. C. C, and Vice President of P. C. C. For many years he worked in close co-operation with Netaji but subsequently he was arrested under regulation III of 1918 and detained until 1928. He was again arrested in 1941 for 9 years. In 1942 he was arrested in connection with quit-India movement. Shri Majumdar was returned without contest. In Bengal Assembly opposed the Country's partition.

He was included in B. C. Roy's Cabinet. Again in 1957 he became the Commerce & Industries Minister. Aman of versatile talent wide interest in all sphers of life Shri Majumdar breathed his last at 4-42 P. M. on Tuesday in his Calcutta residence.

This House keeps on records great reverence and respect for the departed soul and send message to the members of his braved family.

Now I would request the House to observe 2 minutes silence. (After 2 minutes) Thank you. Now Hon'ble Members...

Mr. Speaker;—Now Hon'ble Member Shri Bulu Kuki.

শ্রীবুলু কুকী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কয়েকদিন আগে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী আমাদের এই বিধান সভায় ১৯৭৩—৭৪ সালের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেট সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলব যে আমরা সাধারণতঃ ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ জনসাধারণের প্রতিনিধি এখানে মিলিত হয়েছি এবং আমরা বরাবর এই আশা পোষণ করি যে এই বিধানসভার মাধ্যমে জনসাধারণের যে গ্রীভেনস এবং জনসাধারণের আরও উন্নয়ণের বিষয়গুলি আলাপ আলোচনা করব এবং আলোচনা করে বিভিন্ন ব্যাপারে পরীক্ষা করে দেখব। আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট আমাদের কাছে দিয়েছেন এই বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মোটামুটি—ভাবে, দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে এই যে কংগ্রেস সরকার যে বাজেট করেছে, একই ধরণের বাজেট, তার কোন বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আমরা এর মধ্যে দেখতে পাই না। কারণ আমরা যদি বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করি আমরা দেখতে পাই—সাধারণতঃ এই বাজেটকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা ভাগে আমরা দেখি ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের উন্নয়ণ খাতে ব্যয় করা হবে, আরেকটা হল যেটা জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে যাবেনা, রাষ্ট্রের কতগুলি প্রয়োজনে সেটা যাবে এই দুই ভাগে আমরা যদি দেখি, প্রথমে আমরা এগ্রিকালচার—কৃষি খাতে এবং পাবলিক হেলথ, ইণ্ডাষ্ট্রীজ, ইলেক্ট্রিসিটি এই যে জিনিষগুলি, এই জিনিষগুলি মূলতঃ ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের জীবনের সংগে অংগাঅংগিভাবে জড়িত, এই জিনিষগুলি যদি না থাকে তাহলে সমগ্র ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের উন্নতি হতে পারেনা। কাজেই সেখানকার বাজেটে ধরা হয়েছে ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, তার পাশাপাশি যদি আমরা দেখি যে পুলিশ আর ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টেএর খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে, সেখানে দেখা যায় ৪ কোটি ৫৭ লক্ষ ২০ হাজার। তাহলে আমরা পরীক্ষা করার প্রশ্ন আছে। এই জায়গাতে আমরা দেখি পুলিশ

এত টাকার প্রয়োজন, হ্যাঁ দেশ রক্ষার খাতিরে, এবং আভ্যন্তরীন—জনসাধারণের শান্তি শৃংখলার প্রয়োজন আছে সেটা আমরা অস্বীকার করি না কিন্তু তার সংগে সংগে সমতা রেখে সমগ্র ত্রিপুরার জনসাধারণের সার্থের দিকে লক্ষ করে, ১৬ লক্ষ লোকের সার্থ যেখানে জড়িত আছে, সেখানে বাজেটে ধরা আছে যে টাকা, সেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম দেখা যায়, যে জিনিষ জনসাধারণের সার্থে আসবেনা—একটা পুলিশ বাজেট সেখানে ৪ কোটি ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। অতএব অনারাাবল স্পীকার স্যার, আমরা এদিক থেকে দেখছি কিভাবে পুলিশ বাজেট করা হয়েছে। এই পুলিশ বাজেট কেন করা হল, করা হল এই কারণে যে জনসাধারণের যে বিভিন্ন সমস্যা আছে বিশেষ করে গরীব যে জনসাধারণ, তাদের সমস্যা সমাধান করতে পারেনি এবং এই জনসাধারণ কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ, এবং সেই বিক্ষোভকে জোর দমন করার জন্য, পুলিশ দিয়ে তাদের স্তব্ধ করার জন্য এই পুলিশ বাজেটের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। অনারাাবল স্পীকার স্যার, আরেকটা বড় ঘটনা দেখবেন ফেমিন রিলিফের জন্য—আজকে সকলেই জানেন এই ব্যাপারে এই এ্যাসেম্বলীতে আমারা বরাবর বিরোধী পক্ষ এবং রুলিং পার্টি এটা অস্বীকার করতে পারবেন না, যে বর্তমানে ত্রিপুরাতে দুর্ভিক্ষ চলছে, কিন্তু এই অবস্থা ফেমিন রিলিফ খাতে মাত্র ৫০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। তুলনামূলকভাবে যদি দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে এই কংগ্রেস সরকার তাঁর ২৫ বছরের শাসনে জন সার্থের জন্য কি করেছেন এবং কি করতে যাচ্ছেন। আজকে আমরা কিছু তলিয়ে যদি দেখি, তাহলে দেখব যে ভারত-বর্ষে তথা ত্রিপুরার মধ্যে অনাহারের সংখ্যা, যেটা নাকি নিরেট সেই নিরেট শতকরা ৮০ জন, এই ৮০ জন হল কেন? পশ্চিম বংগে শতকরা ৩০ জন কেন? এই ২৫ বছর কি ত্রিপুরাতে কংগ্রেস সরকার ছিল না? আমরা যদি দেখতাম যে ত্রিপুরা রাজ্যে রাজতন্ত্র চলছে, তাহলে সেটা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমরা রাজতন্ত্রের দুর্নীতির বিরুদ্ধে, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরানূতন সরকার গঠন করেছি কিন্তু তা করার পরও দিনের পর দিন দারিদ্রের হার বেড়ে যাচ্ছে তাহলে একথা কি প্রমাণ করেনা যে। আজকে আমরা প্রতি বছর বাজেট করি এবং এই বাজেট দিয়ে আমরা অনেক কিছু দেখাই। কিন্তু তার প্রতিফল হিসাবে দেখা যায় যে দেশের মধ্যে অনাহার, দুর্ভিক্ষ, যেকার সব কিছুই তো চলছে। তাই আমাদের এই বাজেটকে আমাদিগকে এইভাবেই দেখতে হবে। অনেকেই এই সম্পর্কে কিছু কিছু মন্তব্য করেন। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার আমরা তো এখানে সেইটা করার জন্য এখানে আসিনি আমরা এখানে এসেছি ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাপ আলোচনা করতে। এবং এই সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখা উচিত! তাই আমরা দেখতে চাই কি করা হয়েছে। তারা বলেন সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা দেখছি কিছুই করা হয় নি। যদি আমরা দেখতাম যে গরীব জনসাধারণের জন্য কিছু করা হচ্ছে এবং বেকার সমস্যা কমে যাচ্ছে তাহলে ধরে নিতাম এই বাজেটের মাধ্যমে কিছু হচ্ছে কিন্তু তা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা দেখছি যে বাজেট করা হচ্ছে, যতবারই করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে যে সব কিছু হয়ে যাবে। সমাজের একটি অংশ যারা ধনীরা দিনের পর দিন ধনী হচ্ছে এইটা আমরা নিজের চোখে দেখি। আগে যার একটা গাড়ীও ছিল না আজকে তার

৭।৮।১০টা গাড়ী হয়ে গেছে। কিন্তু এইটা কত অংশ শতকরা ৫ ভাগ মাত্র, এই সমস্ত ভোগ করছে, যার ফলে তাদের বাড়ী দিনের পর দিন বড় হচ্ছে এক তালার উপর দুই তালা হচ্ছে। একটার পর দুইটা চারটা করে গাড়ী কিনছে। কিন্তু তার যে আর একটা অংশ এই সমাজের সব চেয়ে যে বৃহত্তর অংশ যে অংশের মানুষ দু-মুঠো ভাত খেতে পারে না তাদের জন্য কি করা হচ্ছে? কিন্তু আমরা বুঝবো এই বাজেটের মধ্য দিয়ে, হঁ্যা ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা বলতে পারেন যে ৮ কোটি টাকা দিয়েছেন কিন্তু এইটা গরীব কৃষকের কাছে পৌছায় নি। যার ফলে দিনের পর দিন অনাহারের সৃষ্টি হচ্ছে। আর একটা জিনিষ আমাদের দেখতে হবে গভর্ণমেণ্ট গরীবদের কি চোখে দেখে। আমার মনে হয় যে একটা জিনিষ লক্ষ্য করা গেছে যে নিউট্রিশন প্রোগ্রাম তারা যে সেনট্রাল থেকে পেয়েছে যে গরীব জনসাধারণকে কিছু পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হবে এই পুষ্টিকর খাদ্যের পরিমাণ কত, তারা কি ভাবে দেবে, পার হেড কত, এই ১৮ পয়সা এই ১৮ পয়সা কোন ছেলেকে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া সম্ভব। একটা বড়লোকের ঘরের কুকুরের জন্যও তো এর থেকে বেশী টাকা খরচ করা হয়। তাই ত্রিপুরার মানুষকে তারা কুকুরের সমান মনে করে। তাই তারা এই নিউট্রিশন প্রোগ্রামে একটা শিশুর জন্য মাত্র ১৮ পয়সা খরচ করে। তাহলে কি দেখা যায়, এই গরীব জনসাধারণের জন্য এই চিন্তা ধারা নিয়ে আজকে যে বাজেট ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটেও আমরা দেখেছি যে তার একটা দৃষ্টি ভংগী আছে সেইটা হলো কি করে এই ধনী সম্প্রদায়ের হাতে টাকা তুলে দেওয়া যায় আর এক দিক দিয়ে কি করে এই গরীব জনসাধারণকে কিভাবে আরও গরীব করা যায় সেইটাই চাইছে। তাই দেখছি যে শতকরা ৮০ জন কৃষকের জন্য যে টাকা দেওয়া হচ্ছে সেইটা কত. মাত্র দুই কোটি ১৮ লক্ষ টাকা কিন্তু ত্রিপুরার লোক সংখ্যা হলো ১৬ লক্ষ এবং তার মধ্যে ৮০ ভাগ হলো কৃষক। এই কৃষকদের যদি তারা বেশী করে টাকা কৃষির উন্নতি না করতে পারে তাহলে এই ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থ নীতি যে কৃষির উপর নির্ভর করে সেই কৃষিকেই যদি অনুন্নত করে রাখা হয় তাহলে আমরা কি আশা করতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হবে? তাছাড়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কৃষকদের প্রতি সরকারের যে মনোভাব সেইটা আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। ১৯৭১ সালে মৈলাক ছড়াতে যে বাঁধ দেওয়ার জন্য ১৯৭১-৭২ সালে টাকা কত ১৯ হাজার টাকা। তারপরে আজ পর্য্যন্ত সেই বাঁধ হয় নি। তারপরে ঐখানকার লোকেরা নিজেরা মিলে তারা নিজেরা সেই সিলেকটেড প্লেচে ৫।৬ হাজার টাকা খরচ করে তারা নিজেরা বাঁধ দিয়েছে। কিন্তু এই টাকা দিয়ে যখন তারা শেষ করতে পারলো না তখন তারা অমরপুর পি, ই. ওর কাছে যায়, তারা পি, ই, ওকে বলে আমাদের তিন হাজার টাকা দেন, আমাদেরকে সাহায্য করেন। এই বাঁধটাকে বাচাতে হবে। কিন্তু পি, ই, ও বল্লেন যে না দেওয়া হবে না। করণ এই বাঁধে যে সাইজ সেই সাইজ হয় নি। অতএব টাকা দেওয়া হবে না। গত বৃষ্টিতে সেই বাঁধটা জলে নিয়ে গেল। তাতে আমরা বুঝতে পারি কি সরকার যে কৃষকদের দরদী তারা যে কৃষকদের উন্নত করার জন্য, কৃষিকে স্বাবলম্বী করার কথা যে তারা বলে তা মূলত কথার সংগে কাজের কোন মিল নেই। তাই মাননীয় স্পীকার স্যার, আর একটা কথা আমি বলতে চাই স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে, আমি জানি নগরাই জনসাধারণ যেখানে একটা নাই। কিছু নাই। অনারেবল

স্পীকার, স্যার, আর একটা কথা হল, যে আমরা যদি স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আসি তাহলে দেখি যে নওয়াগাঁর জনসাধারণ সেখানে প্রাইমারী হেলথ সেন্টার করার জন্য তারা নিজেরা জায়গা দিয়েছে, নিজেরা দান করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকার জনসাধারণের সেই দানের জায়গাতে প্রাইমারী হেলথ সেন্টার করার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করছেন না, অথচ তারা জমি দান করে রেখে দিয়েছে। সেখানে শুধু একটা ডিসপেনসারী আছে ডাক্তার নাই। কম্পাউণ্ডার দ্বারা কাজ চলছে। ঘরটাও তুফান এলে ভেঙ্গে যায়। গত বৃষ্টিতে সেটা ভেঙে গেছে এবং বেশ কিছু ঔষধ নষ্ট হয়েছে। আনারেবল স্পীকার, স্যার, আর একটি জিনিষ আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই যে গত অ্যাসেম্বলী সেসনে আমি বার বার মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছি যে তুইহুতে শুধু একটা ডিসপেনসারী অন্ততঃ দিন। কিন্তু ওখানকার বিগত যে সদস্য ছিলেন তিনি বললেন যে ডিসপেনসারী স্যাংশান হয়ে গেছে, তোমরা সাইট ঠিক কর। তারা ঠিক করলেন, জায়গার মাপ ঝোক হল। কিন্তু তার স্যাংশান এখনো হয় নি। অথচ সেখানে বাজার আছে, সবকিছু আছে, সেটা একটা পপুলেটেড এরিয়া। ওখানকার জনসাধারণ বার বার মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে। উনি যখন অম্পিতে যান তখন সেখানকার জনসাধারণ তার সংগে আলোচনা করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই হয় নি।

অনারেবল স্পীকার, স্যার, আর একটা জিনিষ আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে অনেক উপজাতিদের সম্পর্কে কিছু বলেন। রুলিং পার্টির সদস্যরা, মন্ত্রীরা আমাদের অনেক কথা শোনান। কিন্তু আমরা দেখি না যে উপজাতিদের পুনর্ব্বাসনের জন্য যে স্কীম করা হয় সেই সমস্ত স্কীম থেকে তাদের কোন পুনর্ব্বাসন হচ্ছে না। তাতে আমাদের এই ধারণা হচ্ছে উপ-জাতি পুনর্ব্বাসন ডিপার্টমেন্টাই হল উপজাতিদের বিতারণের একটা ডিপার্টমেন্ট। এছাড়া আর কিছুই নয়। আর একটা জিনিষ আমি তুলে ধরতে চাই যে মহারাজার আমলে ত্রিপুরাতে ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়া করা হয়েছিল এবং এই সমস্ত রিজার্ভ নিয়ে রুলিং পার্টির বন্ধুরা রাজ-নীতিও করেন। আমি যখন ১৯৬২ সালে জেলখানায় ছিলাম তখন 'নেশন' নামে একটি পত্রিকা আমার কাছে এল, তখন আমি বিহার জেলে ছিলাম। সেই পত্রিকায় দেখলাম যে ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাস থেকে মুসলিমদের বিদেশী আইনে বিতারণ করা হয় এবং যুক্তি হিসাবে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট দেখিয়েছিল যে যেহেতু অমরপুর এলাকাটা হল ট্রাইবেল এলাকা, রিজার্ভ এলাকা সেই রিজার্ভ এরিয়াতে নন্-ট্রাইবেল পাকিস্তানীয় লোক অন্যায়ভাবে অনুপ্রবেশ করে উপজাতি এলাকায় বসবাস করছে। সেই কারণে তাদের বিতারণ করা হয়েছে। কিন্তু সেই রিজার্ভ এলাকা ঘোষণার মধ্যে আমরা কি দেখতে পাই? যেগুলি ট্রাইবেল পপুলেটেড এরিয়া সেগুলিকে রিজার্ভ করে রাখা হয়েছে। তার কারণ হল অনুপজাতি এবং উপজাতির মধ্যে একটা বিদ্বেষভাবের সৃষ্টি করা। অমরপুর যেখানে পাহাড়ী নাই, শুধু বাঙালী আছে সেটা হল ট্রাইবেল রিজার্ভ অঞ্চল। কৃষ্ণপুরে ট্রাইবেল অঞ্চল কিন্তু সেখানে ট্রাইবেল নাই। এইভাবে উপজাতি এবং অনুপজাতিদের মধ্যে একটা বিরোধের সৃষ্টি করে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেজন্য আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আমি অনুরোধ করব যে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা ডিমারকেশন করতে হবে এবং আঞ্চলিক

কমিটি করতে হবে যাতে তারা তাদের উন্নয়নের দায়িত্ব নিজেরা দিতে পারেন। এটা তাদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। ত্রিপুরাতে উপজাতিরা বিশেষ একটা সমাজ। তারা অনুন্নত যদি থেকে যায় তাহলে দেশটা সামগ্রিকভাবে উন্নত হল না। আমি সর্ব্বশেষে আর একটি কথা তুলে ধরতে চাই। ফ্যামিলী প্ল্যানিং সম্পর্কে আমি যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যায় ২২,১২,০০০ টাকা বরাদ্ধ আছে, আর ফেমিন রিলিফের জন্য মাত্র ৯ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। আজকে ত্রিপুরাতে যদি আমরা কৃষিকে উন্নত করতে পারি, গ্রো মোর ফুড করতে পারি তাহলে আমাদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর কি প্রয়োজন আছে? আমরা দেখি না কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে ফেমিলি প্লেনিংয়ের কথা শুনিনা। বরং আমরা দেখি এবং বুর্জোয়া পত্র পত্রিকাতেও বের হয় দেখি যারা বেশী ইস্যু করতে পারে তারা পুরস্কার পায় ... (গণ্ডগোল)...এখানে দেখেছি যে কমাতে হবে কিন্তু তার জন্য টাকা—খয়রাতি সাহায্যের জন্য ক্যাশ প্রোগ্রামের জন্য সমগ্র ত্রিপুরার জন্য ২২ লক্ষ ১২ হাজার টাকা রাখা হয়েছে তাহলে সামগ্রিক ভাবে এই বাজেট যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাই যে এই বাজেট বরাদ্দ শুধু ধনিকদের পোষণের জন্য ধনীকদের আরও ধনী করার জন্য—তার মধ্যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরও জোরদার করার জন্য এই বাজেট হয়েছে। আর ধনীদের আরও ধনী করার একমাত্র পথ হয়েছে কৃষক—যারা দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ তাদের শোষণ যাতে করতে পারে তার জন্য এই বাজেট হয়েছে এবং তারজন্য তারা যদি অসন্তোষ প্রকাশ করে তাদের জব্দ করার জন্য তাদের জেলে রাখার জন্য তাদের লাঠি পেটা করার জন্য পুলিশের বাজেটে বেশী টাকা ধরা হয়েছে পুলিশকে নূতন করে পুনর্গঠন করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে—মূলত তাই করা হচ্ছে। তাই আমি মনে করি এই বাজেট হল ধনীদের জোরদার করার বাজেট এই বাজেট গরীব জনসাধারণের কোন উপকারে আসবে না এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরাইমনি রিয়াং চৌধুরী। মাননীয় সদস্য আপনি যদি কক বরক ভাষা জানেন তাহলে অনুগ্রহ করে সেই ভাষাতেই আপনার বক্তব্য রাখুন আমাদের ট্রেন্সলেটার কক-বরক থেকে প্রসিডিংসের জন্য বাংলায় অনুবাদ করবেন।

শ্রীরাইমনি রিয়াং চৌধুরী :—(উনি মাতৃভাষায় বক্তৃতা রেখেছেন)

কক-বরক

শ্রীরাইমনি রিয়াং চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি কক বরক বাই কয়েকটা কক ছাআনু আং। আং যার নাকি আমার চিনি ত্রিপুরা যত সে যত রাজ্যপাল ভাষণ খাইমা কউ, সে খুব দরকার। চিনি ত্রিপুরা ছিংঅ যতদি নাইদি, তমা তমা দরকার অং। ছে রাস্তাফ নাই-অ, কৃষক সম্বন্ধে ছে ফা-ন নাই-অ। কৃষক সম্বন্ধে খে চিনি ত্রিপুরা-অ তমানি কগে, কোন কিছু উৎপাদন অংলানি কগে, খাইনা দরকার। কৃষি উৎপাদনি খাইনে দরকার। আব-ন অন্য কাজে আগিখে শিক্ষা বিছিংঅ য দরকার। আগি কুছুছে কুরুই অর-অ। বালক বালিকানি শিক্ষানি ব দরকার। আগিছে চিকিৎসানি ব দরকার, লামানি ব দরকার চিনি ত্রিপুরা-অ। চিনি ময়ালজ প্রথম ত্রিপুরানি আমলঅ, ২৫ বছর আগে, আংলে বুড়া অংলাচা, কিন্তু যার নাকি

আগিঅ চুং ফাইকাথে কৈলাশহর তইথে আথাউড়া তইথে ফাই-অ আগরতলা। যে কোন রাস্তা কুরুই, তিনি যখন ভারত স্বাধীন মানমা পরে ত্রিপুরা আস্তে আস্তে, ধাপে ধাপে অনেক উন্নতি অংলেহা। ঠিক, উকথও রাজ্য দুই খণ্ড অং থালা। অংখা পাকিস্থান হিন্দুস্থান। পাকিস্থান অংমা ফলে থাংনানি কোন সম্ভব কুরুই। সে সময়অ আগরতলা ফাইথে রাণীর বাজার হয়েছে জিরানীয়া, জিরানীয় খে চম্পক নগর, একই রাস্তা। কোন যোগাযোগ কুরুই। চন্দ্রসাধুনি নগ থু-অ চুং। সে রাজা আমল থাংখা। হ্যা চুং মহারাজ-ন সুগ মান-ইয়া। হ্যা যে বিষয় চুং নাক্তি যখন মায়া মায়া ছিন্থু দাবি খাইঅ, ত্রিপুরা সরকার-ন অনুরোধ খাই নাই। ধাপে ধাপে অংনাই। যার নাকে জন্মগ্রহন অংয়াখে, আস্তে আস্তে-ছে তরনাই, আস্তে আস্তে—বাড়ি নাই। সে ব কারণ কোন চিনি ত্রিপুরা সরকার-ন কিন্তু ধাপে ধাপে মা খাই নাই বরগ। অনুরোধ খাই নাই। অনুরোধ খাই নাই। আস্তে আস্তে বাড়ি নাই, শিক্ষা-অ বাড়ি নাই, যোগাযোগ-অ বাড়ি নাই। যওনি যও রাং বাজেত রাজ্যপাল ভাষণ খাইক অব ঠিক। তেব ছে বাড়ি না দরকার। তেব ছে বাড়ি না দরকার চিনি ত্রিপুরা-অ আবয়াখে কোন সুবিধা কুরুই। বিরোধী পার্টি হিন, দরকার নাই, দরকার নাই। ধাপে ধাপে শিক্ষা করব। ধাপে ধাপে কৃষি উৎ-পাদন করব, হু, অর্থমন্ত্রী বাজেত খাইমা ঠিক। আনি অন্তর-লে, অন্তরলে মনে করলাম আরো বাড়ত। আপনারা কি মনে করে। আমার ত্রিপুরাকে উন্নতি করতে হবে। তেবছে বাড়ি না দরকার। স্পীকার স্যার, মনে করে আমার যার নাকি অর্থমন্ত্রী বাজেত করছে, মনে করলাম—ঠিক। নরগ চিন্তা খাইদি, চিনি ত্রিপুরা-অ ববতুখে অংনাই। আচ্ছা, নরগ কৃষিঋণ মায়া দাদন মায়া, তমা মায়া, অব আনি দাবিছে। ক্র্যাশ প্রোগ্রাম মায়া, টেষ্ট রিলিফ মায়া, হইত না হইত না। যে অর্থমন্ত্রী ভাষণ করছে আমি সমর্থন করি।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীরাইমনি রিয়াং চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজ আমি কক্ বরক ভাষায় কয়েকটা কথা বলব। রাজ্যপালের ভাষণে যা যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি খুব প্রয়োজনীয়। সবাইএর দেখা দরকার, আমাদের এই ত্রিপুরায় এখন কি কি প্রয়োজন। রাস্তা চাই, কৃষির উন্নতি চাই। কৃষি সম্বন্ধে বলতে গেলে, দেখতে হবে ত্রিপুরায় কৃষি উৎপাদনের জন্য কি করা দরকার। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। এরপর, শিক্ষারও দরকার। ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় সুযোগ দিতে হবে। এক্ষনি পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এরপর চিকিৎসা, রাস্তা, ইত্যা-দিত দরকার আমাদের ত্রিপুরায়। আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি, আগে আমাদের আমলে, আমরা কৈলাশহর—আথাউরা হয়ে এই আগরতলায় আসতাম। এছারা আর কোন রাস্তা ছিল না। আজ ভারতে স্বাধীনতা লাভ করার পর এই ত্রিপুরা আস্তে, আস্তে, ধাপে ধাপে উন্নতি লাভ করেছে। একথা ঠিক যে একখণ্ড রাজ্য দুই খণ্ড হয়ে গেল। হলো পাকিস্তান হিন্দুস্থান। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার ফলে আগের সেই রাস্তায় আসা যাওয়া করাও সম্ভব হলোনা। সে সময় যদি আগরতলায় আসি, তাহলে রাণীর বাজার হয়ে জিরানীয়া, তারপর চম্পকনগর এই-ভাবে একটি মাত্র রাস্তায় আমরা যেতাম। আর কোন যোগাযোগের রাস্তা ছিলো না। চন্দ্র

সাধুর বাড়ীতে আমরা রাত কাটাতাম। সেই রাজার আমল চলে গেছে। হ্যাঁ, আমরা আর মহারাজকে দেখতে পেলাম না। হ্যাঁ- এই অবস্থায় আমরা এখনও পাইনা, পাইনা, বলে দাবী করছি। ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করব। ধাপে ধাপে হবে। যে জন্মগ্রহণ করেছে, সে আস্তে আস্তে বড় হবে। আস্তে আস্তে বেড়ে উঠবে। কাজেই, আমাদের ত্রিপুরা সরকারকেও ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হবে। অনুরোধ করব। অনুরোধ করব সরকারকে। আস্তে আস্তে বড় হবে, শিক্ষার বিস্তার হবে, যোগাযোগের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ হবে। রাজ্যপালের ভাষণে যে বাজেটে যত টাকা ধরা হয়েছে—সবই ঠিক। আরো উন্নতি হওয়া দরকার। এছাড়া কোন উপায় নেই। বিরোধী পার্টি বলে—দরকার নাই, দরকার নাই"। ধাপে ধাপে শিক্ষা করব। ধাপে ধাপে কৃষি উৎপাদন করব। হ্যা, অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, সেটা ঠিক। আমি আন্তরিকতার সহিত বিশ্বাস করি—আমরা আরো উন্নতি করব। আপনারা কি মনে করেন? আমার ত্রিপুরাকে উন্নতি করতে হবে। আরো উন্নতি হওয়া দরকার। স্পীকার স্যার, অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছে, আমি মনে করি সেটা ঠিক। আপনারা চিন্তা করুন, আমাদের ত্রিপুরার জন্য কি করা উচিত। আচ্ছা আপনারা বলছেন,—কৃষিঋণ পান না, দাদন পাননা। কি কি পাননা, সেটা আমারও তো দাবী। ক্র্যাশ প্রোগ্রাম পান না, টেষ্ট রিলিফ পান না। আপনারা বলেন—"হইতনা, হইতনা।

অর্থমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছেন, আমি তা সমর্থন করি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমংচাবই মগ

শ্রীমংচাবই মগ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখন বাজেটকে সমর্থন করার জন্য চিন্তা করছি এবং দেখছি দেখার পর বিশেষ করে আমার সরকার পার্টির সদস্যরা যে বক্তব্য রেখেছেন তার জন্য আমার বেশী বলার দরকার নাই। বাজেটকে সমর্থন করলেই চলে। তাছাড়া আমার এলাকায় মানুষ মনে করবে আমাদের এলাকা থেকে একজন বোবা বিধান সভাতে গিয়েছে আমাদের জন্য কিছুই বলে নাই তাই আমি ২।১টি কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি—পত্র পত্রিকায় কিছু নাম কিনারও প্রয়োজন আছে দুই একটি কথা বলছি। বিরোধী দল থেকে অনেক সমালোচনা করা হয়েছে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে সরকার এই ২৫ বছরে যা করেছেন তাতে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে কিন্তু কাজ কিছু হয়েছে প্রত্যেক বিরোধী দলের সদস্যের মুখ থেকে আমরা শুনি যে কিছুই হয়নি, সরকার কিছুই করেনি, সেইজন্য আমরা দুঃখিত। সরকারের গঠন মূলক কাজকে যদি আমরা অস্বীকার করি তাহতে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের কাছে আমরা অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন হব। কাজেই যে কাজ হয়েছে, তাকে স্বীকার করে নিতে হবে। যখন জন শিক্ষা আন্দোলন হয়েছিল ত্রিপুরা রাজ্যে কখন কতগুলি প্রাইমারী স্কুল ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল? তখন কি দাবী ছিল? তখন কি দাবী ছিল, না ত্রিপুরাতে প্রাইমারী স্কুল দাও গ্রামে, কিন্তু আজকে আমরা সেই প্রাইমারী স্কুলের কথা ভুলে গেছি, আমরা এখন দাবী করি প্রাইমারী স্কুল নয়, কলেজের। প্রাইমারী স্কুলের পরে একটা জিনিষ আছে সেটা হচ্ছে এম, ই স্কুল, তারপর এসেছে সিনিয়র বেসিক স্কুল, তারপর হাই স্কুল, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, এখন আমরা দাবী করি গ্রামে কলেজ চাই। তাহলে আমরা গ্রামে এখন আর প্রাইমারী

স্কুলের জন্য দাবী করিনা, সেই ষ্টেজ পার হয়ে গেছি, এম, ই স্কুলের ষ্টেজ পার হয়ে গেছি, সিনিয়র বেসিক স্কুলের জন্যও আমরা এখন আর দাবী করিনা, কাজেই যেটুকু কাজ হয়েছে, তাকে অস্বীকার করা যায় না। এদিকে চিন্তা করলে পরে আমরা দেখব ত্রিপুরা রাজ্যে কি হয়েছে না হয়েছে। জুমিয়া পুনর্ব্বাসন সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনে অনেক টাকা খরচ হয়েছে। কারণ আপনারা জানেন এই ত্রিপুরা রাজ্য সামান্ত তান্ত্রিক শাসনের অন্তর্গত, সামন্ত যুগের যে কর্ম্মচারীরা শোষণের মধ্য দিয়ে সামন্ত যুগের তহশিলদার এবং আমিনদের শোষণের যে চিন্তা ধারা ছিল,তার ভিতর দিয়ে কাজ করায়, তখনকার আমলে যে পুনর্ব্বাসন স্কীমে পুনর্ব্বাসন /দওয়া হয়েছিল, তাতে কাজ খুব বেশী যে ভাল হয় নাই, তা আমরা জানি, সেটা আমরাও উপলব্ধি করি। পাঁচশ' টাকার যে স্কীম, সেই স্কীমে যে পুনর্ব্বাসন দিয়েছেন সরকার, সেই সময়ের জমিগুলি যদি দেখেন, সে যদি একজন কৃষক হয়ে থাকেন, আজকে এই পনর বছর আগে যে প াঁচশ, টাকা, এখন তা পাঁচ হাজার টাকার সামিল। তারা জমিতে বসে গেছে। নাগিছড়িতে গিয়ে দেখুন, আমার কমলপুরে গিয়ে দেখুন, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দেখুন, যারা ঠিক ঠিক কৃষক, যাদের পাঁচ সাত কানি জমি আছে, কলই, মগ, যারা দেববর্ম্মার কিছু অংশ. তারা ভালভাবে কৃষির কাজ করে জিবীকা নির্ব্বাহ করতে পারছে। কিন্তু আমরা একটা কি দোষ করছি যারা পুনর্বাসন পেয়েছে, তাদের একথা বলি নাই যে তোমরা জমিটাতে ভালমত কাজ করে, যাতে তোমার সংসারের উন্নতি হতে পারে, সেইভাবে তাদের আমরা বলি নাই। সেখানে আমি আগেই বলেছি যে নিজের দোষটাকে চিন্তা না করে পরের দোষ দেওয়া কোন মানুষেরই উচিত নয়। প্রথমে নিজেকে সমালোচনা করতে হবে, তারপর পরকে সমালোচনা করতে হবে। গ্রামের মধ্যে অধিকাংশ উপজাতি যারা আছে, বাইথা, রিয়াং, গাড়ো যারা অপেক্ষাকৃত নীচ জাতির লোক আছে, সেই সমস্ত সাধারণ 'গ্রামের কৃষক'এর জমি আমরা যারা নাকি কমিউনিষ্ট পার্টির লোক আছি, কংগ্রেসের মধ্যেও যারা আছি, তারা তাদের জমি গ্রাস করতে চাই আমার জাতির মধ্যে অভাব সৃষ্টি করে, আমার জাতিকে ছোট করে আমরা বড় হতে চাই। সরকার পুনর্ব্বাসনের সুযোগ দিচ্ছেন, সেই সুযোগ যাতে আমাদের স্বজাতির লোকেরা গ্রহণ করতে পারে, সেই সুযোগ আমরা তাদের করে দিচ্ছিনা। আমরা একটা কথা বার বার চিন্তা করেছি এবং বলেছি যে সরকার যথেষ্ট কাজ করছে, শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করছে। কিন্তু আমার সহকর্মী যিনি একদিন ছিলেন, তাঁরা এখানে বলেন যে সরকার শিক্ষার কিছু করে নাই। আমি দুঃখিত। দুঃখিত এই কারণে যে এখনকার যে শিক্ষা, সমাজবাদী যারা, কমিউনিষ্ট যারা তারা চায় না, তাদের ভাল লাগেনা। কিন্তু এই বুর্জোয়া শিক্ষার মধ্য দিয়াও শিক্ষার জিনিষ আছে, সেটা উপলব্ধি করা দরকার। এই শিক্ষা যদি বুর্জোয়া শিক্ষাই হয়, তাহলে আমাদের যে কমরেডরা আছেন,তাঁদের ছেলে মেয়েরা যে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেন, বি, এ, পাশ করবেন, এম, এ, পাশ করবে, সেটা কি বুর্জোয়া শিক্ষা হল না? শুধু গ্রামের মধ্যে সেই শিক্ষা হলেই কি বুর্জোয়া শিক্ষা হল? কাজেই এখানে একটা পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। যেখানে আমাদের উত্তরাঞ্চলে, অমরপুর, কৈলাশহর, ধর্ম্মনগর যেখানে কমিউনিষ্ট মেজরিটি, কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠন আছে, সেখানে অধিকাংশ ছাত্রই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, সরকার কি তাদের কমিউনিষ্ট বলে শিক্ষা থেকে

বঞ্চিত করে রেখেছে, না নিজেরা সাংগঠনিকভাবে নিজেদের সমাজকে যে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা সেই চেষ্টা থেকে বিরত থাকছেন ? কাজেই আমি একথা বলতে চাই যে সরকার যে সাহায্য দিচ্ছে, সেটা আমরা গ্রহণ করতে চাইনা, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এই কমলপুর মহকুমায় বর্তমানে আমাদের উপজাতির তিন ভাগের এক ভাগেরও বেশী উপজাতির বাস, কিন্তু সেখানে একজন উপজাতিও গ্রেজুয়েট নাই, আজ ২০।২৫ বছরের ভিতর একজনও গ্রেজুয়েট হতে পারে নাই। কংগ্রেস সরকার কি সেই গ্রেজুয়েট শিক্ষা বন্ধ করে রেখেছে ? কেন হয় নি? কারণ আমরা নিজের সমাজকে নিজে ভালবাসিনা। আমরা আন্দোলন করি, সংগ্রাম করি, আমরা লড়াই করব বিরাট বিরাট স্লোগান দিই যে লাল আগুন ছড়াব, আমি অবশ্য জানিনা, আমি শুনেছি। কিন্তু এই আগুন ছড়ানোর কোন মানে হয় না। আমরা শিক্ষা যদি বন্ধ রাখি, আমার খাওয়া বন্ধ রাখি, আমার কৃষির উন্নতি বন্ধ যদি রাখি, তাতে কি আগুন ছড়াবে ? আমি চিন্তা করতে পারছিনা। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, তাদের একটা হাতিয়ার। বুদ্ধিজীবির একটা অংশের কিছু যুবক যারা নাইন, টেন এবং ক্লাশ ইলিভেনে পড়ছে এবং কিছু সংখ্যক কর্মচারী আছেন, এদের নিয়ে বিপ্লব করতে চাচ্ছেন। কিন্তু লেনিন মার্কসতো একথা বলেন নাই। উনারা মনে করলেন যে এই সংগ্রামের ভিতর দিয়ে কিছু লোক নিশ্চয়ই সরে যাবে এই যে উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে সেই বুদ্ধিজীবি শ্রেণীকে সামনে রেখে যদি আন্দোলন করতে চান, তাহলে কি দেশের উন্নতি হবে এবং সেই আন্দোলন কি ঠিক হবে ? আমি একথা বলতে চাই, আমি মনে করি জনসাধারণ আমার পেছনে আছে, চল চল বললে আমার পেছনে চলবে না কিছু লোক আমার আগে আছে, কিছু লোক আমার পেছনে আছে। আমার পেছনে যারা আছে, তারা দেখবে যে মওচবই মগ ঠিক ঠিক ভাবে চলছে কি না ? যদি ঠিক ঠিক ভাবে না চলি, তাহলে সেই জনসাধারণ আমার জন্য অপেক্ষা করবে না, আমাকে ঠেঙিয়ে জনসাধারণ চলে যাবে। আমার ত্রিপুরা রাজ্যের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী) উনাদের একথা বলে আশ্বাস দিতে চাই যে উনারা নির্ভেজাল কমিউনিষ্ট নন, কারণ ব্রাহ্মণ, আর পৈতা-ধারী ব্রাহ্মণ, এই দুই রকম ব্রাহ্মণ আছে, কি না ? কাজেই আমরা দেখতে পাই সারা ভারতবর্ষে পাঞ্জাবে আমরা দেখেছি এবং দিকে দিকে এই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কমরেডরা দল থেকে সরে যাচ্ছে। দেশকে যারা চিনছেন না, দেশকে যারা জানতে পারছেন না, কমিউনিষ্ট পার্টি যে দৃষ্টিভংগী নিয়ে চলছেন, তারা উপলব্ধি করতে পারছেন না যে তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। আজকে তারা মনে করেন যে একটা সংগঠনের মধ্য দিয়ে আমরা যাব। কিন্তু কোথায় সেই সংগঠন? সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ান আছে, কমিউনিষ্ট সংস্থা আছে, উনাদের সঙ্গে শ্রমিক সংস্থা আছে, কিন্তু উনারা বাঙলায় যান, বোম্বে যান, মাদ্রাজে যান, রাজস্থানে যান, পাঞ্জাবে যান, অন্ধ্রে যান, হরিয়ানাতে যান, কোথায় আছে আপনাদের সংগঠন? কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এইটুকু বলতে চাই আজকে উনারা যদি ঠিক ঠিক পথ প্রদর্শক হতেন, আজকে কংগ্রেসের মধ্যে যে বুর্জোয়া শ্রেণী আছে, মুরারজী দেশাই, এস, কে, পাতিল প্রভৃতি তাঁরা যাঁরা কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে হাত মিলাতেন না। আপনারা জানেন

ভি, কে, কৃষ্ণ মেনন, শুভদ্রা যোশী, ভি, এন, গাডগিল, এই যে লেপটিষ্ট গ্রুপ, তাঁরা আজকে এই যে বুর্জোয়া প্যাটার্ণ, এই যে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কাজ করে, রাজাগোপাল আচারীর দলের সঙ্গে যারা আছেন, তারা আজকে আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসছেন। আজকে ইন্দিরা গান্ধীর যে চিন্তাধারা, যে আজকে এই ভারতবর্ষের মানুষকে যদি বাঁচাতে হয়, তাহলে আমাদের সমাজবাদ একান্ত কাম্য, আজকে এই কমরেডরা যদি ভারতবর্ষের মানুষকে ভালবাসতেন, তাহলে কংগ্রেসের এই যে দৃষ্টিভংগী, সেই দৃষ্টিভংগীর মাধ্যমে, কংগ্রেসের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, দেশকে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতেন। বিভিন্ন দেশে যে সমাজতন্ত্র আসে, বিপ্লবের মধ্য দিয়েও আসে আবার বিপ্লব ছাড়াও আসে। প্রথমে চেষ্টা করে দেখা দরকার বিপ্লব ছাড়া আসে কি না? কারণ একথা আমাদের জানা আছে যে যখন জোয়ার আসবে তখন জল উজান দিকে যাবে, নীচের দিকে যাবেনা, আর ভাটি যখন আসবে তখন জল উজানের দিকে যেতে পারে না, তখন নীচের দিকে যেতে হবে। কাজেই যাত্রীকে সব সময় তৈরী থাকতে হবে জোয়ার কখন আসবে, তখন যেতে হবে। বিপ্লব কবে আসবে, সমাজতন্ত্র কবে আনতে পারব, আমরা জানিনা। ২৫।১০০ বছরে কমরেডরা এই সমাজতন্ত্র আনতে পারবেন কিনা আমরা জানিনা। কারণ সমাজতন্ত্র এত সোজা জিনিষ নয়। কমরেডদের মধ্যে সব খারাপ নয়, আমাদের মধ্যেও সব ভাল নয়। কাজেই কমরেডদের মধ্যে সব যারা ন্যায়বাদী আছেন, যারা দেশকে ভালবাসেন, আসুন আমরা সকলে মিলে যারা দুর্নীতিপরায়ন, যারা দুর্নীতি করে, দেশের শত্রু যারা, তাদের বিতাড়িত করে আসন আমরা দখল করি, তাহলে আমি মনে করি দেশের মেহনতি মানুষ যারা, তাদের চাহিদা আমরা মেটাতে পারব—এবং ভারতবর্ষের চেহারা আমরা ফিরিয়ে দিতে পারব। সমালোচনা করবনা কেন, সমালোচনা ঠিকই করব, কিন্তু তার ভিতর একটা যুক্তি আছে, সেটা অনুধাবন করা কমরেডদের একান্ত প্রয়োজন। আমি এখানে শিক্ষা সম্পর্কে একটা কথা বলতে চাই, যে শিক্ষার সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ১নং হচ্ছে কাশ্মীর এবং ২নং হচ্ছে ত্রিপুরা। কারণ সারা ভারতের মানুষ জানেন, ত্রিপুরার মানুষও জানে উপজাতিদের হাইয়ার সেকেণ্ডারী পর্যন্ত ফ্রি স্কুলের বেতন এবং কলেজ পর্য্যন্ত বেতন দেয় এবং ষ্টাইপেণ্ডও পায় এবং মেয়েছেলেদের জন্য ফ্রি। এই দিক দিয়ে সুযোগ থাকা সত্বেও সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। একটা কথা আমি এখানে সরকারকে বলবো যে শিক্ষার মধ্যে যে সরকারের কোন ত্রুটি নেই এই কথা আমি সম্পূর্ণভাবে একমত নই। কিছু ত্রুটি আছে বলেই এই বিধান সভায় সমালোচনা। একটা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে কতজন শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। ত্রিপুরা রাজ্যে হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলিতে, কোন স্কুলে ১০, ১২, ১৩ জন শিক্ষক আছেন এবং ছাত্র সংখ্যা হয়তো ছয় শো বা তারও বেশী ছাত্র আছে। কাজেই এই সমস্ত স্কুলে ছাত্র ছাত্রীরা পরীক্ষা দিয়ে কি ভাবে পাশ করবে। কাজেই সেই দিক দিয়ে যদি আমরা দৃষ্টি রাখি তাহলে মাননীয় কমরেডরা যে সমালোচনা করেছেন তার উত্তর আমরা এক বছরের মধ্যেই দিতে পারব এবং বলতে পারবো তোমরা যে সমালোচনা করেছো সেই জন্য উদাহরণ স্বরূপ তোমাদের আমরা এই দিলাম। এই দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আর স্বাস্থ্য বিভাগ। ১৯৫২ সালে আমরা যখন জেলে

যাই তখন ছিল একটা ডিসপেন্সারি কমলপুরে। আর এখন সেখানে কয়টা ডিসপেনসারী হলো। আমার মনে হচ্ছে ৩, ৪, ৫, ৬, ডিসপেন্সারী এবং একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আর একটা হাসপাতাল মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলেছেন কিছু হয় নি। আমি জানি না হয়েছে কি না তবে জনসাধারণ জানবে। কাজেই এই দিক দিয়ে চিন্তা করলে পর দেখা যায় কিছু হয় নাই যে বলেছেন সেইটা ঠিক নয়। তবে এর মধ্যে কিছু ত্রুটি আছে। দারুন একটা উদাহরণ দিতে পারি কোলাই হাওড়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৫টা বেড থেকে ১০টা বেড হয়ে গেছে। গত চার বছর পূর্বে দুই জন ডাক্তার ছিল উনারা ট্র্যান্সফার হওয়ার পর আরও একজন ডাক্তার এসেছিলেন। ক্রমশঃ লোক সংখ্যা বাড়ছে, লোক সংখ্যা বাড়ার সংগে সংগে ঔষধও বেশী দিচ্ছে সরকার থেকে এবং রোগীও বাড়ছে। কিন্তু এখানে প্রাথমিক হেলথ সেন্টারে ডাক্তার একজন। এমন অবস্থায় ডাক্তার যদি ছুটিতে যান বা সরকারী কাজে কোথাও যান সেখানে শত শত রোগী কাম্পাউণ্ডারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ঔষধ নিয়ে যায়। গত শুক্রবারে আমি দেখেছি, যে একজন রোগী মারা গেছে, অবশ্য রোগে মারা গেছে কিন্তু তথাপি একটা সন্দেহ থেকে যায়। কাজেই আমি সরকারকে অনুরোধ করবো, জানি আমাদের ডাক্তারের সংখ্যা কম তথাপি যতটুকু সম্ভব অন্তত পক্ষে দুইজন ডাক্তার এবং একজন এল, এম, এফ ডাক্তার দেওয়া দরকার। যাতে ডাক্তার ছুটিতে গেলে উনি দেখাশুনা করতে পারেন। আর বিশেষ করে ফরেষ্ট মিনিষ্টারকে দেখে আমার মনে পড়লো, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার ২।১টা কথা আছে। আমার দক্ষিণাঞ্চলে দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি জঙ্গল নেই, শুধু পাহাড় আর পাহাড় পাথর পাথর পাথর ময়, যা গরম যা উষ্ণ। সেখানে কোন গাছ নেই, অল্প পাহাড় হলেও, ভুপালে কিছু গাছ দেখেছি। কিন্তু গাছের জাতও ভাল না। পরে স্পীকার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার ইচ্ছা রিজার্ভ দেখার, আমার জঙ্গল দেখার ইচ্ছা। আমি জঙ্গল থেকে বাঁশের করুল খাই, কলার তোর নেই আরও অনেক জিনিষ তাই আমার জঙ্গল না হলে ভাল লাগে না। জঙ্গল আমি চাই। কিন্তু এখানে কি ফরেষ্ট নাই। ফরেষ্টার নাই। এখানে বন দেখছি কা কা করছে, সর্বত্র মরুভূমির একটা ছায়া। এই রকম যদি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে জুম কাটতে ১০টা জুমে আগুন দিতে হয়, এর মাঝে ২৫ বছর যদি জুম পুড়া দেয় তাহলে এই ত্রিপুরার পাহাড় জঙ্গলে কিছু থাকবে না। এবং তার ভিতর থেকে শুধু পাথর বাহির হবে। কাজেই আমার কথা হলে, ফরেষ্টের আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু এর মধ্যে একটা জিনিষ আছে, আমি দেখছি কাকড়াবন রিজাভ, মাইনর রিজার্ভ, ইত্যাদি সেখানে একটা বিরাট এরিয়া রিজার্ভ করে, সেখানে একটা মাছ ধরতে পারবে না, গরু চড়াতে পারবে না, গাছের পাতা কাটতে পারবে না। কাজেই রিজার্ভ এরিয়া আলাদা। সেখানে ফরেষ্ট ভিলেজ আলাদা। সেই ফরেষ্ট এলাকার সব দায়িত্ব ফরেষ্টারের উপর সেখানে কোন কিছু ঢুকতে পারবে না, কোন কিছু ঢুকতে হলে পাশ লাগবে। সেখানে সরকারের সমস্ত দায়িত্ব। আমি যা দেখছি ঐ যে আঠার মুড়াতে, এই ফায়ার ল্যাণ্ড কাটলো, এই ফায়ার ল্যাণ্ড কাটলো এই করে বিরাট এলাকা ধ্বংস করলো। কাজেই যদি আমরা একটা কনক্রিট এরিয়া যদি আমরা ১৮ মুড়া লংথরাই এরিয়াতে নেই তাহলে দেখবো একটা বিরাট এরিয়া। ঐ এরিয়াগুলিতে যদি আমরা রিজার্ভ

করি সেখানে বাঁশ, ছন ইত্যাদি সবই মিলবে। বাঁশ কাটতে হলে তা কাটতে হয় ১নং, ২নং, ৩নং। ১নং এই বছর কাটলো, ২নং ও ৩নং এ কেউ ঢুকতে পারবে না। আগামী বছর ২নং কাটলাম ১নং ও ৩নং রিজার্ভ হয়ে গেল। তারপরে ৩নং কাটলো তারপরে ১নং ও ২নং রিজার্ভ হয়ে গেল। তারপরে তিন বছর বাঁশ কাটা নিষেধ হলো। এবং তা না হলে জংগল হবে না। কাজেই এই সমস্ত জায়গায় যদি আমরা ফরেষ্ট করি তাহলে শুধু বাঁশ নয় সেখানে থাকবে, মাছ, হরিণ, সেখানে অনেক কিছু থাকবে। কাজেই আমি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করবো মানুষের প্রয়োজনে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে যেন তারা ফরেষ্টকে রক্ষা করেন। এর মধ্যে একটা জিনিষ আছে এখানে সরকার উপজাতিদের জন্য যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছেন এবং হাজার হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন দিয়েছিলেন কিন্তু সরকারের কাছে তার কোন রেকর্ড নাই। কোন ম্যাপ নাই, ম্যাপ আমিনের পকেটে, আমি দেখছি ম্যাপ নিয়ে পুড়ে ফেলে দেয় সরকারের ঘরে রেকর্ড নেই। এই সেটেলমেন্টের সময়ে যে জায়গাগুলি উপজাতিদের নামে অ্যালট করেছিল সেই জায়গাগুলির মেপ না থাকায় সেই জায়গাগুলি ফরেষ্ট রিজার্ভ রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সমস্ত এরিয়া এখন পর্যন্ত চিহ্নিত হয় নাই। গত কিস্তে আমি দেখেছি। এই যে গত কিস্তে ১৬৮টি পরিবারকে, আমিনকে ফরেষ্ট এরিয়া জরিপ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল, এস, ডি, ও, সাহেব পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু আমিন বাবু সীতানাথ চক্রবর্তী, আমি জানিনা কি করে, শুনেছি পরশু দিন আমি মাত্র ৬ পরিবারের জরিপ হয়েছে। ১৬৮টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ৬ পরিবার। কাজেই এই আমিনদের গাফিলতি, আমি সকলকে বলি না এদের কারণে এই যে অ্যালটেড জায়গা আজকে রিজার্ভ ফরেষ্ট ভুক্ত হয়েছে সেখানে সুষ্ঠুভাবে রিজার্ভকে মুকব করে মানুষ যেমন ক্রমে ক্রমে বাড়ে এবং এই রিজার্ভটা লোকালয় থেকে অন্তত পক্ষে এক মাইল দূরে থাকা দরকার, আধ মাইল দূরে থাকা দরকার। তা না হলে মানুষ গরু চাড়বে, পাতা কাটবে, গাছ কাটবে এবং ফরেষ্ট নষ্ট করবে। কাজেই এই ফরেষ্টকে এক মাইল দূরে রাখার জন্য আমি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করবো। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি মূল বাজেটকে সমর্থন করে কমরেড-দেরকে বলবো আপনারা যদি মনে করেন এই বাজেটে কিছু আসবে না, তবে সেইটা ঠিক হবে না। ভারতবর্ষে যে রকম নিশ্চিত অর্থনীতি এতে ধনীও বাঁচবে এবং গরীবও বাঁচবে, শুধু গরীবকে বাঁচাতে দেবো সেই রকম ভারতবর্ষে কোন লোক নাই। কাজেই এই বাজেটে গরীব-দের কিছু লাভ হবে। আপনারা দেখেছেন এই খরা পরিস্থিতিতে সরকার প্রত্যেক ব্লকে, প্রত্যেক গাঁও সভাতে হাজার হাজার টাকা, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। কাজেই এই সমস্ত টাকা গরীবরা পাচ্ছে না এই টাকা ঠিক নয়। সরকার যদি এই ব্যবস্থা না করতো তাহলে মানুষ এই পরিস্থিতিতে উপাস মরতো। আজকে যারা দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ বলে চীৎকার দিচ্ছে, আজকে আমার কাছে একটা চিঠি এসেছে খাম দেববর্মা নামে একজনের কাছ থেকে। আসল জিনিসি আরম্ভ করার আগেই ১৬ দফা দাবী। একটা কাজের সীমা আছে। এই দিক দিয়ে চিন্তা করে কৃষকের প্রয়োজনে যা করা হয়েছে তার প্রশংসা করি এবং আপনারাও আমি দেখাব যখন টেষ্ট রিলিফের কাজ করতে যাবা তখনি বললেন যে কাজ ছাড়া টাকা দিতে হবে। চার টাকা করে দিতে হবে। তা না হলে শ্লোগান দিবেন যে টেষ্ট রিলিফের টাকা নিয়ে ছিনি

চলবে না চলবে না। এই সব বলে তাঁরা বি, ডি, ও,কেও ঘেরাও করেন। তারা সব কাজে প্রতিবাদ করতে পারেন। কিন্তু মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক দেশে প্রতিবাদ নাই। আছে কোন খানে? বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, হাংগেরী, রাশিয়া, চীন, উত্তর ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশে? তাদের কি মনের আশা পূর্ণ হয়ে গেছে? মানুষের আশা কোন দিনও পূর্ণ হবে না। কাজেই পরিষ্কার কথা, টেষ্ট রিলিফে কাজ করতে দিন। নিজের কুয়া হউক, নিজের রাস্তা হোক, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরাধারমণ নাথ।

শ্রীরাধারমন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে স্বাগত জানাই এবং আমার দুই চারটি কথা সেখানে রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এবারকার যে বাজেট সেটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বাজেট। এই বাজেটের মধ্যে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যদি আমরা গত এক বছরের অবস্থা দেখি তাহলে দেখব যে গত এক বছরে সুষ্ঠুভাবে আমরা যে সমস্ত কাজ করেছি, বিগত বহু বছর যাবত আমরা এই সমস্ত কাজ করতে পারি নি এবং এই বাজেটকে ইমপ্লিমেন্ট করে খরচের মাধ্যমে আমরা আগামী বছরে আরও বেশী কাজ করতে পারব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি বলছি, আমাদের বিরোধী সদস্যরা যে ভাষণ এখানে রেখেছেন সেই ভাষণে কয়েকটা অংশ আমি বলতে চাইছি। (১) বিরোধী দলের বন্ধুরা বলেছেন গণতান্ত্রিক শাসনকে কায়েম করার জন্য এই বাজেট রাখা হয়েছে। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা আমাদের গণতান্ত্রিক রাজ্য, সেখানে গণতান্ত্রিক শাসনকে কায়েম করার কি কাম্য নয়? তিনি দেখেছেন গণতান্ত্রিক মতে কাজ যদি হয় তাহলে তাদের কথা মানুষ শুনবে না যার ফলে আস্তে আস্তে তাঁদের শক্তি স্তিমিত হয়ে আসছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে আশা আকাঙ্খা নিয়ে আমাদের বর্তমান মন্ত্রীসভা এবং প্রসাশনের সমস্ত কর্মচারীরা এক যোগে দেশের খরা মোকাবিলা করার জন্য বা দেশের উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন এটা অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়। কিন্তু সরকারের যে সব পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দ চেয়েছেন এইগুলি যদি সত্য সত্যই সদব্যবহার হয় এবং দেশের উন্নতি হয়ে যায় তাহলে দেশের যারা সমাজদ্রোহী, যারা বিদেশী শাসনকে আমাদের দেশে কায়েম করতে চায় তাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতির কারণ এবং ভয়ের কারণ হবে বলে তাঁরা এই বাজেটের বিরুদ্ধে এবং বর্তমান মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে নানারকমের অপপ্রচার করতে তাদের মনে কোন দ্বিধা লাগেনি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা যে আদর্শের কথা বলেছেন সেই আদর্শের দিকটা উদাহরণ দিয়ে আমি বলছি। আজকে তাঁরা সরকারের টাকার যে অপচয়ের কথা বলেছেন সেই টাকাটা যদি তাঁদের পার্টি যে সমস্ত গরীব মানুষের কাছে যাচ্ছে, যারা জি, আর, পাচ্ছে ১০ টাকা, ২০ টাকা তাদের কাছ থেকে তাঁরা ৫ টাকা, ২ টাকা, ৩ টাকা করে পার্টির খরচের জন্য ফোর্স করে নিচ্ছেন। মনে কোন লজ্জা আসে না। আবার তারাই এখানে বড় বড় আদর্শের কথা বলেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত বাজেট সেসান যখন চলছিল তখন ধর্মনগরের উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলে হত্যা কাণ্ড সংঘটিত হয় এবং তখন তারাই চীৎকার করে বলেন যে পুলিশ না দিলে বাঁচার কোন উপায় নাই। পরে পুলিশ যখন সেখানে দেওয়া হল তখন আবার তারা চীৎকার শুরু

করলেন যে, মা, পুলিশ মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার করছে। পুলিশ ফিরিয়ে নাও। অতএব তারা যে কি বলতে চান, আর কি চান না সেটা বুঝার নয়। এখানে একদিকে বলছেন বাজেটে অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে, কিছুই হচ্ছে না। আবার তারাই স্বীকার করেছেন যে কিছু কিছু হচ্ছে। অতএব এই সমস্ত অবান্তর কথাবার্তা আর যে বেশী দিন চলবে না সেটা তারা বুঝতে পারছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটি দৃষ্টান্ত আমি রাখছি। উনারা স্বীকার করেছেন ৩০০ টাকা করে কৃষি ঋণ দেওয়া হচ্ছে। সেই ৩০০ টাকা কৃষি ঋণ যে সমস্ত মানুষ পাচ্ছে সেই ৩০০ টাকা থেকে উনারা কম পক্ষে ৫০ | ৭৫ টাকা নিয়ে নিচ্ছেন—যারা লীডার আছেন তারা নিয়ে নিচ্ছেন এই রকম বহু প্রমাণ আছে। অথচ উনারাই নালিশ করছেন—টাকাটা উনারা নিচ্ছেন আবার নালিশও করছেন এর বিরুদ্ধে। তারপর জুমিয়া কলোনী সম্পর্কে উনারা যে সব কথা বলেছেন সেই জুমিয়া কলোনীতে যাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে যদিও যথেষ্ট দেওয়া হয়নি—কিন্তু আজ পর্যান্ত যা দেওয়া হয়েছে, সরকার যে সমস্ত টাকা পয়সা খরচ করে চেষ্টা করছেন জুমিয়াদের পুনবসতি দেওয়ার জন্য। সেই সরল মানুষকে কমরেডরা গিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে এক কলোনীতে কিছু দাদন ঋণ পাইয়ে সেই কলোনী থেকে সরিয়ে আর এক কলোনীতে নেওয়া হচ্ছে এবং তাদের ঋণের টাকা থেকে তাদের নিজেদের পার্টির অংশও উনারা নিচ্ছেন। উনাদের যে প্ররোচনা সেই প্ররোচনার ফলে বহু কলোনী আজকে সফল হতে পারে নি। তারপর আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি—রাস্তা ঘাট সম্পর্কে—উনারা চীৎকার করছেন যে রাস্তা ঘাট হয় নাই। এটা অত্যন্ত সত্য কথা। কিন্তু আমি একটা উদাহরণ রাখছি, আমার এলাকাতে রাস্তা ঘাটের খুব অভাব কিন্তু গত বছর এখানকার পি, ডবলিও, ডি, থেকে রাস্তা তৈরী করার ব্যবস্থা করেছিলেন—একজন সার্ভেয়ার পাঠিয়েছিলেন এলাইনমেণ্ট করার জন্য। তখন ঐ বন্ধুরা সার্ভে করার জন্য দেন নাই, উনারা ধমক দিয়েছিলেন যে ৩ | ৪ জনের মাথা গিয়েছে আর এখানে যদি রাস্তা করতে চাও তাহলে মাথা হয়তো ঘারের উপর থাকবে না এই বলে ধমকিয়েছেন যার ফলে ভয় পেয়ে ওভারসিয়ার সেখান থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তারপর স্কুল সম্পর্কে উনারা বলেছেন। স্কুলের জন্য এক দিকে বলেছেন আবার আর একদিকে স্কুল হলে সেটাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা যে কথাই বলেন না কেন উনারা যদি মফঃস্বলে গিয়ে দেখতেন আমাদের সরকার কিছু করছেন কিনা তাহলে উনারা বুঝতে পারতেন কি হচ্ছে সেখানে, আমার মনে হয় পার্টি অফিসে বসেই পার্টি করেন, মফস্বলের কোথাও উনারা যান না। আমার ধর্ম্মনগরে অন্তত কৃষি বিভাগ থেকে যে পরিমাণ উৎসাহ নিয়ে সিজনেল বান্ধ দিয়ে তারপর পাম্প মেসিন দিয়ে জল সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেখানে সেটা ধর্ম্মনগরের জীবনে কোন দিনই এই অসময়ে এত বেশী কৃষি হয়নি। এটা অত্যন্ত প্রশংসার কথা। উনারা সেই সব দেখেন নাই। কাজেই, সেই সম্পর্কে কোন ধারণাই নাই তাই উনারা কেবল বলছেন সরকার থেকে কিছুই করা হয় নাই। স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের সরকার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন সেই প্রচেষ্টা বাস্তবিকই প্রসংশার দাবী রাখে। কিন্তু এটাও ঠিক বহু জায়গাতে রাস্তা ঘাটের অভাবে তাছাড়া, আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেছেন আমাদের ডাক্তারের অভাব আছে. সেই অভাবের জন্য এবং উনারা চেষ্টা করছেন যাতে সেই

অভাব তাড়াতাড়ি পূরণ করা যায়। আমি সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যেসব জায়গাতে ডাক্তার নেই সেই সব জায়গাতে যাতে অবিলম্বে ডাক্তার পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয় সেদিকে তিনি যেন একটু বেশী মনোযোগ দেন। আর দূরবর্ত্তী অঞ্চলে যে সব অঞ্চলে রাস্তা ঘাটের এখনও অভাব আছে এবার যথেষ্ট টাকা ধরা হয়েছে রাস্তা ঘাটের জন্য পি, ডবলিও, ডি, থেকে স্কীম করে সার্ভে করে এষ্টিমেট পাঠিয়েছেন—আমি পূর্ত্ত বিভাগকে অনুরোধ করব সেই সব রাস্তাগুলি যাতে তাড়াতাড়ি হয় এবং দূর দূরান্তের মানুষ যাতে সহজে যানবাহনের সুযোগ পায় তার জন্য সেই অনুরোধ রাখব। আর পানীয় জলের জন্য এবার যতটুকু হয়েছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও অনেক হয়েছে এবং সেটিও প্রসংশার দাবী রাখে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট রেখেছেন আমি তার সমর্থন জানিয়ে বিরোধী দলের এই অবাস্তব বক্তব্যের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা। মাননীয় সদস্য আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে আপনি ককবরক ভাষায় বক্তব্য রাখতে পারেন।

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছিল তার উপর আমি ককবরক ভাষায় বক্তব্য রাখছি এবং এখন থেকে যাবতীয় বক্তব্য আমি ককবরক ভাষায় রাখব। (উনি ককবরক ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন)

কক্‌বরক

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছিল, এই প্রস্তাবের উপর আমি কক-বরক ভাষায় বক্তব্য রাখব এবং এখন থেকে যাবতীয় বক্তব্য আমি কক-বরক ভাষায় রাখব।

আং কক-বরক ভাষা আরম্ভ খ্লাইমানি, আবনি উদ্দেশ্য তংগ। যে চুং ২।৩ বছর ছকাংগঅ তিনি যে কক-বরক ভাষানি মাধ্যমঅ প্রাথমিক স্কুল যে জাগাঅ চিনি আদিবাসী বেশী অ জাগা চালু খ্লাইনা হিনুই সরকার খ্লাইমানি অব মুকথা। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ই ব্যবস্থা চালু অংয়ানি কারণ, অব কিন্তু দুঃখনি বিষয়। তিনি অনেক পাহাড়নি চ্‌রাইরগ চুং হয়তো নিজিনি কক সুধুনঅ ছাঅই মান-ইয়া অমতুই বরক তংগ। অমতুই বরকরগ থাংগুই, স্কুলঅ অবতুহ থে থাংগুই যে অন্য আরেকটা ভাষাবাই লেখাপড়া খাইনানি হিনজাগঅ, যারানি অসুবিধা। কাজেই সরকার যাহাতে, অ ব্যবস্থানঅ তাড়াতাড়ি খাইনানি বাগুই, আং অনুরোধ খ্লাইঅ। যে এই যে ৭৩।৭৪ সালনি যে বাজেত অর্থমন্ত্রী অরঅ পেশ খ্লাইকা অ বাজেত বিছিংঅ মুগ যে প্রাথমিক স্কুল যে ফাইনাই বছরনি বাগুইবঅ ৪০০শ অরঅ প্রভিসন নারিখা। আং থাংনাই বাজেতনি, থানাই বছরনি বাতেনি আলোচনা ফুরুবঅ ছাকা ই ককনঅ যে বাজেতনি প্রাথমিক স্কুল বারি-নানি প্রস্তাব নামা ছকাংগ যে বর্ত্তমান যে প্রাথমিক স্কুল তংমানি অবনি পরিচালন ব্যবস্থা বাহাইকে

চলে অবনি ঠিক ঠিক তত্বাবধান খ্লাইনা দরকার। চুং পাহাড় বিছিংনি স্কুলগঅ আং নুগ,. যে জাগাঅ স্কুল নক তংগঅ পরিচালনা কুরুই, মাষ্টার তংগঅ হয়তো ছাত্র কুরুই, ছাত্র-মাষ্টার তংগঅ হয়তো ফার্নিচার কুরুই আবতুই অবস্থা। কাজেই ওই যে থাংনাই ওয়াতুই নকবারনি সময়অ অনেক স্কুল-নক বাইমানি অব ৩।৪ মাস তাবুক গত অংথা, তাবুকফানঅ মেরামত অং-ইয়া ব্যাপার আবতুই স্কুল তংগ। কাজেই সরকার শুধু স্কুল বাগিরুই অং-ইয়া, যে বর্তমান স্কুল তংমানি অবন যাতে সুস্থভাবে সুস্থ পরিবেশে যেমন পরিচালনা অংনানি মত অবন দৃষ্টি নাগিরথনা দরকার। অব থাংকা স্কুলনি ব্যাপার। তিনথে চিনি যে জুমিয়া পুনর্বাসনের ব্যাপার অরঅ আনি কয়েকটা বক্তব্য যে গরীব মাই মচায়ানি বিছিংগ জুমিয়া পুনর্বাসন যথেষ্ট অংথা। সরকার তিনি আদি-বাসী-রগনি বাগুই, হাজার হাজার লাখে লাখে রাং খরচ খ্লাইকা বিভিন্ন আদিবাসী উন্নয়ন ব্লকনি মারফতে। কিন্তু ঠিক ঠিক তিনি জুমিয়া পুনর্বাসন অং-ইয়া। অবনি তার কারণ? যে অনেক মডেল কলোনী খ্লাইকা। যে কৈলাশহর সাব ডিভিসাননি কক ছানা থাংকা তিনকাই কাঞ্চনছড়া কলোনী, ক্ষেত্রীছড়া কলোনী, লালছড়া কলোনী, করমছড়া ট্রাইবেল মডেল কলোনী, কাঠালছড়া আবতুই অনেক কলোনী খ্লাইকা। কয়েক শ পরিবার আর-অ পুনর্বসতি রিথা। প্রথম, বরগন রাং রিথা, হয়তো প্রথমদিকে অতি খুব কাহাম কিন্তু শেষ পর্যান্ত ২।৩ বছর থাং ইয়া তংদি বরগানি তাম অবস্থা? যে জমি কুরুই বরক যে পুনর্বাসিন মানাই বরগনি কোন থার কুরুই এবং যে বাগছা দখল থাইঅ বই জ গানঅ। ক্ষেত্রী ছড়া কলোনীনি ব্যাপারঅ আং থানাই এসেম্বলি সেসন-ন একটা প্রশ্ন কাহাকা, অ প্রশ্ননি উত্তর-অ সামান্য পরিবার তাবুক বসবাস খ্লাই তংগ বাকী পরিবাররগ বরগ হুগ চানা থাংকা— আবু-তুই উত্তর মানথা। কিন্তু ছাকা, বরগ-ন ঠিক ঠিক আচুক তংনা মত পরিবেশ সৃষ্টি খ্লাইনানি আবন দরকার। বরগনি তুইনি ব্যবস্থা দরকার, লামানি ব্যবস্থা দরকার, চিকিৎসানি ব্যবস্থা দরকার। কিন্তু অবনি কোন ব্যবস্থা খ্লুইয়া-অই, যদি কলোনী রু-অই হাজার হাজার রাং খরচ খ্লাইকাই আব কোন কাম নাং-ইয়া। কিন্তু অ কলোনী খ্লাইমা ব্যাপারন হয়তো যে চুং, আনি কক হিনুই ছিমি ছামায়া, কাঞ্চন ছড়ানি অবস্থা আং নুগ। অর-অ লাখে লাখে-ন খরচ খ্লাইকা, যে আদিবাসীরগনি বলকনি মার-ফতে। অ রাং অস্য কোন বরক চা-য়া, চিনি বিছিংনি বরক বাগছা তংগ যে সর্দারি থাইনাই, মাতব্বরি থাই-নাই বরক, অবরগনি দ্বারাইন অর-অ রাং খরচ অংগ। কিন্তু, উদ্দেশ্য যে চিনি পাহাড়িয়ারগ ঠিক ঠিক মতো-ন বসবাস থাই তংথুন বরক যে সমতল বরক নাই বাগছা উন্নতি অংথুন, শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি অংথুন। কিন্তু কতিপয় বরক, পেটুয়া বরক, বরগনি উদ্দেশ্য তাম? যে সামনে ছামুং খ্লাই-অই নিজিনি স্বার্থ উদ্ধার খ্লাইনানি অবনি বরগনি উদ্দেশ্য। কাজেই যতদিন পর্য্যন্ত না চিনি এই পুনর্বাসন স্কীম-ন ঠিক ঠিকভাবে পরিকল্পনা না-অই,—চিনি সাধারণ বরক তাবুক থরানি হিনুই কোন কক ইয়া-এই যে ফাল্গুন চৈত্র মাস ছকফাইকা হিন-কাই, তিনি ৪।৫ মাসনি বাগুই চিনি বরক মা-চায় মা-নুংইয়া অমতুই যে অবস্থা। তাকলাই ছাঅই মান-ন যে, হয়তো তাকালাই ছাঅই মানাসু থরানি বাগুই অবতুই অবস্থা বেশী নাংগ, কিন্তু প্রতিটি বছর চিনি যে পাহাড়ী অবতুই সময় ফাইকা হিনকাই চুং বলংনি থা বথাই চা-অই মুইয়া চাঅই, ছন ফালু, বল ফালুই, ইয়া ফালুই চানানি মান-ইয়া, মুংনানি মাইয়া, অমতুই

থে দুঃখ দুর্দ্দশা, চিনি বরক। হয়তো, বাগছা ছাআই মান-ন যে কুচুক ছাকা তংগ বরগ. বরগনি কোন সহযোগিতা কুরুই, আবনি তাম অবস্থা। বিশেষ কোন উন্নতি অং মায়া, চুং শিক্ষিত অংগুই বরগনি উন্নতি বরকরগ বাই প্রতিযোগিতা খ্লাইনা মত চুং শিক্ষা-ব মায়া, এবং সুযোগ ব চিনা কুরুই। সহযোগিতা হিমানি আর-অ কয়েকটা কক্ ছাওগনু। সহযোগিতা মানে হাই যে চিনি যে দামছড়া গ্রাম-অ মায়ুংনি ধারাতিই প্রত্যেক বছরন কায়ছায়া কায়ছা থুই-অ। অমতুই মাং ৪।৫ বছর অংখা। ৪।৫ জনা বরক থুইথা আর-অ। কিন্তু যেমন ব্যবস্থা অংয়া, সাধারণ উদাহরন রিয়ানু যে হয়তো তাকালাই ২।৩ মাস ছকাং মাছা বুথারথা তব হয়-তো আবনি বাগুই কৈফয়ং মা অংনাই। অর-অ সাধারণ একটা তদন্ত অংগ—কিন্তু এই যে অবস্থা প্রতি বছর অর-অ আবতুই চলিঅ। অবন বোধ খলাইনা মতো, কর্তৃপক্ষনি কোন ব্যবস্থা কুরুই এবং মায়ুং, ছিকিরিনা মতে অর-অ কোন ছিলাই কুরুই, অম্র কুরুই। যদি ছ্লাইনি বাগুই কতৃপক্ষানি থানি দরখাস্ত রিথা চিনকাই অভিযোগনি তদন্ত ইংতে শেষ পর্য্যন্ত ৩।৫ বছর গুরগ থাংগই কোন চিঠি মায়া। অবতুই থৈ আং একটা উদাহরন রিয়ানু, দামছড়ানি যে সর্দ্দার দরখাস্ত রিথা। হাকিম বন নিজি ছাকা ছ্লাই মানাই। কিন্তু ২।৩ বছর যাবত বনি দরখাস্তনি কোন পাত্তা কুরুই, অনতুই অবস্থা।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, তিনি যে টেষ্ট রিলিফ নি ব্যাপার-অ যে ফাইনাই বছরনি বাগুই যে বাজেত নারিথমানি-ই বাজেত ন আং সমর্থন খ্লাই অ। আর সরকার যে থরা পরি-স্থিতিনি ব্যাপার-অ, সরকার যে টেষ্ট রিলিফনি ব্যাপার-অ তুই রিনানি যে ব্যবস্থা খ্লাইমানি, অব খুব সন্তোষ জনক। হয়তো সব আগাঅ তুইনি বাগুই রিংওয়েল মায়া টিউবওয়েল রিই মায়া আবনি একটা কারণ তংগ। যে অনেক সময়-অ রিং ওয়েল-নি সিমেন্ট মায়া, অনেক সময়অ কারিগরা অসুবিধানি বাগুই অব হয়তো অসুবিধানি কারণ অংগ। কিন্তু যতটুকু সম্ভব অনেক জাগা-অ তাকলাই—রিংওয়েল রিঅই মায়া ই জাগায় কাঁচা কুয়া রিথা। ই যে কাঁচা কুয়ানি ব্যাপা-র বনি কাট মোসমনি ব্যাপার আলোচনা-অ মাননীয় সদস্য নিরঞ্জন দেব যে ছামানি কক যে কাচা কুয়া ব্যাপার ঈশান রোয়াজা পাড়া, গগন রোয়াজা পাড়া, শিশু রোয়াজা পাড়া যে কাচা কুয়া অংইয়া হিমানি। অব কিন্তু অসত্য কক্, আব আমি নিজিনি এলাকা।আং প্রায়-নি থাংগ। মাস ওয়াইছ থাংগ সব সময় থানা নাংগ আর। বাবর তথ্য মা-নিই অবন পরিবেশন খ্লাই অ ব আং ছাঅই মায়া। কিন্তু অব পুরোপুরি অসত্য। অর-অ যে প্রতিটিপাড়া-তা প্রতিটি রোয়াজানিঅ।র-কাচা কুয়ারিথা। কাঁচা কুয়া রিমানি ফলি বরগ তিনি তুইনুং তংগ আর-অ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আং সময় বেশী নারিয়া, আং ই যে ৭৩—৭৪ সালনি আর্থিক বছরনি বাজেত যে অর্থমন্ত্রী পেশ খ্লাইমানি অ বাজেত-ন সমর্থন থলাই-অই আমি বক্তব্য শেষ থলাইকা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছিল, এই প্রস্তাবের উপর আমি কক-বরক ভাষায় বক্তব্য রাখব এবং এখন থেকে যাবতীয় বক্তব্য আমি কক-বরক ভাষায় রাখব।

আমি যে কক-বরক ভাষা আরম্ভ করছি, এর উদ্দেশ্য আছে। গত ২।৩ বছর আগে সরকারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আমরা দেখেছি যে যেসব জায়গার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে আমাদের আদিবাসী বেশী. সেসব জায়গায় কক-বরক ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক স্কুল চালু করা হবে। কিন্তু, আজ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু হচ্ছে না, এটা দুঃখের বিষয়। আজ অনেক পাহাড়ী ছেলেমেয়ে আছে, যারা নিজেদের মাতৃভাষাও ভালভাবে বলতে পারেনা, তাদেরকেই আবার স্কুলে গিয়ে অন্য আরেকটা ভাষায় লেখাপড়া করতে বলা হয়। এটা তাদের মস্তবড় অসুবিধা। কাজেই আমি অনুরোধ করছি, সরকার যাহাতে এই ব্যবস্থাকে তাড়াতাড়ি চালু করেন। অর্থমন্ত্রী এখানে ১৯৭৩-৭৪ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন, সেখানে দেখি যে আগামী বছরের জন্যও আরো ৪০০শ প্রাথমিক স্কুলের প্রভিশন রাখা হয়েছে। আমি গত বাজেটের, গত বছরের বাজেটের আলোচনা করার সময়ও এ কথা বলেছি যে বাজেতে প্রাথমিক স্কুল বাড়ানোর প্রস্তাব নেওয়ার আগে বর্ত্তমানে যে প্রাথমিক স্কুলগুলি রয়েছে এগুলির পরিচালন ব্যবস্থা কিভাবে হচ্ছে, এর সঠিক তত্বাবধান করা দরকার। পাহাড় এলাকার স্কুলগুলিতে আমরা দেখি, যেখানে স্কুল ঘর আছে, সেখানে পরিচালনা নেই, হয়তো মাষ্টার আছে ছাত্র নেই, ছাত্র-মাষ্টার হয়তো আছে, আসবাবপত্র নেই,—এই হল অবস্থা। কাজেই, এই যে গত ঝড়-বৃষ্টির সময় যে সমস্ত স্কুলঘর ভেঙ্গে গেছে, আজ ৩।৪ মাস কেটে গেছে, এখনও মেরামত হয়নি এমন স্কুলও আছে। কাজেই সরকার শুধু স্কুল বাড়ালেই চলবেনা, বর্ত্তমানে যে সমস্ত স্কুল আছে, সেগুলি সুষ্ঠভাবে, সুষ্ঠ-পরিবেশে যাতে পরিচালিত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। এইতো গেল স্কুলের ব্যাপার। তাহলে, আমাদের যে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের ব্যাপার, এখানে আমার কয়েকটা বক্তব্য যে গরীব হা-ভাতে মানুষদের মধ্যে জুমিয়া পুনর্বাসন ব্যবস্থা যথেষ্ট হয়েছে। বিভিন্ন আদিবাসী উন্নয়ন ব্লকের মারফতে আদিবাসীদের জন্য সরকার হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা খরচ করেছেন। কিন্তু জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা আজো ঠিক ঠিক কার্য্যকর হয়নি। এর কারণ কি? যে অনেক মডেল কলোনী হয়েছে। কৈলাসহর সাব-ডিভিশনের কথা যদি বলতে যাই, তাহলে কাঞ্চনছড়া কলোনী, ক্ষেত্রিছড়া কলোনী, লালছড়া কলোনী, করমছড়া ট্রাইবেল মডেল কলোনী, কাঠালছড়া—এমন অনেক কলোনী করা হয়েছে। সেগুলিতে প্রথমত: কয়েকশ পরিবারকে পুনর্ব্বসতি দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে টাকা দেওয়া হয়েছে, হয়তো প্রথমদিকের ব্যবস্থা খুব ভাল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ২।৩ বছর গত হওয়ার পর তাদের অবস্থা কি দাড়ায়? যাদের জায়গা জমি নেই বলে পুনর্ব্বাসন পেয়েছে, তাদের কোন খবর নেই এবং অন্যরা তাদের জায়গা দখল করে নেয়। ক্ষেত্রীছড়া কলোনী সম্পর্কে গত এসেম্বলী সেসনে একটা প্রশ্ন তুলেছিলাম। সেই প্রশ্নের উত্তরে আমি এই তথ্য পেয়েছি যে সামান্য কয়েকটা পরিবার এখনো বসবাস করছে, বাকী পরিবারগুলি জুম চাষের জন্য অন্যত্র চলে গেছে। কিন্তু বলেছিলাম, তাদের স্থায়ী বস-বাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তাঁদের জন্য জলের ববস্থা করা দরকার, যোগা-যোগের ব্যবস্থা করা দরকার, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু এতসব ব্যবস্থা না করে যদি হাজার হাজার টাকা খরচ করে কলোনী তৈরী করা হয়, তাতে কিছু ফল হবে না। কিন্তু এই কলোনী করার ব্যাপারে আমি আমার ব্যক্তিগত মত বলে বলছিনা। কার্বনছড়ার অবস্থা

আমি দেখেছি। আদিবাসী ব্লকের মারফতে সেখানে লাখ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এই টাকা অন্য কেউ খায় না। আমাদের মধ্যে অনেকে যারা সর্দারি, মাতব্বরি শ্রেণীর মানুষ, এদের মাধ্যমেই সেখানে এ টাকা খরচ হয়। কিন্তু উদ্দেশ্য, যে আমাদের পাহাড়িয়াগণ ঠিক ঠিক ভাবে বসবাস করুক, তারাও সমতলবাসী মানুষের মত উন্নতি হউক, শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করুক। কিন্তু কতিপয় মানুষ, পেটুয়া মানুষ, তাদের উদ্দেশ্য কি? সামনে কাজ দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করা—এটাই তাদের উদ্দেশ্য। কাজেই যতদিন পর্য্যন্ত না আমাদের এই পুনর্বাসন স্কীম ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালিত না হচ্ছে— ততদিন পর্য্যন্ত এর উদ্দেশ্য সফল হবেনা। আমাদের সাধারণ মানুষ এখন খরা বলেই নয়, এই যে ফাল্গুন চৈত্র মাস এসে গেলেই ৪।৫ মাসের জন্য অর্দ্ধাহারে, অনাহারে কাটাতে হয় এইরকম অবস্থা। এবছর হয়তো বলা যেতে পারে, খরার জন্যই এই অবস্থা চরম আকার ধারণ করেছে, কিন্তু প্রত্যেক বছরই এই সময়ে আমাদের পাহাড়ীরা বনের আলু খেয়ে, বাঁশের কড়ুল খেয়ে, ছন বিক্রী করে, লাকড়ী বিক্রী করে, বাঁশ বিক্রী করে, অর্দ্ধাহারে অনাহারে এইভাবে দুঃখ দুর্দ্দশার ভেতর দিয়ে দিন কাটায়, আমাদের মানুষ। হয়তো, অনেকে বলতে পারেন, তারা ঐ পাহাড়ে বসবাস করে, তাদের কাছ থেকে কোন সহযোগিতা পাওয়া যায় না এই—অবস্থায় তাদের জন্য কি করা যায়। তাই তারা বিশেষ উন্নতি করতে পারছে না। আমরা শিক্ষিত হয়ে উন্নত মানুষদের সাথে প্রতিযোগিতা করার মত শিক্ষা আমরা পাই না এবং সেই সুযোগও আমাদের নেই। যে সহ-যোগিতার কথা বলা হযেছে, সেই সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলতে চাই। সে কথা হলো এই, আমাদের দামছড়া গ্রামে হাতীর আক্রমণে প্রত্যেক বছরই এক জন না একজন মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এভাবেই ৪।৫ বছর কেটে গেছে। সেখানে ৪।৫ জন মানুষ এভাবে মরেছে। কিন্তু তেমন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। সাধারণ উদাহরণ আমি দেব যে হয়তো এ বছর ২—৩ মাস আগে একটা হাতীকে মারা হয়েছে। এরফলে হয়তো কৈফিয়ৎ দিতে হবে। সেখানে সাধারণ একটা তদন্ত হয়েছে। কিন্তু এই যে প্রতি বছর এই ঘটনা ঘটে চলছে, সেটাকে প্রতি-রোধ করার মত কর্ত্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা নেই এবং সেখানে হাতীর ভয় দেখানোর জন্য কোন বন্দুক নেই, অস্ত্র নেই। যদি বন্দুকের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত করা হয়, তবে তদন্ত হতে হতেই শেষ পর্যন্ত ৪।৫ বছর কেটে যায়—কোন জবাব মেলে না। এরকম ঘটনার একটা উদাহরন আমি দেব—দামছড়ার একজন সর্দ্দার দরখাস্ত করেছিলেন। হাকিম নিজে তাকে বন্দুক দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু ২।৩ বছর হয়ে যায়, তার দর-খাস্তের কোন পাত্তা নেই —এই অবস্থা।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজ যে টেষ্ট রিলিফের ব্যাপারে আগামী বছরের জন্য যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, এই বাজেটকে আমি সমর্থন করি। আর সরকার যে খরা পরিস্থিতির ব্যাপারে, টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে জলের যে ব্যবস্থা করেছে, এটা খুব সন্তোষজনক। হয়তো সব জায়গায় জলের জন্য রিং ওয়েল দেওয়া হয় নি, টিউব ওয়েল দেওয়া সম্ভব হয় নি—এটার কারণ আছে। যে অনেক সময় রিং ওয়েল তৈরীর জন্য সিমেন্ট পাওয়া যায় না, অনেক সময় কারিগরীর অসুবিধার দরুণ হতে পারে। কিন্তু যতটুকু সম্ভব এ বছর অনেক জায়গায়

যেখানে রিং ওয়েল দেওয়া সম্ভব নয়, সেখানে কাঁচা কুয়া তৈরী করা হয়েছে। এই যে কাঁচা কুয়ার ব্যাপারে তাঁর কাট মোশন আলোচনার সময়ে মাননীয় সদস্য নিরঞ্জন দেব বলেছেন যে এই কাঁচা কুয়ার ব্যাপারে, ঈশান রোয়াজা পাড়া, গগন রোয়াজা পাড়া, শিশু রোয়াজা পাড়া এইসব পাড়া গুলিতে কাঁচা কুয়া দেওয়া হয়নি। একথাটা কিন্তু অসত্য। সেটা আমার নিজের এলাকা। আমি প্রায়ই যাই। মাসে একবার করে যাই, সব সময় যেতে হয়। তিনি কোথায় এই তথ্য পেয়ে পরিবেশন করেছেন এটা আমি জানি না। কিন্তু এটা পুরোপুরি অসত্য। সেখানকার প্রতিটি পাড়ায়, প্রতিটি রোয়াজা পাড়ায়. কাচা কুয়া তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে, আজ সেখানে তারা কাঁচা কুয়ার জল পান করছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর বেশী সময় নেব না। আমি এই যে ১৯৭৩-৭৪ সালের জন্য অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, এ বাজেতকে সমর্থন করেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 12-30 P. M. on Thursday the 29th March, 1973.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—'A

UNSTARRED QUESTION NO. 1053.

By Shri Balu Kuki

Will the Hon' ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১) তেলিয়ামুড়া মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির ১৯৭১-৭৩ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত কোন কোন মালের কত টাকার ঘাটতি দেখানো হয়েছে ;

২) ইহা কি সত্য যে উক্ত সোসাইটির কয়েকজন কার্য্যানির্ব্বাহক কমিটি সদস্য দুর্নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যসহ মাননীয় উপমন্ত্রী শৈলেশ সোমকে জানান হইয়াছিল এবং মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করার আশ্বাস দিয়াছিলেন ;

৩) সত্য হইলে তদন্তের রিপোর্ট কি ?

উত্তর

১) অডিট চলিতেছে, অডিট শেষ হলে তথ্য পাওয়া যবে।

২) হ্যাঁ।

৩) তদন্ত চলিতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 907.
By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারের অধীনস্থ D. S. S. & A. Boardএর মারফতে ১৯৭১—৭২ এবং ১৯৭২—৭৩ (২৮ | ২ | ৭২ পর্যন্ত) তারিখ হতে কতজন Ex-service personnelকে settlement দেওয়া হয়েছে ?

২) ঐ দুই আর্থিক বছরে কতজন ex-service personnel কি কি সুযোগ সুবিধা পেয়েছে ?

(মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১) ডি, এস, এস, এণ্ড এ বোর্ডের মারফতে ১৯৭১—৭২ এবং ১৯৭২—৭৩ (২৮—২—৭৩ পর্যন্ত) আর্থিক সনে কোন প্রাক্তন সৈনিককে পুনর্বাসনের জন্য জমি দেওয়া হয় নাই।

২) ঐ দুই আর্থিক সনে প্রাক্তন সৈনিকগণকে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক বিবরণ নিচে দেওয়া হইল —

আর্থিক সাহায্য

১৯৭১—৭২ সনে সদর মহকুমার একজন প্রাক্তন সৈনিককে Ex-servicemen's Benevolent fund হইতে ৫০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

১৯৭২—১৯৭৩ সনে (২৮ | ২ | ৭৩ পর্যন্ত) সদর মহকুমার ৪ জন প্রাক্তন সৈনিককে Ex-servicemen's Benevolent fund হইতে মোট ৮০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

১৯৭১ সনে পাক-ভারত সংঘর্ষে নিহত ৩ জন সৈনিকের পরিবারবর্গকে ১০০০ টাকা হারে মোট ৩০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য ১৯৭২—৭৩ সনে দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ২ জন ধর্মনগরের অধিবাসী এবং এক জন বিলোনীয়ার অধিবাসী।

সরকারী কর্মে নিয়োগ

১৯৭১—৭২ সনে সদর মহকুমায় ১৫ জন প্রাক্তন সৈনিককে সরকারী কার্যে পুনর্নিয়োগ করা হইয়াছে। ১৯৭২—৭৩ সনে (২৮ | ২ | ৭৩ পর্যন্ত) সদর মহকুমায় ৮ জন প্রাক্তন সৈনিককে এবং ধর্মনগর মহকুমায় ১ জন প্রাক্তন সৈনিককে সরকারী কার্যে পুনর্নিয়োগ করা হইয়াছে।

১৯৭১ সনে পাক-ভারত সংঘর্ষে নিহত দুই সৈনিকের পরিবারের ১ জন সদস্যকে ধর্মনগর মহকুমায় এবং ১ জন সদস্যকে বিলোনীয়া মহকুমায় ১৯৭২—৭৩ সনে সরকারী কার্যে নিয়োগ করা হইয়াছে।

আই, ও, সি, এজেন্সী মঞ্জুরী

১৯৭২—৭৩ সনে (২৮ | ২ | ৭৩ পর্যন্ত) দুই জন প্রাক্তন সৈনিকে বিলোনীয়া মহকুমায় কেরোসিন তেলের dealership মঞ্জুর করা হইয়াছে। ঐ সনে উদয়পুর মহকুমার ১ জন প্রাক্তন সৈনিককে এবং অমরপুর মহকুমায় ১ জন প্রাক্তন সৈনিককে কেরোসিন তেলের dealership মঞ্জুর করা হইয়াছে।

আর্মির উদ্বৃত্ত গাড়ী মঞ্জুরী

সদর মহকুমার ১ জন প্রাক্তন সৈনিককে ১টি আর্মির উদ্বৃত গাড়ী ১৯৭২-৭৩ সনে (২৮-২-৭৩ পর্যন্ত) মঞ্জুর করা হইয়াছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Thursday, the 29th March, 1973.

PRESENT

Hon'ble Manindra Lal Bhowmik Speaker, in the Chair, the Chief Minister, 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, the Deputy Speaker & 45 members.

QUESTION

Mr. Speaker :—To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred question. Shri Jatindra Kr. Majumder, Shri Nripendra Chakraborty.

Shri Nripendra Chakraborty :—Question No. 170.

Shri S. M. Sen Gupta :—Question No. 170.

STARRED QUESTION NO. 170.
By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

QUESTION

1. Names of firms who submitted tenders for supply and erection of 33 KV lines between Dharmanagar and Kumarghat and Teliamura to Amarpur.
2. Name of Firm who quoted lowest rates.
3. Whether the lowest tender was rejected.
4. If so, the reasons therefor.

ANSWER

1. (i) M/S. Kamini Engineering Corporation, Bombay.
   (ii) M/S. Jagadish Bhattacherjee & Co, Imphal.
2. M/S. Kamini Engineering Corporation, Bombay.
3. No.
4. The question does not arise.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে মেসার্স জগদীশ ভট্টাচার্য এণ্ড কোং, তাদের টেণ্ডার সম্পর্কে কতকগুলি সর্ত্ত সুপারিন্‌টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার, ত্রিপুরা ইলেকট্রিক্যাল সার্কল, আগরতলা দিয়েছিলেন কি না যে এই সর্ত্তে টেণ্ডার একসেপ্ট করতে পারেন ?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্য'এর প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারিনি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার থার্ড মে, ১৯৭২ইং গভর্ণমেন্ট অব ত্রিপুরা, অফিস অব সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনীয়ার, ত্রিপুরা ইলেকট্রিক্যাল সার্কল মেসার্স জগদীশ ভট্টাচার্য এণ্ড কোং-কে লিখেছেন যে তোমরা যে টেণ্ডার দিয়েছ সেই সম্পর্কে আমরা কতকগুলি ক্ল্যারিফিকেশান চাই। তারপর এনাদার লেটার অন ২৪।৫।৭২ইং-এ তারা লিখলেন যে এই সমস্ত আইটেমগুলি সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য জানতে চাই। এই যে চিঠি একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার দিয়েছেন, সেটা সত্য কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, চিঠি ছিল কি ছিল না সেটা সম্পর্কে যদিও আমার কাছে এখন সেই তথ্য নেই, তাহলেও এইটুকু বলা যায় যে টেণ্ডার যখন খোলা হয়, তখন উপর থেকে মনে হয়েছিল যে জগদীশ ভট্টাচার্য'এর টেণ্ডারই লোয়েষ্ট হবে কিন্তু ক্ল্যারিফিকেশান করে এবং যে ভিত্তির উপর এই কে, ভি লাইন টানা হবে, সে বেসীসে যখন টেণ্ডার এনালিসীস হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে সেইসব টেণ্ডারের মধ্যে উল্লেখ না থাকায় উপর মনে হয়েছিল যে সেটা লোয়েষ্ট হয়েছে কিন্তু সেগুলি যখন ক্ল্যারিফিকেশান হয়, তখন দেখা গেছে যে কামান ইঞ্জিনীয়ারিংই লোয়েষ্ট হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ৭।৭।৭২ইং তারিখে মিঃ ভট্টাচার্য প্রতিটি সর্ত্ত সম্পর্কে স্বীকৃতি দিয়ে চিঠি দিয়েছে এবং তারপর একটা টেলিগ্রাম জগদীশ ভট্টাচার্যকে দেওয়া হয়েছে সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার, তাতে বুঝা যায় যে একমাত্র সর্ত্ত লাইসেনশিয়েট কন্ট্রাকটার কিনা এবং তার জবাব টেলিগ্রাফিক্যালী জানান এবং কোথাকার লাইসেন্স তাও তিনি জানান। সমস্ত কারণ জানা সত্ত্বেও লোয়েষ্ট টেণ্ডার হওয়া সত্ত্বেও তা কেন একসেপট করা হল না, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে কনষ্ট্রাকশানের যা দরকার, ওয়েট যেটার উপর ডিপেণ্ড করে, তার ক্ল্যারিফিকেশানে, তার টেণ্ডারে তা ছিল না, সেটা না থাকায় উপর থেকে তার টেণ্ডার লোয়েষ্ট মনে হয়েছিল সেটা না থাকার জন্য, তার জন্য তার কাছে ক্ল্যারিফিকেশান চাওয়া হয়েছিল, সেই ক্লারিফিকেশান দেওয়ার পর সেই প্রশ্নের কোন মীমাংশা হয় নাই। আমি বিধান সভার সদস্যদের এইটুকু জানাতে চাই যে এই সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন উঠে না, কারণ সেটা ডিপার্টমেন্টালী করা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, রেলওয়ে ওয়াগনের প্রায়রিটিজ ছাড়া, সমস্ত সর্ত্ত সেই জগদীশ ভট্টাচার্য এগ্রীড লিখে দিয়েছেন এবং তারপরও এই কনট্রাক্ট তাদের দেওয়া হয় নি—এই কারণে কি যে এই কামান ইঞ্জিনীয়ারিং কোং দীর্ঘদিন যাবত এই কাজটা করে আসছে এবং তাদের একটা ভেসটেড ইন্টারেষ্ট গ্রো করে গেছে এইজন্য অন্য কেউ যাতে এই কাজটা না পান, সেইজন্য পূর্ত্ত দপ্তর অন্যায়ভাবে তাদের টেণ্ডার বাতিল করেছে, এটা ঠিক কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার কামান ইঞ্জিনীয়ারিং'এর প্রশ্ন উঠে না, এটাতে ভেষ্টেড ইণ্টারেষ্টের প্রশ্ন নেই। এই কোম্পানী সারা ভারতবর্ষের নোন কোম্পানী, সেইজন্য এই প্রশ্ন উঠেনা। তারা এখানে কাজ করছিল। এখন যে প্রশ্ন এসেছে সেটা টেণ্ডারের মধ্যে নয়, এখন সে কাজ ডিপার্টমেণ্টালী করা হচ্ছে যাতে লোক্যাল ম্যানদের এমপ্লয় করতে পারি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার কামান ইঞ্জিনীয়ারিং সম্পর্কে প্রশ্ন আসে এই জন্য যে এই কামান ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী সম্পর্কে অডিট সিরিয়াস অবজেকশান দিয়েছে, তারা সে সমস্ত রেট বাড়াতে চেষ্টা করেছিল এবং সেই রেট বাড়াতে সাকসেসফুল হয়েছিল, সেই-গুলি সম্পর্কে অডিট সিরিয়াস অবজেকশান দিয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে অডিট রিপোর্ট আছে কি নাই তা আমার জানা নাই। তবে যে কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন এসেছে, সেই কাজ কামান ইঞ্জিনীয়ারিং-এর হাতে নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—ডিপার্টমেণ্টালী যদি করানো হয়ে থাকে, তাহলে টেণ্ডার চাওয়া হবে কেন এবং ক্ল্যারিফিকেশান চাওয়া হবে কেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সাধারণতঃ টেণ্ডার কল করা হয়। যদি কোথাও দেখা যায় টেণ্ডা-রের মধ্যে গলদ থাকে, টেকনিক্যালী বুঝা যায় যে গলদ হতে পারে, সেইজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে ডিপার্টমেণ্টালী সেটা টেক আপ করে নেয়। বিশেষ করে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের এখানে ছেলেরা যারা আছে, তাদের দিয়ে আমরা বোধ হয় এই কাজটা করিয়ে নিতে পারব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আগে থেকে সবকিছু চিন্তা ভাবনা করে টেণ্ডার কল করা উচিত ছিল। কিন্তু তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত পি, ডবল্যু, ডি, নিয়েছিলেন কিনা এবং সেটা ভুল সিদ্ধান্ত···

মিঃ স্পীকার :—নো, দিস ইজ নট এ কোয়েশ্চান।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সেটা ভুল বলছিনা। কারণ প্রত্যেক কাজের জন্যই টেণ্ডার কল করার নিয়ম। সেইজন্য টেণ্ডার কল করা হয়েছে। টেকনিক্যাল দিক থেকে অন্য লোক যারা আছে তারা যাতে সুযোগ পায়, সেইজন্য এটা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু টেণ্ডারের মধ্যে দেখা গেল কতকগুলি ক্লারিফিকেশানের জন্য হউক আর খরচ বাড়বে তার জন্যই হউক আর আমাদের এখানে যারা আছে তাদের কাজের সুযোগ দেওয়ার জন্যই হউক, আজকে কাজটা ডিপার্টমেণ্টালী করা হচ্ছে।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—ডিপার্টমেণ্টালী কাজ নেওয়ার জন্য, এই যে লোয়েষ্ট টেণ্ডার আছে তার চেয়ে কত পারসেণ্ট খরচ বেশী হবে না কম হবে সেটা কি কাজ করবার আগে সরকার পরীক্ষা করে দেখেছেন, যদি দেখে থাকেন তাহলে দয়া করে জানাবেন কি এই কাজটা যে ডিপার্টমেণ্টালী করা হচ্ছে, যে টেণ্ডার দেওয়া হয়েছিল, তারচেয়ে কত পারসেণ্ট উপরে বা নীচে পড়বে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সেটার প্রশ্ন উঠেনা মাননীয় স্পীকার স্যার যেহেতু আমাদের ছেলেরা করছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার এটা তাদের সিড্যুল অনুযায়ী তারা করতে পারে এবং যতদুর সম্ভব এটা সিড্যুলের মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি এটার এষ্টিমেটেড কষ্ট কত ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমার পক্ষে বলা এখন সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :—

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮২।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নং ২৮২।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে আসারামবাড়ী পূর্ব্ব ও পশ্চিম করংগী ছড়া,পূর্ব্ব ও পশ্চিম লক্ষ্মী ছড়া এবং গোপালনগর গাঁও সভা গুলিতে যেখানে কোন টিউব ওয়েল, অভার ফ্লো হয় না এবং সেখানে বাঁধের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করা যায় না, ঐ সমস্ত জায়গায় রিগ মেসিনের সাহায্যে গভীর নলকুপ খনন করিয়া সেচের ব্যবস্থা করার জন্য ১৯৭৩ ইং সনে সরকারের কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে কি না।

উত্তর

১) আসারামবাড়ী গাঁওসভা এলাকায় চামনু বস্তিতে বেসরকারী ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই এলাকায় অভার ফ্লো হয় না। পূর্ব্ব ও পশ্চিম করংগী ছড়া, পূর্ব্ব ও পশ্চিম লক্ষ্মী ছড়া এবং গোপালনগর এলাকাগুলিতে অভার ফ্লো হয় কি না তা এখনও পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। রিগের সাহায্যে গভীর নলকুপ খনন করিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা বর্ত্তমানে নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে পরীক্ষামূলক যে অভার ফ্লো করার একটা স্কীম আছে সেই স্কীমে এই এলাকায় কোন পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে কি না ?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকার করেন নাই কিন্তু সেখানে একজন পাব্লিক পরীক্ষা করে দেখেছেন যে সেখানে অভার ফ্লো করে জল পায় নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে সরকার কেন করছেন না ? একটা বিরাট এলাকা সেখানে পরীক্ষা করে দেখছেন না কেন ?

শ্রীমনছুর আলী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের পরিকল্পনামাফিক যে কয়টা করার কথা ছিল প্রতি ব্লকে ১০টা করে, এর চেয়ে আরও বেশী প্রয়োজন যে সমস্ত এলাকায় এই সমস্ত এলাকাগুলিতে দেখা হচ্ছে। এই জন্য এখানে অভার ফ্লো হয় নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি এইটা কি সত্যি যে বিশালগড় একটি রিগ মেশিন আনা হয়েছে ?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিগ মেসিন আনা হয়েছে কি না সেইটা আমার জানা নেই তবে আমরা রিগ মেসিন আনছি এইটার সাহায্যে ত্রিপুরার যেখানে প্রয়োজন সেখানে কাজ হবে, এই জন্য আনা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে অভার ফ্লো হয় সেখানে রিগ মেসিন আনা হচ্ছে, ধর্ম্মনগরে অভার ফ্লো হয় সেখানে রিগ মেসিন আনা হচ্ছে কিন্তু যে এলাকাগুলি ড্রাই যে এলাকায় কোন রকমের অভার ফ্লো হয় না, বাঁধ নেই সেখানে টিউবওয়েল করার জন্য রিগ মেসিন আনা হচ্ছে না কেন বা তার পরিকল্পনা নাই কেন ?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেখানে রিগের সাহায্য লাগে না, সেখানে রিগ মেসিন নেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। বিশালগড় যেহেতু রিগ মেসিনের সাহায্য ছাড়াই জল পাওয়া যায় এই কথাও ঠিক না বলে আমি মনে করি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৬৫৫।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নং ৬৫৫। স্যার এই প্রশ্নটা আর আগের প্রশ্নটা সেম ১৬৮ নং আর ৬৫৫। এইটা ব্রেকেটেড হয়ে গেলে ভাল হতো। যাহাই হোক প্রশ্নটা যা আছে বলছি—

প্রশ্ন

১) Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PWD be pleased to state— Nemes of concerns who offered tender for supply & Eraction of 33 K.V lines between (1) Dharmanagar & Kumarghat (50km) (2) Teliamura to Amarpur (50km).

উত্তর

১) এম/এস কামানা ইঞ্জিনায়ারিং এল, টি, ডি, বোম্বাই।

২) এম/এস জগদীশ ভট্টাচার্য্য অ্যাণ্ড কোং, ইম্ফল।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নং ৬৮১।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৬৮১।

প্রশ্ন

১) ছামনু টি, ডি, ব্লকে সরকার হইতে জল সেচের জন্য কোন অভার ফ্লো টিউবওয়েল এবং পাম্পসেট বসানোর পরিকল্পনা আছে কি না ?

২) না থাকিলে তা কোন্ কোন্ গাঁও সভাতে হইবে তাদের নাম ?

উত্তর

১) অভার ফ্লো টিউবওয়েল সম্ভব কি না তা দেখার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে খনন কার্য্য চলিতেছে এবং কয়েকটি স্থানে পাম্প সেট ইতিমধ্যেই বসানো হয়েছে।

২) অভার ফ্লো, টিউবওয়েল কোন কোন স্থানে বসানো হবে তাহা পরীক্ষামূলক খনন কাজের ফলাফলের উপর নির্ভর করে তবে ছৈলেংটা পুর্ব মাছলি, দুর্গাছড়া প্রভৃতি গাঁ সভায় পাম্পসেট বসানো হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১১০।

শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১১০।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার দুগ্ধ সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার উন্নত জাতের গাভী সরবরাহ করার ব্যবস্থা করিতেছে কি না ?

২) করিলে তাহা কি ভাবে এবং কোন সময় হইতে সরবরাহ করিবেন ?

উত্তর

১) হাঁ্যা।

২) বর্ত্তমান আর্থিক বছরে ৪৫টি উন্নত জাতের গাভী ক্রয় করা হইতেছে। ক্রয় করার পর আগামী আর্থিক বছরে এই গাভীগুলিকে দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য উৎসাহী কৃষকদের মধ্যে সরবরাহ করা হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে আমাদের দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র আছে কি না এবং সেইটা চালানো হচ্ছে কি না ? উন্নত ধরণের গাভীর দুগ্ধ কেন্দ্র কিনা।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—উন্নত ধরণের দুগ্ধ কেন্দ্র আমাদের রাধাকিশোর নগরে একটা আছে। সেখানে কতগুলি ক্যাটেল আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি সেই ক্যাটেল কলোনীতে কত ক্যাটেল আছে এবং বছরে আমরা কতটা ক্যাটেল বিলি বন্টনের জন্য পেতে পারি ?

শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাস :—সেখানে ৭০টা ক্যাটেল আছে। সেখান থেকে জনসাধারণের কাছে বিলি বন্টনের জন্য ক্যাটেল দেওয়া হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সেখান থেকে দুগ্ধ পাওয়া যায় কিনা ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখান থেকে ডেইলী অ্যাভারেজ ৯০ লিটার দুগ্ধ পাওয়া যায়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি সেই দুগ্ধটা কি হয় ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেই দুগ্ধটা ডেয়ারীতে আসে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কেন্দ্রীয় সরকারের একটা দুগ্ধ উৎপাদন স্কীম আছে যে স্কীমে প্রায় ৩০০ একর জমি এই এলাকায় চাওয়া হয়েছে ? এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীক্ষিতীস চন্দ্র দাস :—এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে চিঠিপত্রের আদান প্রদান চলছে। তাদের জমি ইত্যাদি দিলে পরে তারা এটা বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি জমি বাছাই করে কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়ার কোন সিদ্ধান্ত বা অন্য কি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—রাধা কিশোর নগরে কতটুকু জমি পাওয়া যাবে সেটা সেটেলমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের সংগে সরকার আলোচনা করে একটা রিপোর্ট চেয়েছেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—গত বছর রাধাকিশোরনগরে কত টাকা খরচ হয়েছে ক্যাটেলের জন্য ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮১২।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ৮১২।

প্রশ্ন

১) সদর বিভাগের কাঞ্চনমালা বাজারের নিকট সিনাই নদীতে ব্রিজ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২) থাকিলে কোন সময় হইতে এই ব্রিজের কাজ শুরু করা হইবে ;

৩) না থাকিলে কারণ কি ?

উত্তর

১) আপাততঃ নাই।

২) এই প্রশ্ন উঠে না

৩) এইরকম সব পুলের কাজ ক্রম অনুসারে হাতে নেওয়া হবে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এস্থানে একটা ব্রীজের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা মনে করে পি, ডবলিউ, ডি, এর কয়েকজন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী পরীক্ষা করার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন কিনা ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি কোন কমপ্লেন নজরে আনা হয় যে এটার প্রয়োজনীয়তা আছে তাহলে সেইসব জায়গায় সম্ভব ক্ষেত্রে পি, ডবলিউ, ডি, এর লোক যান এবং তারা দেখে আসেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—প্রথম নম্বর প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আপাততঃ নাই। তারপর বলেছেন ৩য় প্রশ্নের উত্তরে যে ক্রমে ক্রমে সবই করা হয়। উত্তরটা আমার মনে হয় ঠিক হল না স্যার। জিজ্ঞাসা করা হয়েছে কারণ কি ? তিনি হয় অর্থের অভাব বলবেন, না হয় স্টাফ নাই। বলবেন বা আর কিছু।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা কারণের মধ্যে পড়ে। কারণগুলি বলতে গেলে আগেও এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। প্রয়োজনীয়তা কতটুকু আছে কত খরচ হবে, এই পুলের ডিমাণ্ড আছে কিনা যে পুল করা দরকার। কাজেই কারণ প্রায় সব জায়গায়ই এক। সেজন্য বলা হয়েছে একটা ক্রমিক পর্য্যায়ে ধরা হবে। প্রায় রিটি বেসিসে এটা নেওয়ার ব্যবস্থা হবে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—পি. ডবলিউ, ডি, এর লোক যদি গিয়ে থাকে তাহলে তারা এই সম্পর্কে কি করেছে ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে যতটুকু খবর নেওয়া হয়েছে তাতে জানা যায় সেখানে শুধু পুল করলেই হবে না, তার সংগে সংগে অ্যাপ্রোচ রোডও করতে হবে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে নূতন বাজেটে এই অ্যাপ্রোচ রোড করার টাকা ধরা হয়েছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—রোডের প্রয়োজন যদি হয় তাহলে পি, ডবলিউ, ডি তা করবেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—আগামী আর্থিক বছরে সেই পুলটা করা হবে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—এই উত্তর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিয়াছেন যে ক্রমিক পর্যায়ে করা হবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—১৯৭৩—৭৪ সালে আমরা বাজেটে দেখতে পাচ্ছি না। ৭৪—৭৫ সালে কি করা হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ক্রমিক পর্যায়ে যদি আরও আগে এসে যায় তাহলে আরও আগে হতে পারে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—লোকে বলে মৃত্যুর পর বৈতরণী পার হতে হয়। সেজন্যই কি পুলটা বাকী রাখা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যদিও আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা ঠিক নয় তবুও আমি বলছি সবাইকেই বৈতরণী পার হতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৬২।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬২।

প্রশ্ন

১) আগরতলা এবং খোয়াই শহরে ১৯৭৩ এর মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে এত বেশী বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভ্রাটের কারণ কি ;

২) ইহা কি সত্য যে ডি অয়েলের অভাবে খোয়াই এ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায় নাই ?

উত্তর

১) ঝড়ে আসাম হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইন এবং স্থানীয় সরবরাহ বণ্টন লাইনে গোলযোগ সৃষ্টি হওয়ার বিদ্যুত বিভ্রাট হয়।

২) না।

শ্রীসমর চৌধুরী :—আসাম থেকে আগরতলা শহরে বিদ্যুতের লাইন আনতে কত টাকা খরচ হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—এ সম্পর্কে সঠিক ফিগারটা দিতে পারছি না।

শ্রীনৃপেনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ডি, অয়েল আমরা যে ক্যারি করি তখন ক্যারি এ লস ইনট্রানজিটের জন্য আমাদের বহু ডি, অয়েল রাস্তার খোয়া গেছে ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের জবাবে আমি পরিস্কার-ভাবে বলছি—"না"।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবুলু কুকী।

শ্রীবুলু কুকী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৭২।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৭২।

STARRED QUESTION NO. 872.

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) অমরপুরের ফটিক সাগর ও অমর সাগরের মাছ সরকারী পরিচালিত ফিসারী ডিপার্ট-মেন্ট এর মাধ্যমে মাছ ধরিয়া (Fishing) অমরপুর জনসাধারণকে সরকার নির্দ্ধারিত রেইট-এ মাছ সরবরাহ করা হয় কি না ?

২) যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে ১৯৭২—৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত কতবার ও কত পরিমান মাছ ধরা হইয়াছে এবং কতজন লোকের নিকট কি রেইটে বিক্রি করিয়াছেন ?

৩) ইহা কি সত্য যে উক্ত দীঘির মাছ অমরপুর জনসাধারণকে সরবরাহ না করে Fisher-man দের নিকট পাইকারী হারে বিক্রি করা হয়।

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) মোট ১২৮ বার।
মোট ২৭৫৪ কেজি ১০০ গ্রাম।
মোট ১৯৫১ জন।

বিক্রয় মূল্য এইরূপ ছিল :—

	সরকার অনুমিত বিক্রয় মূল্য (প্রতি কে. জি.) ১৪-৬-৭২ ইং পর্য্যন্ত।	১৫-৬-৭২ ইং হইতে
ক) বড় পোনা মাছ (বিদেশী পোনা সহ এবং মৃগেল ব্যতিরেকে):		
১ কে, জি ও তদূর্দ্ধে (আস্ত মাছ)	৪ টাকা	৫ টাকা
১ কে. জির নিম্নে (আস্ত মাছ)	৩ টাকা ৫০ পয়সা	৪ টাকা
কাটা মাছ	৪ টাকা ৫০ পয়সা	৫ টাকা ৫০ পয়সা
কাটা মাছের মাথা	২ টাকা ৫০ পয়সা	৩ টাকা
খ) মৃগেল		
১ কে জি. ও তদূর্দ্ধে (আস্ত মাছ)	৩ টাকা ৫০ পয়সা	৪ টাকা
১ কে. জির নিম্নে (আস্ত মাছ)	৩ টাকা	৩ টাকা ৫০ পয়সা
কাটা মাছ	৪ টাকা ৫০ পয়সা	৫ টাকা
কাটা মাছের মাথা	২ টাকা ৫০ পয়সা	২ টাকা ৫০ পয়সা
গ ছোট মাছ		
চাপিলা	২ টাকা	৩ টাকা
মকা	১ টাকা ৫০ পয়সা	২ টাকা ৫০ পয়সা
কানলা, আইড়, শোল	২ টাকা ৫০ পয়সা	৩ টাকা ৫০ পয়সা

৬) না। ইহা সত্য নহে।

শ্রীঅনিল সরকার :—এই যে মাছ বিক্রি করা হয়েছে এটা কি, স্থানীয় লোকদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে ?

শ্রীমনছুর আলী :—স্থানীয় লোকদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে পরিমান মাছ সাপলাই হওয়ার কথা এই পরিমাণ সাপলাই হচ্ছে না।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে পরিমাণ মাছ সাপলাই হওয়ার কথা সেই পরিমাণ মাছ সাপ্‌লাই করা হচ্ছে না সেই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই আমরা যে পরিমাণ চাষ করি সেই পরিমাণ মাছ সাপ্‌লাই করা হচ্ছে—কতটুকু এরিয়া তার মধ্যে যত পরিমাণ মাছ ছাড়া হয় সেই হিসাবেই মাছ সাপ্‌লাই করা হয়।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ফিসারম্যানদের ভাল জাল না থাকাতে তারা মাছ ধরতে পারছেন না এবং সরকারের কাছে তারা আবেদন করেছে টাকার জন্য যাতে ভাল জাল কিনতে পারে।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফিসারম্যানদের এই মাছের জন্য তাদের শেয়ার দেওয়া হয়—জালের জন্য টাকা চেয়েছে কি না সেটি আমার জানা নাই। তারা বড় মাছের শোলা মাছের জন্য ৩১ শতাংশ তারা পায় আর ৬৯ শতাংশ সরকার পায়, অন্যান্য ছোট মাছের জন্য ৪৫ শতাংশ তারা পায় আর ৫৫ শতাংশ সরকার পায় শোল ইত্যাদি মাছের জন্য ৫০ শতাংশ তারা পায় আর ৫০ শতাংশ সরকার পায়, এই হিসাবে তারা পায়। কিন্তু তারা ভাল জালের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছে সেই রকম কোন রিপোর্ট আমার কাছে নাই।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি উপযুক্ত জাল না থাকাতে সেখান থেকে তারা প্রচুর পরিমাণ মাছ ধরতে পারছে না।

শ্রীমনছুর আলী :—খোঁজ নেব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি অমরপুর একটি ছোট টাউন এবং অমরপুরের দিঘীটি খুব বড়, সেই ছোট টাউনে মাছ সাপ্লাই করার পক্ষে সেই দিঘীটি যথেষ্ট এবং সেই পরিমাণ মাছ অমরপুর টাউনের জনসাধারণ পাচ্ছে কি না?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৭১ইং সালের আগে অমর সাগর দিঘীটি লিজ ছিল, এর পরে সেই দিঘীতে মাছের চাষ করা হচ্ছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন একটি এরিয়াতে কত মাছ ছাড়া হবে তার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি অমর সাগরে কত মাছ ছাড়া যায়।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই হিসাব আমার কাছে নাই।

শ্রীঅনিল সরকার : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই অমর সাগরে বার্ষিক কত টাকার মাছ ছাড়া হয় এবং সেই মাছ থেকে কত আয় হয়?

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটার জন্য সেপারেট কোয়েশ্চান করলে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ:—প্রশ্ন নং ৯১৪।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—প্রশ্ন নং ৯১৪।

প্রশ্ন

১) কাকড়াবন-ধনপুর রাস্তাটি পি, ডবলিও, ডিপার্টমেন্টে ট্রানসফার করা হয়েছে কি?

২) যদি হয়ে থাকে তবে উক্ত রাস্তার মেন্টেনেন্স ও ডেভেলপমেন্ট করার জন্য পি, ডবলিও, ডিপার্টমেন্ট কোন ষ্টেপ নিয়েছে কি?

উত্তর

১) হঁ্যা।

২) যাহাতে জীপ চলাচলের উপযোগী থাকে তার জন্য মেরামতের কাজ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :—প্রশ্ন নং ১০১৩।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : —প্রশ্ন নং ১০১৩। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই প্রশ্নটা আগে একবার হয়েছে। যতটুকু আমার মনে হচ্ছে সেটি ছিল ৪৩৫।

মিঃ স্পীকার :—ফরম চেঞ্জড করা হয়েছে।

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—প্রশ্ন নং ১০১৩।

প্রশ্ন

১) গোলাঘাটিতে (সদর দক্ষিণ) বুড়িমা নদীর ধারে বসানো ২০ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট পাম্পিং মেসিন নদীর ভাংগন থেকে রক্ষা করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

উত্তর

১) গোলাঘাটি বাজারের নিকট বুড়িমা নদী কর্ত্তৃক ভাংগন রোধ করার উদ্দেশ্যে ৫০ ফুট দৈর্ঘ বিশিষ্ট ছয়টি বল্লি স্পার দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই কাজটি অনেক দিন আগে সেংসান হয়েছিল, এখনও না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই ধরণের কাজে বিভিন্ন রকম চিন্তা করতে হয়। সেই সব ফরমালিটিজ অবজার্ভ করে তারপর কাজে হাত দিতে হয়। সেজন্য কাজটি দেরী হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—প্রশ্ন নং ১০৫২।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—প্রশ্ন নং ১০৫২।

প্রশ্ন

১) জুমিয়ানের জুম চাষের জন্য ত্রিপুরায় নির্দ্দিষ্ট বনাঞ্চল আছে কি না ?

২) থাকিলে তাহার পরিমাণ ?

উত্তর

২) না। তবে জুমিয়াগণ রক্ষিত বনে জুম চাষ করিতে পারে এবং সংরক্ষিত ও প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনে টংগিয়া প্রথায় বনায়নের মাধ্যমে জুম চাষ করিতে পারে।

২) প্রশ্নই আসে না। তবে ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে প্রায় ২,২১০ বর্গ কিলোমিটার রক্ষিত বন আছে। ইহা ব্যতীত ত্রিপুরায় সংরক্ষিত বনের পরিমাণ ৩,০৮০·৮৫ বর্গ কিলোমিটার এবং প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনের পরিমাণ ৯১৫·২৮ বর্গ কিলোমিটার'

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন নির্দিষ্ট না থাকলেও জুমিয়ারা ফরেষ্টের ভিতর চাষ করতে পারে। ইহা কি সত্য যে প্রটেকটেড ফরেষ্টের ভিতর জুমিয়ারা জুম চাষ করতে গেলে তাদের বিরুদ্ধে কেইস দেওয়া হয়।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দত্ত :—জুমিয়ারা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চাষ করতে পারে—সংরক্ষিত জমিতে চাষ করতে পারে।

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্ন তা ছিল না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে প্রটেকটেড ফরেষ্টে জুম চাষ করতে পারে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে জুম চাষ করতে তাদের বিরুদ্ধে কেইস দেওয়া হয়।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—নির্দ্দিষ্ট এই রকম আইন নাই, তবে টংগিয়া প্রথায় সংরক্ষিত এলাকায় জুম চাষ করতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ফরেষ্ট আইনটা পড়ে দেখেছেন কি—তাতে রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে জুমিয়াদের জন্য জুম করার জায়গা নির্দ্দিষ্ট করার প্রভিশান আছে। খুব সম্ভবত ১০ নম্বর ধারা। ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্টে প্রভিশান আছে এলাকা ডিমার্কেট করে দিতে হবে সেই আইনটা এখানে মানা হয় কি না।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামে রিজার্ভ বিভিন্ন কুপ নির্দ্দিষ্ট থাকে জুমিয়াদের জন্য—তাদের জন্য জায়গা চিহ্নিত করে দেওয়া হয়—তারা ঘর চুক্তি খাজনা দেয়—কাজেই ত্রিপুরাতে এটা ইনট্রোডিউস হবে কি ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—ইহা আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই জানেন যে রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে ১০ হাজার জুমিয়া পরিবার থাকে, সেই ১০ হাজার জুমিয়া পরিবার কোথায় জুম করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন, কিভাবে তারা জীবিকা নির্ব্বাহ করছেন ? স্যার, এই হাউসের সামনে এই তথ্য পরিবেশিত হয়েছে যে ১০ হাজার জুমিয়া রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে থাকে। আমি জানতে চাইছি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি তারা কোথায় জুম করে খাচ্ছেন ? আমি টঙিয়া প্রথার কথা বলছি না ? আমি লেবারের কথা বলছিনা, তারা জুম করছেন কি না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—আমাদের ফরেষ্ট ভিলেজারস যারা আছে, তারা ফরেষ্ট ভিলেজে যেগুলি লুঙা জায়গা আছে, সেগুলি চাষ করে এবং টঙিয়া প্রথায়ও চাষ করে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারবেন যে আপনাদের ফরেষ্ট ভিলেজে কয়টি জুমিয়া পরিবার থাকে রিজার্ভের মধ্যে ?

মিঃ স্পীকার :—এই প্রশ্ন এর সংগে জড়িত নয়।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—যারা জুম চাষ করে তাদের নামে মকদ্দমা দেওয়া হয়, শুধু তাই নয়, তাদের কাছ থেকে ১০ টাকা, পাঁচ টাকা করে নেওয়া হয়, এটা মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি না, এইরকম কোন অভিযোগ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পেয়েছেন কি না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—এইরকম স্পেসিফিক অভিযোগ পাই নাই।

ভয়েস :—অনেক দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবুলু কুকী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এখানে তিনি উত্তরে বলেছেন যে টঙিয়া প্রথায় ফরেষ্ট রিজার্ভ এলাকাতে করানো হয়, টঙিয়া যারা করেন, তাদেরকে কি কি দেওয়া হয় ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, দিস স্যুড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—তারা জুম কাটে যখন, তখন তারা পয়সা পায় এবং জুম কাটার পরে যখন জুম ফসল করে তখন তাদের পুরোপুরি ফসলটা দেওয়া হয়, তাছাড়া যখন গাছ রোপণ করা হয় এবং তারপর নিড়ান দিতে পার একরে ৫০ টাকা করে দেওয়া হয়, সেই পয়সাটাও তারা পায়।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—সংরক্ষিত বা রক্ষিত বনাঞ্চলে এই বৎসরে কত পরিবার জুমিয়া জুম চাষের জন্য জমি নিয়েছে, তার পরিমাণ সরকারের কাছে আছে কি, যদি থাকে তাহলে দয়া করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই, চাইলে পরে দিতে পারব।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তরে বলেছেন যে ২২১০ বর্গ কিলোমিটার রক্ষিত বনাঞ্চল যে স্থানে জুমিয়ার চাষ করতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ফরেষ্ট অফিস থেকে একটি ঘোষণা ইস্যু করে দেবেন কি যে এই ২২১০ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে, স্থান উল্লেখ করে যে এই সব ফরেষ্ট এলাকাতে জুমিয়ারা জুম চাষ করতে পারে, এতে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় রাজী আছেন কি না?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা আমি বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন টঙিয়া প্রথায় যারা জুম চাষ করে থাকেন, তাদের একটা ফসল উঠার পরে যখন তিল, কার্পাস ইত্যাদি ফসল যখন উঠবে, জুন বন রাক্ষসরা সেই ফসল ধ্বংস করে দিয়েছে, এটা সত্যি কি না?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা পৃথক প্রশ্ন হওয়া উচিত।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—বন রাক্ষস বলে ত্রিপুরাতে কেউ আছে বলে আমার জানা নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যেসব জায়গায় বনায়ন করা হচ্ছে, সেই জায়গাগুলি ফাইনাল রিজার্ভের ভিতরে অথবা প্রপোজড রিজার্ভের ভিতরে?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এই প্রশ্ন পৃথক প্রশ্ন হওয়া উচিত।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে ধর্ম্মনগর সাবডিভিশনে পূর্ব আন্দাইছড়া যে পেডি প্ল্যাণ্ড দেখি, সেখানে কতকগুলি আদিবাসী পরিবার আছে, সেটা প্রটেকটেড ফরেষ্ট কি না?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় বন মন্ত্রী বলেছেন যে তিনি স্পেসিফিক অভিযোগ পেলে পরে তদন্ত করে দেখবেন, আমি যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে স্পেসিফিক তথ্য দেই, তিনি খোঁজ করে দেখবেন কি? যেমন অমরপুরের মাল্লাবাড়ীতে যতন কুমার মরশুম—১২ টাকা, নাইদিং কান্ত—১৫ টাকা, সোয়া বাহাদুর মরশুম—১৫ টাকা......

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, স্পেসিফিক অভিযোগ থাকলে আপনি লিখিতভাবে জানাবেন, এই হাউসে এইভাবে লিষ্ট না করে দেওয়ার নিয়ম নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এটা অত্যন্ত রিলিভেন্ট স্যার। কারণ বনাঞ্চল আছে, এই যে বনাঞ্চল সেখানে নির্দিষ্ট জায়গা না থাকার জন্য এই জুমিয়াদের হেরাসমেন্টের কোন সীমা নাই। এখানে মাত্র ২১৪টি নাম, আমার কাছে শত শত নাম আছে যাদের নামে কেস দেওয়া হচ্ছে, হেরাসড হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়রা ডিমারকেটেড এরীয়া করছেন না বলে। কাজেই ডিমারকেশানের কথা যেটা বলা হচ্ছে, আমরা প্রতিশ্রুতি চাই যে ডিমারকেশন হবে এবং সেখানে জুম কাটতে দেওয়া হবে যতক্ষণ না পুনর্বাসন তাদের দেওয়া হচ্ছে, যেহেতু তাদের জুম করে খেতে হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—আপনারা কি ডিমারকেশন চাচ্ছেন ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে জুমিয়াদের জুম কাটার এলাকা ডিমারকেটেড আছে কি না ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—সেটা আমাদের নেই বলে বলেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সেটা করবেন কি না ? ইণ্ডিয়া ফরেষ্ট এ্যাক্টে যদি পারমিট করে, যদি প্রভিশান থাকে, তাহলে ডিমারকেট করবেন কি না ?

মিঃ স্পীকার :—আপনার পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলেছিলেন যে আই ডিমাণ্ড নোটিশ। ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট অ্যাক্ট অনুসারে কোন জায়গায় ডিমারকেশন হবে বা থাকবে কি না সেইটা দেখবেন তিনি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—হ্যাঁ, যদি থাকে প্রভিশন তাহলে তিনি ডিমারকেশন করবেন কি না ? এই প্রতিশ্রুতি চাই।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি থাকে উনি বলেছেন, তাই তিনিও ঠিক করে বলতে পারছেন না, কাজেই এই বিষয়ে আমরা দেখবো।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে জুমিয়াদেরকে জমি দেওয়ার পর তাদেরকে জমিতে সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন দেওয়ার পর জুম কাটা নিষেধ করবেন তা নাহলে নিষেধ করতে পারবেন না ?

মিঃ স্পীকার :—নো, নো, দিস ইজ নট এ কোয়েশ্চান। শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৬৮।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৬৮।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা পশ্চিম জেলার সদর সাব-ডিভিশন (অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটিভ) এলাকাকে পি, ডব্লিউ-এর কতটি ডিভিশন-এ ভাগ করা হইয়াছে ?

২) উক্ত ডিভিশনগুলির ই, ই, দের এলাকার সীমার বিবরণ কি ?

উত্তর

১) সদর সাব ডিভিশনের অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ এলাকার অন্তর্ভুক্ত রাস্তাঘাট ও বাড়ী ঘরের কাজকর্ম দেখাশুনার জন্যে আগরতলা শহরে তিনটি পূর্ত বিভাগের ডিভিশন আছে।

২) সদর সাবডিভিশনের অন্তর্গত জিরানীয়া, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও তৎসংলগ্ন এলাকার

কাজকর্ম অবশ্য তেলিয়ামুড়াস্থ পূর্ত্ত বিভাগের ডিভিশন দেখাশুনা করে। ইলেকট্রিকেল, মেকানিকেল, পাবলিক হেলথ, মাইনর ইরিগেশন, ইনভেষ্টিগেশন ও ষ্টোরের কাজকর্ম দেখার জন্য আগরতলাতে কয়েকটি পূর্ত্ত বিভাগের ডিভিশন আছে যেগুলির সীমানা আগরতলা সহ ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপ্ত।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় কি বলতে পারেন যে জিরানিয়া এলাকার যে অংশটুকু তেলিয়ামুড়া ডিভিশনের ই, ই, দেখাশুনা করেন সেইটা তার প্রকৃত সীমানাটা কি? সেইটা কি রাণীর বাজার পর্যন্ত, না তার আর একটু আগে না কোথায় তার পার্টিকুলার সীমানাটা জানতে চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, পি, ডব্লিউর ব্যাপারে এই যে সীমানা ভাগ করাটা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। তবে মোটামুটি এই টুকু বলা যায় যে আগরতলা—আসাম রোডের দুই পাশের আপ টু খয়ারপুর স্কুল পর্য্যন্ত এইটা তেলিয়ামুড়া ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত বলে যতটুকু আমাদের জানা আছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই মর্ম্মে তেলিয়ামুড়া ই, ই,কে একটা চিঠি লিখেছি, মুখ্যমন্ত্রীকে সেই চিঠি দিয়েছি এবং তার একটা কপি ই, ই,কে দিয়েছি যেহেতু আমি জেনেছি যে তেলিয়ামুড়ার ই, ই,র আওতারে পড়ে এই পর্য্যন্ত, তিনি আমাকে লিখে জানিয়েছেন যে এইটা আমার আওতারে নয়, যদি মাননীয় মন্ত্রীমশায় দেখতে চান আমি দেখাতে পারি। কাজেই এখন কি করবো বলুন? এখানে আসাম—আগরতলা রোডকে আমরা কোন ডিভিশনের আওতারে ধরবো। এইটা কোন ডিভিশনের আওতারে পড়েছে, এইটা কি ডিভিশন ১, না ডিভিশন-৩ অথবা তেলিয়ামুড়া সাবডিভিশনের আওতারে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে যদি কোন পার্টিকুলার প্রশ্ন থাকে যে এই এলাকাটা বা এই স্কুলটা কিংবা এই কলেজটা কোন বিভাগের আওতারে সেইটা বরংচ বলা যেতে পারে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আগরতলা—আসাম রোডের উত্তর দিকে রাণীর বাজার পর্য্যন্ত পি, ডব্লিউ, ডি, রোডটি কোন সাবডিভিশনের আওতারে?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, রাস্তাটা না দেখে বলা সম্ভব নয়, তবে বলা যেতে পারে যে এইটার কিছুটা এইদিকে পড়তে পারে আবার ঐ দিকেও পড়তে পারে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, রাস্তাটা কি অর্দ্ধেকটা এই দিকে আর অর্দ্ধেকটা ঐ দিকে?

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। আপনার প্রশ্ন আছে?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আই ডোন্ট লাইক টু মোভ। কারণ, এইটা হয়ে গেছে অলরেডি। থোয়াই ব্রিজ।

মিঃ স্পীকার :—আচ্ছা। শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৫৫২।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৫৫২।

প্রশ্ন

১) হাওড়া নদীর উপর কলেজ টিলা ও যোগেন্দ্রনগরকে সংযোগকারী বড় কাঠের ব্রীজটিকে পাকা ব্রীজ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২) থাকলে কবে পর্য্যন্ত কাজ সুরু হবে ?

৩) না থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) বিষয়টি সরকারের পরীক্ষাধীন।

২) প্রস্তাবের উপযোগিতা নির্ণয়ে পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় কাজটি সুরু করার সম্ভাবনা আছে।

৩) এই প্রসংগে প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker :—The question hour is over. The Ministers may lay on the Table of the the House, the replies to the unstarred questions and the starred questions which are not answered orally.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখনও সময় বাকী আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—অনেকের ঘড়ির সংগে অনেকের ঘড়ির মিল নেই। I must be guided by my own clock which has placed on the Table.

I have received the calling attention notices from the following members—Shri Sunil Datta, M. L. A on the subject—ভি, এম, হাসপাতালের শিশু বিভাগ হইতে অরুনধতী নগরের গীতা দেব নামক ৩ বৎসরের একটি রুগ্ন বালিকার ২৮।৩।৭৩ ইং তারিখ হইতে নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে। I have given consent to the motion of Shri Dutta, Now I would request Hon'ble Health Minister to make his statement to-day or he may fix a date aftewards for his statement.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ —আগামী কল্য দিবো স্যার।

Mr. Speaker :—Honble Minister will make a statement to-morrow.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি একটা অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশনের নোটিশ দিয়েছিলাম রাণীর বাজারে—

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, আপনার অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশনের নোটিশ আমি পেয়েছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—আমি এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে জগতরাম পাড়ার বিনয় কুমার দেববর্মা গতকাল থেকে তার শাশুড়ী সহ এস, ডি, ও, অফিসের সামনে কয়েকদিন না খাওয়া অবস্থায় পড়ে থাকে। আজকে খুব সকালে তার ৯ বছরের মেয়ে শম্পা রাণী দেব বর্মা, তিনি অনাহারে মারা যান, এই খবর এখানে পৌঁছে এবং গতকাল রাত্রে থেকে আজকে এখন পর্যন্ত প্রায় এক হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ যার মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে নারী তারা এখানে পড়ে আছে এবং তাদের সাহায্যের জন্য কোন কিছু করা হচ্ছে না এবং যে সমস্ত এলাকা থেকে

তারা আসছে সেই সমস্ত এলাকার সমস্ত রিলিফের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে আছে। কোন টেষ্ট রিলিফের কাজ নাই এবং কোন দাদন সেখানে দেওয়া হচ্ছে না এবং এই অবস্থাতে এক হাজার মানুষ সেখানে পড়ে আছে—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য—

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে এইভাবে বন্ধ করা যাবে না

মিঃ স্পীকার :—আপনি অনুগ্রহ করে বসুন, আমি আমার বক্তব্য...(নয়েজ)

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—আমরা বার বার সময় দিয়েছি এবং আমরা জানি যে এই অবস্থা চলতে পারে না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—পয়েন্ট অব অর্ডার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—কোন রকম পয়েন্ট অব অর্ডার এখানে উঠেনা, উঠতে পারেনা।

(নয়েজ)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, (নয়েজ) এই ভাবে যদি বলতে থাকেন তাহলে হাউসের কাজকর্ম চলতে পারে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে হাউসের মধ্যে কোন বিজনেস চলবে না।

Mr. Speakr :—The House stands adjourned for 15 minutes.

(১৫ মিনিট বিরতির পর)

Mr. Speakers :—Now, I would request Hon'ble Member Shri Abhiram Deb Barma to start his discussion on the Budget Estimates for 1973-74.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৩—৭৪ সালের যে বাজেট ত্রিপুরার বিধান সভায় উপস্থিত করেছেন এই বাজেট আলোচনায় অংশ গ্রহন করতে গিয়ে মাননীয় রুলিং পার্টির সদস্য বন্ধুরা অনেকেই এটার উপর মনগড়া চিত্র তুলতে চেষ্টা করেছেন, আর এর সংগে ভুলতে চেষ্টা করছেন; মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়ও। কারণ এটা বাস্তবের সংগে সংগতিহীন—কারণ আমরা দেখছি গত কয়েক মাস যাবত আগরতলা সহরের বুকের উপর হাজার হাজার, মানুষ ক্ষুধার্ত্ত মানুষের মিছিল—ক্ষুধার্ত্ত মানুষ রাস্তার পাশে, দালানের বারান্দায় দিনের পর দিন রাতের পর রাত এই দীর্ঘ ২৫বছর যাবত কংগ্রেসী রাজত্বের ভিতর যে মশার ফার্ম গড়ে তুলেছেন এই মশার ফার্মের ভিতর তারা দিন কাটাচ্ছে। এই সংগে এটাও বলতে চাই যে রাজপ্রাসাদে ত্রিপুরার অর্থমন্ত্রী মহাশয় তার বাজেট বক্তৃতা উপস্থিত করেছেন, আমরা তার অতীত ইতিহাস দেখলে আমরা কি দেখব। এই রাজপ্রাসাদ যারা করেছেন তারা হাজার হাজার বছর ধরে ত্রিপুরার রাজ্যের নিরক্ষর সরল মানুষকে শোষণ করে তাদের রক্ত নিংরে তারা এই বিলাস বহুল রাজ প্রাসাদ গড়ে তুলেছেন। তাদের করুণ কাহিনী, করুন আর্ত্তনাদ আজও এই রাজ প্রাসাদের দেয়ালে দেয়ালে ধ্বনিত হচ্ছে, সেই রাজ প্রাসাদের মধ্যে ত্রিপুরার অর্থমন্ত্রী মহাশয় ত্রিপুরা রাজ্যের বিলাস বহুল সপ্ন দেখেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই মাননীয় মন্ত্রীরা ঐ লংথরাই, বড়মুড়ার কথা নাই—উনারা কি করতে চাইছেন, তারা আমার বক্তব্য বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাই আমি বলব এই সব বাধায় আমি কোন মতেই ক্ষান্ত

হব না। কারণ, গত ২৩শে মার্চ্চ এবং গত ২৮শে মার্চ্চ আগরতলা সহরের বুকে যে ঘটনা ঘটেছে তার পরেও কি তারা এই বিধান সভায় ২৫ বছর কংগ্রেসী রাজত্বের পর ত্রিপুরাকে সুন্দর এবং ত্রিপুরার মানুষ সুখী—আমরা কি বলতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আজকে দুমুঠো অন্নের ব্যবস্থা তাদের হয়েছে, আজকে কি আমরা বলতে পারি ত্রিপুরার যানবাহন যোগা-যোগের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা আজ হয়েছে? ত্রিপুরার যারা কৃষিজীবি ত্রিপুরা রাজ্যের যারা জুমিয়া, ত্রিপুরার যারা ভূমিহীন তাদের জন্য মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা হয়েছে? ত্রিপুরার রাজ্যের যারা বেকার যে যুবকরা দেশের ভবিষ্যত যারা দেশকে গড়বে সমাজকে সুন্দর করবে সুখী করবে, এই কংগ্রেসী রাজত্বে তাদের ব্যবস্থা হয়েছে। আজকে যুবকরা দুমুঠো অন্নের জন্য অফিসে অফিসে ঘুরে বেরাচ্ছে এবং আজকে তারা যে কোন কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে এবং সেই সুযোগে কংগ্রেসীরা—মন্ত্রীরা কি করেছেন, তাদের অভাবের সুযোগ নিয়ে তাদের বিপথে চালিত করার চেষ্টা করছেন। যুবকরা বাঁচতে চায় সমাজ গড়ে তুলতে চায় পরিবারকে গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু এ কংগ্রেসী রাজত্বের ২৫ বছরে দেশের যুবকদের সামনে সেই ভবিষ্যত কি তারা তুলে ধরতে পেরেছেন—এই ২৫ বছরে ঐ যুবকদের সামনে একটা নৈরাজ্য একটা অভিশাপের মধ্যে তাদের বিপথে চালিত করেছেন। এর জন্য যুবকসমাজ দায়ী হতে পারে না—এর জন্য দায়ী হচ্ছে যারা ২৫ বছর দেশকে শাসন করছেন তারাই দায়ী হবেন এর জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই এক বছরের খরার ফলে ২৫ বছর কংগ্রেসী রাজত্বের ভিতরে যে ঘুন ধরেছে সেই ঘুনই তার প্রমান। আমরা জানি—বাংলাদেশের মানুষের কাছে শুনেছি পদ্মার ভাংগনের কথা—হঠাত ভেংগে যায় না। সেই পদ্মার ভিত কি হয়—আস্তে আস্তে ভেংগে সুড়ং হয়ে যায়, তারপর একদিন ভেংগে পদ্মার বুকে বিলীন হয়ে যায়। তেমনই কংগ্রেসী রাজত্বে গত ২৫ বছর ধরে যে সুড়ং সৃষ্টি হয়েছে এটাই এই এক বছরের খরার ফলে তার বাস্তব চিত্র উলংগ হয়ে দেখা দিয়েছে—আগরতলা সহরের বুকে কি হচ্ছে—অনাহারী মানুষের মৃত্যু—এটাকে রোধ করবার ক্ষমতা—আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আছে কি? উরা কি দেখতে পান না তাদের বাস ভবনের সামনে এই দেশের মানুষ? এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ একমুঠো অন্নের জন্য দিনের পর দিন রাতের পর রাত আগরতলা সহরের বুকে ঘুরাঘুরি করতে—মাননীয় মন্ত্রীরা যদি একটু তাকান—তাদের এই দৃশ্য চোখে পরে না—তাদের চোখে যদি এইসব দৃশ্য পরত তাহলে তারা এই বিলাস বহুল বাসভবনে বাস করতে পারতেননা। সেদিন আমি ইচ্ছা করে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মনছুর আলী সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম। বললাম দেখুন ত্রিপুরা রাজ্যের অনাহারী মানুষের চেহারা—দেখুন মায়ের কোলের শিশু সন্তান নিয়ে এসেছে, তাদের উসকু খোসকো চুল, তাদের অস্থিচর্ম্ম সার দেহ এইসব দেখলে পরে আমরা কি বলতে পারি আমরা সমাজতন্ত্র করছি, আমরা গরীবি হটাচ্ছি? আমরা সবুজ বিপ্লব করছি, দেশের মানুষের মুখে, ক্ষুধার্ত্ত মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিতে পারছি না—কারা এই কথা বলতে পারে—যারা ঐ স্বপ্নের মধ্যে বাস করে তারা বাস্তবকে স্বীকার করে না—শোষণ করছে যারা, ঐ পুজি পতির পুজি বৃদ্ধি করে যারা—সেই পুজি বৃদ্ধির জন্য ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা চালায়

যারা তারাই এই কথা বলতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং মাননীয় সদস্যদের আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এটা কি মিথ্যা, উরা কি বাস্তবে, নাই উরা কি সং সেজে এসেছিল আগরতলা সহরের বুকে উদের জীবনের কি কোন দাম নাই উদের কি বাচার কোন অধিকার নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাই আজকে কি হচ্ছে—আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের কি অবস্থা। বর্তমানে আমরা কি দেখছি ? ত্রিপুরা রাজ্যে খরার নাম করে কি করছেন—পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আমরা সমস্ত বিলি বণ্টনের ব্যবস্থা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা মুখে বলতেন আমরা দুর্নীতিকে বন্ধ করব, আমরা দুর্নীতির আশ্রয় নেব না যারা দুঃখী মানুষ তাদের দুইটি পয়সা দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করব এইসব কথা যারা বলেছেন তাদের জিজ্ঞেস করতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চায়েতকে শুধু সামনে ছবি হিসাবে রেখেছেন—এম, এল, এ, এবং মন্ত্রাদের নমিনি যারা—তাদের নিকটতম আত্মীয় যারা তারাই শুধু পেয়েছে।

আমি একটা উদাহরণ এখানে উপস্থিত করতে চাই, তাহলে বুঝতে পারবেন কংগ্রেস যে প্রতিশ্রুতি ত্রিপুরার মানুষের কাছে দেয়, এই প্রতিশ্রুতি কত মূল্যহীন, কত মানুষকে ধোঁকা দেবার জন্য সেটা আমি এখানে উপস্থিত করতে চাই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা হচ্ছে গত ৫।৩।৭৩ইং তারিখে বিলোনীয়া, মুহুরিপুর জনসভার একটি প্রস্তাব। সেই প্রস্তাবে বলা হয়েছে উপজাতিদের দাদন, খয়রাতি সাহায্যের টাকা এম, এল, এ শ্রীআচাইচি মগের বাড়াতে বিলি বণ্টন করা হইয়াছে। শ্রীমগ ও অন্যান্য কংগ্রেস কর্মীদের নির্দেশে এই সাহায্য মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থকদের দেওয়া হইবে না বলিয়া তাড়াইয়া দেয়। যাদের লাজ লজ্জা নেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা বেইমান, যারা মানুষকে ধোঁকাবাজী দিয়ে চলতে চায়, তারাই এইভাবে এইসব কাজ করে থাকেন।...

শ্রীমনসুর আলী :—পয়েন্ট অব অর্ডার—এইসব কথা তিনি এখানে বলতে পারেন কি না ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—আমি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য :—আমার পয়েন্ট অব অর্ডার এটার জেনুইনিটি সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার কি এই সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেবেন ? এই যে আচইচি মগ সম্পর্কে, বলা হয়েছে, এটার জেনুইনিটি সম্পর্কে প্রমাণ নেবেন কি না ?

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। এই সংবাদ যেটা পরিবেশন করলেন এর মধ্যে সত্যতা আছে কি না, এই সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী তার এনকোয়ারী করে দেখতে পারেন।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য :—না স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে একটা কাগজ আমি লিখে নিয়ে এসে পড়লাম হাউসে, সেটা কতখানি এ্যাডমিসিবল, সে সম্পর্কে আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই। আমার পয়েন্ট অব অর্ডার হচ্ছে এ্যাডমিসিবিলিটি সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :—উনার কোন সভার রিজলিউশান থাকলে পরে উনি পাঠ করে সেটা হাউসে শুনাতে পারেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, শুধু তাই নয়, শ্রীআচাইচি মগ কৃষিঋণ দেওয়ার নাম করিয়া—১) বুড়াদল রওয়াজা, ঠাকুরছড়া গ্রাম, ২) নগেন্দ্র রোওয়াজা, ঠাকুরছড়া গ্রাম, ৩) রামবর্ণ ত্রিপুরা, ঠাকুরছড়া ৫) পূর্ণচন্দ্র ত্রিপুরা, ঠাকুরছড়া গ্রাম, ৬) লক্ষীগোলক ত্রিপুরা, ঠাকুরছড়া গ্রাম, যোগেন্দ্র ত্রিপুরা, মায়ারামবাড়ী…

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—শ্রীআচাইচি মগ হাউসে উপস্থিত নেই, উনার সম্বন্ধে বলা চলে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—উনি একটা ষ্টেটমেন্ট করছেন, উনার বিরুদ্ধে বলছেননা।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :—উনাকে কিছু বলা হয়নি, শুধু ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—সোনাবন্ধ ত্রিপুরা, পূর্ব্বটীলা, প্রত্যেকের কাছ থেকে দশ টাকা করে আদায় করেছেন। এইসব দাবী দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, সমস্ত দুর্নীতির তদন্ত করিয়া দোষীকে শাস্তি দিতে হবে. ভবিষ্যতে রিলিফের টাকা ইত্যাদি সরকারী অফিসে বিলি বন্টন করতে হইবে, গাও সভার মাধ্যমে রিলিফের সাহায্য করিতে হইবে, এই হচ্ছে একটা প্রমাণ, এই প্রমাণ আমি এই সভায় উপস্থিত করছি। আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে কথা বলেছিলেন রিলিফ দেওয়া সম্পর্কে, সেই রিলিফ দিয়ে সামান্যতম যে সাহায্য, সেই সাহায্যকে কিভাবে দলের সার্থে ব্যবহার করা যায়, কিভাবে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা যায়…

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য :—উনি কি এটা লে করতে পারেন ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কিভাবে বুভুক্ষু মানুষকে বঞ্চিত করে টাকা লুট করছে, কিভাবে দুর্নীতির রাজত্ব এই কংগ্রেস সরকার সৃষ্টি করে চলেছে এবং যারা দুর্নীতি করে, কালোবাজারী করে, যারা সমাজ বিরোধী কাজ করে আজকে তারাই প্রতিনিধি হিসাবে এই বিধান সভায় উপস্থিত হয়েছেন। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মানুষ না খেয়ে যখন মরছে, তাদের কাজের কোন ব্যবস্থা নাই, তাদের বাঁচার কোন ব্যবস্থা নাই, এইভাবে কংগ্রেস এম, এল, এ-রা, মন্ত্রীরা, লুটের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। মন্ত্রীদের কথা কেন বলছি ? বলছি এই কারণে, একজন মন্ত্রী—উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী তিনি টেষ্ট রিলিফের আট হাজার টাকা খরচ করে নিজের জমি উদ্ধার করেছেন, কতবড় লজ্জার কথা। যে দেশের মানুষ…(ভয়েস শেম শেম) টেষ্ট রিলিফের কাজ করতে পারেনা, যে দেশের মানুষ দুই টাকা রোজগার করতে পারেনা, অনাহারে, অর্দ্ধাহারে যে দেশের মানুষ দিন কাটায়, সেই দেশের মন্ত্রী নিজের জমি উদ্ধার করার জন্য আট হাজার টাকা খরচ করতে পারেন। এতবড় লজ্জাসকর ঘটনা, এতবড় ফাকিবাজী কোন দেশের কোন মন্ত্রীর পক্ষে সম্ভব নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আরও একটা কথা বলতে চাই। আজকে শুধু মন্ত্রীরাই নয়, আমলারাও কিভাবে টাকা লুট করছে, তার একটা উদাহরণ আমি এই হাউসে রাখছি। তেলিয়ামুড়ার এস, ডি, সি, গত ২৫শে ডিসেম্বর গয়ামনি গাওসভার ১৪৫ জন এক্স মিলিটারীকে ৪০ টাকা করে কৃষি দাদন দিতে যেয়ে সেখানে ছোটখাট একটি ক্যাম্প খুলেছেন। সেখানে তার খাওয়া বাবদ খরচ হয়েছে ২০৬ টাকা, দুইজন মুহুরীর গাড়ী ভাড়া বাবদ খরচ হয়েছে ৩০ টাকা এবং অন্যান্য বাবদ খরচ ৫৫৭ টাকা। এই হচ্ছে আমলাদের

লুটের রাজত্ব। আরেকটা উদাহরণ আমি দিতে চাই। আজকে ওরা বলছেন যে আমরা রিলিফের খাতে এত টাকা রেখেছি, অমুক খাতে এত টাকা রেখেছি, কিন্তু এই টাকা কাদের পকেটে যায়, কাদের পেট মোটা করে, এই টাকার অংশীদার কারা? ঐ টাকা ঐ গরীব মানুষের কাছে পৌছায় কি না, তার একটা উদাহরণ আমি এখানে দিতে চাই। কংগ্রেসের মন্ত্রী এবং আমলারা দালালের হাত দিয়ে কিভাবে লুট করছেন, তারই একটা নিদর্শন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বিধান সভায় দেখাচ্ছি। সেটা হচ্ছে একই হাতের লেখা, একই ব্যক্তি সই দিয়েছেন, আজকে এই এস. ডি, ও অফিস এই যে ডি, এম, অফিসের কাছ থেকে টাকা স্যাংশান করিয়ে এনে অনাহারক্লিষ্ট মানুষকে কিভাবে বঞ্চিত করেছেন (শেম শেম) তার একটা নিদর্শন আমি এখানে রাখছি...

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার।

মিঃ স্পীকার :—হোয়াট ইজ ইউর পয়েন্ট অব অর্ডার?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এটা যেন লে করা হয় (নামের লিষ্ট)।

মিঃ স্পীকার :—অনার‍্যাবল মেম্বার, মাননীয় মন্ত্রী আপনার এই ষ্টেটমেণ্ট চ্যালেঞ্জ করেছেন। যে কাগজ আপনি এনেছেন, আপনি এটা লে করতে পারবেন কি না?

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—আমি লে করতে পারি। (লেইড অন দি টেবল)।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইভাবে অফিসে অফিসে দুর্নীতির রাজত্ব চলছে। কাজেই এই দুর্নীতিকে কারা প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কাদের রাজত্বে এই দুর্নীতি করে চলেছে? যে রাজত্বে মানুষ মানুষের রক্তকে শোষণ করে, কারা সেই রক্তে পুষ্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রশ্ন। এই প্রশ্নের জবাব মন্ত্রী সভাকে দিতে হবে। এই মন্ত্রীসভা যদি এই সম্পর্কে এখনও সচেতন না হন, এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, এই অবস্থা থেকে ত্রিপুরার ক্ষুধার্ত্ত জনসাধারণকে যদি এই মন্ত্রীসভা রক্ষা না করেন, এই ক্ষুধার্ত্ত জনসাধারণ কি মনে করতে পারে যে তারা রাস্তায় রাস্তায় ঐ দালানের বারান্দায় দিনের পর দিন তারা অনাহারে থাকবে এবং অনাহারে মরবে? এই জনতা একদিন গলাটিপে ধরবে এই সমাজ ব্যবস্থাকে, গলা টিপে ধরবে এই মন্ত্রী সভাকে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি হুশিয়ারী দিতে চাই এই মন্ত্রী সভাকে, সজাগ হউন। ক্ষুধার্ত্ত মানুষের ক্ষুধাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে যাবেন না, ছিনিমিনি খেলবেন না, তাহলে জনসাধারণ সেই খেলার পুতুল হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে চাকুরী ক্ষেত্রে আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখেছি আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৩৭ হাজার-এর মত বেকার, এই ৩৭ হাজার বেকারকে নিয়ে এই শাসক গোষ্ঠি কিভাবে ছিনিমিনি খেলতে চাইছেন তার একটা উদাহরণ আমি এখানে দিচ্ছি। তাঁরা যে কয়েকজনকে চাকুরী দিয়েছেন, তার একটা নমুনা আমি দিতে চাই। কারা চাকুরী পেয়েছেন? মাননীয়া সদস্যা লক্ষ্মী নাগের ভাই, নেপাল নাগ তিনি প্রথমে চাকুরী পেয়েছেন। হাজার হাজার হতভাগ্য বেকার যুবক বছরের পর বছর ঘুরছে, তাদের চাকুরীর ব্যবস্থা হলনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা আরও কি দেখি? ঝর্ণা চৌধুরীর নাম এমপ্লয়মেণ্টে রেজিষ্ট্রি করা হয়েছিল ১৯৬৯ সনে। সে কম্পার্টমেণ্টালে পাশ করেছে, তার

মাসে দুইটি নিয়োগপত্র যায়, একটি শিক্ষিকার, যদিও সেই ভদ্রমহিলা একটি চাকুরী ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ এমন হতভাগ্য কত শিক্ষিত যুবতী ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামে গ্রামে, শহরের অন্দরে কন্দরে তারা ঘুরছে, তাদের ভাগ্যে কোন কিছু জুটছেনা। খবর নিয়ে দেখেছি উনি নাকি একজন কংগ্রেস নেতৃর মেয়ে, এই কারণে তার চাকুরী হয়। শিক্ষিত বেকার যারা বেকারিত্বের জালায় জলছে, বেকারীত্বের অভিশাপের জালায় জলছে···

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—আমাকে একটু সময় দিন। পাচ মিনিটের মধ্যে আমি শেষ করব।

মিঃ স্পীকার ঃ—আচ্ছা বলুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ওদের কি ব্যবস্থা ? ওদের গার্জিয়ানের মধ্যে কোন মন্ত্রী নেই, ওদের কংগ্রেস এম, এল, এ, নেই, তাদের কি ব্যবস্থা হবে ? এইভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে দুর্নীতি চলছে এবং এই দুর্নীতির রাজত্বের মধ্যে মন্ত্রী সভা দাড়িয়ে আছেন এবং বলছেন, আগামী এক বছরের মধ্যে কি করবেন। সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করে ত্রিপুরাকে সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তুলবে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে আমরা দেখছি ১৭ হাজার ভূমিহীন মানুষ, যাদের আজকে ভূমি নেই, যাদের আজকে ঘরবাড়ী নেই, যাদের বাঁচার মত কোন অবস্থা নাই, একমাত্র দৈহিক পরিশ্রমই হচ্ছে তাদের একমাত্র বাঁচার উপায়, সেই পরিশ্রমের বিনিময়েও অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা নাই, এই ১৭ হাজার ভূমিহীন কৃষক সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, সরকারী হিসাবে। এই ভূমিহীনদের জন্য মন্ত্রী এবং মাননীয় সদস্যরা অশ্রু বিসর্জ্জন করতে দেখি, কিন্তু তার একটা নমুনা আমি এখানে দেব, সেটা হচ্ছে ধর্ম্মনগরের রবি ভট্ট, তিনি একজন বড় কণ্ট্রাক্টার, তিনি কংগ্রেস মন্ত্রী মণ্ডলীর আশ্রয় পুষ্ট হয়ে এই কণ্ট্রাক্ট নেওয়ার পরেও কাজ অসমাপ্ত রেখে লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করতে পারেন, সেই কণ্ট্রাক্টার মহাশয় আজকে ধর্ম্মনগরে দেওয়ান পাশায় যদি যান, তাহলে দেখতে পারবেন তার চিত্র। তিনি গোপাল·· এবং অন্যান্য কয়েকজনের মধ্যে মামলা জড়িয়ে দিয়ে, ৪০/৫০ বছর ধরে যারা জমিতে বাস করে আসছেন, সেই সমস্ত জমি তাদের ভোগ দখল থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য, তাদের উচ্ছেদ করার জন্য ৬/৭টি মামলা কোর্টে দায়ের করেছেন। কিন্তু প্রতিটি কেসে সে হেরে যায়। হেরে যাওয়ার পর সে কি করল ? ধর্মনগর থেকে উদয়পুর এসে চক্রান্ত করে সে আবার মামলা করে ১২০ ধারায়, আবার তাকে মামলায় জড়ানো হল। সে চিন্তা করল যে ধর্মনগর থেকে উদয়পুর এসে ঐ গরীব লোকের পক্ষে মামলা চালানো সম্ভব হবে না, কাজেই সেই মামলায় তাদের হারিয়ে দিয়ে, সেই মামলার ডিগ্রী যদি আমি পাই, তাহলে সেই ডিগ্রীকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে ঐসব ভূমিহীন মানুষদের সব আমি শেষ করে দেব, এই কৌশল সে করেছিল। তারপর কি দেখা গেল, এই মামলায়ও সেই ভদ্রলোক হেরে যায়। তারপর আমরা কি দেখি। বিলোনীয়ায় দশমুড়া সেখানে উপজাতিদের উৎখাত করবার চক্রান্ত আজকে কিভাবে চলছে, নগ্ন ভাবে কি অবস্থা সুরু করে দিয়েছে দশমুড়ায়, সেখানকার উপজাতির জমি দখল করতে চায়

কারা. যারা মহাজন, যারা ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার, যারা হাজার হাজার টাকার মালিক, তারা সেখানে ভূমিহীন সেজে এসে তারা সেখানে কি করছে? উপজাতিদের জমি থেকে উৎখাত করে তাদের জমি দখল করার চেষ্টা করছে। আর আমরা কি দেখব বাইখুঁড়া যান, দেখবেন সেখানে কি চলছে। ত্রিপুরা রাজ্যের সব মানুষই সেখানকার ঘটনা জানেন। উপজাতি ভূমিহীন, বাঙ্গালী ভূমিহীন, সিডিউল্ড কাষ্ট ভূমিহীনরা বিলোনিয়া শহরের মহাজনদের বিরুদ্ধে নিজের জমি রক্ষা করার জন্য কি সংগ্রামই না তারা করেছিল। সেখানে নূতন করিয়া আবার কি দেখলাম? বিমল দাস নামে একজন সেখানে কলোনি করতে গেল। কি হলো ব্যাপার, ওদের তো জমিজমার অভাব নেই, টাকা পয়সার তো কোন অভাব নেই, দুমুঠো খাওয়ার ব্যবস্থা তো তাদের আছে। পাইশালায় যারা ভূমিহীন কৃষক, পাইশালার বাঙ্গালী ভূমিহীন যারা এবং উপজাতি ভূমিহীনদের ওদের তো খাওয়াপড়ার কোন ব্যবস্থা নেই, ওদের উপরে পুলিশী অত্যাচার, মামলা মোকদ্দমায় হয়রানী, হাজার হাজার টাকা ওদেরকে খরচ করতে হয়েছিল। আজকে কেন এই অবস্থা। আমরা কি বলবো এই কংগ্রেস রাজত্বে আমরা এই সমাজের যারা নিম্ন শ্রেণীর মানুষ, আমাদের মধ্যে যারা মাথা তুলতে পারে না, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল অংশের যারা, এই কংগ্রেস রাজত্বে তারা কি কোন দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে? এরা তো কোন দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। এদের দাঁড়াবার অধিকার কি ওরা দেবে? এই অধিকার তো ওরা দেবে না। তাই মানুষ যদি এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে, এই জুলুমের বিরুদ্ধে, ওরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়, ওরা যদি এর বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত হয়, তখন বলেন কি না ঐ মার্কসবাদীরা উস্কে দিচ্ছে, তাই ওরা আজকে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আর কয়েকটা মিনিট সময় দেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—না আমি আর সময় দিতে পারি না। আরও অনেক বক্তা আছেন। ঠিক আছে দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে উপজাতি দরদের নমুনা দেখুন, এই মন্ত্রীমণ্ডলীতে যে কয়জন আছেন. আমি প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করতে চাই, ঐ আগরতলা সদরের গুরুপদ কলোনীতে যান নাই, সেখানে উত্তম মধ্যম মাংস প্রভৃতি খান নাই, এমন মন্ত্রীমশায় নেই তবে তার মধ্যে ১লা নং হলেন যিনি উপজাতি মন্ত্রী এই কলোনী করতে গিয়ে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়—সেখানে কি করে, যারা কলোনীর পুনর্বাসন পাবেন তারা কি, তারা ঐ ট্রাইবেল কলোনীর কার্ড করতে হবে। এই কার্ডের জন্য দক্ষিণা দিতে হবে ৫ টাকা করে, তারপরে সেখানে সে লিষ্টিভূক্ত হবে। আর যদি জমির মালিক হয়ে থাকে সে ভূমিহীন হতে পারে তবে ৫টি টাকা সেলামী দিতে হবে—সে জমির মালিকই হোক আর ভূমিহীনই হোক। তারপরে সে সেখানে অধিকার পাবে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মাননীয় উপজাতি মন্ত্রী মহোদয়কে, এর পরেও কি উনি বলতে চান ঐ গুরুপদ ট্রাইবেল কলোনীতে এই কংগ্রেস রাজত্বের মধ্যে সেখানে স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি হবে? লজ্জা করে না সেখানে সেই কলোনীর মানুষ না খেতে পেয়ে, জলের অভাবে আজকে সে কলোনী ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। লজ্জা করে না সে কলোনীর বাস্তব চিত্র দেখে? লজ্জা করে না সেই কলোনীর মানুষ যারা অনাহারী মানুষ, যারা

বুভুক্ষ মানুষ যারা জলের অভাবে কলোনী ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে? এদের লজ্জা করে না তারা এত বড় লজ্জাহীন,

মিঃ স্পীকার :—দিস ইজ আনপার্লিয়ামেন্টারী।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি উইদড্র করে নিচ্ছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে এমন অবস্থা চলছে যার কেন প্রতিকার হচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আবার বলতে চাই এই এস, ডি,ও সাহেবের অফিসের সামনে যে হাজার হাজার মানুষ গত দুঃদিন যাবত এখানে পড়ে আছে তাদের এই অবস্থা কি, তাদের এই চিত্র কি এই সমাজতন্ত্রকে ব্যাংগ করছে না? যখন এই বুভুক্ষ মানুষ বুঝতে পারবে যে এই সমাজতন্ত্র তাদের জন্য নয়, তাদের ক্ষুধার পেটে এই মন্ত্রীসভা এক ফোটা জল দিতে পারবে না তখন এই মানুষ সেইদিন মন্ত্রীসভাকে গলা টিপে ধরবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনিশীকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের অর্থমন্ত্রীর এই বাজেট সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে চাই এবং গতকাল বিরোধী সদস্যরা এই বাজেট সম্বন্ধে কি বক্তৃতা দিয়েছেন আমি জানি না। তবে এখানে একজন সদস্য বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু উনি এই বাজেটের আলোচনা করতে গিয়ে যে চিত্র উনি দেখিয়েছেন, আমাদেরকে কিন্তু গরীব, ভূমিহীন, আদিবাসী এবং ত্রিপুরার উন্নতিকল্পে এই বাজেটে সেই সমস্ত ব্যবস্থা আছে। আজকে যদি ভূমিহীনদের, আদিবাসীদের, জুমিয়াদের যাতে আগামী বৎসরে আমরা আরও অর্থ ব্যয় করতে পারি, যাতে আরও জলের ব্যবস্থা করতে পারি, যাতে আরও কৃষির উন্নতি করতে পারি এই বাজেটে সেই অর্থ রাখা হয়েছে। এই কথা উনি স্বীকার করেন নাই। আজকে খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকার যে ব্যবস্থা করেছে সেইটা উনারা জানেন কিন্তু সারা ভারতবর্ষে যে খরা পরিস্থিতি সেই ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রের যে অবস্থা, আমি মনে করি ত্রিপুরা সরকার তার মোকাবিলায় সাহসের সংগে মোকাবিলা করেছে। আজকে উনি এই কথা বলেন নাই। আজকে কারা এখানে আসছে, এদেরকে দিয়ে দিনের পর দিন ঐ দল সৃষ্টি করছে। কোন কাজ আজ এদেরকে করতে দিবে না, টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে, পাইলট প্রজেক্টের মাধ্যমে কাজ করতে দিচ্ছে না। এমন কি তারা আজ জুম কাটা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে। এই চল, টাকা পাবে। এই ভাবে দিনের পর দিন একটা লোককে সরাচ্ছে আর একটা লোককে বসাচ্ছে। তারা যে সমস্ত লোক দূর থেকে এসেছে তাদেরকে আটকে রেখেছে। আজকে অভাব নেই এই কথা বলি না। অভাব আছে। সেই অভাবের মোকাবিলা করতে হবে. দুঃখগ্রস্থ মানুষের তারাই শুধু দরদী নয়। তারাই আজকে এই সমস্ত মানুষকে অচল করে দিচ্ছে। তার কারণ, এক দফায় দাদন দিচ্ছে, আর এক দফায় তারা চমকাচ্ছে। তেমনি আমার সাবডিভিশানের কথা বলব। তার মোকাবিলা আমি হচ্ছি। কিন্তু আমার সামনে আসার তাদের সাহস নাই। তারা বিলোনীয়ায় নজর দিচ্ছে কিন্তু উদয়পুরে নজর দিতে পারল না। তারা আজকে দুর্বল মানুষকে আরও দুর্বল করছে, কোন কাজ করতে দিচ্ছে না। তারা কাজ ছাড়াই টাকা নিতে চায়। ওদের লোক সকাল থেকে তিনটা পর্যন্ত বসে থাকে, তাদের লোক এক একটা গ্রুপে গ্রুপে

পেছনে পেছনে আসে, আমি জানি। আজকে শুধু আদিবাসী বলে নয়, সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক, খবার জন্য ফসল পায় নাই, সরকারও জানে, আমরাও জানি। প্রত্যেক সাবডিভিশানেই এই অসুবিধা হচ্ছে। প্রত্যেক সাবডিভিশানে জল দিচ্ছে। কিন্তু আমার সাবডিভিশানে অফিসাররা, এস, ডি, ওরা, সার্কেল অফিসাররা গ্রামে গ্রামে যাচ্ছে। তারা প্রত্যেক গাঁও সভায় গিয়ে দাদন দিচ্ছে, খয়রাতি দিচ্ছে, অথচ সমপরিমাণে পাচ্ছে না। সেই জন্য আমার সরকার এই খরা পরিস্থিতির মোকাবিলায় আজকে আরও যদি প্রচুরভাবে সাহায্য করতে পারেন সেজন্য আমি অনুরোধ করছি। পানীয় জলের কথা তাঁরা বলেছেন। আমরাও পানীয় জলের করা বলেছি। আমিও এই হাউসে বলেছি যে নদী নালা সব শুকিয়ে গিয়েছে। তাই সরকার দেখছে যে পাতকুয়া করে বা মাটি খুঁড়ে কত জল পাওয়া যায়। সেই চিন্তা করছেন। কাজও আরম্ভ হয়ে গেছে। আমি বলেছি যে গরুর পর্যন্ত জল খাওয়ার সুবিধা নাই। সেই অনুসারে সরকার মাটির কুয়া কাটার জন্য অর্থ রেখেছেন এবং সেই অনুসারে কাজ করছে। তারা যাতে টেষ্ট রিলিফ আরও পেতে পারে সেজন্য নানা কাজ করানো হচ্ছে, এমন কি পুকুর পর্যন্ত কাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যদিও প্রচুর নয়। আমি দেখেছি কোন কোন গাঁও সভায় টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে যাতে মানুষ কাজ পেতে পারে সেই অনুসারে পুকুর কাটাচ্ছে। কাজেই তারা সত্যি কথার মধ্যে মোটেই আসে না। তারা দুর্বলদের সুযোগ নেয়। কারণ দুর্বল মানুষ দশ টাকার লোভে আসে। ১০ টাকা পেলে তারা তাদের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে ৫ টাকা নিচ্ছে। অভিযোগ একটা এনেছেন আচাইছি মগ। যদি একটা বাড়ীতে কেউ যায় টাকা দিতে, কারো বাড়ীতে তো যেতে হবে না. মাঠে বসে টাকা পাবে। এই রকম বহু নজীর আছে যে অমুক বাড়ীতে বি, ডি, ও, বসেছে। তাই এই ভদ্রলোক যে অভিযোগটা আনল সেটা—

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 3 P. M. to-day. The member speaking will have the floor.

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য নিশিকান্ত সরকার। মাননীয় সদস্য ৫ মিনিট বলবেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে ত্রিপুরার রাজ প্রাসাদের কথা বলা হয়েছে, এই রাজ প্রাসাদ মানুষের রক্ত দিয়ে বিনা পয়সায় এই রাজ প্রাসাদ তৈরী হচ্ছে এটা অসত্য কথা—এই যে রাজ প্রাসাদ বিনা পয়সায় মানুষের রক্ত দিয়ে তৈরী হয়েছে সেই কথাও হাউসে উনারা বলেছেন। ত্রিপুরার মহারাজারা ত্রিপুরায় বহু জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন, বড় বড় পুকুর করেছেন, বড় বড় বাড়ী করেছেন, বড় বড় হাসপাতাল করেছেন, স্কুল করেছেন, আর উনারা বলছেন গরীব দুঃখী মেহনতী মানুষ যারা তাদের বিনা পয়সায় এই রাজ প্রাসাদ তৈরী হয়েছে। এহেন অসত্য কথা—আর বলছেন কি আরও বলেছেন মন্ত্রী বাড়ীর পাশ দিয়ে রাস্তা হচ্ছে—টেষ্ট রিলিফের টাকা মেরে দিচ্ছে। এটা কোথাকার আলোচনা আমি বুঝতে পারছি না। অর্থাৎ মানুষকে ক্ষেপিয়ে দেওয়া—এমন হয় না স্যার মন্ত্রীর বাড়ীর পাশ দিয়ে রাস্তা হয় না পুকুর হয় না বলছে—সেই টাকাটা পকেটে নিচ্ছে। উরা যা চাইছে স্যার,—সরকার চাইছে মানুষের মঙ্গল করতে গরীবের মঙ্গল করতে, গিয়ে অমঙ্গল সৃষ্টি করছে। টেষ্ট

রিলিফের টাকা দেওয়া হচ্ছে—উরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে বলছে টেষ্ট রিলিফ নিচ্ছ দুই টাকা—দাদন নিচ্ছ ৫০ টাকা খয়রাতি নিচ্ছ ১০ টাকা—কারণ এই টাকা যখন নিয়ে আসবে তখন উরা পিছনে গিয়ে ভাগ বসাবে—এমনই আমি জানি স্যার। এমন কি দলের যারা চেলা আছে তারাই গিয়ে সংগ্রহ করে নিয়ে আসে—২ টাকা ৪ টাকা যা পেল। আজকে এই বাজেটে যে অর্থ রাখা হয়েছে তাতে আমরা গরীব দুঃখী আদিবাসী সকলের মঙ্গল করতে পারি এবং এই বাজেটে সেই আলোচনা তারা করে নাই। আর এক দিক দিয়ে আদিবাসী অঞ্চলের আজকে যে অবস্থা সরকার সেটি চিন্তা করছেন। কিন্তু তাদের দল থেকে বাঁধার সৃষ্টি করা হচ্ছে। জুমিয়াদের অবস্থার কথা এখানে আলোচনা হয়েছে, আমরাও জানি শুধু আদিবাসী নয়—কিন্তু ভূমিহীনদের অবস্থার কথা বলতে গিয়ে উরা বলেছে সরকার পরিকল্পনা নিচ্ছে স্ব স্ব অবস্থায় যারা আছে—ভূমিহীন—এর মধ্যে জাতির প্রশ্ন নাই, তরান্বিত ভাবে দেওয়ার জন্য—আজও যেখানে আইন অনুযায়ী তাদের ভূমি দেওয়া চলবে না। সেজন্য আজকে এই খরার মোকাবেলার জন্য যে বহুমুখী পরিকল্পনা আছে ব্যবস্থা করছে এই দল সেখানে গিয়ে ভাগ বসাচ্ছে। কৃষি ঋণের সম্পর্কে দেখছি—কৃষি ঋণ দেওয়া হচ্ছে—এই আদিবাসী অঞ্চলে যতটুকু সম্ভব ঢালাও ভাবে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এই দলে চেলা থাকে সংগে আর মোড়ল থাকে পিছনে, মোড়ল কিছু কিছু ভাগ পায়—তা আমি জানি। সেজন্য তার সম্পর্কে কোন যুক্তি রাখল না। তাই এই বাজেটে আরও যাতে সুষ্ঠু ভাবে উন্নতি হতে পারে সেই কথা তারা বলে নাই। তাই তারা যে বক্তব্য রেখেছেন সেই ভাষণ জনস্বার্থের খাতিরে নয়, এটা জনস্বার্থ ব্যাহত করবার জন্য। তাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমার বিদেশী বন্ধুদের বলব ...(গণ্ডগোল)...গরীবের অর্থ এবং তাদের দুঃখ দূর করতে গিয়ে এমন কিছু না করেন—আজকে যে অর্থ আমরা ব্যয় করছি সেই অর্থকে ঠিক ভাবে এদের কল্যাণে যাতে ব্যয় হয় সেই চেষ্টা তারা যেন করেন এই বলে...(গণ্ডগোল).. যত গুলি কথা উনারা বলেছেন তার উত্তর দিতে আমার কিছুটা সময় লাগবে, আমার সব কথা আমি বলতে পারব না, তাই আমি অনুরোধ করছি আজকে এই এখানে আমি আমার ভাষণ রাখছি—অর্থ মন্ত্রী বিভিন্ন খাতে আগামী দিনের ত্রিপুরার মঙ্গলের জন্য যে অর্থ ধরেছেন সেই অর্থ—আমি প্রথমে কৃষি বিভাগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলব আজকে আমরা যে ব্যবস্থা করে চলেছি—আমি বলেছিলাম বীজ ধানের অভাবে এই বোরো ফসল করা সম্ভব হবে না। জুম চাষ হবে না। আমি কেন বলছি এই কথা আমি ২।৩ মাস আগেই ডিপার্টমেন্টে বলেছি কারণ গত বছরে জুম পায় নাই। আমরা সমতলবাসী যারা জুম করি আউসের বীজ রাখতে পারি নাই—কিছু কিছু কারও হাতে আছে সংগ্রহ করতে হবে। আজও খবর নিয়েছি বীজ ধান পাওয়া যায় নাই। আমি নিজে ৬০ টাকা দিয়ে বীজ ধান কিনতে রাজী আছি—এখনও সময় আছে, কারণ জুম করতে হলে সামনের মাসেই চাষ করতে হবে। আদিবাসীদের ঘরে বীজ ধান নাই—১০০ জনের মধ্যে ৮০ জনেরই নাই। এই কারণে সরকারের আগেই এই ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। আর একটি কথা বলব, কৃষি বিভাগকে আগেই বলেছিলাম ছোট ছোট পরিকল্পনা কি করেছেন। সিজনেল বান্ধ করেছেন খাল কাটছেন কিন্তু স্থায়ী কি করেছেন। স্থায়ী ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি বলেছিলাম আমার সাবডিভিশানে—আগুলাছড়াকে বান্ধ দিন, বহু একর জমি বার মাস জল

পাবে। মহারাণীকে কন্ট্রোল করুন, বহু একর জমি যেটি নাকি ১৭১১৮ মাইল পর্যন্ত একটা আদিবাসী অঞ্চল তারা জল পাবে। সেই অঞ্চলের অবস্থা হচ্ছে কি সেটি দিন দিন মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে। এই স্কীমগুলি সংগে সংগে রাখা উচিত ছিল। তেমনি দক্ষিণ বরেন্দ্রনগরে একটা ছড়া সেই ছড়াগুলি—কৃষ্ণাছড়া—দেওয়ান ছড়ার উপরে বান্ধ দিন, চিনালোক খোটামাইতি—পাকা বান্ধ দিতে হবে। এই ছড়াগুলি যদি কন্ট্রোল করা যায় তাহলে বিস্তর এলাকা সেচের ব্যবস্থা হবে। সংগে সংগে এইগুলি যদি রাখা হয়। আর এক দিক দিয়ে কৃষি বিভাগের একটা ফাঁক আছে সেটি হল মাইনর ইরিগেশান যেটি সেটিকে কয়েক বার বলেছি এগ্রিকালচারের সংগে মিশিয়ে দিন। কারণ ঐ লাল ফিতা—তাই আমি বলছিলাম অন্তত মাইনর ইরিগেশন যেটি বুঝায় সেটিকে এক করে দিন। এরও অর্থ আছে তারও অর্থ আছে। আর একদিক দিয়ে মৎস্য বিভাগ কৃষি বিভাগের সংগে এখনও এক হয়ে আছে। মৎস্য বিভাগ একটি সাংঘাতিক একটি বিভাগ ত্রিপুরাতে। আমি বলব তাকে আলাদা করে দিন—মৎস্য বিভাগ আলাদা থাক তাতে তার কাজের সুবিধা হবে। নইলে ঐ ফাইল ঘোরা ঘুরি... (গণ্ডগোল)...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য জেনারেল ডিসকাশান করুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আমি তাই বলছি স্যার, কৃষি সম্পর্কে বলছি মাইনর ইরিগেশান, মৎস্য বিভাগ এইগুলি এর সংগে জড়িত তার কারণ হল...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য ৩ মিনিট বলুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—না স্যার, ১০ মিনিট···

মিঃ স্পীকার :—৫ মিনিট বলুন।

শ্রীনিশিকান্তসরকার :—তাই গ্রামের উন্নতি যেটি সেটি হচ্ছে না।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—আপনি আর বেশী সময় নেবেন না। আপনি ৫ মিনিট বলুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আচ্ছা স্যার, এই দিক দিয়া অর্থাৎ গ্রামের উন্নতি যেটা সেইটা হচ্ছে না স্যার, খুব কম হচ্ছে। কাজেই যে সমস্ত বিভাগ আছে সেগুলি আলাদা আলাদা করে দিয়ে এই অনুসারে কাজ করতে হবে। আর এক দিকে এখানে যে অবস্থা, খরা পরিস্থিতি' এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হলে, আমি আগে বলেছিলাম যুদ্ধের মত তৈরী হতে হবে। টেষ্ট রিলিফ আমি জানি কোথায় কোথায় হচ্ছে না। এক হচ্ছে না কমিউনিষ্টের জ্বালায় আর এক হচ্ছে না কংগ্রেসের জ্বালায়। কিন্তু কথা হচ্ছে স্যার, এই অবস্থায় প্রতিটা গ্রামে টেষ্ট রিলিফ এবং ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই গুলি দিতে হবে। আর এই খরা পরিস্থিতিতে জলের ব্যবস্থা না করলে, মানুষের কষ্ট হবে এবং গরু মরে যাবে। এই গরুর মন্ত্রী মানে পশুপালন মন্ত্রী, তিনি গরু বাছুর রাখতে পারবেন না। পশু আর মানুষের চিকিৎসা তো একই। কিন্তু এই দুইটা আলাদা। আমি বলছিলাম এই ফারাকটা বন্ধ করুন। মানুষের যে ডাক্তার গরুরও সেই ডাক্তার। কিন্তু গরুর যেমন প্রাণ আছে মানুষেরও প্রাণ আছে। শুধু ডাক্তার, কর্মচারী এবং ডিসপেন্সারির পার্থক্য আছে। কিন্তু ভাগ করে নিয়েছে। তাই বলছিলাম আজকে টেষ্ট-প্রোগ্রামের মাধ্যমে যদি গ্রামে পুকুর খনন করা হয় তাতে হবে কি কৃষকও জল পাবে, গরুও জল

খাইতে পারবে, তাছাড়া মানুষও জল খাইতে পারবে। এই ব্যবস্থা হচ্ছেনা কেন? তাতে বেকাররাও কিছু কাজ পাইল, গরুও জল খাইলো. মানুষও জল খাইলো, কৃষকও জল খাইলো। এই অর্থের সং ব্যবহার হোক। এই যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে, এই অর্থটা অপব্যয় হচ্ছে বেশী। তাই আমি অনুরোধ করবো যে আজকে কৃষি বিভাগের সঙ্গে যতগুলি বিভাগ জড়িত প্রতিটি বিভাগ সেই দিকে নজর দিয়ে কাজ করতে হবে। আর ট্রাইবেলের বেলায় বলছি, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, এইবার না কি ডাইরেক্টরেটের সৃষ্টি হয়েছে, এই সৃষ্টিতে হলোটা কি? ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলবো কোথায় কি হলো, খালি মাপাজোকি, মাপাজোকি, ফরেষ্টের ঠেলাঠেলি। আমি জানি আজকে সাব্রুমের বিভিন্ন জায়গা থেকে রিপোর্ট আমার কাছে আসছে। এই দিক দিয়ে গেলে সার্ভেয়াররা বলে ফরেষ্ট বিলম্ব করছে, শুধু লেখালেখি, ঘুরাঘুরি তারা কোন প্রস্তাবই রাখে না। আমার কাছে রিপোর্ট আছে। কাজেই এই ফরেষ্ট এবং এই দুই মন্ত্রী যে কাছাকাছি বসে তারা আদিবাসী ও কৃষকের কল্যাণ সম্পর্কে কি বুঝে? এইটা ফরেষ্টের না কার বা না একটা খাসের এই রকম না-না কথা বলে এই পর্য্যন্ত শেষ। আমরা একটা মিটিংএ গিয়েছিলাম, সেই মিটিংএর চেয়ারমেন ছিলেন আমাদের কৃষিমন্ত্রী, এই যে মৌজা সেখানে ৫১১, ৬১১, ১৩০, ১১১ ইত্যাদি সেখানে অন্তত ১০।৮০টি পরিবার, আদিবাসী ছিল, এই গ্রামটার মধ্যে ছিল। সেখানে আমরা কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু এই কয়েকদিন আগে সেখানে ফরেষ্টার মাপতে গেছে। গিয়ে বলে এই পর্য্যন্ত ফরেষ্টের। এই দেখুন আর একটা লক্ষীছড়া, চেলাগাং, রাইবাড়ী মৌজা এইখানে ২৭।৮০টি পরিবার তারা মনে করেছিল জুমিয়া সাহায্য পাবে। কিন্তু এই ৫।৭ দিন আগে তাদেরকে বলা হলো এখান থেকে উঠে যেতে হবে। এই যে যন্ত্রণা, এই যন্ত্রণা মন্ত্রীদেরকেই দূর করতে হবে। তাই আদিবাসী মন্ত্রীকে বলবো এইটা ঠিক করুন তা না হলে কিছুই হবে না। আবার এইদিকে রাজস্ব বিভাগ, ডিষ্ট্রীক্ট হয়েছে—ডিষ্ট্রিক্ট হলো তিনটা কিন্তু ক্ষমতা থাকছে আগরতলাতে। এই যে সাউথ ডিষ্ট্রিক্ট এইটা হলো ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দ্দার। এই খানে আসতে হয়। আজকে মাসে মাসেও একটা সেশনের জন্য এই আগরতলাতে দৌড়াইতে হয়। এই সব ব্যবস্থাগুলি বন্ধ করতে হবে। ডিষ্ট্রীকটে ক্ষমতা না দিয়ে বসিয়ে রাখছেন কেন? আগেই তো ভাল ছিল। আগে তো আগরতলায়ই সব ছিল। এখন আরও বেশী দুর্ভোগ হয়েছে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ—আমার সময় এখনি শেষ হবে। আমি বলছি ডিষ্ট্রিকটের যে ক্ষমতা, ডিষ্ট্রিকটের যে পাওয়ার সেইটা দেওয়া হোক। তা না হলে আমাদের ক্ষমতা বাড়ছে, এই আসাযাওয়ার খরচ, তেল খরচ, গাড়ীর খরচ, মানুষের হয়রাণী সৃষ্টি হয়েছে। এই বলে আমি বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ—শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য ঃ—মিষ্টার স্পীকার স্যার, আমি অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন ১৯৭৩-৭৪ সনের বাজেট তাকে স্বাগত জানাই এবং এই বাজেট রচনার সময়ে তিনি জনসাধারণের কল্যাণ এবং ত্রিপুরার বর্ত্তমান অভূতপূর্ব খরা পরিস্থিতি সেই দিকে নজর রেখে যে

এই বাজেট তৈরী করেছেন তার জন্য আমি তাকে আমার অভিনন্দন জানাই এবং বাজেটকে আমি সমর্থন জানাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বিরোধী গোষ্ঠী বাজেট সম্পর্কে যে সমালোচনা করেছেন, গতকালও করেছেন, গণতান্ত্রিক দেশে সমালোচনা থাকবে এবং আমরাও সেই সমালোচনাটাকে স্বাগত জানাই।

কিন্তু আমি খুব মনোযোগ সহকারে শুনেছি যে বাজেটের সমালোচনা করতে এসে বিরোধী দলের সদস্যরা যে কথাগুলি বলেছেন, হাউসের সামনে যে বিবৃতি রেখেছেন সেটা নিছক মেঠো বক্তৃতা ছাড়া কিছুই নয়। সেটা একটা সস্তা বক্তৃতা যে বক্তৃতা কাগজে বেরুলে তাদের পপুলারিটি বাড়ার সাহায্য করবে। কাজেই এটাকে সমালোচনা বলব না, অন্য কিছু বলব। তারা বাজেটের উপর কোন সমালোচনা করতে পারেন নি। আমাদের বলিষ্ঠ দেহী অর্থমন্ত্রী যে বলিষ্ঠ বাজেট রেখেছেন তার কোন ফাঁক তারা দেখাতে পারেন নি, এটা আমার মনে হচ্ছে তাদের বিরোধীতা দেখে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে ত্রিপুরাতে যে অভূতপূর্ব্ব খরা পরিস্থিতি সেই খরা পরিস্থিতিতে যে কাজ হচ্ছে এবং সরকার যেভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং ভবিষ্যত বাজেটে তার জন্য যে প্রভিশান রাখা হয়েছে সেই সমস্ত কাজগুলি এবং পরিকল্পনাগুলিকে রূপায়িত করতে গেলে শুধুমাত্র সরকারের প্রচেষ্টায় সেটা সম্ভব নয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন যে ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের জন্য আজকে যে সরকারী প্রশাসন যন্ত্র তাতে এক হাজার গেজেটেড অফিসার এবং ৩৫ হাজার নন-গেজেটেড অফিসার এবং বিভিন্ন কর্মী রয়ে গেছে। আজকে তাদের বাইরে যে সাধারণ মনুষ রয়ে গেছে, আজকে যে বাজেটে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তাদিগকেও সামিল করবার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে সরকারকে আহ্বান জানাব। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে শুধুমাত্র অর্থ বরাদ্দ দিয়ে আজকে যে ৫৮ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে যে পরিকল্পনাগুলি, সেই পরিকল্পনাগুলিকে সার্থকভাবে রূপায়ন করে আজকে পোঁছে দিতে হবে নিপীড়িত নির্য্যাতিত সাধারণ বুভূক্ষু মানুষের কাছে। তারজন্য যে বিরাট কর্ম্মোদ্যমের দরকার সেই ব্যবস্থা শুধুমাত্র সরকারী কর্ম্মোদ্যমে হতে পারে না। যারা সরকারী কর্ম্মচারী আছে তাদের কর্ত্তব্য, যারা পরিকল্পনাগুলিকে রূপায়িত করবেন তাদের কর্ত্তব্য যে জনসাধারণকে আজকে নিজের মনে করে তাদের দুঃখ দুর্দ্দশাকে লাঘব করার জন্য। এটাকে সমাজতান্ত্রিক বাজেট আমরা বলতে পারি এবং এটা গরীবি হঠাও-এর সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাজেট বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাই সরকারী প্রশাসনকে জনসাধারণ থেকে আলাদা ভাবলে চলবে না, জনসাধারণের কাছে পৌছে দিতে হবে। তারজন্য চাই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী লোক, গণতন্ত্রকামী যে পরিকল্পনাগুলি সেই পরিকল্পনাগুলিকে পৌছে দেবেন জনসাধারণের কাছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, শুধু রুটিন ওয়ার্ক দিয়ে কোন কালে কোন জাতি উন্নত হয় নি, হবেও না। কাজেই বার বার বলছি যে আমরা চাই কমিটেড পিপল যারা সমাজ

তান্ত্রিক সমাজকে গড়ে তোলবার আগে প্রশাসনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে জনসাধারণের কাছে পৌছাবেন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাজেট সম্পর্কে আজকে বলতে গিয়ে কতগুলি কথা আমাকে রাখতে হচ্ছে। আমরা গতবার যে বাজেট পাশ করেছিলাম, পত্রপত্রিকায় দেখা যাচ্ছে যে বেকারদের জন্য রাখা ৩২ লক্ষ টাকার উপর ফেরত গেছে। এই সম্পর্কে অবশ্য সরকার বিবৃতি আমাদের জানা নাই। কিন্তু তাই যদি হয়ে থাকে যে সমস্ত বেকার ভাইয়েরা চাকুরী চান, দুমুঠো ভাতের জন্য হতাশায় ভুগছে, দেনা, নিপীড়ণ, দারিদ্রের কশাঘাতে বেকার ভায়েরা যারা রয়ে গেছেন তাদের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা যদি ফেরত যায় তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে আজকে মন্ত্রীসভা যেন তদন্ত করেন যে পরিকল্পনার ব্যাপারে বা একজিকিউটিভের জন্য যদি ডিফেক্ট থাকে তবে রেসপনসিবিলিটি ফিকস আপ করে দেবেন যেন তার শাস্তি বিধান করা হয়। মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে যে অবস্থা দাড়িয়েছে খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে, সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট সচেতন এবং এই সম্পর্কে আমাদের মন্ত্রীসভাও যথেষ্ট সচেতন এবং এটা সত্যি কথা যে আজকেও খাদ্য নিয়ে সভাতে তুলকালাম কাণ্ড হয়ে গেছে এবং খাদ্য নিয়ে বহু সমালোচনা হয়েছে। ত্রিপুরায় আজকে যে খরা, এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সারা ভারতবর্ষে এই খরা চলছে এবং ত্রিপুরার যে যোগাযোগ ব্যবস্থা, আজকে আমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছি সেটাতে কতখানি প্রশাসনিক ব্যর্থতা রয়ে গেছে সেটা বিরোধী দলের সদস্যরা যে চিত্র তুলে ধরেছেন সেটা ঠিক নয়। খাদ্য আনতে গেলে দিল্লী যেতে হয়, আমরা রেলওয়ে ওয়াগন ঠিক সময়মত পাই না, তবু ত্রিপুরার কোন রেশন দোকানে খাদ্য ঠিকমত পৌছে না এইরকম কোন ঘটনা আমাদের দৃষ্টিতে আসে না।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি ল' অ্যাণ্ড অর্ডার সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। কিছুদিন আগে আমি কাঞ্চনপুর গিয়েছিলাম। সেখানে জনসাধারণের কাছ থেকে শুনেছি, সেখানে যে বৈরী মিজোরা রয়েছে তাদের সংগে বেশ কিছু সংখ্যক পাকিস্তান সৈন্য এবং স্বাধীন চিটাগাং হিল ট্র্যাক্ট যারা দাবী করছে তাদের সংগে কিছু বিদ্রোহী যোগ দিয়েছে এবং রীতিমত একটা অরাজকতা চালাচ্ছে। এবং সেখানে কতগুলি ডাকাতি, আক্রমণ এবং বিভিন্নভাবে নারী নির্যাতন চলেছে এবং তাদের সংখ্যাও স্থানীয় জনসাধারণ আমাকে জানিয়েছেন যে এই সমস্ত দুষ্কৃতিকারীদের সংখ্যা ১০ থেকে ১৫ হাজারের মত হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা কিছুদিন আগে পত্রপত্রিকায় দেখেছি যে ২০১টি গ্রামকে উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সৈন্যবাহিনী তলব করা হয়েছে। এর আগের বছর ১২৫টা গ্রামকে করা হয়েছিল, এবার ২০১টা গ্রামকে উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, শনিছড়া এলাকায় আমি যখন যাই ধর্মনগরে স্থানীয় জনসারাধারণ আমার কাছে অভিযোগ করেছেন যে সেই অঞ্চলে কিছুসংখ্যক সন্ত্রাসবাদী ত্রাসের সৃষ্টি করে চলেছে। তারা আমার কাছে বলেছে যে ১৭টি ডাকাতি হয়েছে, জনসাধারণ সাহস পাচ্ছে না পুলিশের কাছে অভিযোগ করতে, কারণ তাহলে তাদের প্রাণের আশঙ্কা আছে। মাত্র দুইটা অভিযোগ পুলিশের কাছে করেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ডাকাতি করে গৃহস্থকে বাধ্য করে তাদের মাথায় করে লুন্ঠিত জিনিষ তাদের

কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য। এই সম্পর্কে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে যে খরা পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিতে পাহাড়ে যে অবস্থা চলছে, টিলাতে যে আদিবাসী ভায়েরা থাকে তাদের সরকারের সাহায্য পাঠানোর চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু সেই চেষ্টা কতটা ফলবতী হচ্ছে? আদিবাসী ভাযেরা আমার কাছে অভিযোগ করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে সমতলে যারা থাকে তাদের টেষ্ট রিলিফের কাজ দিয়ে বাঁচানো যায়। কিন্তু পাহাড়ে যে সমস্ত ভায়েরা থাকে তাদের টেষ্ট রিলিফের কাজ দেওয়া যায় না। কিন্তু আজকে আমি সরকারের কাছে বলতে চাই যে তাদের টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে যে সমস্ত কাজ আছে সেগুলি দিয়ে জুমিয়া আদিবাসীদের রক্ষা করা হোক। যে বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েও আমার দেখেছি যে বিভিন্ন স্থানে দোষ ত্রুটি রয়ে গেছে, দোষত্রুটি—একজিকিউসান যে দোষত্রুটিহীন হয়েছে আমি বলতে চাইনা, সেই জায়গার মধ্যে আজকে আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছি, যারা বিধান-সভার আমরা সদস্য, তারা প্রত্যেকেই বুভূক্ষু নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি, আমরা যাদের প্রতিনিধি, তাদের কাছে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে তাদের সুখ সুবিধা দেখব, আমরা চাই যে পেলেস কিনবার পরিবর্ত্তে জনসাধারণের কাজে সেই অর্থ পৌছে দেওয়ার জন্য আমরা যারা বিধানসভার সদস্য তারা পেলেসে বসে বক্তৃতা না করলেও আমাদের সম্মানের হানি হয় না, কিন্তু জনসাধারণ, যে সাধারণ মানুষ তার কিন্তু পাঁচ টাকার জন্য, এমন কি দুই টাকার জন্য উপোষ থাকতে হচ্ছে, তিলে তিলে তাঁরা মৃত্যুর দিক এগিয়ে যাচ্ছে। আমি আশা করব বর্ত্তমানে যে বাজেট, যেভাবে যা কিছু কল্যাণমুলক কাজের পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেই কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য সরকার দৃষ্টি দেন। এবং আমরা একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে জনসাধারণের যে সহ্যের সীমা তা পার হয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি পরিকল্পনার কাজগুলি এবং গরীবি হটাও যে পরিকল্পনা এবং প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে ব্যর্থ হই, তবে জনসাধারণ আমাদের ক্ষমা করবে না। আজকে জনসাধারণের কনফিডেন্স নিয়ে জনসাধারণের কল্যাণমুলক কাজ নিয়ে আজকে আমাদের বাজেটকে রূপায়িত করতে হবে এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার:—শ্রীপুর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপুর্ণমোহন ত্রিপুরা:—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২০শে মার্চ অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেট সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলব। এই বাজেটে ৫৮ কোটি টাকা এখানে দেখানো হয়েছে, গত বাজেটেও আমরা দেখেছিলাম, এই বাজেটেও দেখছি যে টাকা রাখা হয়েছে, সেই টাকা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের যে অবস্থা, সেই অবস্থার সংগে তার কোন বাস্তব মিল নাই, সংগতি নাই। কাজেই সেখানে আমি কয়েকটি ক্ষেত্রে আমি দুই একটি উদাহরন দিতে চাই, এখানে যে উপজাতি এলাকায় যে লোক, ছামনু টি, ডি, ব্লক, যেখানে আমরা পরিদর্শন করতে চাই, সেখানে বন মন্ত্রী ক্ষিতাশ দাশ, তাঁকে আমরা বললাম যে সেখানে উপজাতি ৫০ হাজার লোকের মত বাস, সেখানে একটা হাইস্কুল নাই, সেই হাইস্কুল আমরা বলেছিলাম যে টেষ্ট রিলিফ এবং ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে সেটা করা হউক, সেটা তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেদিন, কিন্তু প্রতিশ্রুতি মত আজকে পর্য্যন্ত সেটা কার্যে রূপায়িত করেন নাই। সেইরকম

আজকে সাবরুমে সুবল ত্রিপুরার বাড়ীতে ঘর করার জন্য টেষ্ট রিলিফের কোন সাহায্য পায় নাই। গোলক প্রধানের বাড়ীতে একটা স্কুল করার জন্য টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে বলা হয়েছিল, কিন্তু সেই এলাকায় ৫০/৬০ হাজার মানুষের বাস, সেখানে একটা হাই স্কুল হয় নাই। টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে, ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও আজ পর্যন্ত কিছু হয় নাই। তিনি এখানে উপস্থিত আছেন, উপজাতি মন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন, কে বার বার অনুরোধ তারা করেছে, পেপার, পত্রিকায় আমরা দেখেছি, কিন্তু আজকে পর্যন্ত তা করেন নাই। সেখানে সারা কৈলাশহরে যে উপজাতি আছে গুরুংবাড়ী, সমরুছরা, সেখানে আজকে অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে, ফরেষ্ট রিজার্ভের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার তারা কোন সাহায্য পাচ্ছেনা। সরকার তাদের দিকে দেখেনা। সেই এলাকা দীর্ঘ দিন যাবত, গত বছর থেকে উপবাস করতে বাধ্য হয়েছে। সেখানে টেষ্ট রিলিফের কাজ বা ক্রাশ প্রোগ্রামের কাজ নাই। সমাজতন্ত্র গড়ে তুলবেন এই সরকার, এইসব বড়বড় কথা এই বাজেটের মধ্যে বলা হয়েছে এবং এত কোটি টাকা বাজেটে রাখা হয়েছে কিন্তু আজকে সেই টাকা কোথায় খরচ করেছেন তা আমরা দেখতে পাইনা। শিকারী বাড়ীতে, বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে যেয়ে দেখুন সেখানে স্কুল আছে ঘর নাই, ঘর আছে মাষ্টার নাই, ছাত্র আছে বসার জায়গা নাই, কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা সরকার আজ পর্যন্ত করেন নাই। আজকে বললেন উপজাতির জন্য কত লক্ষ টাকা বাজেটে রেখেছি, তা দিয়ে সমৃদ্ধশালী ত্রিপুরা গড়ে তুলব, কিন্তু এই সরকার কোন দিন সেটা করবেনা, সেটা করতে পারেনা। কাজেই আজকে আমরা দেখছি সারা কৈলাশহর সাবডিভি-শনে দীর্ঘদিন যাবত, ছামনু এলাকায়, গোবিন্দপুর এলাকায়, এই বিরাট একটা মুল্লুকে দেখি একটা ৬০/৭০ মাইলের মধ্যে রাস্তা হয় নাই এই ২৫ বছরে, মানিকপুরে একটা রাস্তা হয় নাই এই ২৫ বছরে, ছামনু এলাকায় আজকে দুই এক ফোটা বৃষ্টি যদি হয়, তাহলে সেখানে মানুষ যাতা-য়াত করতে পারেনা, সেখানে কোন পুলের ব্যবস্থা নাই। সেই ব্রীজ এখনও তারা করতে পারে নাই কংগ্রেস সরকারের এই ২৫ বছরের রাজত্বে। কাজেই এই কংগ্রেস সরকার এই ভাবে মানুষকে যে দুর্ভোগ ভুগাচ্ছেন সেই মানুষ তাঁদের কোনদিন ক্ষমা করবেনা। আরও দেখছি ছামনু টি, ডি, ব্লক এলাকায় একটা জলসেচের কোন ব্যবস্থা নাই। এই মন্ত্রী মহাশয় সেখানে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, কিন্তু কোন জায়গায় কোন জলের ব্যবস্থা করতে পারেন নাই। মানিকপুর একটা বিরাট মাঠ, সেখানে জলসেচের কোন ব্যবস্থা নাই। সেই জায়গায় কেন একটাও করে নাই? কাজেই এই জন্য এই সরকারের শুধু তাই নয় সেই এলাকার হিসাবের অন্তর্ভূক্ত—কালকে মাননীয় সদস্য গোপীনাথ ত্রিপুরা যে ভাবে উপ-স্থিত করেছিলেন—মাতৃভাষায় তিনি তার বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন—সারা কৈলসহরে তারাবন কলোনীতে দুর্নীতির জন্য আজকে পর্য্যন্ত মানুষ বসবাস করতে পারে নাই। সেখানে হাজার হাজার টাকা লুঠ করে হেড়ম্ব ভট্টাচার্য—সেখানকার কংগ্রেসী নেতা, সেই নেতার নাম বলে নাই—তারা খেয়েছে বলে এই বিধান সভায় উপস্থিত করেছে। কিন্তু নাম বলে নাই। কাজেই এই কংগ্রেস যে ভাবে দুর্নীতি করছে সেই এলাকার এক এক করে সমস্ত উপজাতি কলোনী—ঐ কলোনীতে আপনারা গিয়ে দেখুন যা মাননীয় সদস্য হংসধ্বজ দেওয়ান

দাবী করেছিলেন মানিকপুরে জলের ব্যবস্থা করার জন্য—এর কোন উত্তর দেয় নাই। যে চিচিংছড়ায় তিনি গিয়েছিলেন সেই চিচিংছড়া কলোনীতে ১৯১০ টাকা করে পেয়ে ১০০ টাকা ২০০ টাকা করে দিতে হয়—আজ পর্যন্ত তারা সেই টাকা পায় নাই। সেখানকার এডভাইজারী কমিটিকে সব জানান হয়েছে কিন্তু আজ পর্যান্ত সেই দাদনের টাকা তারা ভোগ করতে পারে নাই। কাজেই এই জন্য এই সরকার কোন দিন জনসাধারণের জন্য সেই ব্যবস্থা করেন না, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মি: স্পীকার :—শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেটা প্রতি বছর যে ভাবে করা হয় সেই নিয়ম মাফিক এই বাজেটটা পেশ করেছেন এবং এই বাজেটটা পেশ করার পরেও, প্রতি বছর পেশ করার পরেও এই ২৫ বছরের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরার অবস্থা কি হল সেই দিক যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে আমরা পরিস্কার দেখতে পাই যে এই বাজেট এখন কাটেলি করলেও এই বাজেটে মানুষের আশা ভরসা পাওয়ার মত ব্যবস্থা থাকবে না, হতাশা ছাড়া আর কিছুই আসতে পারে না মানুষের। কারণ এই সরকার হল ইয়াহিয়া সরকার—এর চেয়েও আরও সাংঘাতিক। তারা মানে না গনতন্ত্র, আর মুখে বলে সমাজতন্ত্র গনতন্ত্রের ধোঁকা—ধাপ্পা ইত্যাদি দিয়ে থাকে। এই ইন্দিরা সরকার সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে করে নাই কি খুন, এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে—খুন করে যাচ্ছে, সারা ত্রিপুরার মধ্যে এই ত্রিপুরা সরকার। কাজেই সেই দিক থেকে বর্ত্তমান সরকার ত্রিপুরা সরকার হয়তো বলবেন আমরা মাত্র এই বছর এসেছি। কিন্তু এত বছর চলে গেল আজ পর্য্যন্ত কেন কিছু করতে পারল না সেই দিক থেকে ত্রিপুরার জনসাধারণ তাদের কোন উন্নতি হবে বলে কিছু আশা করতে পারে না। আর আমরা দেখছি এই টাকা দিয়ে তাদের পকেট ভর্তি হবে, কিছু সংখ্যক লোকের—দালালদের পকেট ভর্তি হবে। আর ঐ কারণে দেখছি প্রতিটি পরিকল্পনার মাধ্যমে তারা মুখে মুখে অনেক কিছু করে ফেলেন। ৭০ সালে গোমতী প্রজেক্ট হওয়ার কথা ছিল, কোথায় সেই গোমতী প্রজেক্ট? মেটিরিয়েল পাওয়া যাচ্ছে না—একদিন এই বিধান সভায় প্রশ্নোত্তরের সময় মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন—মেটেরিয়েল পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এখানে ফাঁকি দিয়ে কন্ট্রাকটারের নামে ফাঁকি দিয়ে এই গভর্ণমেন্টের ১৫ পার্সেন্ট টাকা নিয়ে তারা আত্মসাত করেছে। এখানে ইণ্ডাষ্ট্রি করার জন্য কোটি কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল ত্রিপুরার জন্য। ত্রিপুরার মিনিষ্টার কি বলেছিলেন—ইণ্ডাষ্টির মিনিষ্টার—অর্থ মন্ত্রী কি বলেছিলেন--জিজ্ঞাসা করুন—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই যে অর্থ মন্ত্রী তিনি উপস্থিত ছিলেন তার সামনে এই প্রশ্ন উঠেছিল—তারা বলেছেন যে না এই ত্রিপুরাতে ইণ্ডাষ্ট্রি হবে না। টাকা দিলাম ইণ্ডাষ্ট্রি কর না কেন? কি আশা করতে পারি আমরা? আর এখানে ত্রিপুরার মধ্যে খরার আগে যে সমস্ত দাবি এই বিধান সভায় আমরা এনেছিলাম সেই দাবীগুলি আজ পর্যান্ত দেয়নি। যে জন্য প্রতি বছর মানুষ পানীয় জলের জন্য অভাবের সৃষ্টি হয়। অন্যান্য প্রদেশগুলিতে দেখুন নদীগুলিকে পাকা বান্ধ দিয়ে ইরিগেশানের ব্যবস্থা করেছেন, বিদ্যুৎ দিয়ে বিভিন্ন কায়দায়

জলসেচের ব্যবস্থা করেছেন—সবই দেখেছেন উনারা। আমাদের এখানে জলের অভাব ছিল না, নদীগুলি শুকিয়ে যায় নি। কেন এত বছর পরেও আমাদের এই অবস্থা দেখতে হয়? কাজেই সেই দিক থেকে আমি মনে করি এটা এই সরকারের অপদার্থতার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আর একদিকে আমি দেখছি কৃষি খাতের জন্য এখানে অনেক টাকা রেখেছেন—অনেক কিছু করেছেন—শিক্ষার খাতে, কৃষির খাতে, চিকিৎসার খাতে। কৃষি খাতে উন্নতি কার উন্নতি হবে, আর এখানে যাদের সামান্য জমি আছে তারাও নিঃস্ব হয়ে গেল। যারা ভূমি হীন তারা এখান থেকে বাড়ী ঘর ছেড়ে তাদের পালিয়ে যেতে হল আসাম—এত বড় কথা—এখানে বন রক্ষণের মাধ্যমে সাকান পাহাড়ের সেই কমলা বাগান কেটে ধ্বংস করে দিয়েছেন... ...(গণ্ডগোল)...তারপর বিভিন্নভাবে তাদের বাধ্য করেছেন কিছু সংখ্যক লোকবে জয় বাংলায়—পত্র পত্রিকায় আপনারা দেখেছেন... (গণ্ডগোল)... কাজেই সেই দিক থেকে এই সরকারকে অপদার্থ সরকার ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। এরপর যদি আরও ভাষা প্রয়োগ করতে হয় তাহলে (* * * * *) ছাড়া আর কিছুই প্রয়োগ করা চলে না। কারণ তারা ...(গণ্ডগোল)...সেই দিক থেকে আমি বলছি মানুষ অনাহারে মরছে..

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য উনার বক্তব্যে বলেছেন। * * *

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—এটা এক্স্‌পাঞ্জড হবে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :—তবে আপনি, অধ্যক্ষ হিসাবে আপনি এক্স্‌পাঞ্জড করতে পারেন আমার বক্তব্যটা আন-পার্লামেন্টারী নয় পার্লামেন্টারী...(গণ্ডগোল)··· কাজেই সেই দিক থেকে আমি মনে করব এই সরকার, কেন তা বলা হয় * সরকার...(গণ্ডগোল)...রবি ঠাকুর বলেছেন * সরকার...(গণ্ডগোল)...আরও বলব রবিঠাকুরের কথা (গণ্ডগোল) কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়...

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—চেয়ারের দিকে তাকিয়ে এড্রেস করে বলবেন।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :—হাঁ বলব...

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য :—চেলেঞ্জ করা হচ্ছে স্যার, আপনি বললেন * কথাটা আন-পার্লামেন্টারি আর উনি বললেন পার্লামেন্টারী—এটা আপনাকে চেলেঞ্জ করা হল স্যার।...

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—কাজেই সেই দিক থেকে আমি মনে করব এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে লুটের রাজত্ব চলছে, পকেট ভারি করার জন্য সব সময় চান, যারা চুরির কাজে ব্যস্ত আছেন—যার জন্য বেকারদের চাকরী দিতে পারেন না, ইণ্ডাষ্ট্রী করতে পারেন না। কৃষি খাতে যে টাকা ধরা হয়েছে তা আত্মসাৎ করার ব্যবস্থা করেছে কাজেই সেই দিক থেকে দেখেছি এইটাতো আমরা আশা করতে পারি না এবং এই সরকার পারে একমাত্র গুণ্ডা সৃষ্টি করতে, চোর সৃষ্টি করতে পারে এবং তারা আরও অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারে এবং এই সরকারই এদেরকে সৃষ্টি করেছে। তাদের অভাবের সুযোগ নিয়ে বিভিন্নভাবে কায়দা করে এই বেকার মানুষদের বা এই সমস্ত সরল মানুষকে তারা গুণ্ডা সাজিয়েছে, চোর বানিয়েছে। কাজেই সেই

* Expunged as ordered by the Chair.

দিক থেকে কিছু সংখ্যক লোক নীতি ভ্রষ্ট হয়ে তাদের পক্ষকে সমর্থন করে তারাও একদিন না একদিন তাদের টুটি ধরবে, সন্দেহ নাই। কাজেই তাদেরকে আমি হুসিয়ার করে দিতে চাই যে প্রতি বছর তারা যে ভুল করে যাচ্ছেন সেই ভুলের মাশুল তাদেরকে দিতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তাদেরকে আবার হুসিয়ার করে দিতে চাই, ভবিষ্যতের জন্য সাবধান, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা যা ইচ্ছা তাই করে চলেছেন। এইটা হতে পারে না। তারা যদি জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেদেরকে দেখতো, জনতার প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা যদি ওদের থাকতো তাহলে কিসের পুলিশ, কিসের মিলিটারী। কেন সে পুলিশ সেখানে যায়, কে কাকে কি করবে? সেখানে তো মানুষের সেবা করতে যাচ্ছি, কেন সেখানে পুলিশ যাবে? ভয়ে তারা আতংকিত থাকে সব সময়। কাজেই সেই দিক দিয়ে তারা এখন এমন ভাবে আতংকগ্রস্ত হয়েছে যে এখন পুলিশ, মিলিটারী ছাড়া তাদের কোন উপায় নাই। আমি গত ৫ বছর যাবত আছি এবং দেখেছি তারা কোন দিনই পুলিশ মিলিটারী ছাড়া চলতে পারে নি। তাই সেই দিক থেকে এই বাজেট তাদের পকেট ভর্ত্তি ছাড়া আর কোন কাজে লাগবে না। কাজেই সেই দিক থেকে মাননীয় সদস্য অশোক ভট্টাচার্য্য যে বলেছেন পোপুলারিটির কথা, গুণ্ডা বদমাস সৃষ্টি করে তারা হয়তো কিছুটা পোপুলারিটি সৃষ্টি করেছেন। আমরা এই ২৫টা বছর যাবত লক্ষ্য করেছি তারা চোর সৃষ্টি করতে জানে, তারা চুরি করতে জানে। এবং এই যে ধাপ্পা দিচ্ছে বলে মাননীয় সদস্য অশোক বাবু বললেন, তার জন্য শাস্তি তাদের হওয়া উচিত। অবশ্য বলেছেন তাড়িয়ে দেওয়া হোক অথবা এই সমস্ত অগণতান্ত্রিক মানুষকে ত্রিপুরা এমন কি ইণ্ডিয়া থেকে বাহির করে কোথাও যদি গণতন্ত্র না থাকে সেখানে অথবা পাকিস্থানে তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। এখানে তাদের স্থান হবে না, তারা যেন এই চিন্তা করেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর কৃষির জন্য যে এই সরকার কিছু করছেন, কৃষি ঋণ যে দিচ্ছেন, আমি জিজ্ঞাসা করি ঋণ কাদের জন্য, যাদের কিছুটা জমি আছে তাদের জন্য কৃষি ঋণ। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি মাননীয় উন্নয়ন মন্ত্রীকে, কৃষি ঋণের জন্য উনার স্ত্রী, উনার ছেলে এবং মেয়ের নামে ১২ শো টাকা দেন নি? সেই দিন চুরি করে তেলিয়ামুড়ার আগে যে ১৮ মুড়া, তাদের যে আসল টাকা গুলি, তিনি দেন নি? এইটাতো গণতন্ত্রের নীতি নয়। ওরা বলে তারা নাকি গণতন্ত্রকে সম্প্রসারণ করে চলছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যদি হয় তাহলে আগরতলা শহরের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন হয় না কেন আজ পর্য্যন্ত? গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য যে গাঁও সভা গঠন করা হয়েছিল তার মধ্য দিয়ে সমস্ত কিছু করার কথা ছিল। কিন্তু তারা তো তা করেন না। কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উনারা কৃষিঋণের টাকাগুলি বিলি করেছেন? কাজেই সেই দিক থেকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রবি ঠাকুর যে লিখেছিলেন, উন্মাদ মেহের আলীর গল্প, ঠিক আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রীদের মধ্যেও একজন উন্মাদ মেহের আলী আছেন। আমি তার জন্য একটা ছড়া লিপি এনেছি সেইটা হলো, আলীর আলী মেহের আলী, খাওয়ার বেলায় পেট খালি, যাওয়ার বেলায় ট্রেনগাড়ী, চনের বেলায় দেন মুড়ি, মেহের আলী টপ খালি। তারপর মেহের আলীর সব জুটা, সব ভুতা, কুটাজলে জুটা জীব, মেহের আলীর উননীষা, চমৎকার তাদের কৃষি। এই রকমভাবেই সারা ত্রিপুরার মধ্যে তারা দুর্নীতি করে

চলছে। এই ২৫টা বছর ধরে। তার জন্য তাদের এই বাজেট হলো, এই বাজেটে কতগুলি টাকা তারা উপস্থিত করেছেন কিন্তু এই টাকা খরচ হবে না। যেভাবে তারা দেখিয়েছেন ঠিক সেই ভাবে টাকা খরচ হবে না। যখন নির্ব্বাচনের সময় আসবে তখন ঠিক আগ মুহুর্ত্তে তারা বলবে এখানে ইণ্ডাষ্ট্রি হবে, এখানে শিল্প হবে, এই খানে সব কিছু হচ্ছে। এই যে ধর্মনগরের লাইন কেটে দিলেন, তারা রাস্তা করবেন। কাজেই সেই দিক থেকে এদের দুর্নীতি ছাড়া সুনীতি বলতে কোন কিছু নেই। যার ফলে আজ সারা ত্রিপুরার মানুষ অনাহারে মরছে, কৃষক ফসল ফলাতে পারেন না। তারা ফসল ফলানোর জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন? তারা বীজ, সার সরবরাহ করেন। কিন্তু কখন এই বীজ সার সরবরাহ করেন, যখন কৃষকরা ধান ঘরে নিয়ে আসে, মানুষের যখন ধান কাটা শেষ হয়, ফসল ঘরে উঠে যায় তখন এইগুলি গিয়ে পৌছায়। এইভাবে তারা বীজ, সার সরবরাহ করে থাকেন। এই যে মৎস্য চাষ ডিপার্টমেণ্ট আছে, সেখানে মাছ নাই। শিক্ষা বিভাগ তারা বলে সমস্ত স্কুল বিলডিং করেছেন। গ্রামে কয়টা বিলডিং দেখেছেন? একটাও না। পোলট্রি সে তার মুরগ, হাস সব কিছু এই মন্ত্রীদের পেটে চলে যায়। এই হলো এদের অবস্থা। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, শিক্ষার ব্যাপারেই বলুন বা সমস্ত কিছুর ব্যাপারেই বলুন সব ব্যাপারেই বাজেট করতে হয়। আবার বলছেন জন্ম নিয়ন্ত্রণ—লজ্জার কথা। আমি সেইদিক থেকে বলছি তাদের এই সমস্ত প্ল্যানগুলিকে একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া দরকার। কিন্তু এটা যতক্ষণ পর্যস্ত না করা হয় ততক্ষণ পর্য্যস্ত যখন তাদের কোন কাজ থাকবে না ততক্ষণ পয়সা তারা আদায় করবে। কাজেই সেই দিক থেকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি যে তারা যেন পয়সা লুটতে লুটতে এমন অবস্থায় গিয়ে না পৌছায় যাতে পয়সার ভারে একদম মাটির সংগে মিশে না যায়। যেমন ধরুন মানুষ খেতে পায় না, তার মধ্যে উন্নয়নমন্ত্রী ১২,০০০ টাকা খরচ করেছেন, বলেছেন বি, ডি, ও এর মারফতে, আরও রেখেছেন ১০ লক্ষ টাকা। কিসে রাখা হল? এইরকমভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা, হাজার হাজার টাকা লুটে পুটে খাচ্ছে। তাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আপনার মাধ্যমে—ভবিষ্যতের জন্য যদি তারা হুঁশিয়ার না হন তাহলে ইয়াহিয়ার যে অবস্থা হয়েছে সেই অবস্থা তাদেরও হবে, এটা আমি জানিয়ে দিতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—মিস্ লক্ষ্মী নাগ।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের এই হাউসের সামনে আমাদের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তার সম্পূর্ণ সমর্থন জানাই এবং এই বাজেট প্রসঙ্গে দুই চারটি বক্তব্য রাখতে চাই। আমি দেখতে পাই যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই বাজেটের মধ্যে যে সব পরিকল্পনা ধরেছেন তার মধ্যে মোটামুটি একটা অর্দ্ধক্ষুদ্র ও অর্দ্ধশিক্ষিত রাজ্যকে উন্নত করিতে গেলে যা যা দরকার মোটামুটি তার সবই রয়েছে। আমাদের সামনে যে ভয়াবহ খরা এসেছিল হয়ত তার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। কারণ আমরা আগে জানতাম না যে আমাদের সামনে একটা খরা আসবে। আমরা দেখেছি যে খরা আসা মাত্রই আমাদের মন্ত্রীসভা যেভাবে প্রস্তুতি নিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়! আমাদের এই খরার মোকাবিলা করার যে দায়িত্ব আমি মনে করি সেই দায়িত্ব আমাদের সবারি। শুধু আমরা যদি মনে করি যে খরার

মোকাবিলা করার দায়িত্ব শুধু মন্ত্রিসভার বা শুধু সরকারী কর্মচারীদের তাহলে আমার মনে হয় ঠিক হবে না। তার কারণ আমরা যারা প্রতিনিধি হয়ে এসেছি, আমরা যারা ও ত্রিপুরার দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল থেকে এসেছি আমাদের দায়িত্ব হবে সরকার, মন্ত্রীসভা এবং আমরা জন-প্রতিনিধি যারা আছি সবারি যৌথ প্রচেষ্টায় এই যে ভয়াবহ খরার অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য। আমি দেখেছি যে আমাদের ত্রিপুরার এই খরার উপলক্ষে সরকার অনেক কিছু স্কীম নিয়েছেন, আমরা দেখেছি যেখানে অভার ফ্লো দূরের কথা, যেখানে জল আশা করতে পারি না সেই সব জায়গায় আমরা ডীপ টিউবওয়েল, অভার ফ্লো এবং জলসেচের মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে কিভাবে আমরা কৃষকদের উপকার করতে পারি সেই চেষ্টা চলছে। হয়ত বলতে পারেন এখনও কে খায়ও কোথায়ও সম্ভব হয় নি, কারণ সমস্যা শুধু একদিকে নয়, একদিকে ত্রিপুরাতে বেকার সমস্যা, একদিকে অর্থনৈতিক সমস্যা, একদিকে ত্রিপুরাতে শিল্প নাই, তারও একটা সমস্যা আছে। তবে আমরা দেখতে পাই আমাদের ত্রিপুরা এই ২৫ বছরে অনেকখানি উন্নত হয়েছে। আগের ত্রিপুরা যা ছিল তার সংগে এখনকার ত্রিপুরার অনেক পার্থক্য এবং অনেক উন্নত হয়েছে। তবে আমরা চাই ভারতবর্ষের আরও যে রাজ্য আছে তাদের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে পাশে দাঁড়াবার মত অর্থনৈতিক, শিক্ষাদীক্ষায় যাতে দাঁড়াতে পারে এবং যাতে উন্নত হতে পারে সেইদিকে আমাদের যথেষ্ট লক্ষ্য আছে। আমরা দেখেছি একদিকে ত্রিপুরাতে খরার এই ভয়াবহ অবস্থা, আর একদিকে সি, পি, এম, এর তাণ্ডবলীলা। সেটা আবার বিলোনীয়াতে বেশী। তার অবশ্য কারণ আছে। তারা জ্যোতি বসুকে এনেছে সভা করার জন্য। কিন্তু তারা কোথায় সভা করবেন সেই জায়গা খুঁজে পান না। আমি গিয়েছিলাম বিলোনীয়া। গিয়ে দেখি তাদের মুখ একেবারে কালো হয়ে আছে। তারা যখন আর কিছু করতে পারছেন না তখন তারা শ্লোগান দিচ্ছেন যে আমাদের দাদন দিতে হবে, নইলে গদী ছাড়তে হবে ইত্যাদি। এই যে একটা ভাব, এই যে একটা অবস্থা, সেটা শুধুমাত্র মুখ রক্ষার জন্য। কারণ তারা জানে যে ত্রিপুরাতে যারা সি, পি, এম, আছে তাদের দ্বারা আর কুলোচ্ছে না। কাজেই তারা বিদেশ থেকে নেতা আনলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা সেই দক্ষিণ ত্রিপুরাতে গিয়ে কোথায়ও একটু জায়গা পান না। কারণ জনসাধারণ দেখিয়ে দিতে চান যে তারা এতদিন যে বুলি কপচিয়ে আসছিলেন সেই বুলি আর গ্রামেও খাটবে না। মাননীয় বিরোধী সদস্য যে বক্তব্য রেখেছেন যে বাইখোরাতে যে ট্রাইবেল যে জমি ছিল সেটা নাকি অন্য লোকে দখল করেছে আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমি গিয়েছি গত মাসে, ঠিক বাইখোরা নয়, বাইখোরা গাঁওসভা, মুনদারিয়া জায়গায়। সেখানে দুটো খাস টিলা ছিল, সেই টিলায় যারা সিডুল কাষ্ট আছে এবং যাদের জমি নাই, যারা ভূমিহীন তারা গিয়ে সেখানে ঘর বাধে এবং সি, পি, এম, এর লোকেরা তাদের উস্কানি দিয়ে তাদের ঘর পুড়িয়ে দেয়। কাজেই আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং এই জিনিষটা আমি নিজের চক্ষে দেখেছি, তার প্রমাণও আছে, আমি সেটা তাদের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করতে চাই। কারণ আমি দেখেছি যে নিছক একটা গ্রামে দশমুড়া, মুন্দারিয়া, বাইখোরা, উনারা ভাবছেন যে শুধু উনারাই ঠিক বলছেন, কিন্তু সেটা ভুল। আমি যেয়ে নিজের চোখে দেখে এসেছি তার প্রমাণ আছে, আমি চ্যালেঞ্জ করতে চাই।

দশমুড়া, পাইথলা, মান্দ্রাই প্রভৃতি অঞ্চলে আমি গেছি, উনারা শুধু নিছক একটা গ্রামে, শুধু ট্রাইবেল এরিয়াতে উনারা ঘুরেছেন, কাজেই তাঁদের ধারণা ভুল। বর্ত্তমানে মানুষ অনেক সজাগ, মহিলারা অনেক সজাগ হয়েছে, তাঁদের আমি চ্যালেঞ্জ করি, উনারা ভেবেছেন আগে পাইথলায় যে নারী বাহিনী ছিল, সেটা ত্রিপুরার একটা রেকর্ড ছিল, পাইথলায় সি, পি, এম,এর একটা বিরাট ঘাঁটি ছিল, সেটা আমি এবার বুঝিয়ে দিচ্ছি কি ভাবে কি করতে হয়, উনারা বুঝেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে যেখানে তাদের ঘাঁটি ছিল, যেখানে নারীবাহিনী নিয়ে উলঙ্গভাবে নাচানাচি করে ত্রিপুরার বন সম্পদ নষ্ট করতে যাচ্ছিলেন, সেটা তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তাই পাইথলার মধ্যে উন্মাদ হয়ে যেতে বসেছে। আমার বক্তব্য হবে এইভাবে তাঁরা যদি স্ক্যাণ্ডাল ভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, সাধারণ মানুষকে আমাদের গরীব ভাইকে বিভ্রান্ত করা, তাঁদের পক্ষে উচিত হবে কিনা ? উনারা বিচার করে দেখুন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা জনপ্রতিনিধি, আমাদের দৃষ্টি হবে বৃহৎ, আমাদের নজর হবে বৃহৎ, আমাদের মন হবে বৃহৎ, এবং তা যদি না হয়, তাহলে দশ জনের কাজ কি হবে ? আজকে কার বাড়ীতে কি রান্না হল, মাংস না শুটকি হল, ডাল হচ্ছে না নুন হচ্ছে সেটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে আমরা এখানে আসিনি, আমরা এসেছি জনসাধারণের উন্নতি করতে হলে কি কি করা দরকার, তার মোকাবিলা করার জন্য, কিন্তু আজকে আমি দেখছি আমি পরপর কয়েকটি সেশান এ্যাটেণ্ড করলাম, কিন্তু দেখলাম যে এখানে জনসাধারণের জন্য কোন সাজেশন রাখা হচ্ছে না, গরীব লোক কি ভাবে বাঁচতে পারে তার মোকাবিলা করার কোন সাজেশান রাখা হচ্ছে না, শুধু বলা হচ্ছে সরকার কিছু দিচ্ছে না, খয়রাতি দিচ্ছে না, দাদন দিচ্ছে না, মানুষ কেবল মরছে কিন্তু আমি চেলেঞ্জ করি উনারা যদি হাতে নাতে প্রমাণ দিতে পারেন, আমরা তার মোকাবিলা নিশ্চয়ই করব। সেই নীতি আমাদের আছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, উনারা বলেছেন, পাইথলার জমির ব্যাপারে বল্লেন যে পাইথলায় ট্রাইবেলের জমি দখল করছে। উনারা হয়তো জানেন না, যে আমাদের ত্রিপুরাতে জমির পরিমাণ কম, সেই সম্পর্কে শুধু ত্রিপুরাতেই নয়, ভারতবর্ষে ল্যাণ্ড সিলিং আইন বলে একটা আইন পাশ করা হয়েছে এবং এতে ট্রাইবেল হউক, বাঙালীই হউক, উপজাতিই হওক, যেই হউক না কেন, আমার যদি কোন দোণে সম্পত্তি থাকে, নিশ্চয়ই সেটা ব্যবহার করার মালিক আমি নই। আমি যেহেতু ট্রাইবেল, আমি এক দ্রোণ, দুই তিন দ্রোণ, চার দ্রোণ করে জমি দখল করে থাকার অধিকার আমার নাই। আমি সেটার প্রতিবাদ করছি। উনারা এখানে বলেছেন যে দশমুড়ার ট্রাইবেলদের জমি থেকে উৎখাত করে সেখানে বড় বড় জোতদার বসেছেন, তার আমি তীব্র প্রতিবাদ করি, কারণ সেটা আমার এলাকা, আমি গিয়ে দেখে এসেছি সেখানে কি অবস্থা। সেখানে যে জলের দরকার ছিল সেটা আমি নিজে এই হাউসে বলেছি, কারও বলার জন্য অপেক্ষা করিনি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা হয়, তাঁরা এই হাউসে এসে বলেন এই সরকার বর্বর এই সরকার অপদার্থ, এই সরকার চোর, এই বলে বকাবকি করছেন। কিন্তু কলিকাতায় ১৯৬৫ সালে যখন তাঁরা ক্ষমতায় বসলেন, তখন তাঁরা কলিকাতায় কিভাবে মানুষকে নির্য্যাতিতভাবে মায়ের ছেলেকে, মেয়েকে, ভাইকে, কিভাবে পিটিয়েছিলেন, মানুষ এখনও তা ভুলেনি। (গণ্ডগোল)...

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখেছি আগে আমাদের ত্রিপুরা থেকে পশ্চিম বাঙলায় অনেক ছেলে পড়তে যেত, কিন্তু তাদের মা বাবা, ছেলে মেয়েদের পাঠিয়ে সেখানে নিশ্চিত থাকতে পারতেন না, সারাদিন চিন্তা করতে হত, হয়তো ছেলে ফিরবে না। এই যে দুর্বিসহ মায়ের জ্বালা, সেই জ্বালা থেকে এখন মায়েরা মুক্তি পেয়েছেন, এখন তাঁদের ছেলেরা শান্তিপূর্ণভাবে চলাফেরা করেন, উনাদের যে কায়দা ছিল, সংগ্রাম করাই তাঁদের পুঁজি ছিল, সেই মূলধন একেবারে শেষ হয়ে গেছে, এই ব্যবসা এখন নিষিদ্ধ হতে চলেছে, তাই জ্যোতি দাদাকে এনে চেষ্টা করছেন, কিন্তু মিটিং করার জায়গা পান নাই, সেটা দুঃখ লাগারই কথা। কিন্তু এইভাবে হাউসের সামনে জনসাধারণকে নিয়ে যদি লাফালাফি করেন তাহলে জনসাধারণের দুঃখ লাঘবের চেয়ে জনসাধারণের মাথায় দুঃখ আরও চাপিয়ে দেবেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বাজেট ভাষণের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমার দুইটি সাজেশান রাখতে চাই। আমাদের ত্রিপুরাতে বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে, শুধু ত্রিপুরাতে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের অবস্থা একই। ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থা এমন যেখানে ইণ্ডাষ্ট্রী করা সম্ভব নয়, তাই এখন থেকে আমাদের চেষ্টা করা উচিত বেসরকারীভাবে, সরকারী ভাবে শিল্প স্থাপন করে এবং ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যবস্থা করে শিক্ষিত বেকারদের কিভাবে আমরা নিয়োগ করতে পারি, সেইদিকে আমাদের নজর রাখা উচিত। এই প্রসংগে আমার একটা আবেদন রাখছি, একটা সাজেশন রাখছি যে আমাদের বেকার ভাইদের নিয়োগ করার জন্য ত্রিপুরাতে এগ্রি-ফার্মের ব্যবস্থা করা হউক, কারণ আমি এখানে দেখি যারা গ্রেজুয়েট বেকার আছে বা বেকার আছে, তাদের মধ্যে সরকারী তরফ থেকে ঋণ দিয়ে এগ্রি-ফার্ম করার উৎসাহ দেওয়া হয়, আমি মনে করি এগ্রিফার্ম করলে আমরা দুইদিকে উপকৃত হব। একদিকে আমাদের ত্রিপুরা খাদ্যশস্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে। আরেকদিকে উপকৃত হবে আমাদের বেকার ভাইয়েরা যারা আছেন, অলসভাবে বসে না থেকে তাদের কাজের যে উৎসাহ উদ্দীপনা, সেটা আমরা কাজে লাগাতে পারব। এরপর আর একটা সাজেশন রাখতে চাই, এখানে ত্রিপুরাতে বেকার ভাইয়েরা আছেন তাদের জন্য যদি মৎস্যচাষের ব্যবস্থা করে, সরকার থেকে লোন দিয়ে, পুকুরের ব্যবস্থা করে দিই তাহলে আমার মনে হয় আমরা অন্তত কিছুসংখ্যক বেকারকে সাময়িকভাবে নিয়োগ করতে পারব এবং ত্রিপুরার অবস্থার মোকাবিলা নিশ্চয়ই করতে পারব। অবশ্য আমাদের সরকার এই বিষয়ে সজাগ আছেন। কয়েকদিন আগে আমিও বেকার ছিলাম, বেকারের যে কি জ্বালা, সেটা আমি বুঝি। কাজেই এটা মোকাবিলা করার জন্য তৎপর হওয়া উচিত। এই প্রসংগে আমি আপনার মাধ্যমে আবেদন রাখছি বেকার যারা আছে, তাদের সরকারের তরফ থেকে জমি দিয়ে, কৃষিঋণ দিয়ে, যেভাবেই হউক তাদের সাময়িকভাবে যাতে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, সেইদিকে যাতে দৃষ্টি রাখা হয়। আরেকটা আবেদন রাখতে চাই আমাদের গ্রামের কৃষক ভাইয়েরা আছে, টাকার অভাবে জমি চাষ করতে পারেনা, যাদের দুই কানি, তিন কানি জমি আছে, টাকার অভাবে তারা চাষ করতে পারেনা, তারা দিনের পর দিন না খেয়ে থাকছে। যেহেতু আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, গণতন্ত্রকে মানি, সেইজন্য আমাদের চিন্তা করতে হবে কৃষকদের কিভাবে বাঁচাতে পারি। কাজেই আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়কে

অনুরোধ করব গ্রামের মধ্যে যারা গরীব কৃষক আছে, তাদের মধ্যে সমবায় ভিত্তিতে চাষের প্রথা চালু করে এবং তাদেরকে লোন দিয়ে গরীব কৃষকদের বাঁচানোর পথ যাতে করা হয়, তারজন্য অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই অর্থ মন্ত্রীর আনীত যে বাজেট, তার উপর যে তিনি ভাষণ দিয়েছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে আমার একটা কথাই মনে হয়েছে, সেটা হচ্ছে আজকে সারা বছর সরকার কি করবে, সরকারের কি করণীয়, তার একটা আভাস অর্থমন্ত্রীর ভাষণের মধ্যে আমরা পাচ্ছি, যদিও এই ভাষণ তুলনা করে দেখলে গত ১৯৭২-৭৩ সালের যে ভাষণ, সেই ভাষণে আমরা দেখেছিলাম ২৮ পৃষ্ঠা, এই বারের ভাষণে আছে মাত্র ১০ পৃষ্ঠা, তবে আমরা দেখব এই ১০ পৃষ্ঠার মধ্যে কি কি আমরা পেয়েছি? আমরা এই ভাষণে মোটামুটি ত্রিপুরার যে অবস্থা, ত্রিপুরার যে অর্থ নৈতিক কাঠামো তার দিকে দৃষ্টি রেখে, ত্রিপুরায় কি করণীয়, সেইদিকে দৃষ্টি রেখে যে ভাষণ দিয়েছেন, কিন্তু সেটা কার্যকরীভাবে ত্রিপুরার কতটুকু উপকারে আসবে? এই বাজেট ভাষণের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমার বলতে হয় যে ত্রিপুরাতে আজকে বেকার সমস্যা—হাজার হাজার বেকার তারা চাকুরী পাচ্ছে না, ডুকরে কাঁদছে। হাজার হাজার পাহাড়ীয়া পরিবারগুলি তারা আজ খাদ্য পাচ্ছে না। হাজার হাজার তপশীলি পরিবার তারা কর্মসংস্থান পাচ্ছে না। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার অগ্রগতি যতটুকুই বা হচ্ছে তার সংগে আর্থিক দিক দিয়ে সামলে উঠতে পারছে না। সেদিক দিয়ে এই বাজেট ভাষণ কতটকু—আজ আমরা যদি দেখি সরকার বহু চেষ্টা করে বহুদিক ভেবে চিন্তে এই ৫৮ কোটি টাকার যে সংস্থান রেখেছে—এই সংস্থান রাখার সংগে সংগে একটা দিক সরকার চিন্তা করেছে সেটা হল ত্রিপুরার ভয়াবহ খরা পরিস্থিতি। এই খরা পরিস্থিতি সম্পর্কে আজকে এই ১২ তারিখ থেকে ২৯ তারিখ এই হাউস চলছে প্রত্যেক সদস্যই এই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শুধু একটা কথা আমার মনে হচ্ছে যেখানে ৫৮ কোটি টাকার বাজেট সেখানে খরার উপর জোর দিতে গিয়ে বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তব্যের মধ্যে একটা কথা আমার মনে পরে সেটি হচ্ছে—এই একজন ছাত্র সে আগামী দিনে পরীক্ষা দেবে। পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দিতে গিয়ে রচনা লিখতে হবে। নদীর রচনা সে পড়ে গিয়েছে। এই ছাত্রটি কমিউনিষ্টের ভাষায় এই রচনা পড়েছে। কমিউনিষ্টের ভাষায় নদীর রচনা দিতে গিয়ে পরীক্ষার হলে দেখা গেল না কামউনিষ্টের ভাষায় নদীর রচনা আসেনি এসেছে সমাজতন্ত্রের ভাষায় গরুর রচনা। কি বিপদে পরে গেল—ছাত্রটি মহা বিপদে পরে গেল। এখানে সমাজতন্ত্রের ভাষায় গরুর রচনা—ছেলেটি শিখে এসেছে কমিউনিষ্টের ভাষায় নদীর রচনা—কি বিপদের কথা। তখন ছাত্রটি সেই গরুর রচনা লিখতে লিখতে সেই গরুটিকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে নদীর তীরে নিয়ে পট করে গরুটিকে নদীতে ফেলে দিল এবং নদীতেই শেষ করল। এই যে অবস্থা—উনারা কি করলেন, কমিউনিষ্টের ভাষায় বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ওরা সেই খরার মধ্যে ঢুকে গেল। আসলে অনেক কিছু ছিল, অনেক কিছু যে দেওয়ার আছে ত্রিপুরার মানুষকে—আমরা অনেক কিছু যে দিতে পারব আমি সেই আশা রাখি। সেই সম্পর্কে তারা

কিছু বললেন না। তারা শুধু খরায় ঢুকে গেলেন। কিন্তু এই যে আজকের ত্রিপুরার অবস্থা সেই অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে নৃপেন বাবু বলেছিলেন ঠিকই যে কেন্দ্রের যে নীতি কেন্দ্রের যে কথা সেই কথাটুকু ধরে নিয়ে আমরা কি করছি—যা ত্রিপুরাতে সেইভাবে চলছে সেটা ঠিক। কারণ আমাদের বাজেট ভাষণে বলেছেন—সামাজিক—আর্থিক—আমাদের প্রধান মন্ত্রী যে নির্দ্দেশ দিয়েছেন তা পূরণ করার জন্যই এই সরকার সংকল্পবদ্ধ। এটা ঠিক। কংগ্রেস সরকার ভারতবর্ষের মানুষের সেই দারিদ্র মোচনের জন্য, মানুষের আর্থিক উন্নতি করার জন্য, তাদের আর্থিক দিক দেখার জন্য, শিক্ষা প্রসার করার জন্য, সেই আদিবাসীদের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে, সমাজবাদের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করছেন সেটি ঠিক। সেই কথা বলতে গিয়ে উনি যে বলেছেন কেন্দ্র টাকা দেয় সেই টাকাই আমরা খরচ করছি—তাতে আমাদের কিছু হচ্ছে না এটা ঠিক কথা। এখানে আমার যে বক্তব্য, উনি যে কথাটা বলতে চাইছেন সেটি উনি বলতে পারেন নাই। কথাটা হল এই—কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে গরীবি হটানোর জন্য, কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে দেশের মানুষের সঠিক ভাবে গরীবি হটানোর জন্য, বেকারদের কর্ম্মসংস্থানের জন্য। কিন্তু আমার জানা নাই ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়েরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগলিক পরিবেশ ত্রিপুরা রাজ্যের সেই মানুষের আচার, মানুষের সংস্কৃতি, মানুষের জীবন যাত্রার সংগে মিল রেখে তারা পরিকল্পনা করেন কিনা। প্রয়োজন আছে—দিল্লীর পরিকল্পনা, পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনা, আসামের পরিকল্পনা, রাজস্থানের পরিকল্পনা আর ত্রিপুরার পরিকল্পনা এক হতে পারে না। এটা ভৌগলিকভাবে, মানসিকভাবে, সামাজিকভাবে পার্থক্য রয়েছে। আজ যদি ত্রিপুরার জুমিয়াদের সম্পর্কে ভাবা না যায়, যদি ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের সম্পর্কে ভাবা না যায় কিংবা তপশীলিদের সম্পর্কে ভাবা না যায় তাহলে এই পরিকল্পনা করে কোটি কোটি টাকা খরচ করার অর্থ হবে না। কিন্তু দুঃখের সহিত বলতে হয় কোটি কোটি টাকা আমরা ধরেছি, দুঃখের সহিত বলতে হয় খরার ত্রাণের জন্য আমরা চেষ্টা করছি—কিছুটা কাজও হয়েছে —কিন্তু যেখানে ত্রিপুরায় বিরাট খরা চলছে তখন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই রাজ প্রাসাদ খরিদ করার কোন যুক্তি থাকে না। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কলিকাতায় বাড়ী কিনার কোন যুক্তি থাকে না। আমরা চেষ্টা করছি আমরা বলেছি ত্রিপুরার বেকারদের কর্ম্ম সংস্থান হওয়ার কথা—চেষ্টা আমরা করব। ত্রিপুরার বেকারদের কর্ম্মসংস্থানের, ত্রিপুরার বেকার দের চাকরী দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু কি করেছেন মাননীয় মন্ত্রীদের আমার জিজ্ঞাসা, শুধু অফিসার দিয়ে তো রাজ্য চলতে পারে না। শুধু গেজেটেড অফিসার দিয়ে তো রাজ্য চলতে পারে না। ত্রিপুরা রাজ্যে একটা অশুভ ইংগিত হয়তো আসছে। আমি শুনতে পাচ্ছি ত্রিপুরাতে নাকি কয়েক ডজন আই, পি, এস, আই এ, এস, অফিসার নিযুক্ত করা হবে। কাদের টাকায়—কে দেবে এই টাকা। আজকে একটা আই, এ, এস, বা আই, পি, এস, অফিসার রাখা আর হাতী রাখা সমান। যেখানে ত্রিপুরায় হাজার হাজার বেকারের কর্ম্মসংস্থান করতে পারছি না সেখানে কোন মুখে কোন সাহসে সেই কথা চিন্তা করেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মেহনতি মানুষের জন্য চেষ্টা করছি। সেই চেষ্টার মাধ্যমে আমরা দেখব তাদের যে চাহিদা, তাদের যে অভাব, তারা কি চায় তারা

কোন দিকে যেতে চায় তার জন্য একটা নীতি করতে পারি কিন্তু নীতি তৈরী করতে গিয়ে আমরা কি দেখছি? আমি আগেই বলেছি ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগোলিক পরিবেশ আর পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক পরিবেশ এক নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের এক স্কোয়ার মাইলে যত লোক বাস করে পশ্চিমবঙ্গের এক স্কোয়ার মাইলে তত লোক বাস করে না। নীতি আছে ব্লকে গেলে বি. ডি, ও, সাহেব বলবেন মহাশয় একশত পরিবার না হলে আমি একটা টিউব ওয়েল বা রিং ওয়েল বসাতে পারব না। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে এক শত পরিবার একুমোলেটেড হয়ে থাকার মত অবস্থা নাই। পাহাড় জংগল এখানে দুই পরিবার উখানে ৫।৭ পরিবার—তাহলে পশ্চিমবঙ্গের যে নীতি সেই নীতি ত্রিপুরাতে থাকতে পারে না। আসামে যে নীতি আছে তা ত্রিপুরাতে থাকতে পারে না। নীতি আছে গরীবদের—আমরা তাদের সাচ্ছন্দ করব—নীতি আছে আমরা বেকারদের কর্মসংস্থান দেব, নীতি আছে আমরা শিল্প গড়ব, নীতি আছে আমরা উৎপাদন বাড়াব। তাই অন্যের সঙ্গে আমাদের ত্রিপুরার খাপ খেতে পারে না। আমি আমাদের কেবিনেট মিনিষ্টারদের বলব যে আপনারা এই ত্রিপুরার মঙ্গল যদি চান জনতার সঙ্গে মিশে জনতার যদি ভাল চান তাহলে এই অফিসারদের দিকে না চেয়ে নিজেরা মাথা খাটান, নইলে আজকের যে সমস্যা শুধু অফিসারের উপর নির্ভর করলেই চলবে না, আপনাদের উপর নির্ভর করতে হবে। এই সংগে বলতে হয় ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেট ভাষণে আমরা অনেক কিছু দেখেছিলাম। জানি না তার কতটুকু পূরণ হয়েছে এবং আজকে আবার নূতন করে এসেছে। আমার জানা নাই তার কতটুকু পূরণ হয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীদের অনুরোধ করব আপনারা আগেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং কিছু কিছু পূরণ করেছেন এটা আমি স্বীকার করি এবং সেজন্য এই বাজেট সমর্থন আমরা করি—তারা যা বলেন অন্তত করেন তো কিছু এবং সেজন্য সমর্থন করছিও বটে। কিন্তু আন্দাজে আন্দাজে কাজ করে কিছু লাভ হবে না। স্কুল করেছি ৪০০, অমুক করেছি ৫০০, তমুক করেছি দশ শত, ভূমিহীন ৯০০, তমুক দেব এক হাজার। কি করলেন বিগত এক বছর। খরা খরা খরা। তাদের যেমন নদীর রচনা হয়েছিল আপনাদেরও সেই একই রচনা হয়ে গিয়েছে। ওরা নদীর রচনা করছেন, খরা খরা বলছেন আর এই দিকে যে আরও কিছু আছে ত্রিপুরাতে শিল্পের কিছু করতে হবে, ত্রিপুরাতে যে ঐ বেকারদের কিছু করতে হবে, ত্রিপুরা রাজ্যে যে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কিছু করতে হবে সেই দিকে লক্ষ্য নেই। তারা খরা খরা করছে। এইটা তো হতে পারে না, এই ভাবে তো চলবে না। রাস্তা করছেন না। স্কুল কোথায় দেবেন গত সেসানে তো বাজেট পাশ করে দিলাম, কিন্তু কোথায় স্কুল। কিন্তু আপনাদের খামখেয়ালী তো যায় না। আপনারা টাকা কোথায় পান রাজপ্রাসাদ কিনতে? টাকা কোথায় পান কলিকাতা বাড়ী করতে? আমার কৈলাশহরে ২৫ তারিখে কৃষি ঋণের টাকা নেই। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে গেলাম, বল্লাম যে মশায় কৃষি ঋণের টাকা তো আমার সেখানে নেই, একটা পয়সা নেই, আপনাদের কাছে টাকা আছে? বললেন, না টাকা তো নেই। আপনারা এই হেডের টাকা ঐ হেডে নিচ্ছেন কিন্তু আমার কৈলাশহরের যখন কৃষি ঋণের টাকা শেষ হয়ে যায় তখন সেখানে টাকা নেই। হেডের টাকা ফুরিয়ে যায়, জনসাধারণের টাকা ফুরিয়ে যায় কিন্তু

আপনাদের বিলাসিতার টাকা ফুরিয়ে যায় না। আপনাদের উপরে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অনেক আশা আকাঙ্খা আছে, ৫ বছর আপনাদের উপর ভরসা রেখে তারা বলছে হয়তো এরা করবে, আমাদের উপর তাদের আস্থা আছে, এইটা বিশ্বাস করি, ত্রিপুরার মেহনতি মানুষ, ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ কংগ্রেসকে বিশ্বাস করে এবং কংগ্রেস যা বলে তা করে এই বিশ্বাস তাদের আছে। এই বিশ্বাস রেখেই আমাদেরকে যৌথভাবে কাজ করতে হবে। কাজেই তাদেরকে ফাঁকি দিলে আপনাদেরকে যেমন রেহাই দেবে না তেমনি আমাকেও রেহাই দেবে না, কাহাদেরকেও রেহাই দেবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থনৈতিক সম্পর্কে এখানে কিছু আলোচনা এসে যায় সেইটা হচ্ছে এই দিন কথা প্রসংগে এই বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় সদস্য নৃপেন বাবু কি বলতে চেয়েছিলেন আমি ঠিক বুঝতে পারি নাই। তিনি বলেছিলেন রপ্তানী বাড়াতে হবে। তার অর্থ দ্রব্যমূল্য কমাও। শ্রমিকের বেতন কমাতে হবে। কিন্তু ভারতবর্ষের অর্থনীতি বাড়াতে হলে, ভারতের ইকনমিক্সের ষ্টেটাস বাড়াতে হলে রপ্তানী আমাদের বাড়াতে হবেই। রপ্তানী যদি আমরা বাড়াতে না পারি তা হলে বৈদেশিক মুদ্রা আমরা পাব না। বৈদেশিক মুদ্রা যদি আমাদের না থাকে তাহলে আমাদের বিদেশ থেকে বেশী আমদানী করতে করতে হয়, আমাদের টাকা, সোনা বিদেশে চলে যায়। ডেফিসিট যেটা হয় যে কোন দেশ, যে কোন কান্ট্রি তাদের অর্থনীতিকে যদি উন্নতি করতে হয় রপ্তানী ওদেরকে বাড়াতে হবেই, রপ্তানী বাড়াতে গেলে উৎপাদন বাড়াতে হবে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে উৎপাদন বাড়াতে সু মজুরীর দাম কমাতে হবে। জানিনা এইটা কি থিসিস যে উৎপাদন বাড়াতে হলে দাম কমাতে হবে এমন তো কোন কথা নেই। দাম কমলে শ্রমিকে বেতন কম পাবে এইটা তো সঠিক হতে পারে না। উৎপাদন যদি বেড়ে যায় প্রডাকশন যদি বেড়ে যায় তাহলে খরচ কম পড়ে। প্রফিট বেশী হয়। ফলে দাম তো কম পাওয়ার কথা নয়। যে কোন দ্রব্য, যদি আমরা বেশী বাড়াতে পারি, বেশী উৎপাদন করতে পারি তাহলে কষ্ট অব প্রডাকশন কমে যায় তাহলে প্রফিট বেশী হয়। প্রফিট বেশী হলে শ্রমিকের দাম তো কম হওয়ার কথা নয়। শ্রমিক বরং তখন বেশী পয়সা পেতে পারে। কাজেই বিভিন্ন দিক দিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখছি, উনারা বলেন অবশ্য মাঝে মাঝে ঠিকই, বলেন কিন্তু বলতে গিয়ে ঐ নদীর রচনার মধ্যে চলে যান।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আর একটা কথা বলতে হবে যে পুলিশ সম্পর্কে অনেক কথা এই হাউসে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে কেন পুলিশ লাগে। জনসাধারণের জন্য তো পুলিশ লাগবেই। যদি সুস্থভাবে থাকতে হয়, চোর ডাকাত দমাতে হয়, এইটাতো স্বাভাবিক প্রশ্ন আমরা যদি শান্তিতে থাকতে চাই, আমরা যদি নিরিবিলি থাকতে চাই তাহলে দেশের গুণ্ডা চোর ডাকাতকে তাড়াতে হবেই, জনসাধারণের জন্যই তো পুলিশ। পুলিশ তো চোর ডাকাতের জন্য নয়। চোর ডাকাত ধরার জন্য, জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য পুলিশ। এই কথাটা আমি উনাদেরকে স্মরণ করতে বলি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পুলিশ থাকবে, এবং পুলিশ থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে, যে কোন সভ্য দেশে, যে কোন শিক্ষিত দেশে পুলিশের প্রয়োজনীয়তা আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেট ভাষণে আমরা যা দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের আশা

আকাঙ্খার কথা বলা হয়েছে এবং সেই আশ্বাস সেখানে দেওয়া হয়েছে। তবে একটা কথা সত্যিই যে ত্রিপুরাতে ট্রাইবেল আছে তপশিলী আছে, এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা আছে, বেকওয়ার্ড কমুনিটির লোকেরা আছে এদের সম্পর্কে আজকে সরকারের যে ভাবনা, সরকার যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছেন সেইটা নিঃসন্দেহ। কিন্তু সেই টাকার পরিবর্তে সে টাকার যে খরচ সেই খরচের প্রতিদানে এই যে নিম্নস্তরের মানুষের কতটুকু তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে ? সেই সম্বন্ধে খতিয়ে দেখার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীমহোদয়কে আমি বলব যে ২৫ বছর লক্ষ লক্ষ টাকা, কোটি কোটি টাকা খরচ করেছি, কোটি কোটি টাকা আমরা এখানে এই নিম্ন শ্রেণীর আর্থিক দিক দিয়ে অনুন্নত লোকদের জন্য আমরা যে খরচ করেছি, এই বারও অনেক টাকা আমরা ধরেছি। কিন্তু কি হলো তাতে, কতটুকু তারা পেয়েছে, কতটুকু তারা স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলেছে সেই সম্পর্কে বিবেচনা করতে গেলে এখানে যে টাকা ধরা হয়েছে সেই টাকার তুলনায় এবং তাদের যে টাকা পাওয়ার তুলনামূলকভাবে, যা তারা পায় সেইটা অভাব নগণ্য। বিশেষ করে এখানে একটা কথা আমাকে বলতে হয়, রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে দেখলাম ত্রিপুরা রাজ্যের তপশিলী জাতি এবং সিডিউল কাষ্টের জন্য যে টোটেল সেইটাতে দেখলাম সেখানে দেখানো হয়েছে প্রতি ৪১· সামথিং। ১৯৭১ সালের যে সেন্সন তাতে যদি আমরা দেখি তাহলে পরে আমরা দেখবো সেখানে প্রতি ৪৮· সামথিং হয়ে যাবে। এই যে ৪৮ ভাগ হয়ে গেল, ৭ ভাগ কম পরে গেল এই ৭ ভাগ আজকে বিগত ১৯৭১ সাল থেকে যদি কম পড়তে আরম্ভ করে তাহলে ১০ বছরে তারা যে অধিক পাওয়ার কথা সে অতিরিক্ত থেকে তারা অনেক পেছনে পরে যাবে। সেই দিকে লক্ষ্য করে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যদি বিচার করেন তাহলে ওদের যে পাওনা সে পাওনা থাকে এইটাতে যা ধরার কথা ছিল তার থেকে কম ধরা হয়েছে। শুধু ধরলে তো চলবে না। তাকে কাজে লাগাতে হবে। আইন করতে হবে। এই ট্রাইবেলদের আমরা ১৯১০ টাকা দিলাম নগদ আর জমি দিলাম ৫ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর, ব্যস হয়ে গেল। অমরা সরকার খালাস হয়ে গেলাম। এইটা সত্যিকারের কেবিনেটের কাজ নয়। কারণ সেই পরিবারের হাতে যে পরিমাণ টাকা দিলাম সেটা দেখার প্রশ্ন আছে। যারা নাকি সুদখোর তারাও দেখে যে ভাল আছে না মন্দ আছে। এটাতো সরকার, তারও তো দেখার দরকার আছে। টাকা দিলাম কিন্তু ভাল আছে না মন্দ আছে সেটা দেখা উচিত। ১৯১০ টাকার স্কীম দিয়ে দিলাম। আজকে তপশিলী জাতিদের কি দেওয়া হচ্ছে ? একটা গল্প বলি। ফটিক রায়ে ১৫ বছর আগে একজন পাহাড়িয়া একমণ পাট নিয়ে বাজারে গিয়েছিল। উত্তর বাজারে গিয়ে সে যখন ওজন করল তখন হল সেটা ৩৫সের, মধ্য বাজারে গিয়ে ওজন করাল, তখন হল ৩০ সের, দক্ষিন বাজারে গিয়ে যখন ওজন করাল তখন ওজন হল ২০ সের। তখন সে বলছে আঃ মহাজন, আমি যেখানে ওজন করি সেখানে খালি কমে যায়। তুমি যা খুশী ওজন বলে দাম দিয়ে দাও। আমি আর ওজন করাতে পারব না। আমাদের একটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আছে। তার কাজ কি ? এই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট কি করেছে ? আমি প্রশ্ন করেছিলাম দেবীপুরে ২৯টি ট্রাইবেল পরিবার কত টাকা করে পাচ্ছে ? উত্তর দিয়ে ছিল ৬৫০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ৬ মাস পরে আমি আবার

যখন প্রশ্ন করলাম তখন সেই প্রশ্ন হল আনষ্টার্ড প্রশ্ন। তখন বলা হল ১২০ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল তাদের। আবার কি হল? সেই আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানের আবার উত্তর এল, দুঃখের বিষয় আমি যেখানে সিডিউলড ট্রাইবের কথা বলেছিলাম, তারা প্রথম যেখানে ৬৫০ টাকার কথা বলেছিলেন এবং পরে বলেছিলেন যে ১২০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে সেটার উত্তরে বলা হয় যে, সেখানে কোন জুমিয়া নাই। আগুণ লাগল ধর্ম্মনগরে জল দিল বিলোনীয়াতে। উত্তরে তারা বললেন যে এখানে কোন জুমিয়া পরিবার নাই। কাজেই কত পরিবারকে দেওয়া হয়েছে, সেই প্রশ্ন উঠে না। দিস ইজ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট। যে ডিপার্টমেন্ট জানে না যে তার লোকগুলি কি করছে। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের নামে জোচ্চুরি করছে। লজ্জা করে না তাদের! সেণ্ট্রাল গভর্ণমেন্ট লক্ষ লক্ষ লক্ষ টাকা দিচ্ছেন আর তারা সেই টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, সেটা তারা কোন্ সাহসে নষ্ট করছে, লজ্জা করে না তাদের? মেহনতি মানুষ সেই পাহাড়ী ভায়েরা, তাদের কত অত্যাচার হচ্ছে, কেউ তাদের দেখে না কেন? (রেড লাইট) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আর একটু সময় দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীসুবল বিশ্বাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থমন্ত্রীর ভাষণে বলেছেন তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নতি করবেন, এই আশা আমরা রাখি। আমরা আশা রাখব ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতি করে ত্রিপুরার মানুষের মুখে হাসি ফুটাব, এই কামনা আমরা করি এবং সেই কারণে অর্থ মন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছেন সেটা আমি সমর্থন করি। কিন্তু কতদিন? কতদিন আমরা সমর্থন করব? বেকারদের টাকা দিয়ে ওদের আন প্রডাকৃটিভ লেবার নিয়ে আমাদের চলে না। সরকারী কর্মচারী যদি শুধু মুভ করে তাহলে চলতে পারে না। এই আনপ্রডাকৃটিভ লেবার দ্বারা বড় জোর মেহনতি মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়। যারা খেটে খাওয়া মানুষ, কাজ করে যারা অর্থ উপার্জ্জন করে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। আমি জানি অফিসারদের, বড় বড় অফিসারদের কথা বাদ দিন, ছোট এবং মাঝারি অফিসারদের অভাব আছে। তবু একটা কথা আমাদের বলতে হয় যে ত্রিপুরা রাজ্যে জেন্টস অ্যাণ্ড ব্রেইনস অর্থাৎ শিক্ষিত মানুষ বলতে যা বুঝায় তারা অধিকাংশ সরকারী কর্ম্মচারী। কাজেই যদি ত্রিপুরার উন্নতি করতে হয় তাহলে যদি জেন্টস অ্যাণ্ড ব্রেইনস কাজ না করে, শিক্ষিত মানুষ কাজ না করে তাহলে সেই রাজ্যের সাধারণ মানুষ কতটুকু করবে। কাজেই আমি অনুরোধ করবো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে ঐ জেন্টস অ্যাণ্ড ব্রেইনসদের কাছে যে অনেক কথা শুনেছি আপনাদের সম্পর্কে। আর নয়, আপনারা এই ভেঙ্গে পড়া ত্রিপুরার অর্থনৈতিক কাঠামো ঠিক করুন। শুধু বেতন গোণার জন্য যদি আপনারা এখানে এসে থাকেন, ভুল করছেন, শুধু পয়সা রোজগার করবার জন্য যদি আপনারা এসে থাকেন তাহলে ভুল করছেন। আপনাদের কাছে অনুরোধ দেশের উন্নতি করার জন্য, দেশের শ্রমিক, মেহনতি মানুষদের বাঁচিয়ে তুলবার জন্য আপনাদের অবদান কম নয়। আপনারা যে টাকা পয়সা দিয়ে নিজের ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন সেটাকে যদি নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারেন তাহলে সেটা করুন, সেটা শুধু একা কেউ করলে চলবে না। জানবেন ত্রিপুরার উন্নতি এই সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য ব্যাহত হয়েছে, যখন তারা

জানবে ত্রিপুরার উন্নতি সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য ব্যহৃত হয়েছে সেদিন তারা আপনাদের ক্ষমা করবে না। আজকে যদি ত্রিপুরার উন্নতি করতে হয় তাহলে একদিকে মন্ত্রীসভা, একদিকে প্রশাসন, দুয়ে মিলে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে, তাহলে এই বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে, সামান্য হলেও এর মধ্যে দিয়ে উন্নতি করা যায়। আর তা না হলে এই টাকা কেন, এর দশগুণ টাকা দিলেও ত্রিপুরার কিছুই করা যাবে না। এই বলেই আমি বক্তব্য শেষ করছি এবং বাকীটা বললে ডিমাণ্ড সম্পর্কে বলতে পারি কিনা চেষ্টা করব।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৩—৭৪ আর্থিক বৎসরের বাজেট পেশ করতে গিয়ে বাজেটটাকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন একটা আশা আকাঙ্খামণ্ডিত একটা বৎসর হিসাবে। এটাকে একটা আশা আকঙ্খার শুভারম্ভ হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কেননা তিনি তার বক্তৃতায় বলেছেন যে পরিকল্পনা অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং খরার জন্য এই বছর বেশী বরাদ্দ করা হয়েছে বলে তিনি উৎফুল্ল হয়েছেন, এই বাজেটও প্রমাণ করে যে টাকা বেড়েছে ঠিকই কিন্তু ত্রিপুরার যারা উপজাতি, তারা কি বলছে, কি দাবী তাদের, টাকা বাড়লেই ত্রিপুরার মানুষ আমরা আশা করতে পারি না যে ত্রিপুরার উন্নয়নের কাজ বেড়ে যাবে। আমরা জানি বরঞ্চ টাকা লুটই হবে; কারন আমরা এখানে দেখে এসেছি প্রতি বৎসর, কংগ্রেসের এই ২৫ বৎসরের রাজত্বে, দুর্নীতির রাজত্ব ছাড়া কিছুই নয়; টাকা বেড়েছে, তার সঙ্গে দুর্নীতির বহরও বেড়ে যাবে। কারণ আমরা দেখছি এই ত্রিপুরাতে দুর্নীতির যে দৃষ্টান্ত, সেটা দিয়ে শেষ করা যাবে না। আমরা মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের সদস্য একজন শুনিয়েছেন যে কি ভাবে টাকা লুট করা হয়, সেই ময়ুর কোম্পানীর কেলেঙ্কারীর কথা, আপনারা শুনেছেন যে পাম্প সেট কেনার নামে কি ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করা হয়েছে এবং সীজন্যাল বাঁধ করার নামে কি ভাবে টাকা লুট করা হয়েছে আপনারা শুনেছেন, শুনেছেন সাঁতচাদ ব্লকের কেলেংকারীর কাহিনী যেখানে বাঁধ তৈরী না করে বিল করে টাকা নেওয়া হয়েছে, একটা বাঁধের কাজের উপর তিনটি বিল করা হয়েছে, একটি স্মল ইরিগেশান, একটি টেষ্ট রিলিফ এবং একটি ক্রাশ প্রগ্রাম, এই তিনটি কাজের বিল করা হয়েছে, একটি বাঁধের জন্য, এই যে হরির লুট চলেছে, এটাই বেড়ে যাবে বাজেটে টাকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। আমরা এই হাউসে শুনেছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ঐ গত বছরের বাজেটে যে কিছু টাকা বাড়তি ছিল, খরচ হয়নি, সেই টাকা যাতে খরচ করা যায়, তার জন্য মন্ত্রীদের আরাম যাতে বাড়ানো যায়, তার জন্য এয়ার কণ্ডিশান গাড়ী কেনার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। এখন বাজেটের টাকা আরও বেড়ে গেছে, আমার মনে হয় মাননীয় স্পীকার স্যার, আগামী দিনে হয়তো হেলিক্যাপ্টার কেনার জন্য অর্থের বরাদ্দ করা হতে পারে। কারণ এই দুর্ভিক্ষের সময়ে, খরার যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, এবং মানুষের মৃত্যু সংবাদ আমারা দিনের পর দিন পাই, তাকে রোধ করার জন্য কোন ব্যবস্থা না করে, এয়ার কণ্ডিশান গাড়ী কেনার জন্য টাকা যেখানে ধরা হয়, সেখানে আমরা কি আশা করতে পারি? আমরা এখানে এই আশাই করব যে কি ভাবে মন্ত্রীরা এবং তার পেটোয়া

লোকেরা কি করে টাকা লুট করা যায়, এবং সেইজন্য নূতন নূতন ফন্দি কি করে বের করা যায়, সেইদিকেই তাঁদের দৃষ্টি থাকবে—এটাই আমরা এখানে আশা করতে পারি। এই বাজেটের শুভ-আরম্ভ কাদের জন্য, যারা দুর্নীতিপরায়ন আমলা, যারা ব্ল্যাক মার্কেটীয়ার, তাদেরই জন্য এই বাজেট, তাদেরই স্বর্গ রাজ্য তৈরী করবে এই বাজেট, তাই এই বাজেটে ত্রিপুরার মানুষের আশা আকাংখার কথা কিছুই নাই, আমরাও এটা আশা করতে পারি না যে ত্রিপুরার জনসাধারণের উন্নয়নমূলক কাজ এর দ্বারা বাড়বে। ত্রিপুরা কৃষি প্রধান রাজ্য, এখানে কৃষির উপর জোর দিতে হবে, কি ভাবে ফসল উৎপাদন করা যায়, কিন্তু সেখানে নৈরাশ্য আমরা দেখছি। কারণ এখানে ত্রিপুরায় প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নাই। এখানে নদী, নালা, ছোট ছোট ছড়া, এবং জলাভূমি, দীঘি এবং ভূগর্ভ থেকে উত্থিত যে জল, তার অভাব নাই, অথচ এইসব প্রাকৃতিক কাজে লাগানো, তা কংগ্রেস সরকার পারেনি। সেই ছড়াগুলিতে কি করছেন, সীজন্যাল বাঁধ সাময়িক ভাবে করছেন, কিন্তু সেটা স্থায়ীভাবে যে করা, সেটা তাঁরা করছেন না, কারণ তাতে বিপদ আছে, সেটা করলে টাকা লুট করার সুযোগ আর আসবে না, সেইজন্য সীজন্যাল বাঁধ করতে চান। এই বছর যে বাঁধ হয়েছে, সেই বাঁধ আগামী বছর থাকবে না, ভেংগে যাবে, তাই আগামী বছর বর্ষায় আবার যাতে টাকা লুট করা যায়, সেইজন্যই এইভাবে বাঁধগুলি সাময়িক ভাবে করা হচ্ছে, স্থায়ীভাবে সেই নদী, ছড়াগুলিকে কাজে লাগানোর কথা সরকার চিন্তা করতে পারছেন না, তাঁরা সেটা করতে পারেন না। কারণ তাহলে সেই টাকা লুট করবার ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবে। আমি জানি ত্রিপুরাতে কৃষক সুযোগ পেলে সেই সুযোগ নষ্ট করতে চায় না, এবং কোন কোন কৃষক, যাদের অবস্থা কিছু ভাল, কিছু টাকা খরচ করতে পারে, তারা নিজেদের চেষ্টায় কোন কোন ছড়াতে বাঁধ দিয়ে কাজে লাগিয়েছে। গত বারের ভীষণ খরা পরিস্থিতিতে তারা সেটা কাজে লাগিয়েছে এবং ফসল উৎপাদন করেছে। কয়েকটি জায়গায় আমি দেখেছি যেমন যতীন্দ্রবাবুর কন্সটিটিউয়েন্সী যেখানে, রাণীরবাজার সেখানে ইচপপুর ছড়াতে বাঁধ দিয়ে যখন ভীষণ খরা, তখন তারা তাদের জমিতে ফসল উৎপাদন করতে দেখেছি এবং ভাল ফসল তারা করেছে। কারণ তারা এমনভাবে বাঁধ দিয়েছে ছড়াগুলিতে যে এই খরা পরিস্থিতিতে জল আটক রেখেছে এবং সেখান থেকে জমিতে জল সেচ করতে সক্ষম হয়েছে। লাটিয়াছড়াতে বাঁধ দিয়ে সেই ভীষণ খরার সময়ে সেখানে তারা ফসল উৎপাদন করেছে। আমি ঐ বিশালগড় ব্লকে বি, ডি, ও'র মিটিং যখন হয়, সেদিন আমাদের কৃষিমন্ত্রী মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন—ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমি বলেছিলাম যে পরীক্ষা মূলকভাবে হলেও অন্তত একটি ছড়াতে আপনার এই ব্যবস্থা করুন, সীজন্যাল বাঁধ স্থায়ী করা যায় কি না, সেটা পরীক্ষা করে দেখুন, কিন্তু উনারা যদিও সেকথা সেদিন মেনে নিয়েছিলেন, আমি একটা ছড়ার নামও বলেছিলাম. যে এই ছড়াতে আপনারা করুন কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা ছড়ার উপরও স্থায়ী বাধ করা হল না, কারণ তাঁরা তা করবেন না। বাঁধ যদি স্থায়ী হয়, তাহলে টাকা লুট করা যাবে না। ত্রিপুরা রাজ্যে নদী, নালার অভাব নাই, এবং কোন কোন জায়গায় যে কাজ হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু সেই কাজের পরিণতি কি আমি কয়েকবার এই হাউসে বলেছি, কিন্তু তার কোন প্রতিকার ব্যবস্থা

আমি দেখিনা। সেইদিক থেকে ত্রিপুরা সরকার চিন্তা করছেন না এবং সেইভাবে কাজ করার কথা ভাবছেন না। যেমন আমি দেখেছি যে এখানে মোহনপুরের কাছে চিছিমাছড়াতে শ্লুইস গেইট একটা পাকা বাঁধের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং প্রমোদনগরে একটা আছে—ভাঙ্গা অবস্থায় এবং কয়েক লক্ষ টাকা সেখানে খরচ করা হয়েছিল কিন্তু সেচের ব্যবস্থা করার আগেই সেই সমস্ত বাঁধ ধ্বংস হয়ে গেল বন্যার জলে। কেন ভাঙ্গল সেটাকে আজও সরকার থেকে তদন্ত করা হল না—কেন তদন্ত করা হল না—মাননীয় স্পীকার স্যার, চিছিমাতে যেখানে ঐ বাঁধ ভেংগেছে আমি সেখানে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখোছ—পরীক্ষা করে দেখেছি কিভাবে গঠন করা হয়েছে—কি ভাবে সেই বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল—দুর্নীতি আর কাকে বলে? জানি তার তদন্ত যদি হয়, তাহলে ঐ উপরতলার কর্তাদের গায়ে গিয়ে আচর লাগবে। কিভাবে টাকা লুণ্ঠন করা হয় সেই দৃষ্টান্ত আমি সেখানে দেখেছি। ঐ প্রমোদনগরের কথা আমি বলেছি, সেখানে আমি গিয়েছি, সেই বাঁধের অবস্থা দেখেছি—সেখানেও তাই। যদি তার তদন্ত করা হয় তাহলে দেখা যাবে কেন এটা হয়। আমি জিজ্ঞসা করেছিলাম ইঞ্জিনীয়ারকে যিনি এই কাজ করেন। তিনি বললেন এই ত্রিপুরার এই নদীগুলিতে এই ছড়াগুলি এত বেগবতী এত খরস্রোতা এখানে এই সমস্ত বাঁধ করা যায় না। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হলাম এই বিজ্ঞানের যুগে সাধারণ একটা নদীতে বাঁধ দেওয়া যাবে না। আশ্চর্য্যের ব্যাপার! কিন্তু এটা করবে না—অসাধ্য কিছু নয়, এটা করবে না এটা আমরা জানি। কাজেই কিভাবে শোষণকে কায়েম রাখা যা সেইদিকে চিন্তা করে উনারা কোন গঠনমুলক কাজ করে যাবে এটা কোনদিন আমরা আশা করতে পারি না। খরার মোকাবেলার জন্য ত্রিপুরাতে জলসেচের ব্যবস্থার কথা আমরা বলেছি—কিভাবে টাকা লুট করা যায় সেদিকে লক্ষ রেখেই করছেন। এই খরা মোকাবেলার জন্য সরকার কি কাজ করেছেন? শুধু টেষ্ট রিলিফ এবং খয়রাতি দাদন এই সমস্ত এবং সেটাও খুব—ক্র্যাশ প্রোগ্রামের কাজ কিছু করেছেন কিন্তু সেখানেও রাজনীতি করা ছাড়া আর কিছুই হয়নি। আমি দেখেছি যেখানে খয়রাতি দাদন ইত্যাদি দেওয়া হয় সেখানে কংগ্রেস তরফ থেকে এক বন্ধু অভিযোগ করেছিলেন এই হাউসে—তিনি একজন গাঁও প্রধান—তিনি শুধু এম, এল, এ, নন তিনি একজন গাঁও প্রধানও। তিনি নিজে একটা লিষ্ট দিয়েছিলেন কাদের খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হবে। কিন্তু সেই লিষ্ট গ্রহণ করা হল না, আর জন্য লোকের তো কথাই নাই। তিনি নিজে একজন কংগ্রেসী—একজন কংগ্রেসী এম, এল, এ, অথচ উনার লিষ্টকে গ্রহণ করা হল না। এর অর্থ কি জানেন? ঐ কংগ্রেসের ভিতর দলীয়কোন্দল, তার ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে। দলবাজী করছেন এই খয়রাতির ব্যাপারেও। এটা দলবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। আরও আমি লক্ষ্য করেছি, এখানকার যে কংগ্রেস প্রধানরা তাদের লিষ্ট কোন দিন গ্রহণ করা হয়নি। জম্পুইয়ে আমি দেখেছি—অফিসাররা সেখানে গিয়েছিলেন খয়রাতির টাকা বিলি করতে। যখন সেখানকার গাঁও প্রধান তিনি গাঁও সভার মেম্বারদের ডেকে নিয়ে কাকে কাকে দেওয়া যায়—কারা পাওয়ার উপযুক্ত তার একটা লিষ্ট তৈরী করে দাখিল করেছিলেন। তার কিছুক্ষণ পরেই সেখানকার কংগ্রেসের কর্মীরা আর একটি অলটারনেটিভ লিষ্ট দাখিল করলেন। ভদ্রলোক মুসকিলে পরে গেলেন—এখন যদি ঐ কংগ্রেস কর্মীদের, ঐ নেতাদের লিষ্ট অগ্রাহ্য করা

হয় তাহলে বিপদে পরবেন। তিনি সেদিন ঐ গাঁও প্রধানকে বলেছিলেন আমি আবার এসে দিব আপনি দস্তখত করে দিন। গাঁও প্রধান বললেন আমার দস্তখত করার কোন প্রয়োজন নাই, আপনার যদি সাধ্য থাকে তাহলে আপনি বিলি করে যান। সেখানে সেই গাঁও সভার সমস্ত সদস্যদের নিয়ে লিষ্ট তারা তৈরী করল—গনতান্ত্রিক উপায়ে সেটাকে গ্রাহ্য না করে—এবং সেই দিন ঐ অফিসার বিলি করলেন না। তিনি চলে গেলেন। এরপর আর কোনদিন বিলি করা হল না। এই রাজনীতির জন্য এই কংগ্রেসীদের জন্য সেখানকার সত্যি সত্যি গরীব যারা তাদের স্বার্থ নষ্ট হল—তারা টাকা পেল না এবং আমি শুনেছি আজও তারা পায় নি। অথচ সেখানকার লোক না খেয়ে—তারা রাজনীতি করার জন্য এই খরার মোকাবেলার জন্য এই দাদন খয়রাতি, টেস্ট রিলিফ, ক্র্যাশ প্রোগ্রাম এইগুলি আমরা শুনে আসছি—এই সমস্ত রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়…(গণ্ডগোল)…আপনাদের তো সবটাই, এই সমস্ত (গণ্ডগোল)…মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা বিশেষ করে তপশীলি উপজাতি এবং তপশীলি জাতি যাদের বেলায় এই শাসক গোষ্ঠীর যে মায়া কান্না, যে মৌখিক দরদ সেটাও গভর্ণমেন্ট মহোদয় থেকে সুরু করে মন্ত্রী মহাশয় এবং কংগ্রেসী এম, এল, এ-দের ভাষণের ভিতর দিয়ে দরদের কথা শুনলে, তাদের মৌখিক দরদের কথা শুনলে মনে হয় কথা বলতে তারা কার্পণ্য করেন না, কিন্তু কাজের বেলায় যখন উন্নয়নমুলক কাজে হাত দেন কি হয় সেটা—অর্থ মন্ত্রী দেখিয়েছেন ট্রাইবেলদের জন্য ৪৮ শতাংশ বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং বলেছেন এবার যেন তাদের স্বর্গরাজ্য তৈরী হবে। কিন্তু মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, আমরা ট্রাইবেলদের যে অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যে যদি তাকাই তবে কি দেখি, দিনের পর দিন তাদের কি অবস্থা হয়েছে দেখেছি আমরা। ১০ বছর আগে যে কমিশান—ধেবর কমিশান—সেই রিপোর্টে তিনি বলেছিলেন যে ট্রাইবেলদের জমি হস্তান্তর এমন একটা পয়েন্টে গিয়াছে যেটি ভয়াবহ। আজকে ১০ বছর পরে সেই হস্তান্তর অব্যাহতভাবে—আর এই ১০ বছরে কি অবস্থা দাড়িয়েছে তা কল্পনা করতেও ভয় হয়। আমরা দেখেছি যেখানে বাজার এবং ঘনবসতিপূর্ণ জায়গা—যেখানে ঐ সুদখোর মহাজনদের রাজত্ব সেখানে উপজাতিদের জমি কিভাবে হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে—ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আমি তুলতে পারি। কিন্তু সেই ঘটনাগুলি তুলে আমার বক্তব্য আমি দীর্ঘ করতে চাই না। আজ এই কথা বলতে চাই যে উপজাতিদের জমি হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছে এটা ভয়াবহ অবস্থা এবং তাছাড়া তাদের উন্নয়নের জন্য তাদের শিক্ষার খাতেই বলুন, সমাজ উন্নয়নের খাতেই বলুন, জুমিয়াদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে বলুন, সেটা যে কি চিত্র তা বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যের ভিতর শোনা গিয়াছে। আমরা জানি এই পুনর্বাসনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে ঠিক কিন্তু এমন কোন কলোনী দেখাতে পারবেননা যেখানে তারা সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন পেয়েছে। বেশী দূরের কথা নয় কাছেই আছে—ঐ বিশ্রামগঞ্জ কলোনী যা অনেক দিন আগে করা হয়েছিল। যার নাম দেওয়া হয়েছিল আদর্শ কলোনী। সেখানে উপজাতিদের একটি লোকও নাই এবং ইদানীং লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয় ঐ গুরুপদ কলোনীর জন্য—সেখানেও এই অবস্থা। সেই কথা এই হাউসে কয়েকজন বক্তা বলেছেন কি দুরবস্থা সেখানে যারা গিয়েছে সেই কলোনীতে, অথচ সেদিন মাত্র সেই কলোনী গঠন করা হয়েছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা দেখি শত শত ছাত্র আজকে এই গ্রাম দেশ থেকে এসে টাউনে ভর্তি হওয়ার

সুযোগ পায় না। তাদের ষ্টাইপেণ্ডের সুযোগ সীমিত, ঐ বোর্ডিংয়ে তাতে তাদের সংকুলান হয় না। আজকে তাদের শিক্ষার জন্য মন্ত্রীরা খুব বড় বড় বুলি আওড়ান কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কিছুই দেখছি না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :—জানি—আমার বক্তব্য শেষ করছি। এইভাবে আজ আমরা দেখছি যে উপজাতিদের—তাদের শিক্ষাখাতে বলুন এবং সমাজ উন্নয়ন বলুন, সমস্ত ক্ষেত্রে এই বাজেটের টাকা বাড়ালেও তাদের এই সমস্ত কাজের পরিধি বাড়বে সেটি আমরা আশা করতে পারি না। কাজেই সেখানে যে লুঠ চলছিল এতদিন পর্য্যন্ত সেই লুঠের বাহার আরও বাড়বে ছাড়া আর কমবে না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিচিত্র মোহন সাহা।

শ্রীবিচিত্র মোহন সাহা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ১৯৭৩—৭৪ সালের বাজেট এখানে পেশ করেছেন আমি সেই বাজেট সমর্থন করি। সমর্থন করছি এই কারণে যে এইবারকার বাজেটে আমরা যা দেখতে পারছি, আমার মনে হয় আমাদের এই সরকার এই খরা পিড়ীত মানুষের, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কথা চিন্তা করেই এই বাজেট তৈরী করেছেন যার জন্য আমি আশান্বিত যে ত্রিপুরাবাসীর দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্য আমার সরকার সচেষ্ট। আজ এই বাজেটের আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী বন্ধুরা যে সমালোচনা করেছেন যেটা নাকি সত্যিই শুনতে অবাক লাগে। কারণ বাজেট সমালোচনা করতে গিয়ে হয়তো তারা বাজেটের ভুলত্রুটি সমালোচনা করতে পারেন কিন্তু তারা এমন সব সমালোচনা এনেছেন যেগুলি বাস্তব পক্ষে আমি মনে করি অবান্তর। যেমন বাজেট সমালোচনা করেছেন আমাদের মাননীয় সদস্য অভিরামবাবু, একটা অভিযোগ এনেছেন যে খয়রাতি সাহায্য বিলি করতে অমুকের বাড়ী তমুকের বাড়ী বসে করেছেন। বিশেষ করে নেতাদের বাড়ী বসে জি, আর, টাকা বিলি করা হয়েছে বলে এই অভিযোগ এখানে এনেছেন। আমি জানি না, অভিযোগ আনার কি থাকতে পারে। টাকা যদি আত্মসাত করার কিছু থাকতো আর তিনি এই অভিযোগ আনতেন তাহলে আমরা বুঝতাম। আমার এলাকাতে কমরেড দেশমনি দেববর্ম্মার বাড়ীতে বসে টাকা বিলি করা হয়েছে তার নির্দেশ অনুসারে। কিন্তু কোথায় তারা—তো এই কথা বলেন নি। কিন্তু আমার সরকার চিন্তা করে যাতে গ্রামের মানুষকে হয়রানি না করে গ্রামে গ্রামে খয়রাতির সাহায্য কিভাবে পৌছতে পারে। এই কমরেডের বাড়ীতে বসে যে টাকা বিলি হলো আমরা তো সেই অভিযোগ এখানে আনি নি। আমরা চেষ্টা করি যাতে গ্রামের সাধারণ মানুষ, যারা অসহায় মানুষ তারা সহজ উপায়ে যাতে এই সরকারী সাহায্য পায়—সে ব্যবস্থা আমাদের সরকার করেছে। আর এক দিক দিয়ে দেখেছি মাননীয় সদস্য অজয় বাবু এই সাপলিমেণ্টারী বাজাটের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি পাম্প সেটের কেলেংকারীর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি টেনে এনেছেন এমন সব কতিপয় লোককে কেন তাদেরকে পাম্প সেট দেওয়া হয়েছে। যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন সোনামুড়ার ডাক্তার ধীরেন্দ্র সেন, মনমোহন দেববর্ম্মা, এদেরকে কেন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি বলেন নি যে তারা ফসল ফলান নি, তারা পাম্প সেটগুলি অকেজো অবস্থায় ফেলে রেখেছে

এই কথা বলেন নি। আর একটা অভিযোগ তিনি এনেছেন—মধুপুরের গাঁও সভার সদস্যরা নিজ খরচে একটা পাম্প সেট নিয়েছিল সেই পাম্প সেট নাকি স্থানীয় এম, এল, এ, জোর করে বিশ্রামগঞ্জে পাঠিয়ে দিয়েছে তার বন্ধুর জন্য। তিনি এই অভিযোগ এখানে এনেছেন। কাজেই আমি মনে করি এই সব সমালোচনা মাননীয় সদস্যরা এখানে যা এনেছেন তা বিভ্রান্তিকর। মধুপুর ভি. এল. ডব্লিউর সেন্টারে একটা পাম্পসেট দেওয়া হয়েছিল সরকারী খরচে। মধুপুর ভি, এল, ডবলিউর এলাকা এমন একটা এলাকা সেখানে নদীনালা কিছু নেই। সেখানে জলসেচ করার কোন কিছু নেই। দীর্ঘকাল যাবত সেই পাম্প সেটটা অকেজো অবস্থায় ছিল। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই মধুপুর বাজারের দক্ষিণ পার্শ্বে সেখানে একটি ছোট ছড়া, সেখানে বাঁধ দিয়ে ৪/৫ দিন জল জমালে পরে সেই জল দিয়ে তিন কানি পর্য্যন্ত জমিতে জলসেচ দিয়ে ফসল ফলানের চেষ্টা করা যায়। সে জমিটা ছিল আমাদেরই একজন কংগ্রেস সদস্য শ্রীশুধাংশু ধরের জমি। তাদের এই জমিতে তারা ছড়াতে বাঁধ দিয়ে জলসেচের চেষ্টা করেছিল। এইটা বিশালগড় বি, ডি, ও জানতেন যে এইটা এখানে অকেজো অবস্থায় পরে আছে, এই পাম্প সেট-টা। কাজেই সেই দিক দিয়ে বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় প্রায় ১০/১২ একর জমিতে জলসেচের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই বিশালগড়ের বি, ডি. ও, অনুরোধ:করে পাঠালেন এই পাম্প সেটটা। ই দিক দিয়ে তিন কানি জমিতে জল সেচ করে জমি চাষ আরম্ভ হয়েছে। আমি দেখলাম, তখন জমিতে সবে মাত্র চাষ আরম্ভ হয়েছে। জমি চাষ করবে, জমি ছাপ করবে তার-পরে তো লাগবে। তখন হয়তো জলের প্রশ্ন আসবে। আর ৪/৫ দিন জল না জমিয়ে যেখানে সেচের কোন ব্যবস্থা করা যায় না। আমি আমার বন্ধুকে অনুরোধ করলাম যে জমির মালিক শ্রীশুধাংশু রঞ্জন ধরকে, যিনি কংগ্রেসের প্রাদেশিক কমিটির সদস্য। উনাকে অনুরোধ করে বিশ্রামগঞ্জে এই পাম্প সেটটি পাঠানো সম্ভব হলো। আমি অনুরোধ করেছি। আর মাননীয় সদস্য অজয়বাবু বলেছেন যে জোর করে নাকি পাম্পসেটটা পাঠানো হয়েছে। অনুরোধ করার পর পাম্পসেট বিশ্রামগঞ্জে গেছে। পাম্পসেট বিশ্রামগঞ্জে যাওয়ার ফলে সেখানে ১০/১২ কানি জমিতে ফসল ফলানো সম্ভব হয়েছে। আবার সেই পাম্প সেটটা আনা হয়েছে। আজও সেখানে পাম্পসেটের সাহায্যে সেই তিন কানি জমিতে জল আছে! কিন্তু সেইটা অজয় বাবু বলেন নি। ঠিক এই ধরণের সমালোচনা করে তারা সত্য তথ্য পরিবেশন করেন না। তারা যে সব আলোচনা এখানে করেন সেগুলি বিভ্রান্তিকর। একটা দিক তারা বলেন আর একটা দিক তারা গোপন করে যান যেমন, তারা আক্রমণ করেছেন যে আচাইছি মগের বাড়ীতে খয়রাতি সাহায্য বিলি করা হয়েছে কিন্তু দেশমনি দেববর্ম্মার বাড়ীতে খয়রাতি সাহায্য বিলি হয়েছে সেই কথা কিন্তু তারা বলেন নি। যেমন তারা আরও অভিযোগ করেছেন যে কৃষি ঋণের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করা হয়। আমার এলাকার মধ্যে যারা পুলিং এজেন্ট, কমিনিউষ্ট পাটির শ্রীচন্দ্র কুমার সরকার, হরিপদ চক্রবর্ত্তী, দেশমনি দেববর্ম্মা এরা যারা ছিলেন তারা কৃষিঋণ পেয়েছেন. এমন কি দেশমণি দেববর্ম্মা, যতীন্দ্র দেববর্ম্মা এবং মোহিনী দেববর্ম্মা তারা কমিনিউষ্ট পার্টির সদস্য, গাওসভার সদস্য, তাদের মনোনীত সদস্য যারা তারাও তো কৃষিঋণ পেয়েছেন। আমার সরকার সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমার সরকার কংগ্রেস এবং কমিনিউষ্ট দেখেন নি, শুধু কৃষক দেখছেন। কৃষকদের সাহায্য করেছেন। পাম্পসেট তাদেরই প্রয়োজন যাদের জমি

আছে, যারা জমিতে চাষ করে ফসল ফলায় তাদের জন্য পাম্পসেট। তাই এই ধরনের সমালোচনা ঠিক নয়। মাননীয় স্পীকার, আজকে আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সে বাজেটের বিভিন্ন খাতের বরাদ্দ দেখে আমি আশান্বিত যে আমার সরকার গত এক বছরে বাজেটের সমস্ত টাকা খরচ করতে পেরেছেন। শুধু খরচ করেন নি, ত্রিপুরাবাসীর মনে একটা আশার আলো জাগিয়েছেন। কারণ এই দিকে একটা প্রবাদ ছিল যে ত্রিপুরায় ব্যয়—বরাদ্দকৃত টাকা ফেরত দিতে হয়। আমাদের এই সরকার বাজেটের টাকা তো ফেরত দেননি বরংচ অতিরিক্ত বাজেটের অনুমোদন করে নিয়েছেন এই হাউসে। কাজেই ত্রিপুরাবাসী আশান্বিত এই সরকারের উপর। এই সরকার যে চেষ্টা চালিয়েছেন এই চেষ্টার মধ্যে দিয়ে আমরা ত্রিপুরার ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারবো। এই আশা ত্রিপুরাবাসী এই সরকারের উপর রাখে। এই বোধ হয় প্রথম গ্রামের মানুষ সরকারের কাছ থেকে এইসব সুযোগ পেল। যা তারা কোনদিন ভাবে নি। আজকে বেকার সমস্যা যে আকার ধরেছিল, আজকে আমার সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী বেকারদের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। সেই কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে যার জন্য দীর্ঘকাল পরে হলেও আমাদের গ্রামের মানুষের সামনে একটা আশা জেগেছে যে এই সরকার গ্রামের মানুষের কাছে একটা পরিবর্ত্তন আনতে পারবে। তাই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি এবং তেমনি ভাবে আমার সরকারকে আমাদের সহযোগিতা করা প্রয়োজন এবং সেজন্য আমি প্রতিনিধি হিসাবে যেখানে যে গ্রাম উপেক্ষিত হিসাবে আছে সেই দিকে সরকারের দৃষ্টিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব, কারণ আমিও সরকারের একজন অংশীদার, কারণ আমারও কর্ত্তব্য রয়েছে যে সরকার যেখানে ভুল করছেন বা সরকার দৃষ্টি দিতে পারছেন না বা সম্ভব হয় না সেগুলি আমাদেরি কর্তব্য তাদের গোচরে আনা। কারণ কোটি কোটি টাকার বাজেট যেমন ধরা হয়, বাজেটের সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন। তা না হলে ত্রিপুরা সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হবে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমার এলাকা কমলাসাগর এলাকা, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা। এই এলাকা দীর্ঘদান যাবত উপেক্ষিত ছিল। এলাকার অধিকাংশ অধিবাসী উপজাতি এবং তপশীলি শ্রেণীর লোক। তারা দীর্ঘকাল যাবত তাদের অভাব অভিযোগ এতদিন পর্য্যন্ত জানানো সম্ভব হয় নি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ৭১এ যে পাক-ভারত যুদ্ধ হয়ে গেল, আমাদের এলাকার উপর দিয়ে যুদ্ধের তাণ্ডব বয়ে গেল, যার জন্য সারাটা বছর এলাকাবাসী দুর্ভোগ ভুগেছে। '৭২এ এল খরা। সারাটা বছর তাদের খরার মধ্য দিয়ে গেল। গ্রামবাসী এক অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল। পাক-ভারত যুদ্ধকালীন আমার এলাকার উপর দিয়ে হাজার হাজার ট্যাঙ্ক চলাচল করার ফলে এলাকার যে একটা রাস্তা সেই রাস্তার মেন্টেনেন্স করতে গিয়ে এমন একটা অবস্থা হয়েছে যার জন্য সেটা এখন যানবাহন চলাচলবিহীন অবস্থায় আছে। সেটা নুতনভাবে তৈরী করার চিন্তা সরকার করছেন কিনা আমি জানি না। হয়ত আমি আশা করব আগামী বছর আমার সরকার তা করবেন। তাই আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই কথাগুলি বলছি। আমার এলাকা এমন একটা এলাকা যেখানে অসহায় মানুষের ভাগ বেশী, অনুন্নত মানুষের ভাগ বেশী সেখানে চিকিৎসার সুযোগ তেমনভাবে নাই। মধুপুরে আমি

১৯৫৮ সাল থেকে চেষ্টা করেছি এবং গত বছর এই বিধানসভায় আমি একটা ডিসপেন্সারীর জন্য আবেদন করেছিলাম। আমার এলাকার মত আরও বহু এলাকা ত্রিপুরা রাজ্যে আছে। আমার সরকার হয়ত একটা উন্নত এলাকাকে আরও উন্নত করার কথা চিন্তা করতে পারেন। তাতে সেই এলাকাটা সুন্দর হবে বটে। কিন্তু তাতে ত্রিপুরা সর্বাঙ্গ সুন্দর হবে না, কারণ অন্য এলাকাগুলি উপেক্ষিত রয়ে যাবে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি যে এই যে বাজেট, এই বাজেটের অর্থ যেন সুষ্ঠুভাবে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। এই আবেদন রেখেই আমি আবার বক্তব্য শেষ করছি।

মোঃ আবদুল লতিফ :—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমাদের হাউসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৩-৭৪ সনের যে বাজেট উপস্থিত করেছেন সেই বাজেটকে আমি স্বাগত জানাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ১৯৭২-৭৩ সালে ত্রিপুরাতে একটা কঠিন বৎসর এসেছে। আমার বয়স ৬০ হয়েছে। কিন্তু আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কোনদিন এইরকম ভয়াবহ খরা দেখি নাই। এই খরা সম্পর্কে আমরা আমাদের হাউসে শুনতে পাই আমাদের সরকার কিছুই করেন নি। কিন্তু আমি বলব আমাদের সরকার অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খরার মোকাবিলা করেছেন। খরার মোকাবিলা করার জন্য সমস্ত ত্রাণ কার্য্যকে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিয়েছেন। যদি এইরকম অবস্থা না করা হত তবে ত্রিপুরার অবস্থা কি ভয়াবহ হত তা কল্পনা করতে পারি না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, যদিও এই বৎসর অত্যন্ত কঠিন বৎসর তবুও আমি বলব আমার এখানে এবং অন্যান্য সাবডিভিশনে আমি দেখেছি, এই বৎসরে অনেক টাকা খরচ হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার এক বন্ধু বললেন আমাকে যে আপনারা দেশটাকে ভিক্ষুকে পরিণত করলেন। আমি বললাম, বন্ধু আপনাদের কথা বুঝার সাধ্য নাই। একদিকে আপনারা বলেন ত্রিপুরাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করা হউক, অন্য দিকে যখন আমরা দাদন দিই, কৃষি ঋণ দিই তখন আপনারা বলেন, না হলে মানুষ বাঁচতে পারে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, যদি বিধানসভা রাজনীতির মাধ্যম হয় তবে সেটা অন্য কথা। ত্রিপুরার দুঃস্থ নরনারীর জন্য যে বাজেট তৈরী করা হয়েছে সেটাকে তারা বলছেন ধনীর বাজেট। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি গরীব কৃষক, ধনী মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন। ত্রিপুরা রাজ্যে লোক সংখ্যার বোধ হয় শতকরা ৮০ জন কৃষক। এই বাজেটে যে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা কৃষকদের জন্যই। এই বাজেটে আমরা দেখতে পাই শিল্পের জন্য ১২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বাজেটে আমরা দেখতে পাই পশুপালনের জন্য ১১৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তবুও যদি বলেন এই বাজেট ধনীর বাজেট, গরীবের বাজেট নয় তাহলে আমাদের কিছু করবার নেই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বাজেটে কৃষির জন্য মোটা টাকা ধরা হয়েছে, শিল্পের জন্য মোটা টাকা ধরা হয়েছে, এই বাজেটে আমাদের বেকার ভাইদের জন্য মোটা টাকা ধরা হয়েছে, কিন্তু আমি সংগে সংগে বলব আমার সরকারকে, বাজেটে যে টাকাগুলি রেখেছেন, আপনারা দেখবেন, নজর রাখবেন যাতে ঐ টাকাগুলি খরচ হয়। আমরা দেখি রাজ্যপালের ভাষণে, যে ত্রিপুরাতে পাটের কল হবে, চিনির কল হবে, কাগজের মণ্ডের কল হবে, আমি মিনিষ্টার ইন-চার্জকে অনুরোধ করব, মহাশয়, সমস্ত ত্রিপুরার যন্ত্রপাতি আসতে পারবে না, সাক্রম আসতে

পারবে না, খোয়াইএ আসতে পারবে না, ধর্মনগর দিয়ে আসতে হবে। কেন আপনারা ধর্ম-নগরে কাগজের কল করুন না। ধর্মনগরের কাছে কুমার ঘাটে কাগজের মণ্ডের কল করুন। আমি বলছি এইসব খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। বন্ধুগণ আপনারা শুনুন, আমাদের স্বর্গীয় প্রধান মন্ত্রী নেহেরুজী—শ্রদ্ধেয় নেহেরুজী বলেছিলেন এখন রকেটের জমানা, গরুর গাড়ী, মহিষের গাড়ীর দিন নাই। তাই আমি সকলকে অনুরোধ করব, বাজেটে টাকা রাখলেই চলবে না, প্ল্যান করলেই হবে না, তাকে ইমপ্লীমেণ্ট করতে হবে। আপনারা বলেছেন যে সোনামুড়া, ধর্মনগর, কৈলাশহর এ বন্যা নিবারণ করা হবে। আমি যারা এই হাউসে আছেন, তাদের কাছে অনুরোধ করব, যে বন্ধুগণ এই আর্থিক বছরেই অর্থাৎ—১৯৭৩—৭৪-এর মধ্যেই এটা করুন। কারণ আমরা দেখি কৈলাসহরে যে ১৯৫৮ সালে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই ক্ষতি, সেই অভাব আজও আমরা পূরণ করতে পারি নাই। ১৬ লক্ষ লোকের জন্য এই বাজেট, সুতরাং এই বাজেট আমরা সকলেই চাই। কিন্তু বন্ধুগণ, আমি বলব আপনার আমার প্রত্যেকেরই দায়িত্ব আছে, এটা গণতান্ত্রিক কাণ্ট্রি, শুধু সমালোচনা করলেই চলবে না, একটা গণতান্ত্রিক রাজ্যে শুধু সরকারই একা দায়ী নয়, শুধু সরকার সেটা করতে পারে না। আপনাদেরও সাহায্য করতে হবে। আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই। এখানে কাগজের কল চাই, আপনারাও চান। কিন্তু আপনারা যদি এখানে শুধু বিরোধিতা করার জন্য আসেন, কাজে সহায়তা না করেন তাহলে সরকারের একার পক্ষে সেটা করা সম্ভব নয়। আপনারা এখানে বলেছেন, অভিযোগ করছেন, আচাইছি মগের বাড়ীতে কি হয়েছে সেটা বলেছেন। কিন্তু আমি মাননীয় সদস্যকে বলব, আমরা এস, ডি, ও,কে বলি, অফিসার দিয়ে প্রত্যেক গাঁও সভায় দাদনের টাকা পাঠান, খয়রাতি সাহায্য পাঠান। আমি আরও তথ্য দিয়ে দেখাব আপ-নারা কৈলাশহরে গিয়ে দেখুন, আমরা সেখানে কমিউনিষ্ট, কংগ্রেস বিচার করে সাহায্য দেই নাই।

মিঃ ডিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

মৌলানা আবদুল লতিফ :—আপনারা কৈলাশহরে গিয়ে দেখুন, যেসব ছেলের চাকুরী হয়েছে, শুধু কংগ্রেস ছেলেদেরই চাকুরী হয় নাই, কমিউনিষ্টদেরও হয়েছে। আমার সময় শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিঃ স্পীকার :—শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী আজকে এই হাউসের সামনে ১৯৭৩—৭৪ সালের যে আর্থিক বরাদ্দ চেয়েছেন, সেই বাজেট বরাদ্দকে আমি সমর্থন করি। আজকে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ণ রাজ্যে পরিণত হয়েছি এক বছর প্রায় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু গত বছর আমাদের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট ভাষণ রেখে-ছিলেন, সেই বাজেট ভাষণে যে বই প্রকাশিত হয়েছিল, সেটা ২৮ পৃষ্ঠা ছিল, সুতরাং আমাদের আশা ছিল আজকে যে বাজেট ভাষণ রাখবেন, সেটা আরও দীর্ঘ হবে, আরও সাধারণ লোকের আশা আকাঙ্খার কথা থাকবে, কিন্তু সেখানে যদিও কিছুটা রয়েছে, গত বছরের যে সমস্ত কথা তিনি রেখেছিলেন তাঁর বাজেট ভাষণের মধ্যে, সেটা কতটুকু কাজে পরিণত হয়েছিল, সেইরকম

কোন দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যেটা নাকি গঠনমূলক দিক সেটা বিশ্লেষণ করা দরকার। আমি সেই দিকে বলব, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা শুধু ক্রিটিসিজম করার জন্য এখানে আসেন, এবং এটাকে রাজনীতির ময়দান হিসাবে মনে করেন, কিন্তু আমি সেই দৃষ্টি ভংগী নিয়ে বলছি না। আমি বলছি যেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন এবং তার উপর যে ভাষণ রেখেছেন, তার মাধ্যমে বলেছেন যে শিক্ষা খাতে গত বছর আমাদের বাজেট বরাদ্দ ছিল ৬ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা, কিন্তু এই আর্থিক বছরে আমাদের বাজেট বরাদ্দ হচ্ছে ৭ কোটি ৬৯ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই অশিক্ষিত ত্রিপুরাতে যাতে শিক্ষার হার বাড়ে, এবং সাধারণ মানুষ যাতে শিক্ষিত হবার সুযোগ সুবিধা পায়, সেইদিক থেকে উনি অর্থ বরাদ্দ অনেক বেশী টাকা চেয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে গতবার যে তিনটি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হওয়ার কথা তাঁর ভাষণে বলা হয়েছিল, সেগুলি কোথায় কোথায় হয়েছে, তার কোন উল্লেখ নাই উনার ভাষণে। কিন্তু এই বছরও দেখতে পাই আরও নূতন নূতন তিনটি হাই স্কুল হবে কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার ১০টি সাবডিভিশনের মধ্যে, আমার মনে হয়, প্রত্যেক সাবডিভিশনে একটি করে গার্লস হাই স্কুল আছে, কিন্তু আমার অমরপুর সাবডিভিশনে একটিও গার্লস হাই স্কুল নাই। আপনার মারফত এই কেবিনেটকে অনুরোধ করব মাননীয় মন্ত্রীরা যেন অন্তত এই অবহেলিত অনুন্নত অমরপুর সাবডিভিশান আছে সেখানে যেন মেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পায়। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে অন্তত এই বছরেই যেন একটা স্কুল সেংশান করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এমন কোন কিছু চাই না—সাধারণ মানুষকে বাঁচতে গেলে প্রয়োজন যে চাকরীর সেটি আমরা পৌঁছাতে পারি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেখানে আমাদের এই সরকার পশ্চিমবংগে ত্রিপুরা ভবনের জন্য ২১ লক্ষ টাকা দিয়ে বাড়ী কিনতে পারে ২২০ লক্ষ টাকা দিয়ে ষ্টাফ কার কিনতে পারে, যে রাজবাড়ীতে ফুলগাছ করবার জন্য সিমেণ্ট প্লাষ্টার করবার জন্য আরও ১০ লক্ষ টাকার মত খরচ করতে পারে সেখানে সাধারণ মানুষের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার—আমি মনে করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নৃপেনবাবু বলেছেন, পুলিশী খাতে গত বছর যে অর্থ বরাদ্দ ছিল ২ কোটি ৫৭ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা আর এই বছর মাননীয় অর্থ মন্ত্রী সেখানে রেখেছেন ৪ কোটি ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। এই বিরাট অংক দেখে উনারা আতকে উঠেছেন। উনারা জানেন না, আজকে আধুনিক যুগে—আজকে আমরা যেখানে রকেটচড়ে যাচ্ছি আজকে যেখানে মানুষ দিন দিন উন্নত হচ্ছে সেখানে আজকে পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক পদ্ধতিতে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে উন্নত করার প্রয়োজন আছে—সেখানে আর্থিক বরাদ্দের প্রয়োজন আছে। উনি কেন আংকে উঠেন আমি বুঝতে পারি না। আমার মনে হয় যেটি নাকি ইতিহাসে লিখা ছিল—জ্যোতিবাবু পশ্চিমবংগে পুলিশ মন্ত্রী থাকা কালীন সেই পুলিশেরা পশ্চিমবংগের বিধান সভা আক্রমন করেছিল—সেই পুলিশরা মিছিল করে গিয়েছিল—সেই পুলিশকে উনারা ভয় পান। একটা কথা আছে every action has reaction—সেই পুলিশী মন্ত্রী জ্যোতিবাবু মনে করেছিলেন পুলিশ দিয়ে জনসাধারণকে কমিউনিষ্ট তৈরী করবেন।

সেই পুলিশরাই আবার বিদ্রোহ করল তাদের বিরুদ্ধে। সেজন্য উনারা পুলিশী খাতে বরাদ্দ দেখে আতংকে উঠেন। আপনাদের তো ভয় পাওয়ার কথা নয়। বন্ধুগন—আপনারা মনে করবেন—সাধারণ লোক যারা আছেন এই যারা নাকি সমাজে নিরাপদ ভাবে বাস করতে চায় তাদের পুলিশের দরকার আছে কাজেই আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি খুন রাহাজানি দিনের পর দিন বাড়ছে। তাদের দমন করতে হলে সেখানে পুলিশের দরকার আছে। আপনারা কেন সি, আর, পি, দেখে ভয় পাবেন। আপনারা কেন পুলিশের খাতে বরাদ্দ দেখে আত্‌কে উঠবেন আমি বুঝতে পারি না। তাই অনুরোধ করব আপনারা যদি শান্তিপুর্ণ ভাবে বাস করতে চান ভদ্রভাবে তাহলে ভয় করার কথা নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা পূর্ত্ত খাতে গত বছর দেখেছিলাম ২ কোটি ১২ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা আর এই বছর বরাদ্দ করা হয়েছে ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। মাননীয় স্পীকার স্যার, অমরপুর হইতে উদয়পুর যাওয়ার যে রাস্তা সেটাকে ওয়ান ওয়ে বলা হয়। অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং সেখানে এই রাস্তার যে টার্নিংগুলি আছে সেগুলি এত বড় টার্নিং যে একটা গাড়ী এক দিক থেকে আর এক দিকে আসতে গেলে এক্‌সিডেন্ট হওয়ার ভয় থাকে। তাই আপনার মারফত অনুরোধ করব এই আর্থিক বছরে সেই রাস্তা বড় করে অন্ততঃ এক্‌সিডেন্টএর হাত থেকে রক্ষার পরিকল্পনা নেবেন। এই বাজেটে তার উল্লেখ নাই—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষণে গত বছরের যে সমস্ত কাজের কথা উল্লেখ ছিল যেমন কাগজের কল পাটের কল, বৃহৎ শিল্পের কথা—কিন্তু কতটুক্ শিল্পে আমরা উন্নত হয়েছি। আজকে যদি আমরা মনে করি ত্রিপুরাতে কাগজের কল করব, পাট কল করব—কিন্তু তার যে র মেটেরিয়েল—এর দরকার হবে সেটি যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকে শুধু কাগজের কল করে শিল্প হবে না। সরকার কল করতে পারেন কিন্তু সেই কল করতে হলে সেই কলের কাচা মাল জোগাতে হলে—সেই জিনিষগুলি জোগাতে হলে কাঁচা মালের ব্যবস্থা করতে হবে। চিনির করব—চিনির কল করতে হলে যে সমস্ত মেটেরিয়েলস প্রয়োজন আছে সেই সমস্ত আখের দরকার আছে সেটি কতটুকু আমাদের এই পরিকল্পনার মধ্যে আছে সেটি আমি বুঝতে পারি না। তাই আপনার মারফত অনুরোধ করব আগামী দিনে এই মন্ত্রী সভা যাতে এই সমস্ত শিল্পের প্রতি লক্ষ্য রেখে যাতে মেটেরিয়েলসের উৎপাদন হতে পারে এই রকম বৈজ্ঞানিক উপায় সেটি যদি না করেন তাহলে সেটি পরিকল্পনা পরিকল্পনাই থেকে যাবে—.....

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার আর ৫ মিনিট সময় দিন।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন আমাদের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২৮—শিক্ষা খাতে শিক্ষিত বেকারদের কর্ম্মসংস্থানমূলক একটি প্রকল্প লওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে গত বৎসরে যেখানে ১০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল সেখানে ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে ২১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা হয়েছে। একই খা তে গ্রামীন কর্ম্মসংস্থানের জন্য ৬০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় গত বছর

আমাদের সরকার প্রায় ২,২৭৪টি পদে কর্মী নিয়োগ করেছেন। তাই আপনার মারফত আশা রাখব এই মন্ত্রী সভা আগামী দিনে আমাদের এই বেকার ভাইদের আরও বেশী পরিমান যাতে কর্মসংস্থান হতে পারে সেদিকে চিন্তা করে এই বিপুল পরিমান টাকা এই খাতে বরাদ্দ করেছেন। আজকে...

Mr. Deputy Speaker :—The House stands adjourned till 12-30 P. M. on Friday the 30th March, 1973.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—'A'.

STARRED QUESTION NO. 773
By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বিলনীয়া টাউন উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত টাকার মধ্যে ১৯৭৩ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে?

২) মূল পরিকল্পনার কত শতাংশ কাজ উক্ত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং

৩) অবশিষ্ট কার্য্য রূপায়নে আর কতদিন সময় লাগিবে?

উত্তর

১) বিলোনীয়া টাউন উন্নয়ণের জন্য কোন পৃথক পরিকল্পনা নাই এবং তার জন্য কোন অর্থও নাই।

২) এ প্রসঙ্গ উঠে না।

৩) প্রথম ও দুই প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 942.
By Shri Jaduprasanna Bhattacharjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সরকার অবগত আছেন কি খোয়াই শহরের সহিত বিভিন্ন গ্রামের যোগাযোগকারী নিম্নের রাস্তাগুলির বিভিন্ন ছড়ার উপরের ব্রিজগুলি কোথাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং কোথাও আদৌ কোন ব্রিজ নাই?

ক) খোয়াই—গুটিয়াতল via সিংহী ছড়া রাস্তার উপরে সিংহীছড়ার ব্রীজ।

খ) খোয়াই—চাম্পাহাওর via বাররিল রাস্তার লালছড়ার উপরের ব্রীজ।

গ) খোয়াই—আমপুরা via সোনাতলা রাস্তার ঘুংগাছড়ার উপরের ব্রীজ।

উত্তর

১) সরকার অবগত আছেন এবং ক্রমানুসারে এই ধরণের ব্রীজের কাজ করার ব্যবস্থা হইতেছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—'B'.

UNSTARRED QUESTION NO. 283
By Shri Bidya Gh. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত আসারামবাড়ী এলাকার চেরমা ছড়ার উপরে চেরমাছড়া এলাকার জমিগুলিতে সেচের জন্য একটি বাঁধ মঞ্জুরীকৃত ছিল কিন্তু উহা বাতিল করিয়া সুখিয়া বাড়ীর নিকটবর্তী দিনাছড়ার শাখার ছড়ার উপর মিলিটারীর সাহায্যে বড় বাঁধ দিয়া উক্ত চেরমা ছড়ার মৌজার জমিগুলিতে সেচের সুব্যবস্থা করার জন্য সরকার হইতে একটি পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে ?

২) যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে ১৯৭৩ ইং সনে তাহা কার্য্যকরী হইবে কি ?

উত্তর

১) আসারামবাড়ী এলাকায় চেরমা ছড়ার উপর চেরমা ছড়া এলাকায় জমিতে জল সেচের জন্য কোন বাঁধ মঞ্জুর হয় নাই। অতএব ইহা বাতিলের প্রশ্ন উঠে না। সুখিয়া বাড়ীর নিকটবর্তী দিনাছড়ার শাখারছড়ার উপর মিলিটারীর সাহায্যে বড় বাঁধ দিয়া চেরমাছড়া মৌজার জমি গুলিতে জলসেচের কোন পরিকল্পনা নাই। তবে, বেহালাবাড়ী গাঁওসভার অন্তর্গত সুখিয়া বাড়ীতে সুখিয়াছড়ার উপর একটি বাঁধ তৈরীর একটি প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

২) সুখিয়াবাড়ীতে সুখিয়াছড়ার উপর প্রস্তাবিত বাঁধটি ১৯৭৩ ইং সনে কার্য্যকরী হইবে কিনা তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ।

UNSTARRED QUESTION NO. 572
By Shri Nishi Kanta Sarkar
Shri Pakhi Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) খরা জনিত পরিস্থিতিতে দক্ষিণ ত্রিপুরার কোন সাবডিভিসনে কতটা পাম্পমেসিন দেওয়া হইয়াছে ? এবং

২) কোন সাবডিভিসনে কত হর্স (ঘোড়া) পাওয়ারে কতটা ?

উত্তর

১) ১৯৭২—৭৩ইং সনে খরা পারিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কৃষি বিভাগ কর্ত্তৃক দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় দেওয়া পাম্প সেটের মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা :—

উদয়পুর মহকুমা	১৪টি
অমরপুর মহকুমা	৭টি
বিলোনীয়া মহকুমা	১৬টি
সাব্রুম মহকুমা	১০টি
	মোট—৪৭টি

		১৫ অশ্বশক্তি	৫ অশ্বশক্তি
২) উদয়পুর মহকুমা		৩টি	১২টি
অমরপুর মহকুমা		১টি	৬টি
বিলোনীয়া মহকুমা		৪টি	১২টি
সাব্রুম মহকুমা		৩টি	৭টি
	মোট	১১টি	৩৬টি

UNSTARRED QUESTION NO. 262
By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া মহকুমার কালিকৃষ্ণনগর এবং হিমৎপুরে জনসাধারণ উচ্চ শক্তি সম্পন্ন জলের পাম্প মেসিন দ্বারা তাহাদের শস্যক্ষেত্রে কাকড়ীনদী হইতে জলসেচের জন্য কোন আবেদন করিয়াছিলেন কি ?

২) যদি সত্য হয় এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১) পূর্ত্তদপ্তর অবগত নহেন।

২) এ প্রসঙ্গ উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 671
By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কৈলাশহর বিভাগের গয়নারমা নরেশনগর কলোনীতে পুনর্বাসন প্রাপ্ত লোকদের জমি কি ফরেষ্ট দপ্তর তাদের রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করেছেন ?

২) যদি করে থাকেন, তবে ঐ জমি রিজার্ভ থেকে মুক্ত করা হবে কি না ?

উত্তর

১৷ কৈলাশহর বিভাগের গয়নারমা নরেশ নগর কলোনী ত্রিপুরা বন দপ্তরের ৭।২'৬১ইং তারিখের এক ১৩(২০), ফর ।৬১নং বিজ্ঞপ্তি অনুসারে লংথরাই প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বন ভূমির অন্তর্ভুক্ত।

২) ১৯২৭ইং সনের ভারতীয় বন আইন (১৯২৭ এর ১৬নং আইন) এর ৭নং ধারানুসারে "লংথরাই প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বন" ফরেষ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসারের তদন্তাধীন আছে। তদন্ত শেষে ফরেষ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার তাহার সুপারিশ সহ তদন্ত বিবরণী দাখিল করিবেন। কেবলমাত্র এই তদন্ত বিবরণী প্রাপ্তির পরেই সরকার ঐ জমি সম্পর্কে বিবেচনা ক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে।

UNSTARRED QUESTION NO. 766

by Shri K. P. Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) মন্ত্রী সভার সদস্যদের সরকারী বা নিজস্ব বাস ভবনে গৃহ সজ্জার জন্য কি কি আসবাব পত্র সরবরাহ করা হয় এবং এই সম্পর্কে নিয়ম কি ?

২) মন্ত্রীসভার বর্ত্তমান মন্ত্রী, উপমন্ত্রীদের প্রত্যেকের গৃহ সজ্জার জন্য কি কি আসবাবপত্র দেওয়া হয়েছে তাহার বিবরণ ;

৩) উল্লিখিত আসবাবপত্রের মূল্য ;

৪) বর্ত্তমান সরবরাহকৃত আসবাবপত্র বদলানো সম্পর্কে কোন নিয়ম আছে কিনা এবং থাকিলে তাহা কি ?

উত্তর

১) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়। এ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম বিধি তৈরী হয় নাই।

২) এবং ৩) সংযোজনী 'ক' দ্রষ্টব্য।

৪) নিয়ম নাই।

সংযোজনী—'ক'

আবাসিকের নাম—শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত, মুখ্যমন্ত্রী

আবাস নম্বর ২১ (নন্-টাইপ)

ক্রমিক নং	আসবাবপত্রের নাম	সংখ্যা	মূল্য
১	২	৩	৪
১)	বেড্ষ্টেড্ (একক)	১ টি	১৭৮·০০
২)	আলনা	২ ,,	৬৪·০০
৩)	কাঠের রেক	১ ,,	৩৮·০০
৪)	কর্ণার টেবিল	১ ,,	৪৫·০০
৫)	টেবিল	২ ,,	৮০·০০
৬)	সোফা সেট	১ সেট	৫৭৮·০০
৭)	সিঙ্গেল সোফা চেয়ার	৫ টি	১০৮০·০০
৮)	বুক কেইস আলমারী	১ ,,	১৮১·০০
৯)	স্কোয়ার সেণ্টার টেবিল	১ ,,	১৮০·০০
১০)	কুষন টুল	১ ,,	৪০·০০
১১)	কাঠের চেয়ার	১ ,,	২৫·০০
১২)	ষ্টীল চেয়ার	১৭ ,,	৫১০·০০
১৩)	টেবিল (৩′—৬″X১—৬″X১′—৬″)	১ ,,	৯৫·০০
১৪)	সাইড টেবিল	৬ ,,	২৪০·০০
১৫)	কফি টেবিল	১ ,,	২০০·০০
১৬)	ফোলডিং ষ্টীল চেয়ার	১৬ ,,	৪৪৮·০০
১৭)	ষ্টিল কট	৫ ,,	১০০০·০০
১৮)	চেয়ার, হাতল ছাড়া বেতের ছাউনী	১ ,,	২৫·০০
১৯)	ডানলপ মেট্রেস (সিঙ্গেল)	২ ,,	৮৮০·০০
২০)	কুষন সহ হাতল বিহীন, চেয়ার	৬ ,,	২৭০·০০
২১)	হাতল সহ প্লাষ্টিক বেতের ছাউনী দেওয়া চেয়ার	১ ,,	৫৫·০০
২২)	চেয়ারের জন্য ডানলপ সিট	১ ,,	৪২·০০
২৩)	ফুল সেক্রেটারীয়েট টেবিল	১ ,,	৪০০·০০
২৪)	সতরঞ্চি	৪ ,,	৬২০·০০
২৫)	ডানলপ পিলো	৪ ,,	২০৮·০০
২৬)	ডানলপ মেট্রেস (সিঙ্গেল)	১ ,,	৪৪০·০০
২৭)	জুট মেট	৪ টি	১২৮৯·৫৭
২৮)	রিলাসন মেট্রেস (একক)	১ ,,	২৮৮·০০
২৯)	বেঞ্চ	২ ,,	১৭০·০০

১	২	৩	৪
৩০)	আলমিরী, কাঁচের দরজা দেওয়া	১ টি	২১০·০০
৩১)	ভিজিটার্স' চেয়ার	৫ ,,	১০০০·০০
৩২)	ড্রেসিং টেবিল	১০ ,,	৫১৮·০০
৩৩)	আলনা	২ ,,	৬৭·০০
৩৪)	ওয়াড্রোভ	১ ,,	৩২২·০০
৩৫)	হাতলসহ চেয়ার, প্লাষ্টিক বেতের ছাউনী	৪ ,,	২০০·০০
৩৬)	কাঠের খাট (একক)	৩ ,,	৬৯০·০০
৩৭)	ড্রেসিং টুল	২ ,,	৫৮·০০
৩৮)	সোফা চেযার রেকসিন্ কভার	৪ ,,	২০০·০০
৩৯)	সেন্টার টেবিল	১ ,,	৩৫·০০
৪০)	ডাইনীং চেযার	৫ ,,	১৩৭·০০
৪১)	আলমিরা	১ ,,	১১৫·০০
৪২)	হাতলবিহীন চেয়ার, বেতের ছাউনী	২ ,,	৩২·০০
৪৩)	সোফা সেট	১ সেট	৫৭৫·০০
৪৪)	সেন্টার টেবিল	১ টী	
৪৫)	ওযার্ডবোব	১ ,,	৫৭০·০০
৪৬)	চেয়ার, প্লাষ্টিক বেতের ছাউনী	৫ ,,	২৫০·০০
৪৭)	জুট মেট	১ ,,	২৯১·০০
৪৮)	জুট কার্পেট	১ ,,	৩২০·০০
৪৯)	খাবার টেবিল	১ ,,	১২৫·০০
৫০)	সেন্টার টেবিল	১ ,,	৪০·০০
৫১)	হাতল বিহিন প্লাষ্টিক বেতেব চেয়ার	৫ ,,	১৬৫·০০
৫২)	হাতলসহ প্লাষ্টিক বেতের চেযার	১ ,,	৭৭·০০
৫৩)	রিফ্রেজেরেটার	১ ,,	১৯৬০·০০
৫৪)	বেড্ কভার	৪ ,,	১৬০·০০
৫৫)	মশারী	১ ,,	৭০·০০
৫৬)	দরজা ও জানালার পর্দা	৬৮ ,,	১৬৯০·৭৫
৫৭)	সোফা কভার	১৩ ,,	২৮২·৭৩
৫৮)	দরজা ও জানালর পর্দা	১০৭ ,,	
৫৯)	সোফা কভার	১২ ,,	১৫৮৮·০০
৬০)	জুট মেট্	১ ,,	২৪·০০
৬১)	সোফা মেট	১ সেট	৩২০·০০

১	২	৩	৪
৬২)	খাবার টেবিল (ফরমাইকা)	৩ টী	১২৯০·০০
৬৩)	চেয়ার, হাতল ছাড়া বেতের ছাউনী	১৯ ,,	৭৭২·০০
৬৪)	খাবার টেবিল	১ ,,	৮৫·০০
৬৫)	ডাইনিং চেয়ার	১০ ,,	৩৮০·০০
৬৬)	ডোর মেট্‌	৫ ,,	৭৮·০০
৬৭)	মগ (বড়)	৬ ,,	১৫·০০
৬৮)	ড্রেসিং টেবিল	১ ,,	২৭০·০০
৬৯)	ডোর মেট্‌	২ ,,	২৪·০০
৭০)	ডাইনীং টেবিল	১ ,,	১৭০·০০
		মোট	২৪,৮২৬·০৫

আবাসিকের নাম :—শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী, অর্থমন্ত্রী

আবাস নম্বর :—৭ (নন টাইপ)

ক্রমিক নং	আসবাব পত্রের নাম	সংখ্যা	মূল্য
১	২	৩	৪
১)	সিঙ্গেল বেডেড কট	১ টি	১০০·০০
২)	কট, সিঙ্গেল	১ ,,	২২০·০০
৩)	কট ডাবল	২ ,,	৫৪০·০০
৪)	আলমিরা গ্লাস ডোর	১ ,,	২২০·০০
৫)	আলনা	১ ,,	১৯·০০
৬)	ওয়াড রোব	১ ,,	৫৭০·০০
৭)	ড্রেসিং টেবল	১ ,,	২৭০·০০
৮)	ডাইনিং টেবল	১ ,,	২৫৯·০০
৯)	ডাইনিং চেয়ার	৬ ,,	
১০)	চেয়ার আরমলেছ প্লাষ্টিক কেইন	২ ,,	৯৪·০০
১১)	ছোফা সেট	১ সেট	৫৭৫·০০
১২)	সেণ্টার টেকল	১ টি	
১৩)	সেন্টার টেবল	১ ,,	৩৫·০০
১৪)	সাইড টেবল	১ ,,	১৯·০০
১৫)	বেঞ্চ	১ ,,	৮৫·০০
১৬)	ড্রেসিং টেবল	১ ,,	১৭০·০০

১	২	৩	৪
১৭)	ড্রেসিং ষ্টুল	২টি	৫৮·০০
১৮)	ডানলপ মেট্রেস (ডাবল)	২ ,,	১,৩৫০·০০
১৯)	ডানলপ মেট্রেস (সিংগল)	১ ,,	৪৪০·০০
২০)	রিলেক্সন মেট্রেস (সিংগল)	১ ,,	২৩০·০০
২১)	ফোম মেট্রেস	১ ,,	২৫০·০০
২২)	বেড ষ্টিড (সিংগল)	১ ,,	১৮০·০০
২৩)	জুট মেট	১ ,,	২৬০·০০
২৪)	উডেন সাইড বোর্ড	১ ,,	১২৬·০০
২৫)	বুক শেলভ	১ ,,	৭৫·০০
২৬)	আলনা	২ ,,	৩৬·০০
২৭)	উডেন চেয়ার	১ ,,	২৫·০০
২৮)	উডেন আলমিরা	১ ,,	৭৫·০০
২৯)	রিফ্রেজেটর	১ ,,	১২৬·০০০
৩০)	ডোর মেট	৪ ,,	৩২·০০
৩১)	ডোর এণ্ড উইণ্ডো স্ক্রিন	৩৪ ,,	৭৬১·২৪
৩২)	ডোর এণ্ড উইণ্ডো স্ক্রিন	৩৭ ,,	৯৮৮·০০
৩৩)	সোফা কভার	৬ ,,	১৩৫·০০
৩৪)	প্লাষ্টিক কেইন চেয়ার উইথ আরম	৪ ,,	২০০·০০
৩৫)	ডোর মেট	২ ,,	১৯·০০
		মোট—	১০৩৫০·২৪

আবাসিকের নাম :—শ্রী এম, নাথ (স্বাস্থ্য মন্ত্রী)
আবাস নম্বর—৬ (নন টাইপ)।

ক্রমিক নং	আসবাব পত্রের নাম	সংখ্যা	মোট মূল্য
১	২	৩	৪
১)	রেফ্রিজেটর	১ টি	১৯৬০ টাকা
২)	সিংগ্যাল কট	৩ ,,	৬৯০ ,,
৩)	ডাবল কট	১ ,,	২৭০ ,,

১	২	৩	৪
৪)	ডাইনিং টেবিল	১টি	২৫১ টাকা
৫)	ডাইনিং চেয়ার	৬ ,,	
৬)	ড্রেসিং টেবিল	১ ,,	২৭০ ,,
৭)	ড্রেসিং টেবিল	১ ,,	১৭০ ,,
৮)	ড্রেসিং ষ্টুল	১ ,,	২৯ ,,
৯)	সোফাসেট	১ সেট	
১০)	সেণ্টার টেবিল	১টি	৫৭৫ ,,
১১)	সেণ্টার টেবিল	১ ,,	৩৫ ,,
১২)	হাতল বিহিন প্লাষ্টিক্ বেতের ছাউনি চেয়ার	৪ ,,	১৩২ ,,
১৩)	হাতল সহ প্লাষ্টিক বেতের চেয়ার	৪ ,,	২০০ ,,
১৪)	আলনা	৩ ,,	১০০ ,,
১৫)	রিলাক্সন মেট্রেস (একক)	১ ,,	২৯০ ,,
১৬)	রিলাক্সন মেট্রেস দ্বিত্ব)	১ ,,	৪২৫ ,,
১৭)	রিলাক্সন মেট্রেস (একক)	১ ,,	২৮৮ ,,
১৮)	ফোম ম্যাট্রেজ	১ ,,	২৫০ ,,
১৯)	সাইড টেবিল	১ ,,	১৯ ,,
২০)	বেঞ্চ	১ ,,	৮৫ ,,
২১)	কাচের দরজা আলমিরা	১ ,,	২২০ ,,
২২)	ওয়াড রব	১ ,,	৫৭০ ,,
২৩)	আরাম কেদারা	১ ,,	[illegible]০ ,,
২৪)	কাঠের চেয়ার	[illegible] ,,	৫০ ,,
২৫)	ড্রয়ারযুক্ত টেবিল	১ ,,	৪৮ ,,
২৬)	জুট ম্যাট	১ ,,	২৫৮ ,,
২৭)	ডোর ম্যাট	৩ ,,	৩০ ,,
২৮)	দরজা জানালার পর্দা	৩১ ,,	৬১৪ ,,
২৯)	দরজার ম্যাট	১ ,,	৭ ,,
৩০)	দরজা জানালার পর্দা	৩৪ ,,	৮৭৫ ,,
৩১)	সেফ কভার	৬ ,,	১২৫ ,,
		মোট—	৮,৮১৪ টাকা

আবসিকের নাম :—শ্রীক্ষিতীশ দাস (বন মন্ত্রী)

আবাস নম্বর—১২ (নন টাইপ)

ক্রমিক নম্বর	আসবাব পত্রের নাম	সংখ্যা	মূল্য
১	২	৩	৪
১)	সিঙ্গেল কট	১ টি	২২০·০০
২)	ডাবল কট	২ ,,	৫৪০·০০
৩)	ড্রেসিং টেবিল	১ ,,	১৭০·০০
৪)	ড্রেসিং টুল	১ ,,	২৯·০০
৫)	ড্রেসিং টেবিল	১ ,,	২৭০·০০
৬)	সোফা সেট	১ সেট	৫৭৫·০০
৭)	সেন্টার টেবিল	১ টি	
৮)	চেয়ার হাতল ছাড়া প্লাষ্টিক বেতের ছাউনি	৪ ,,	১৩২·০০
৯)	চেয়ার হাতল সহ প্লাষ্টিক বেতের ছাউনি	৪ ,,	২০০·০০
১০)	আলনা	২ ,,	৩৮·০০
১১)	বেঞ্চ	১ ,,	৮৫·০০
১২)	সেন্টার টেবিল	১ ,,	৩৫·০০
১৩)	রিলাক্সন মেট্রেস	১ ,,	২৩০·০০
১৪)	ডানলপ মেট্রেস (ডাবল)	১ ,,	৬৭৫·০০
১৫)	আলমারী কাচের দরজা	১ ,,	২২০·০০
১৬)	ওয়ার্ড রোব	১ ,,	৫৭০·০০
১৭)	ডাইনীং টেবিল	১ ,,	২৫১·০০
১৮)	ডাইনীং চেয়ার	৬ ,,	
১৮)	ফোম মেট্রেস	২ ,,	৫০০·০০
২০)	কাঠের চেয়ার	২ ,,	৫০০·০০
২১)	ডানলপ মেট্রেস (ডাবল)	১ ,,	৬৭৫·০০
২২)	জুট মেট	১ ,,	৩০৬·০০
২৩)	কট	১ ,,	২৩০·০০
২৪)	রিফ্রেজেটার	১ ,,	১৯৬০·০০
২৫)	ডোর মেট	২ ,,	২৪·০০
২৬)	দরজা ও জানালার পর্দা	৩৭ ,,	৭০০·০০
২৭)	দরজা ও জানালার পর্দা	৩৫ ,,	৮০০·০০
২৮)	সোফা কভার	৬ ,,	১১৩·০০

মোট— টাঃ ১০,০৬৩·০০

আবাসিকের নাম : **শ্রীহরিচরণ চৌধুরী, (উপজাতি উন্নয়নমন্ত্রী)**

আবাস নম্বর—২২ (নন টাইপ)

ক্রমিক নং	আসবাবপত্রের নাম	সংখ্যা	মূল্য
১।	সোফাসেট	১ সেট	
২।	সেণ্টার টেবিল	১ টি	৫৭৫·০০
৩।	পেগ টেবিল	২ টি	
৪।	ড্রেসিং টেবিল	১ টি	২২৫·০০
৫।	উডেন বেড ষ্টেট (একক)	২ টী	৩৫৬·০০
৬।	উডেন বেড ষ্টেট (ডাবল)	১ টি	১৮৫·০০
৭।	ড্রেসিং টুল	২ টি	৩৪·০০
৮।	ডাইনিং টেবিল	১ ,,	১৭০·০০
৯।	আলমারী, আয়না দেওয়া	১ ,,	২২৪·০০
১০।	ওয়াড্রব	১ ,,	৩২২·০০
১১।	আলনা	২ ,,	৬৪·০০
১২।	মিটসেফ	১ ,,	১২৫·০০
১৩।	ডাইনিং চেয়ার হাতল ছাড়া	৫ ,,	১২৫·০০
১৪।	কাঠের চেয়ার হাতল ছাড়া	৪ ,,	২৪৮·০০
১৫।	সিঙ্গেল বেড কট	৩ ,,	৩০০·০০
১৬।	কারবন ফিল্‌টার	১ ,,	৬০·০০
১৭।	সেণ্টার টেবিল	২ ,,	৭০·০০
১৮।	আলমারী, আয়না দেওয়া দরজা	১ ,,	২১০·০০
১৯।	বেঞ্চ	১ ,,	৮৫·০০
২০।	চেয়ার, হাতল সহ	৪ ,,	২০০·০০
	প্লাষ্টীক বেতের ছাউনি		
২১।	ফোম মেট্রেস	৩ ,,	৭৫০·০০
২২।	সোফা সেট	১ সেট	৫৭৫·০০
২৩।	সেণ্টার টেবিল	১ ,,	
২৪।	ড্রেসিং টেবিল	১ ,,	২৭০·০০
২৫।	আলনা	১ ,,	১৯·০০
২৬।	জুট মেট	১ ,,	২৬৮·০০
২৭।	ডানলপ মেট্রেস (ডাবল)	১ ,,	৬৭৫·০০
২৮।	ডানলপ মেট্রেস (সিঙ্গল)	২ ,,	৮৮০·০০
২৯।	রিফ্রেজেটর	১ ,,	১৯৬০·০০

১	২	৩	৪
৩০।	ডোর মেট	৬টি	৪০·০০
৩১।	দরজা ও জানালার পর্দা	২১ ,,	৪৩৬·০০
৩২।	দরজা ও জানালার পর্দা	৩২ ,,	৮০০·০০
৩৩।	সোফা কভার	৬ ,,	১৫৩·০০
৩৪।	ডোর মেট	২ ,,	১৯·০০
		মোট—	১০,৩৯৩·০০

আবাসিকের নাম—এম, আলি (উপমন্ত্রী)

আবাস নম্বর—২ (নন্ টাইপ)

ক্রমিক নং	আসবাব পত্রের নাম	সংখ্যা	মূল্য
১।	সোফা সেট	১ সেট	৫৭৫ টাকা
২।	সেণ্টার টেবিল	১ টি	
৩।	বেড ষ্টিড (দ্বিত্ব)	১ ,,	২৭০ ,,
৪।	বেঞ্চ	১ ,,	৮৫ ,,
৫।	কাচের দরজা আল্‌মিরা	১ ,,	২১০ ,,
৬।	প্লাষ্টিক বেতের হাতল বিহিন চেয়ার	৬ ,,	১৯৮ ,,
৭।	ড্রেসিং টেবিল	১ ,,	২৭০ ,,
৮।	ড্রেসিং ষ্টোল	১ ,,	২৯ ,,
৯।	ডাইনিং টেবিল	১ ,,	১০৮ ,,
১০।	ডাইনিং চেয়ার	৫ ,,	১২৫ ,,
১১।	ডানলপ ম্যাট্রেস	১ ,,	৪৪০ ,,
১২।	ওয়ার্ড রোব	১ ,,	৩৪৮ ,,
১৩।	বেড সাইড টেবিল	২ ,,	৯০ ,,
১৪।	সোফা সেট	১ সেট	৩৪৯ ,,
১৫।	সেণ্টার টেবিল	১ টি	
১৬।	পেগ টেবিল	২ ,,	
১৭।	কাঠের খাট (একক)	৩ ,,	৫২৫ ,,
১৮।	কাঠের চৌকি	২ ,,	৬৮ ,,
১৯।	ড্রেসিং আলমিরা গ্লাস যুক্ত	১ ,,	২০০ ,,
২০।	আল্‌না	৪ ,,	১০০ ,,
২১।	টি টেবিল	১ ,,	২২ ,,
২২।	ইজি চেয়ার	১ ,,	৫০ ,,

১	২	৩	৪
২৩।	ড্রয়ার যুক্ত টেবিল	১টি	৪৭ ,,
২৪।	হাতল বিহিন বেতের চেয়ার	২ ,,	৭০ ,,
২৫।	ড্রেসিং টেবিল	১ ,,	১৯০ ,,
২৬।	ডানলপ ম্যাট্রেস (দ্বিত্ব)	১ ,,	৬৭৫ ,,
২৭।	রিলাকসন ম্যাট্রেস (একক)	১ ,,	২৯০ ,,
২৮।	জুট ম্যাট	১ ,,	৪৯৮ ,,
২৯।	ডোর ম্যাট	২ ,,	২৪ ,,
৩০।	দরজা জানালার পর্দা	২১ ,,	৪৯৭·০৪ ,,
৩১।	দরজা জানালার পর্দা	৩১ ,,	৮৪১·২৫ ,,
৩২।	সোফা কাভার	৬ টি	
			মোট—৬,১৯৪·২৯

UNSTARRED QUESTION NO. 882

By Shri Sunil Ch. Datta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department) be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) বর্তমান আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরায় মোট কি পরিমাণ বন ভূমিতে বনায়ন (Plantation করা হইতেছে, তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

রিজার্ভ ও Protected Forest এর পৃথক হিসাব সহ।

উত্তর

বর্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৭২—৭৩ইং) ত্রিপুরায় নিম্নলিখিত মহকুমায় নিম্নলিখিত পরিমাণ বনায়ন করা হইয়াছে। সংরক্ষিত, প্রস্তাবিত সংরক্ষিত এবং রক্ষিত বনের পৃথক পৃথক হিসাবও নিম্নে দেওয়া গেল।

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	বনায়নের পরিমাণ (হিসাব হেক্টরে)			
		সংরক্ষিত বনে	প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনে	রক্ষিত বনে	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১	সদর	২৬৭·৩০	১২·৭০	৪·০০	২৮৫·০০
২	সোনামুড়া	—	১১৫·৯০	২·০০	১১৭·৯০
৩	উদয়পুর	৫৬·০০	১১৮·৩০	—	১৭৪·৩০

১	২	৩	৪	৫	৬
৪	অমরপুর	১৪৬·০০	৪৫·০০	৬২·৫০	২৫৩·৫০
৫	বিলোনীয়া	১৫৫·০০	১২৭·৪০	৪৫·০০	৩২৭·৪০
৬	সাবরুম	৭৬·০০	—	২৬·০০	১০২·০০
৭	খোয়াই	৪৯২·৯৬	১৪·৮০	১১·৩০	৫১৯·০৬
৮	কমলপুর	১৫৭ ৮০	৫৮·০০	২৫·২০	২২১·০০
৯	ধর্ম্মনগর	৫২৮·০০	—	১১৮·৭০	৬৪৬·৭০
১০	কৈলাসহর	২১৪·০০	১১৪·০০	৯৫·০০	৪২৩·০০
		মোট—২,০৭৩·০৬	৬০৬·১০	৩৮৯·৭০	৩,০৬৮·৮৬

এতদ্‌ব্যতীত ১৯৭৩—৭৪ইং সনে বনায়ন করার জন্য নিম্নলিখিত মহকুমায় নিম্নলিখিত পরিমাণ বন ভূমিতে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ এই বৎসর (১৯৭২—৭৩ইং) আরম্ভ করা হইয়াছে। সংরক্ষিত, প্রস্তাবিত সংরক্ষিত এবং রক্ষিত বনের পৃথক হিসাবও সেই সঙ্গে দেওয়া গেল।

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	প্রস্তাবিত বনায়নের পরিমাণ (হিসাবে হেক্টর)			
		সংরক্ষিত বনে	প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনে	রক্ষিত বনে	মোট
১	সদর	২৭০·০০	১২·০০	—	২৮২·০০
২	সোনামুড়া	—	১৬৫·০০	২·০০	১৬৭·০০
৩	উদয়পুর	৯০·৭০	১৬০·৩২	—	২৫১·০২
৪	অমরপুর	১৬৭·০০	৪০·০০	১৫৬·০০	৩৬৩·০০
৫	বিলোনীয়া	২২৪·০০	২৭২,৭০	৪৬·০০	৫৪১·৮০
৬	সাবরুম	১২১·০০	—	৫৬·০০	১৭৭·০০
৭	খোয়াই	৫৫২·০০	২১·০০	৫০·০০	৬২৩·০০
৮	কমলপুর	১৬৮·০০	৬০·০০	২৫·০০	২৫৩·০০
৯	কৈলাসহর	২২১·০০	১৪৯·০০	১৫৬·৭০	৫২৬·০০
১০	ধর্ম্মনগর	৭৬৭·০০	—	১৩৭·০০	৯০৪·০০
	মোট—	২৫৮০·৭০	৮৮০·০২	৬২৭·০০	৪০৮৭·৭২

প্রকাশ থাকে যে প্রথমাবস্থায় ১৯৭৩-৭৪ ইং সনে মোট ৩৯০৯·৭২ হেক্টর বন ভূমিতে বনায়ন করার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উহা বর্দ্ধিত করিয়া এখন পর্য্যন্ত ৪০৮৭·৭২ হেক্টর করা হইয়াছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Friday, the 30th March, 1973.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 12-30 P. M. on Friday, the 30th March, 1973

PRESENT

Mr. Speaker (Shri Manindra Lal Bhowmik) in the Chair, Chief Minister, 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, the Deputy Speaker and 46 Members.

Mr. Speaker—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Minister, concerned. Now, I would call on Shri Pakhi Tripura & Sri J. K. Majumder.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২০১।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২০১।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার কাগজ শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে গত ১০ বছরে কয়বার সারভে করা হয়েছে এবং তাতে মোট কত টাকা খরচ করা হয়েছে তার বিবরণ ;

২) ত্রিপুরায় কাগজ শিল্প স্থাপনে সম্ভাবনা আছে কি ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় কাগজ ও কাগজের মণ্ড তৈরী করার সম্ভাবনা আছে কি না তা জানবার জন্য গত ১০ বছরে দুইবার সারভে করা হয়েছে। প্রথমে ১৯৬৫ ইং সনে কাগজ শিল্পের উপর একটি প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে এবং তারজন্য মোট ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছিল। সম্প্রতি অন্য একটি প্রিলিমিনারী রিপোর্ট তৈরী হয়েছে এবং তার জন্য মোট ৭০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে।

২) হ্যাঁ।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় বললেন যে কাগজের কল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই কবে পর্য্যন্ত এটা, কাগজ কল স্থাপন সম্ভব হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে প্রথমবার যে প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছিল এইটা গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া যতটা বিবেচনা করা দরকার ছিল ততটা বিবেচনা করেন নি। কাজেই একটু লেট হয়েছে। এইবার যেটা প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী হয়েছে, নতুন বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে সেইটাতে, আমরা প্রজেক্ট রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছি গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে। অতি শীঘ্রই গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে এই সম্পর্কে ফয়সালা হবে।

তবে এইটুকু বলতে পারি এই সম্পর্কে প্লেনিং কমিশনের সঙ্গে যে ডিসকাশন হয়েছে তাতে মোটা-মুটি একটা টোটাল ধরা হয়েছে এবং যাতে প্লেনিং কমিশনের পক্ষে আর বেশী টাকা দিতে অসুবিধা না হয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার:—সাপলিমেন্টারী স্যার, প্রথমবার যে সারভে করা হয়েছে এবং তার জন্য যে ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা খরচ হলো সেইটা কি ত্রিপুরার ষ্টেট বাজেট থেকে খরচ হল না সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের বাজেট থেকে খরচ করা হলো ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, তখন ইউনিয়ন টেরিটরি হিসাবে ছিল, কাজেই এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে প্রথম যে সারভেটা করা হয়েছিল, কার মাধ্যমে করা হয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেইটা করা হয়েছিল নেশন্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে, এই টেকনোলজিক্যাল কনসালটেশন বুরো।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি এই যে রিপোর্টএ একটি কাগজ কল এখানে হতে পারে এই রকম ফেভারেবল রিপোর্ট ছিল কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ওতে যে রিপোর্ট ছিল সেইটাতে যদিও বলা হয়েছিল যে কাগজ শিল্প এখানে গড়া যায় কিন্তু তখন সেইটা ফাইলস রেকর্ড হিসাবে তখন সেইটা রেকর্ডেড হয়েছিল। কিন্তু আজকে লিষ্টিতে এত কম সুযোগসুবিধা নিয়ে একটা শিল্প গড়ে তোলা ঠিক নয় বলে, ইকনমিক হয় না বলে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া মনে করে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে কোন্ কোন্ এলাকায় সারভে করা হয়েছে এবং কোন এলাকায় জোর রো মেটিরিয়েলস ইত্যাদি সব দিক বিবেচনা করে একটি কাগজ শিল্প গঠন করা যায় এই রকম সম্ভাবনার কথা বলেছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে বিশেষভাবে কুমারঘাট অঞ্চল-টাই দেখা হয়েছিল আগেরবার এবং এইটা যেহেতু ত্রিপুরার কারখানা সেই হেতু রো মেটে-রিয়েলস কি পরিমাণ পাওয়া যাবে সেইটা দেখা হয়েছে এবং কুমারঘাট এরিয়াটাই বিশেষ করে দেখা হয়েছিল।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন যে এইটা কি সত্যি যে আরও কয়েকটা এলাকায় যেমন তেলিয়ামুড়া এলাকা ইত্যাদি সব জায়গায়ও সারভে করা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে এইবার আরও ডিটেইলড সারভে করা হয়েছে। তার মধ্যে তেলিয়ামুড়া অঞ্চল রয়েছে, অমরপুরের কিছু অংশ রয়েছে এবং যেখানে বাঁশ বা রো মেটিরিয়েলস আছে সেই রকম সব জায়গাতেই তারা দেখেছেন, দেখে তারা একটা রিপোর্ট সাবমিট করেছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় এই কথা স্বীকার করেন কি যে, কাগজ শিল্পের কথা চিন্তা করে বাংলাদেশে বাঁশ পাঠানো আমাদের বন্ধ করা উচিত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমরা বিবেচনা করে দেখেছি যে আমাদের এখান থেকে যে বাঁশ পাঠানো হয় তা কাগজ শিল্পের কোন ক্ষতি করবে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—সাপলিমেন্টারী স্যার, ১৯৬৫ সালে যে সারভে করা হলো তার দাম হলো ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। আমি সারভে রিপোর্টের দাম বলছি, আর এইবার যেটা করা হলো, সম্প্রতি যেটা করা হলো তার দাম হলো ৭০ হাজার টাকা। মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলেছেন ৭০ হাজার টাকার যে সারভে রিপোর্ট তাতে ডিটেইলড সারভে করা হয়েছে, আগে সারভে রিপোর্ট যে দেওয়া হয়েছিল সেইটা কি ডিটেইলড করা হয় নি? তাই কি বুঝবো আমরা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর আমি আগেই দিয়েছি যে আগেরবার যেটা করা হয়েছিল, আজকের দিনে এইটা যতখানি দরকার সেইটা ছিল না বলে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া বুঝতে পারছেন। সেইজন্য নতুনভাবে আবার প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করতে হয়েছে। আগের রিপোর্টটা ডিটেইলসই ছিল এবং এইবারের যেটা করা হয়েছে সেইটাও ডিটেইলসই, তবে শেষেরটা তৈরী হয়েছে আজকের দিনের পরিস্থিতি অনুযায়ী।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় বললেন আগেরটা ডিটেইলস ছিল এইবারেরটাও ডিটেইলস তাহলে এইবারেরটা মোর ডিটেইলস ? এইটাইতো বুঝতে হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বাস্তবতায় এইটা বছরের পর বছর একটা পরিবর্ত্তন আসছে, আগেরটা হয়েছে ১৯৬৫ সনে আর এইটা হলো ১৯৭১-৭২ সনে। কাজেই এই যে ফারাকটা এই ফারাকটার মধ্যে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে বাঁশ রো মেটেরিয়েলস শুধু দেখলে হয় না। তার মধ্যে দেখতে হবে তার সামনে নদী আছে কি না, সেই সম্ভাবনা কতটুকু আছে, পাওয়ার কতটুকু আছে যেগুলি সম্পর্কে আগে ততটা বিবেচনা করা হয় নাই। কিন্তু এইবার এই সমস্ত ডিটেইলস বিবেচনা করা হয়েছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মশায়ের জানা আছে কি গত সারভে রিপোর্ট দাখিল করার পর আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য কাছার, নাগাল্যাণ্ডে দুইটি কাগজের কল স্থাপনের ব্যবস্থা চলছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার যতটুকু জানা আছে, ভারতবর্ষে কাগজের যতটুকু চাহিদা আছে তাতে কোনখানে হলো না হলো সেই নিয়ে আমাদের ত্রিপুরার মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। আমাদের ত্রিপুরার কাজ চললেই হলো।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৫৯১।

শ্রীমুনছর আলী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৫১১।

প্রশ্ন

১) অমরপুর ব্লক অফিসে কি একটি সিনেমা ইউনিট আছে।

২) থাকিলে ১৯৭১—৭২—৭৩ ইং সনের ফেবরুয়ারী পর্য্যন্ত মোট কতটি সিনেমা শো দেখান হয়।

৩) কি খাতে ১৯৭১—৭২ ইং সনে কর্ম্মচারীর বেতন সহ মোট ব্যয়ের পরিমান কত ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ১৯৭১—৭২ সনে ৯টি সিনেমা শো এবং ১৯৭০—৭৩ সনের ফেবরুয়ারী পর্য্যন্ত ২৫টি সিনেমা শো।

৩) ১৯৭১—৭২ ইং সনে বেতন সহ মোট ব্যয়ের পরিমাণ টাকা ৯,৫৮৯·২০ পয়সা। তন্মধ্যে কর্ম্মচারীর বেতন ৪,০৬৯·২০ টাকা।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ৭১—৭২ সালে মাত্র ০৫টা সিনেমা শো দেখানো হয়েছিল আর ৭২—৭৩ সালে দেখানো হল মাত্র ৯টা—এর কি কারণ ?

শ্রীমুনছর আলী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মেশিনটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—তাহলে এটা কি ৭২—৭৩ সালে নষ্ট হয়েছিল না কি ৭১—৭২ সালে নষ্ট হয়েছিল ?

শ্রীমুনছর আলী :—নষ্ট ছিল না, ২৫ বার দেখানো হয়েছে। এটা বর্ষাকালে দেখানো হয়। সেজন্য কম দেখানো হয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বার মাসে কতদিন বর্ষাকাল থাকে এবং কতদিন সিনেমা বন্ধ থাকে ?

শ্রীমুনছর আলী :—আষাঢ় শ্রাবণ, ভাদ্র মাসও বর্ষাকাল। বর্ষাকালেও দেখানো হয়, আবার মাঘ মাসেও বর্ষা হয় তখন দেখানো হয় না।

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা যখন মফঃস্বলে যান তখনি সিনেমা দেখানো হয়ে থাকে ?

শ্রীমুনছর আলী :—মন্ত্রীরা না গেলেও দেখানো হয় এবং বেশীর ভাগ দেখানো হয় মন্ত্রী না গেলেই। প্রত্যেক সাবডিভিশনে তো আর মন্ত্রী নাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মন্ত্রীরা যতবার মফঃস্বলে গেছেন হিসাব করে দেখলে দেখা যায় ততবার সিনেমা দেখানো হয়নি। মন্ত্রীরা ছাড়াও সিনেমা দেখানো হয়।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ১৯৭১-৭২ সালে অপরেটরকে কলকাতা পাঠিয়ে পার্টস আনা হয়েছে এবং তারপর সিনেমা দেখানো হচ্ছে না বা প্রজেক্টর-টাকে রিপেয়ার করা হচ্ছে না ?

শ্রীমুনছুর আলী :—১৯৭২ ইংরেজীতে যে প্রজেক্টার কিনা হয় তার দাম হল ৫,৫২০ টাঃ আগেরটা লাইফ শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ৫,০০০ এর উপর যে খরচ হল একটা নুতন মেশিন আনতে, তারপরে কেন এটা দিয়ে সিনেমা দেখানো হয় নি ?

শ্রীমুনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিনেমা কম দেখানো হয় না। তবে যাতে বেশী করে দেখানো হয় তার ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—আমাদের প্রশ্ন হল সিনেমাটা কেন কম দেখানো হয় ?

মিঃ স্পীকার :—অনরেবল মিনিষ্টার বলেছেন যে সিনেমা বর্ষাকালে কম দেখানো হয়।

শ্রীমুনছুর আলী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের অপরেটর ছিল না। তার আসতে দেরী হয়েছে। সেজন্য কম দেখা নো হয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—এত টাকা ব্যয় করার পরেও কেন সিনেমা দেখানো হচ্ছে না।

শ্রীমুনছুর আলী :—আমি বলেছি যে যাতে বেশী দেখানো হয় সেজন্য চেষ্টা করা হবে।

Mr. Speaker :—Shri Taritmohan Dasgupta & Shri Kalipada Banerjee—Bracketed.

Shri T. M Dasgupta :—Question No. 727.

Shri Sukhamoy Sengupta :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 727

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় বিশেষভাবে আগরতলা বাড়ী ভাড়া বা ভাড়াটিয়া নিয়ন্ত্রনের জন্য কোন রেন্ট কন্ট্রোল বিল বিধানসভায় উত্থাপন করা হইবে বলিয়া সরকারের পক্ষ হইতে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে কিনা।

২) রেন্ট কন্ট্রোল বিলটি কবে পর্যন্ত বিধান সভায় অনুমোদনেয় জন্য পেশ করা হইবে বলিয়া সরকার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১) হঁ্যা।

২) বিলটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে এবং উহা যথা সময়ে বিধানসভায় উপস্থিত করা হইবে।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে—হেতু বলেছেন যে সরকার পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তাহলে যথাসময়ে যে বলা হল আমরা কি আশা করতে পারি যে এই সেসনে এই বিলটি উত্থাপন করা হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সেসনে সম্ভব হবে কিনা সেটা স্পেসিফিকেলী বলা যাচ্ছে না। তবে নেক্সড সেসনে আনা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—নেক্সড সেশান কবে হবে ?

মিঃ স্পীকার :—সেটা বলা সম্ভব নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মিনিষ্টার বললেন যে একটা আশ্বাস দিলেন। আশ্বাস এবং এই সেসনের মধ্যে এক বছর হল। গভর্ণর রাজ্যপালের ভাষণ দিয়েছেন মার্চ্চ মাসে। তখন তিনি বলেছেন যে আমার সরকার এই বিলগুলি আনবেন। তারপর এক বছর গেল আনলেন না। এখন মন্ত্রী মহাশয় বললেন যত শীঘ্র সম্ভব। সেজন্যই বলছিলাম নেক্সড সেখান কবে হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে একটি বিল আগেই তৈরী করা হয়েছিল। কিন্তু সেই বিলটি নুতন পরিস্থিতিতে নুতন অবস্থার মূল্য নির্দ্ধারণ—বাড়ী জমি সমস্ত কিছুর মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য তার কিছু রেকটিফিকেশান করতে হয়েছে এবং সেটি অলমোষ্ট—বলা চলে যে এটা রেডি করা হয়েছে। তবুও আমি বলছি এই সেসানে তা সম্ভব নাও হতে পারে, আমরা আগামী সেসানে ডেফিনিটলি দেব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনরেশ রায়

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—প্রশ্ন নং ৮১৬

মিঃ স্পীকার :—৮১৬

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— প্রশ্ন নং ৮১৬

প্রশ্ন

১) সরকার কি অবগত আছেন যে ১৯৭২ ইংসনের এপ্রিল মাস হইতে হইতে ১৯৭৩ইং পর্য্যন্ত যে সকল কৃষিঋণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে কৃষকগণকে বিভিন্ন ভাবে হয়রানী, ঋণ প্রদানে গাফিলতি ও পক্ষপাতিত্ব করা হইয়াছে ?

২) যদি অবগত থাকেন তবে এইরূপ হওয়ার কারণ কি এবং সরকার তজ্জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১) মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন এই কথাটা বলার মধ্যে এটাও আসে যে সেই সম্পর্কে কোন কমপ্লেন পেয়েছেন কি না—সেজন্য প্রথম প্রশ্নের উত্তর—চাম্পামুড়ার কোন এক উমেশ চন্দ্র লস্কর নামে একটি এবং মধুবন পল্লিমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী হলধর চক্রবর্ত্তীর নামে আর একটি—ওই ধরনের অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে

২) তদন্তে প্রকাশ যে উক্ত এলাকার উমেশ চন্দ্র লস্কর কোন অভিযোগই করেন নাই। হলধর চক্রবর্তীর অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি বর্তমানে যে ঋণ দেওয়া হয় সেই ঋণগুলি কি কি নীতির উপর নির্ভর করে দেওয়া হয়...

মিঃ স্পীকার :—নট কানেকটেড উইথ দি মেইন কোয়েশ্চান...

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটার সংগে মূল প্রশ্নের...

মিঃ স্পীকার :—নট কানেকটেড উইথ দি মেইন কোয়েশ্চান...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কৃষি ঋণ কি কি পদ্ধতিতে বাছাই করা হয়?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা বিভিন্ন রকমের আছে—সেটা জায়গা কতটুকু আছে—যে এপ্লিকেন্ট তার কতটুকু প্রয়োজন আছে এবং তার সংগে জায়গার মিল আছে কি না—এই ভাবে বিভিন্ন দিক থেকে এই বিচার করে, তারপর কৃষি ঋণ দেওয়া হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে গাঁও সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে কৃষি ঋণ দেওয়া হবে এইরকম কোন প্রতিশ্রুতি সরকার দিয়েছেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে কি না আমার জানা নাই। তবে এইটুকু জানি যে গাঁও প্রধানদের মতামত নেওয়া দরকার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি কৃষি ঋণ পাওয়ার জন্য আমাদের কৃষকদের শহরে ১০।১২ টাকা খরচ করে আসতে হয় এবং হয়রাণি হতে হয় এই অভিযোগ লিখিত ভাবে এম, এল, এ দের বা মাননীয় মন্ত্রীদের কাছে উপস্থিত করেছেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে—যেহেতু এর সঙ্গে আইনের ব্যাপারও জড়িত আছে সেই হেতু অনেক সময় এই ধরণের ব্যাপারও হতে পারে। কিন্তু এই কথাটা এই নয় যে হয়রাণী করার উদ্দেশ্যেই তাদের হয়রানি করা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি কৃষি ঋণ পাওয়ার জন্য নকলের জন্য খরচ হচ্ছে ২১ থেকে ২৩ টাকা এবং সেই কাজের বাইরে আরও ৩০।৩৫ টাকা খরচ করতে হয় এটা লিখিতভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যেসব এই ধরণের অভিযোগ যেভাবে এসে থাকে—সেগুলি তদন্ত করা হয় কিন্তু কেউই শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করে না যে আমরা এর বাইরে কোন টাকা দিয়েছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খবর নেবেন কি খোয়াইতে লিখিতভাবে দেওয়া হয়েছে কোন কোন দালাল কার কার কাছ থেকে কিভাবে টাকা নিয়েছে এবং তার পরেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায় নি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটা এর সংগে আসে কি না আমার জানা নাই। তথাপি আমি এটুকু বলতে পারি এই ধরণের যে সব অভিযোগ পার্সনেল লেভেলে কিম্বা চিঠি লিখে তার সবগুলিই তদন্ত করা হয় এবং তাতে দেখা যায় বহু ক্ষেত্রেই—মানে এ পর্য্যন্ত আমরা যতগুলি ইনকোয়ারী করেছি তাতে দেখা যায় ওরা ঐ বাড়তি টাকাটার কথা স্বীকার করেন না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে কোন কোন ব্লকে ৮।১০টি কৃষি ঋণ দিচ্ছেন এবং কোন ব্লকে এর হাজারটি কৃষি ঋণ দিচ্ছেন একই সময়েতে। এটা পক্ষপাতিত্ব কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা পক্ষপাতিত্ব হিসাবে গ্রহণ করা হবে কিম্বা এটা প্রয়োজনের অনুসারে দেওয়া হয়েছে সেটি বলা বড় মুস্কিল।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি একজন কৃষক উর্দ্ধে কত কৃষি ঋণ পেতে পারে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা কি কি ব্যাপারে বললে আমি বলতে পারি। কৃষি ঋণ হিসাবে ৪০০ টাকা আছে, কোথাও কোথাও ২০০ টাকা দেওয়া হয়, কোথাও কোথাও ১০০ টাকা দেওয়া হয়, কোথাও কোথাও এক হাজার টাকা দেওয়া হয়। এটা এপ্লিকেশানের মেরিট অনুযায়ী দেওয়া হয় এবং তার প্রয়োজনে।

শ্রীঅমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কৃষি ঋণ বিলি বন্টন সম্পর্কে আর, আই, এবং সার্কেল অফিসারদের দিয়ে ইনকোয়ারী হওয়া সত্ত্বেও কৃষি ঋণ দেওয়া হয় নাই। নির্দিষ্ট হারে কংগ্রেসের কর্মীরা—বিশিষ্ট নেতারা সার্টিফাই করলেই তাদের কৃষি ঋণ দেওয়া হয়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিধান সভায় এই অভিযোগ এই সম্পর্কে হয়েছে যে মাননীয় সদস্যদের সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও তারা দেন না। কিন্তু আবার শুনছি কোন কোন মাননীয় সদস্য, কংগ্রেস সদস্যের সার্টিফিকেটের অনুসারে দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কৃষি ঋণ পাওয়ার পক্ষে বকেয়া কৃষি ঋণ কেটে রাখার কোন নির্দেশ সরকার দিয়েছেন কি না। কৃষি ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে আগের যে ঋণটা সেটা কেটে রাখার কোন নির্দেশ সরকার দিয়েছেন কি না।

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটার জন্য কোন নির্দেশের অপেক্ষা করে না, এটা নিয়ম মতেই এটা করা হয়ে থাকে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে—এই বারের অবস্থায় আমরা সেটি রিলাকজেশান করে দিয়েছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কয়দিন আগে কৃষি ঋণ ওখানকার উপজাতিদের মঞ্জুর করা হয়েছে এবং তাদের বাধ্য করা হয়েছে বকেয়া কৃষি ঋণ তাদের কাছ থেকে কেটে নেওয়ার জন্য এবং এই সম্পর্কে লিখিত অভিযোগ এম, এল, এ দের কাছ থেকে গিয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি আইনগত ভাবে তাদের আগে টাকা যদি বকেয়া থাকে সেটি কেটে রাখতে পারে। কেটে রাখা শুধু নয়, আইনগত প্রশ্ন তুললে তাকে নুতনভাবে দেওয়া যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত পুরানো টাকা পরিশোধ না হচ্ছে। কোন ক্ষেত্রে যদি সেটি হয়ে থাকে সেটাও আমি বলব যে খুব লিনিয়েন্টলি দেখা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন যে এই সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে যাতে কেটে রাখা না হয়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সর্ব্ব ক্ষেত্রেই এই আইন লঙ্ঘন করা যাবে কি না সেটি আমি এখনই বলতে পারছি না। সেটি দেখতে হবে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই ব্যাপারে যখন কতকগুলি কমপ্লেন পেয়েছেন এবং ভাউচে প্রশ্ন এসেছে, সুতরাং এই সমস্ত ব্যাপারে ইনকোয়্যারী করে দেখবেন কি না অফিসিয়ালী।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে যদি অভিযোগ আসে—মাননীয় সদস্যরা যে ভাবে বলছেন—স্পেসিফিক অভিযোগ যদি আসে নাম ওয়ারী তাহলে নিশ্চয়ই তদন্ত করা হবে আগেও বলা হয়েছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্পেসিফিক অভিযোগ আমি আজকে হাউসে রাখছি। আমাদের পূর্ব নোয়াগাঁও তহশীলের আণ্ডারে আজ পর্যন্ত একটি কৃষককে একটি পয়সাও কৃষি ঋণ দেওয়া হয়নি। সেটি এই পার্টিকুলার এই তহশীল বা গাঁও সভায় ইন-কোয়ারী করে দেখবেন কি না এবং সেখানে ব্যবস্থা করবেন কিনা তাড়াতাড়ি কৃষি ঋণ দেওয়ার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি যে প্রশ্ন মাননীয় সদস্য তুলেছেন সেখানে কেন দেওয়া হল না সেই সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখা যেতে পারে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে অভিযোগ এখানে আনা হয়েছে সেখানে যদি দেখা যায় যে তাদের প্রয়োজন আছে, কৃষকরা লোন নিতে চায় তাহলে তাদের লোন দেওয়া হবে কি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি উপযুক্ত ক্ষেত্র থাকে—ডিজার্ভিং কেইস হলে নিশ্চয়ই বিবেচনা করা হবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি ধর্ম্মনগর রাঘনা গাঁও সভায় ১৫০ জন এপ্লিকেশান দিয়েছে—একজনও কৃষি ঋণ পায় নি—টেলিগ্রাম এসেছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরণের প্রশ্ন, পার্টিকুলারলি যে সব প্রশ্ন উঠেছে—সেই প্রশ্নগুলির যদি পার্টিকুলার অভিযোগ করা হয়—শুধু একটা টেলিগ্রামের উপর ভিত্তি করে আমরা কোন অভিযোগের তদন্ত করতে পারি না। কাজেই মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খবর নেবেন কি যে ধর্ম্মনগরে সমগ্র পদ্ধতি-টাই হচ্ছে অত্যন্ত দুর্নীতিমূলক, কারণ এস, ডি, ও অফিস থেকে ৫০ টি ফরম গাঁও প্রধানকে দেওয়া হয় এবং সেই গাঁও প্রধান সেগুলি অধিকাংশই বিক্রী করেছে এবং সেই ৫০টির বাইরে কৃষি ঋণের দরখাস্ত গ্রহণ করা হয় না। গোবিন্দপুর থেকে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে যে সেই সমস্ত ফরম গাঁও প্রধানরা বিক্রী করছে, কিন্তু গ্রামের কৃষকরা একটা ফরমও পায় না, বলেন যে ৫০টি ফরমের বাইরে কোন ফরম দেব না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করে দেখবেন কি যে এই ঘটনা সেখানে ঘটছে কি না ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে যেভাবে বলা হয়েছে সেটা আমরা অনুসন্ধান করে দেখিনি, কারণ এই ধরণের কোন অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি বলে প্রয়োজন মনে করিনি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা। শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা। শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৮৭।

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৮৭ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, বিভিন্ন দপ্তরের সরকারী কর্মচারীদের সিনিয়রিটি নির্দিষ্ট করার জন্য ১৯৬৩ইং সনের ২৫শে এপ্রিল তারিখে সরকার একটি সার্কুলার প্রকাশ করিয়াছিলেন ?

২) সার্কুলার প্রকাশ করা হইলে জরিপ বিভাগের surplus কানুনগুদের ক্ষেত্রে ঐ নিয়ম রক্ষা করা হইয়াছে কি ?

৩) যদি ঐ নিয়ম রক্ষা করা হইয়া থাকে তবে যে সমস্ত কাননগুদে রেভিনিউ ইনস্পেকটার পদে নিয়োগ করা হইয়াছে তাদের ক্ষেত্রে সিনিয়রিটির বিবেচনা করা হইয়াছে কি ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। হাঁ।

৩। রেভিনিউ ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগের প্রচারিত নিয়ম বলে তে ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশন কমিটির মনোনয়ন অনুসারে ইনিশিয়েল কনষ্টিটিউশনের সময় কতক কাননগুদের রেভিনিউ ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশন কমিটি সিনিয়রিটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যোগ্যতার ভিত্তিতে উক্তরূপে মনোনয়ন করেন। কারণ রেভিনিউ ইন্সপেক্টরের পদ সিলেকশন পদ, এবং সিলেকশন পদের নিয়োগের নীতি হইতেছে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ। সুতরাং যদি কোন ক্ষেত্রে সিনিয়রিটি অনুযায়ী না হয়ে থাকে তবে তাহা নিয়ম বিরুদ্ধ নহে।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া ঃ—যোগ্যতার ভিত্তিটা কি জানতে পারি কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—যোগ্যতার মাপকাঠি, সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে তারপর ঠিক করা হয়।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ১৯৬৩ইং সনে সিনিয়রিটি লিষ্টের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সিনিয়রিটি লিষ্ট বের করেছেন কি সব ডিপার্টমেন্ট ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—সব ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে এখানে প্রশ্ন নয়, একটা পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে প্রশ্ন, সব ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে যদি আলাদা প্রশ্ন হয়, তাহলে বলা যাবে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী ঃ—এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট-এর সিনিয়রিটি সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি ওয়াকিবহাল আছেন ?

মিঃ স্পীকার ঃ—ইট ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী ঃ—১৯৬৩ সনে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে আমি বলছি আজকে ১৯৭৩ সন, আজকে এই দশ বছরে সিনিয়রিটির প্রশ্ন চলে আসছে, তাদের সেই সিনিয়রিটির প্রশ্নটা শেষ হবে কি না ? স্পেশালি এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে ডেফিনিটলি কিছু বলা চলে কি না ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, কোয়েশ্চান হচ্ছে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের উপর।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—অন্য ডিপার্টমেন্টের সিনিয়রিটি পরীক্ষা করা হচ্ছে কি না? এবং এই সার্কুলার অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে অমান্য করা হচ্ছে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে একটা পার্টিকুলার সেকশান অফিসারের কথা বলা হয়েছে, অন্য প্রসংগে বলতে হলে সেপারেট কোয়েশ্চান হয়ে আসা প্রয়োজন মনে করি।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—এই সার্কুলারটা কি শুধু মাত্র রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের কর্ম্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না কি ত্রিপুরা রাজ্যে যত ডিপার্টমেন্ট আছে, সব ডিপার্টমেন্ট'এর জন্য এই সার্কুলার ছাড়া হয়েছিল?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার এই প্রশ্ন এখানে উঠে না। এখানে প্রশ্ন যেটা এসেছে, সেটা পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে, টোটাল সম্পর্কে যদি বলতে হয়, তাহলে জেনারেলাইজেশান করে প্রশ্ন উঠলে প্রশ্নের জবাব দেওয়া যাবে

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই যে সার্কুলেশানের কথা বলা হয়েছে, সেটা কি শুধু রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের কর্ম্মচারীদের জন্য না অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের জন্যও?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগেই বলেছি এটা যেহেতু পার্টিকুলার প্রশ্নের উত্তর এসেছে, কাজেই পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে উত্তর দিয়েছি। অন্য না ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে যদি প্রশ্ন আসে তাহলে বলতে পারব না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমি জানতে চাই এই যে সার্কুলারটা, সেই সার্কুলেশনটা রেভিনিউ ডিপার্টমেট থেকে ইস্যু করা হয়েছে? তাহলে কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কথা থেকে আমরা একথা বুঝব যে শুধু রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের কর্ম্মচারীদের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য, নাকি অন্যান্য ডিপার্টমেন্টেও প্রযোজ্য?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে জেনারেলাইজেশন করে যদি প্রশ্নটা হতো, তাহলে প্রশ্নোত্তর দেওয়া যেত।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে যে এই সার্কুলেশানটা কাদের জন্য, সমস্ত কর্ম্মচারীর জন্য না শুধু রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের জন্য?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই প্রশ্নটা একটা স্পেসিফিক ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে এসেছে, অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে প্রযোজ্য হচ্ছে কি হচ্ছে না, ঐ প্রশ্নটা সেপারেট ভাবে আসা উচিত, আমার ধারণা।

মিঃ স্পীকার :—You cannot force the Minister to give reply.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আমার মনে হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ঘাবড়ে যাচ্ছেন। আমি আসলে জানতে চাইছি যে এই সার্কুলার সব ডিপার্টমেন্টে দেওয়া হয়েছে কি না বা কোন ডিপার্টমেন্টে দেওয়া হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় সদস্যরা যখন এই বিষয়ে জানিবার জন্য উদগ্রীব, যদিও এই প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে আসেনা, তবু আমি বলছি যে সব ডিপার্টমেন্টের জন্যই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি উক্ত দপ্তরের কোন কোন কর্মচারীর ক্ষেত্রে এই সিনিয়রিটি প্রয়োগ করা হয়েছে ; তাদের নাম।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই ডিপার্টমেন্ট এর কোন জায়গায়—এই যে কথা বলা হয়েছে, এখানে সিনিরিটির বিষয় আসে না যেহেতু এটা সিলেকশন পদ, সেইজন্য কাননগুদের নিয়োগ করা হয়েছে যোগ্যতার ভিত্তিতে। যেখানে সিনিয়রিটির প্রশ্ন আছে, কিন্তু যোগ্যতা নাই, সেখানে যোগ্যতার ভিত্তিতে করা হয়েছে, কারণ এটা সিলেকশন পোষ্ট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে সিলেকশান করতে গিয়ে যাদের সিলেকশন করলাম, আর যাদের করলাম না, সিনিয়র যাদের করলাম না, তাদের সংখ্যা কত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে আমার কাছে তথ্য নাই, আমি সেটা পরে বলতে পারব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে সিলেকশান পদে কাননগু নিয়োগ করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কাননগো এবং রেভিনিউ ইনস্পেক্টারের বেতন হার কত ? একই বেতন হার কি না ?

মিঃ স্পীকার :—দিস ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান। শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯১৮।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯১৮।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মহকুমায় গত সেপটেম্বর (১৯৭২) মাস থেকে ২৮।২।৭৩ইং তারিখ পর্যান্ত কত টাকা খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

২) খয়রাতি সাহায্যের সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ কত টাকা ছিল ?

৩) মাসিক খয়রাতির সাহায্যের কোন ব্যবস্থা ছিল কি ?

৪) থেকে থাকলে ঐ সময়ের মধ্যে কতজনকে তা দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) ১,৩৫,৩৫০ টাকা।

২) ১০ টাকা।

৩) না।

৪) ৩ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল তার হিসাবে সর্ব্বমোট কত জনকে, কতজন লোককে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে ৪০১২ জনকে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। অ্যাবসেন্ট।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার : -মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে প্রফুল্ল বাবু কোয়েশ্চান নং ৯৪৪ অথরাইজড করে পাঠিয়েছেন। আপনি আমাকে অ্যালাও করবেন কি?

মিঃ স্পীকার :—This question has bee operated by P K. Das. Alright, put the question.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯৪৪।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯৪৪।

প্রশ্ন

1. Is there any difference of both gazetted and non-gazetted Asstt. Settlement Officers, Asstt. Survey Officers in duties and responsibilities for the purpose of the T. L. R. and L. R. Act. 1960 and normal works prior to the implementation of the D. S. and L. R set up.
2. If not, what was the reason for allowing higher Pay scale to the gazetted Asstt. Settlement Officers.
3. Whether there is any provision to create two categories of posts for the same duties and responsibilitites.
4. Whether the Govt. has taken any decision or is considering to allow same pay scale to both gazetted and non gazetted Asstt. Settlement Officers.
5. If not, the reason therefor.

উত্তর

১) ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী এসিষ্টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসার গেজেটেড ও নন্‌গেজেটেড এর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তাহাদের পোষ্টিং অনুসারে বিভিন্ন ছিল।

২) সেটেলমেন্ট অরগেনাইজেশন যখন করা হয় তখন ২০০-৪৫০ স্কেলে গেজেটেড এ,এস,ও, এর পদ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীকালে ১৪টি নন-গেজেটেড এ,এস,ও এর পদ ২০০-৩০০ স্কেলে সৃষ্টি করা হয়। রিক্রুটমেন্ট রোল অনুসারে নন-গেজেটেড এ, এস, ও এর পদের চাইতে গেজেটেড এ, এস, ও এর পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর অভিজ্ঞতা ও কার্য্যকালের প্রয়োজন ছিল। তৎকালে পশ্চিম বাংলায় ২০০-২৫০ স্কেলে নন্‌-গেজেটেড এসিসট্টেন্ট সার্ভে অফিসারের পদ ছিল এবং এই রাজ্যে পশ্চিম বংগের পদ্ধতি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়।

৩) একই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের জন্য বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করা হয় না, তবে বিভিন্ন পদাধিকারীকে একই আইনের একই ধারায় ক্ষমতা দেওয়া যায়, আইনেও এমন বিধান আছে।

৪) নন্‌-গেজেটেড এ, এস, ও-দের মধ্যে একজন ছাড়া বর্তমানে সকলেই এসিষ্টেন্ট সার্ভে অফিসারের স্থায়ী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। অবশিস্ট একজন এখনও ঐ পদে আছেন। কারণ অবশিষ্ট রাজস্ব মৌজার জরীপ কার্য্য এখনও চলিতেছে। নন্‌-গেজেটেড এসিস্টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসাররা কাননগো হিসাবে ত্রিপুরা জুনিয়র সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হওয়ার অধিকারী।

৫) ৪নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আর কোন বক্তব্য নেই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে এই যে তাদের গেজেটেড এবং নন্ গেজেটেড এসিষ্টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসার যারা আছেন তাদের কাজের কোন পার্থক্য নেই, তাদের রেস্‌পনসিবিলিটির কোন পার্থক্য নেই। কাজেই সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য যেখানে প্রভিশনে ১৯৬০ এর টি, এল, আর এবং এল, আর এর অনুযায়ী তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক বাদ দিয়ে গেজেটেড এবং নন্-গেজেটেড রাখলেও তাতে পে স্কেলের কোন ডিফারেন্‌স আছে কি না তাদের মধ্যে? গেজেটেড এবং নন্-গেজেটেডের মধ্যে পে স্কেলের ডিফারেন্স থাকলে কত? এবং গেজেটেড সেটেলমেন্ট অফিসার ও এসিস্টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসার তাদের মধ্যে পে স্কেলের তারতম্য কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের জবাব বোধ হয় আমি আগেই দিয়েছি। সেটেলমেন্ট অরগেনাইজেশন যখন সুরু হয় তখন ২০০-৪৫০ স্কেলে গেজেটেড এ, এস, ওর পদ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীকালে ১৪টি নন্-গেজেটেড এসিস্টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসারের পদ ২০০-৩০০ স্কেলে সৃষ্টি হয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—আর একটা কথা বলা হয়েছে—অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। আইনে নাই, তাহলে রিক্রুটমেন্ট রুলস অনুসারে কত বছর অভিজ্ঞ হলে পরে তাদের গেজেটেড র‍্যাংকে নেওয়া হয় প্রমোশন দিয়ে? আমি রিক্রুটমেন্ট রুলসে দেখতে পাচ্ছি যে ৫ বছর। যারা বাকী রইল নন্-গেজেটেড, তাদের অভিজ্ঞতা কত বছর আছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার যখন প্রথম নেওয়া হয় তখন ২০০-৪০০ স্কেলে নেওয়া হয় গেজেটেড পোস্টে। তারপর যেটা নেওয়া হয় সেটা হল ২০০-৩০০।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে বেতন দেওয়া হয় সেটা কি কাজের অভিজ্ঞতার উপর দেওয়া হয়েছে, না কাজের পদাধিকার বলে দেওয়া হয়?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা কাজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। যেমন ধরুন নন্-গেজেটেড যারা জোনে আছে তাদেরও সার্কেলের চার্জে দেওয়া যায়, আবার যারা সার্কেলে আছে তাদেরও জোনে দেওয়া যায়। এমনিভাবে কিছু পোস্টিংএ তারতম্য আছে। এটা ঠিক নয় যে নন্-গেজেটেড সার্কেলের চার্জে যেতে পারে না। কাজেই পোস্টিং-টার উপর পে টা নির্ভর করে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—এখানে দেখা যাচ্ছে ১২ জন নন-গেজেটেড অ্যাসিষ্টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসার রয়েছেন এখনও। তাদের কেন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেওয়া হচ্ছে না? দে আর সিনিয়ার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই প্রশ্নের মধ্যে এইটুকু জবাব দিতে পারি যে নূতন যে টি, জে, সি, এস, রুলস যেটা করা হয়েছে তাতে এই এ, এস, ও-রা অ্যাপিয়ার করতে পারেন এবং সবাই এই পোস্টে যেতে পারেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—এই ১২ জন লোক সরকারের কাছে কোন রিপ্রেজেনটে-শান দিয়েছেন কিনা এবং দিয়ে থাকলে কবে দিয়েছেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে আমার কাছে কোন খবর নাই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলে দিতে পারি তারা ১৯৭০ সালে রিপ্রেজেনটেশান দিয়েছে এবং তারপরেও সিনিয়রিটি ডিঙিয়ে প্রমোশান দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলেছি টি, জে, সি, এস, যেটা করা হয়েছে তাতে এই এ, এস, ও-রাও উপযোগী এবং যারা রেভেনিউ ইন্সপেক্টার রয়েছেন তারাও সেই পোস্টে যেতে পারেন। কাজেই পার্থক্যটা থাকে না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে তাদের ডিউটি এবং রেসপনসিবিলিটিতে কোন পার্থক্য ছিল না। পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বিভিন্ন ছিল। এটা কি রকম উত্তর হল? দুটোতে সামঞ্জস্য হয় নি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি এইটুকু বলতে পারি যে একজন এস, ডি, ও, কে কাগজেপত্রে সার্কেল অফিসার হিসাবেও কাজ করতে হচ্ছে যখন সে সার্কেলের চার্জে থাকে। জোনে যে থাকে সে জোনের পাওয়ার ইউটিলাইজ করে এবং সার্কেলে যে থাকে সে সার্কেলের পাওয়ার ইউটিলাইজ করে। সেটা সেম রেসপনসিবিলিটি নিয়ে করতে পারে।

শ্রীসুনীল দত্ত :—অ্যাসিস্টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসারদের তো বেতনের পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বলা হয়েছে যে যখন রিক্রুট করা হয়েছে তখন তাদের এইভাবে রিক্রুট করা হয়েছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে ১৯৭০-৭১ সালে এস্টিমেট কমিটি ফোর্থ রিপোর্টে এই বিষয়টা তৎকালীন এস্টিমেট কমিটি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং তারপরেও ডিপার্টমেন্ট এর কোন মূল্য দিচ্ছে না, সিনিয়রিটি ডিঙিয়ে প্রমোশন দিচ্ছে?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে যতই অ্যানোমেলি থাকুক না কেন সবাই কাভার হয়ে যাচ্ছে যখন টি, জে, সি, এস, রুলসটা অ্যাপলাই হচ্ছে। কাজেই যে উপরে আছে তাকেও একই কেটাগরিতে আসতে হচ্ছে এবং যিনি নন্-গেজেটেড আছেন তাকেও একই ক্যাটাগরীতে আসতে হচ্ছে

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮৩।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮৩।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় মোট কতজন এবং কি কি প্রকারের অফিসার ও কর্মী রেশম শিল্পের সংগে সংশ্লিষ্ট আছেন;

২) তাদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি বাবদ মাসিক ব্যয় মোট কত;

৩) মোট কতগুলো রেশমগুটি চাষের ফার্ম আছে এবং সবগুলি ফার্ম বর্ত্তমানে চালু আছে কি;

৪) বিভিন্ন ফার্ম্মের উন্নয়নের তুলনামূলক চিত্র কি?

উত্তর

১) তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারী ৪৫ জন, ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী ৫ জন, দিনমজুর ২৫ জন, সর্বমোট ৭৫ জন।

২) ১৯,৯৫২ টাকা।

৩) ৪টা এবং হ্যাঁ।

৪) বিভিন্ন ফার্ম্মের উন্নয়নে তুলনামূলক চিত্র সংগীয় কাগজে দেওয়া হল।

বিভিন্ন ফার্মের তুলনামূলক চিত্র

কার্য্য বিবরণ	চাম্পকনগর	
	তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে	চতুর্থ পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরে
১। উৎপন্ন Layings এর সংখ্যা।	৩৪,০৯৫	৯১,১০২
২। প্রতিপালকগণের মধ্যে বিতরণ করা Layings এর সংখ্যা।	৩০,১৬০	৮৭,৬৮১
৩। রেশমপলু প্রতিপালনের ফল পাইয়াছেন এমন পরিবারের সংখ্যা।	২০৯	৬১৩
৪। প্রতিপালকগণের মধ্যে বিতরণ করা ভেরণের বীজের পরিমাণ (কে, জি,)	১৪৪	৩০৬
৫। প্রতিপালকগণকর্ত্তৃক উৎপাদিত গুটির পরিমাণ (কে, জি,)।	১,২১৯	৪,৮৯৬
৬। প্রতিপালকগণকর্ত্তৃক উৎপাদিত সূতার পরিমাণ (কে, জি,)	২১৭	৯৬৫
৭। ফার্ম হইতে কারিগরী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিপালকগণের সংখ্যা।	২০৯	৬১৫
৮। প্রতিপালকগণকর্ত্তৃক চাষ করা ভেরণের জমির পরিমাণ (একর)	২০	৬০

বিভিন্ন ফার্মের তুলনা মূলক চিত্র

বিশ্রামগঞ্জ		বগাফা		করমছড়া	
৩য় পরিকল্পনার শেষে	৪র্থ পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরে	৩য় পরিকল্পনার শেষে	৪র্থ পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরে	৩য় পরিকল্পনার শেষে	৪র্থ পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরে
৩৪,০৩৫	৬৭,০৫১	৯,৬৯০	৬০,৮০০	১৮,৫৬০	৩৫,০০০
২৯,৮৯০	৬৪,৭৫১	৮,৯৬৫	৫৬,২৩৩	১৭,২৩০	৩১,৪৫৩
২১১	৫৮৯	১৬৮	৬৩০	১৭৭	৪০৩
১৪৫	৩১৪	১০৫	৩৪৫	১৫০	২২০
১,২২৭	৭,৩৫০	৪৪০	২,৯৬৬	৭৮০	১,৭০৬
১৩৪	৫৩০	২৫	৩৬৮	৫৯	২৮৯
২১১	৫৮৯	১৬৮	৬৩০	১৭৭	৪০৩
	৬১·৫	১৫	৬৫	১৭·৫	৫২·৫

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা যদি আমাকে বলেন তাহলে আমি সবটা শুনাতে পারি। কারণ প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতেই হবে।

Mr. Speaker:—Hon'ble Minister, time is almost over. I think. One minute is left.

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কি উদ্দেশ্য রেশমশিল্পের উন্নতির চেষ্টা করছেন, যারা গুটিপোকার চাষ করছেন তারা উপযুক্ত বাজার পাচ্ছেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত:—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এ সম্পর্কে আমার কাছে কোন অভিযোগ নাই যে তারা বাজার পাচ্ছে না। আর যেহেতু সংখ্যাটা আমি মোটামুটি যতটুকু দেখতে পাচ্ছি তাতে সেটা বেড়েই চলেছে। কাজেই ইন্টারেষ্টেড হচ্ছে না এই কথাটা বলা ঠিক হবে না।

Mr. Speaker :—Now question hour is over. There is one calling attention notice of Shri Sunil Ch. Dutta of 29.3.73 to which the Minister-in-charge agreed to make a statement to-day, the 30.3.73. Now, I would call on Hon'ble Minister-in charge to make the statement.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :--ভি, এম, হাসপাতালের শিশু বিভাগ হইতে অরুন্ধতীনগরের গীতা দেব নামক ৩ বৎসরের একটি রুগ্ন বালিকার ২৮।৩।৭৩ইং তারিখ দুপুর বেলা হইতে নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে।

অরুন্ধতীনগর গজারিয়া নিবাসী শ্রীহারাধন দেব-এর কন্যা ৪ বৎসর বয়স্কা গীতাকে ২৭।৩।৭৩ইং তারিখে রাত্রি ৮ ঘঃ ৪০ মিনিটের সময় ভি, এম, হাসপাতালের শিশু বিভাগে (Children Ward) ভর্তি করা হইয়াছিল। শিশুটি লিভার সিরোসিস (Cirrhosis of liver) এ ভুগিতেছিল এবং তার বা পেট ফুলিয়া গিয়াছিল। মাকে তাহার সাথে থাকিতে বলা হইয়াছিল।

ইমারজেন্সী মেডিকেল অফিসারের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী সেই রাত্রেই চিকিৎসা আরম্ভ করা হয় এবং পরের দিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রোগীকে দেখেন এবং আরও পরীক্ষার (investigation) ব্যবস্থা করেন। শিশুকে ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী যথারীতি সকালের খাবার এবং পথ্যও দেওয়া হইয়াছিল।

১—৩০ মিনিটের সময় লেবরেটরী টেকনিসিয়ান যখন পরীক্ষার জন্য রক্ত নিতে আসেন তখন রোগীকে এবং তাহার মাকে ওয়ার্ডে পাওয়া যায় না। সংগে সংগেই হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ শিশুটি ও তাহার মাকে খুঁজিতে আরম্ভ করেন। কাছাকাছি তাহাদের খুঁজিয়া না পাইয়া থানায়ও খবর পাঠান হয়।

অনুমান বিকাল ৪ ঘটিকায় শিশুটির পিতা মাতা হাসপাতালে আসিয়া শিশুটির খোঁজ করেন : কিন্তু পুনরায় অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। পর দিন সকালে হাসপাতালের একজন চিকিৎসক কোতয়ালীতে শিশুটির কোন খোঁজ পাওয়া গিয়াছে কি না জানিতে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার উপস্থিতিতে এক ভদ্রলোক শিশুটিকে সংগে লইয়া থানায় আসেন। তাহার অল্পক্ষণ পরে শিশুটির পিতাও থানায় আসেন এবং শিশুটিকে দাবী করেন।

শ্রীসুনীল দত্ত :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে দেড়টার সময় কর্তৃপক্ষ টের পেলেন—রক্ত আনার জন্য গিয়ে শিশুটিকে পান নি—না শিশুটির পিতা গিয়ে খবর করার পর টের পেলেন শিশুটি ছিল না বেডে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি ঠিক দেড়টার সময় লেবরেটরী টেকনিশিয়ান, শ্রীপ্রনব ভট্টাচার্য্য রক্ত আনার জন্য গিয়েছিল তখন—তখনই দেখা যায় যে শিশুটি নাই।

শ্রী সুনীল দত্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই হাসপাতালের রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান কখন এই ঘটনার কথা জানতে পারলেন, রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান হাসপাতালে থাকেন কি না—তিনি কখন এই ঘটনার কথা জানতে পারলেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর,পি, কখন এই ঘটনা জানতে পারলেন সেই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীসুনীল দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি আর, পি,র জন্য যদিও রেন্ট ফ্রি কোয়ার্টার উনার জন্য এলট করা আছে এই হাসপাতালের সংগে তিনি সেখানে থাকেন না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :– মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি উহা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিশু বিভাগে এই ৪ বছরের বাচ্চা মেয়েটির তার মা তখন সেখানে ছিল না, তাহলে শিশু বিভাগে এই সব বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থাই থাকে না—হাসপাতালে বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থাই নেই—মন্ত্রী মহাশয়ের ষ্টেটমেন্টে আমরা তাই বুঝি। এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমাদের বুঝিয়ে বলুন আসলে সেখানে শিশুদের কি ভাবে সেখানে রাখা হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই সময় ডিউটিতে ছিল ষ্টাফ নার্স একজন—জ্যোতি দে, এসিষ্টেন্ট নার্স—রেখা দত্ত এবং চিনু দেবী—এই নার্স ছিল—ওয়ার্ড বয় ছিল—পবিত্র দাস ও দিপালী আচার্য্য।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমি কারও নামে ইন্টারেষ্টেড নই, শিশুটি ৪ বছরের, তার বাড়ী অরুন্ধতিনগর—আমরা খবরের কাগজে পড়েছি এটা নাগরিক কাগজে বেড়িয়েছে—আমি পড়ে শুনাচ্ছি ..

মিঃ স্পীকার :—প্রয়োজন নেই মাননীয় সদস্য, আপনি ..

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—একটা ছোট্ট কথা…

মিঃ স্পীকার :—আপনি সার মর্ম্ম বলুন…

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—সার মর্ম্ম—যে হাসপাতালের শিশু বিভাগে চিকিৎসাধীন ৪ বছরের মেয়ে গীতা নিরুদ্দেশ, তাকে খোঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গীতার পা পেকেছিল। অসুস্থ অবস্থায় তার বাবা হারাধন দেব গত রাত সাড়ে আটটার সময় তাকে হাসপাতালের শিশু বিভাগে ভর্ত্তি করেন। টিকিটের নম্বর ১১৫১। কাল সারা রাত গীতার মা মেয়েটির সেবায় সারা রাত হাসপাতালে ছিলেন। আজ বেলা ১০টা নাগাদ তিনি বাড়ীতে খেতে যান। কিন্তু ১ টায় ফিরে এসে মেয়েটিকে আর খোঁজে পান নি। তাহলে মা যতক্ষণ ছিল—১০টা অবধি মা ছিলেন তখন বাচ্চাটি সেখানে ছিল, তারপর যে মেয়েটির পা ফুলে গিয়েছে সে নিজে কোথায় চলে গেল কেউ দেখল না—এটা একটা অবস্থা এই সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয় সমস্ত জিনিষটা তদন্ত করে দেখবেন কি না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে তদন্ত করা হচ্ছে…

মিঃ স্পীকার :—করা হচ্ছে—the whole matter is inquired into.

শ্রীসুনীল দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জবাবে বলেছেন ষ্টাফ নার্স ছিলেন—নিশ্চয়ই দায়িত্বশীল ব্যক্তি—আরও কিছু দায়িত্বশীল লোক ছিলেন এতজন লোক ডিউটিরত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও কি করে এই রুগ্ন মেয়েটি বেরিয়ে যেতে পারে, তাহলে স্বীকার করতে হয় চরম উদাসিন্য সেখানে বিরাজ করছে এই হাসপাতালে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উদাসীন্য নয় তবে ব্যাপারটা হল এখানে তার মা ছিল—মা সাধারণতঃ—এই নার্স শ্রীমতি রেখা দত্ত তাকে ১২ টায় মেডিসিন দেওয়া হয় এবং চীনু দে সাড়ে বারটার সময় তাকে দুধ দেয়। সুতরাং আনকেয়ার্ড বা কোন রকম দায়িত্ব নাই এই কথাটা বলা চলে না…(গণ্ডগোল)…

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—সাড়ে বারটায় দুধ দিল এবং ১ টায় খোঁজ নিয়ে দেখা গেল নাই…(গণ্ডগোল)…মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ১ টায়—খবরের কাগজেও বেড়িয়েছে ১টা—সাড়ে বারটার সময় দুধ খাওয়াল, ঔষধ খাওয়াল একটার সময় বাচ্চা নিখোঁজ …(গণ্ডগোল)…

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—যখন দুধ খাইয়েছিল তখন তার মা সেখানে ছিল…(গণ্ডগোল)…

শ্রীসুনীল দত্ত :—আমাদের হাসপাতালে শিশু রোগীদের দায়িত্ব মাতার উপর বা পিতার উপর না সরকারের উপর থাকে—দায়িত্বটা কার (গণ্ডগোল)

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রোগীর স্বাস্থ্য সাধারণতঃ সিরিয়াস হলে তার মা সংগে থাকেন…(গণ্ডগোল) .

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মা'কে খেতে যেতে হবে তো, বাইরে যেতে হবে তো…

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই…

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—সেজন্য আমরা………

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসকে আশ্বাস দিয়েছেন বিষয়টি তদন্ত হচ্ছে। তবে এই তদন্তটি অবিলম্বে হওয়া উচিত… ..

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—হ্যাঁ, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর সেজন্যই আমরা উদবেগ প্রকাশ করছি (গণ্ডগোল)

শ্রীসুনীল দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করব ভবিষ্যতে যাতে এই ধরণের ঘটনা আর না ঘটতে পারে তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন…(গণ্ডগোল)…

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার ব্যাপারটা ক্লেরিফিকেশনের বিষয় নয়—আপনি যা প্রশ্ন করেছেন…

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—হ্যাঁ, এটা উদ্বেগের কথা…

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়…

মিঃ স্পীকার :—এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে উদ্বেগের কথা…

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই খবর পাওয়ার পর নিজেই গতকাল ১০টার সময় ভি, এম, হাসপাতালে গিয়েছিলাম এবং এই চিলড্রেন ওয়ার্ড সেখানে একটি ওয়াল ছিল, সেই ওয়ালটি ডিমলিশড করা হয়—নূতন কনষ্ট্রাকশান হচ্ছে—সেই দিক দিয়ে যেতে পারে। আমি চীফ ইঞ্জিনীয়ারকে সংগে নিয়ে গিয়েছিলাম—সেদিক দিয়ে ৫ ফুট উঁচু একটা ওয়াল দেবার জন্য বলেছি …

মিঃ স্পীকার :—শুধু ওয়াল দিলেই চলবে না যদি না যারা চার্জে থাকেন, তারা সতর্ক দৃষ্টি না রাখেন।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন সেখানে ষ্টাফ নার্স এবং নার্সে'র নাম সেখানে বললেন, তারা সেখানে দায়িত্বে ছিলেন এতে কোন প্রশ্ন উঠে না।• কিন্তু

তাদের ডিউটি হচ্ছে তারা প্রথমেই আর, পি, কে জানাবেন—তারা আর, পি, কে জানিয়েছিলেন কি? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আর, পি, কে জানিয়েছিলেন কি না আমি বলতে পারছি না। তবে সেই সময় ওয়ার্ডের ডাক্তার ছিলেন—জুনিয়ার মেডিকেল অফিসার, শ্রীমিলন চক্রবর্তী—উনি ডিউটিতে ছিলেন তাকে জানান হয়েছিল।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—আর, পি, কে জানানোর কথা—আর, পি, কে জানানো হয়েছিল কি না, সেটি তদন্ত করবেন কি না এবং যদি জানানো না হয়ে থাকে এবং আর, পি, সেখানে থাকেন কি না সেটিও উনি খোঁজ নেবেন কি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয় যখন বলেছেন—বিশেষ ভাবে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে এই ধরণের ঘটনা না ঘটতে পারে। তবে এই সম্পর্কে একটু বলার আছে—যেভাবে হাসপাতালকে রাখা হয় এখানে সেটি সম্ভব হয় না, তার কারণ হল আমাদের এখানে যে সিষ্টেম এতদিন ধরে চালু আছে, যে ভাবে চলছে তাতে শিশুটির মায়ের যাওয়ার কথা নয়, থাকারও কথা নয়। কিন্তু এখানে থাকতে দেওয়া হচ্ছে এটা চালু হয়ে আসছে। একটা সিষ্টেম থেকে আর একটা সিষ্টেমে যেতে হলে—কড়াকড়ি করতে হলে—তাহলে আরও কতগুলি আনুসংগিক ব্যবস্থা করা দরকার। তারপরই বলতে পারা যায় এই ধরণের কোন ঘটনা আর ঘটবে কি ঘটবে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন একটা ওয়াল ভাঙ্গা আছে সেদিক দিয়ে যেতে পারে। আর যে সব প্রশ্ন উঠেছে আর, পি, কে জানানো হয়েছে কি না, আর, পি, কে জানানো দরকার—এই সম্পর্কে উনি বলেছেন তথ্য নেই। সেখানে কে ছিলেন সেই কথাও তিনি বলেছেন। আর যখন এই সম্পর্কে খোঁজ খবর করা হচ্ছে তখন এই সম্পর্কে পীড়াপিড়ী না করে অন্ততঃ তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার...

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—আমরা পীড়াপিড়ী করছি না—আর, পি, সেখানে থাকেন কি না এটা আমাদের...

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য...

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—সেটি আমরা জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এই ষ্টেটমেন্টের উপর পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান হতে পারে না...

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি স্যার।

মিঃ স্পীকার :—আজকে মাননীয় সদস্য নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের একটি কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ ছিল। আমি দেখতে পাচ্ছি তিনি হাউসে উপস্থিত নেই সো দি কলিং এ্যাটেনশান হ্যাজ ফলেন থো।

শ্রীবাজুবান রিয়ান :—কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ যিনি দিয়েছেন তিনি কি উপস্থিত থাকতে হয়?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়,-এর একটা কলিং এ্যাটেনশান ছিল যেটা আমি কনসেন্ট দিয়েছি। তিনি আজকে এক্ষুনি হাউসে উপস্থিত নেই, অতএব তার কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ ফলস থো।

শ্রীসমর চৌধুরী :—আমি কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ সম্পর্কে ইন্টারেষ্টেটেড।

মিঃ স্পীকার :—নো, নো। কোয়েশ্চান অব অথোরাইজেশান এখানে আসে না।

শ্রীবাজুবন রিয়ান :—আপনি রুল কোট করে দেখান কোন্ রুলে সেটা আছে যে হাউসে অনুপস্থিত থাকার জন্য সেটা ফলস থো হবে।

Mr. Speaker :—Practice and procedure of Parliament by Mr. Kaul, page 370—A Member in whose name a calling attention notice appears in the List of Business cannot authorise another member to call attention on his behalf.

শ্রীঅনিল সরকার :—তিনি নোটিশ দিয়েছেন, আজকে ষ্টেটমেন্টের জন্য লিষ্টেড হল কি হল না, সেটা তিনি জানতে পারেন নাই।

মিঃ স্পীকার :—আজকে নোটিশ দিয়েছিলেন, আমি সেই নোটিশ এ্যাডমিট করেছিলাম।

শ্রীঅনিল সরকার : —মিনিষ্টার কনসার্ন্ড আজকে ষ্টেটমেন্ট দেবেন কি না?

শ্রীবাজুবন রিয়ান :—আপনি যেটা বলছেন, সেটা মিনিষ্টার কনসার্ন্ড কনসেন্ট দিলে পরে, সেটা লিষ্টেটেড হলে পরে সেটা হবে, কিন্তু সেটাতো হয় নি।

শ্রীঅনিল সরকার :—অন্যান্য কলিং এ্যাটেনশানের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, এটা হচ্ছে প্রাক্টিস যে আপনি কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ একসেপ্ট করলে পরে আপনি কনসার্নড মিনিষ্টারকে বলেন যে আপনি কবে ষ্টেটমেন্ট দেবেন, তখন তিনি একটা পার্টিকুলার ডট বলেন, সেই

পার্টিকুলার ডেট যখন আসে, সেই ডেটে কনসার্ণড মেম্বার অনুপস্থিত যদি থাকেন, তখন তাঁর এ্যাটেণ্ড করার প্রশ্ন আসবে। কিন্তু আজকে আপনি সেটা এক্‌সেপ্ট করেছেন।

মিঃ স্পীকার :—The member who has given the notice of the Calling Attention—he must be present in the House. I have given my decision in the matter

Next Business of the day is discussion on the Budget Estimates for 1973-74. Now, I call on Shri Sushil Ranjan Saha.

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে ১৯৭৩—৭৪ সালের বাজেট বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন, তাকে আমি স্বাগত জানাই, তবে আমি আজকে আপনার মাধ্যমে এই বাজেটের যেটা নাকি পরিসংখ্যান দিক আছে, সেটা সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই না, যেটা মূলগত দিক আছে, সেইদিকে আলোচনা করতে চাই। মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭২—৭৩ সালের যে বাজেটে উনি উপস্থিত করেছিলেন তাতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ৩০টি গ্রামকে বৈদ্যুতিকরণ করা হবে, কিন্তু এই বছরে উনার বাজেট ভাষণে সেই রকম কোন উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি না যে কতটা গ্রাম ইলেকট্রিফিকেশান করেছেন। আজকে আমি বলছি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কনষ্টিটিউয়েন্সীতে নুতন বাজার যে জায়গাটা সেটা অত্যন্ত গ্রাম দেশ হলেও আজকে যেখানে ডুম্বুর প্রকল্প চলছে, যেখানে সন্ধ্যার পর যতনবাড়ী আলোয় আলোকিত হয়ে যায়, তার পাশে নূতন বাজার, ছোট্ট একটা গ্রাম, সেখানে লাইট পাওয়ার উপযোগিতা আছে, সেখানে লাইট টানা হয়েছে, কিন্তু বৈদ্যুতিক আলো পাচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রীরা সেখানে দুই একবার গিয়েছেন এবং তাঁদের কাছে নোট দেওয়া হয়েছে এবং উনারা বলেছিলেন চেষ্টা করবেন, কিন্তু কতটুকু চেষ্টা করলেন, আমি বুঝতে পারছিনা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত বাজেট ভাষণে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, কিন্তু অদ্য পর্যন্ত তার কোন ফলশ্রুতি আমরা পাই নাই। তারপর মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, গত বছরে যে ত্রিপুরার মধ্যে খরার তাণ্ডব লীলা চলে গিয়েছে, তার প্রতি যে উনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, তার জন্য উনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গত ১৯৭২—৭৩ সালে আমাদের কৃষি খাতে অর্থ বরাদ্দ ছিল ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা, তাতে না কুলানোয় সেখানে আরও সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে উনি ১কোটি ৭৪ লক্ষ ৮ হাজার টাকা বরাদ্দ রেখেছেন। আজকে ১৯৭৩—৭৪ সালের বাজেট বরাদ্দ রয়েছে ২ কোটি ১৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। এদিকে আমরা যদি লক্ষ্য করি যে গ্রামীন ত্রিপুরা, যে ত্রিপুরায় শতকরা ৮০ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল, এটা উনি লক্ষ্য করেছেন এবং তিনি যে কৃষির উপর যথেষ্ট নজর দিয়েছেন, তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত বারের বাজেট ভাষণে বলেছিলেন যে দুইটি বিদ্যালয়ে ডাক্তারী করবেন, কিন্তু করেছেন কি না, তার কোন

উল্লেখ নাই উনার বাজেট ভাষণে। তারপর আরেকটা দিকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে ট্রাইবেল ল্যাঙ্গুয়েজে অর্থাৎ ককবরক ভাষাতে অন্তত যে সমস্ত অঞ্চলগুলি আজকে উপজাতি ভাইয়েদের সংখ্যা বেশী এবং যে সমস্ত প্রাইমারী স্কুলগুলিতে উপজাতি ছেলে মেয়েরা মেজরিটি পড়াশোনা করে, তারা যাতে ককবরক ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া করতে পারে, তার কোন ইংগিত উনার ভাষণের মধ্যে পাচ্ছি না। এবং কয়টি স্কুলে সেই ককবরক ভাষা চালু করেছেন তার কোন ইংগিত তাঁর বাজেট ভাষণে দেন নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যদিও পার্বত্য ত্রিপুরায় প্রচুর জলাশয়, দক্ষিণ ত্রিপুরার দিকে লক্ষ্য করলেও আমরা দেখি যে মৎস্য বিভাগের কর্মচারীদের কর্ম দক্ষতার দরুণ আজকে দক্ষিণ ত্রিপুরাতে মাছের ডিম ফুটিয়ে, মাছ চাষের সুযোগ সুবিধা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত করা হয়েছে, যার ফলে অন্যান্য রাজ্য থেকে আমাদের ত্রিপুরাতে তারা মৎস্য চাষের জন্য আজকে এখান থেকে পোনা মাছ নিতে চান। এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যাতে উত্তর, পূর্ব্ব এবং পশ্চিম ত্রিপুরাতেও ব্যাপকভাবে মৎস্য চাষের লক্ষ্য রাখেন এবং সেইদিকে দৃষ্টি দেন, তাহলে সেটা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হতে পারবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা যদি লক্ষ্য করি আমাদের অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের দিকে, তাহলে দেখি সেইটাকে আরও গিয়ার আপ করা দরকার। এই অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনকে গিয়ার আপ করতে হলে শুধু ষ্টিয়ারিং ধরে বসে থাকলে চলবে না। তার সাথে সাথে যে চেয়ার সেই চেয়ারের কাজও চালাতে হবে। কিন্তু গত এক বছরে তারা কতটুকু গিয়ার আপ করেছেন সেইটা আমরা বুঝতে পারি নি। তাই আমি অনুরোধ করবো এই মন্ত্রীসভাকে যে অনতি বিলম্বে যেন এই অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনকে আরও গিয়ার আপ করা হয় এবং যাতে আমাদের দেশের মানুষ আরও বেশী করে তাদের কাছ থেকে সেবামূলক কাজের সুযোগ সুবিধা পায়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যদি লক্ষ্য করি আজকে আমরা কি দেখতে পাই, আজকে সারা ভারতবর্ষের চিত্র আমরা দেখি আমরা বুঝতে পারি, এই যে আমলাতান্ত্রিকতা তাহা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিহত না করতে পারলে আমাদের বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ার জন্য যে সমস্ত বিষয়গুলি করা দরকার সেগুলি করা অসম্ভব। এই দিক থেকে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি রাখা দরকার এবং আমরা যদি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অগ্রসর না হতে পারি তবে আমরা যে গণতন্ত্রের কথা বলছি সেইটা কতটুকু কি হবে আমরা বুঝতে পারছি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটে আমরা অনেক বরাদ্দ দেখতে পাই, সেইটার কতটুকু কাজ হয় সেই দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এই প্রশ্নের জবাবে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন কিন্তু সেখানে আজ পর্য্যন্ত ৮ থেকে ৯ লক্ষ টাকার মত মাত্র খরচ হয়েছে। কিন্তু বিরাট একটা খরার তাণ্ডব লীলা আমাদের দেশের উপর দিয়ে বহে চলে গিয়েছিল সেখানে ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল প্ল্যান এবং নন-প্ল্যানে। খরচ করেছেন তারা মাত্র ১০ লক্ষ টাকা। তাহলে আমরা কি বুঝতে পারছি, এই ৩০ লক্ষ টাকা কি এই এক মাসের মধ্যে খরচ করা সম্ভবপর? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে এই মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি উনারা যেন শুধু মার্চ্চ মাসের জন্য সমস্ত কাজ জমিয়ে না রাখেন, তাহলে দেশের উন্নতি কোন

বাজেটেই সম্ভবপর নয়। বিশেষ করে যদি আজকে গ্রাম ত্রিপুরার দিকে লক্ষ্য করি, মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত বছরে উনার বাজেট ভাষণে বলেছিলেন এই ত্রিপুরার যে সমস্ত পঞ্চায়েত আছে তাদের মধ্যে ৭৫৯ সংখ্যক গাঁও পঞ্চায়েত এবং ১৫৯ সংখ্যক গাঁও পঞ্চায়েতে স্বায়ত্বশাসন গঠন করা হয়েছে। কাজেই এই সংগঠনগুলি যাতে গড়ে উঠতে পারে তারজন্য এই আলোচ্য বছরে গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের রূপায়ণের দায়িত্ব নেওয়া হবে এবং এর জন্য বরাদ্দকৃত টাকা দেওয়া হবে। আমি বলতে চাই, এই মন্ত্রীসভা বলতে পারে কতটা গাঁও সভাতে, কতটা পঞ্চায়েতকে তারা কতটুকু ক্ষমতা দিয়েছেন। কেন আজকে গ্রামের জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত এই প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয় না? এবং এই সরকার কতটুকু কথা রেখেছেন, তাদের বাজেট ভাষণে তারা যা বলেছেন তা কতটুকু কাজে রূপায়িত করেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা যদি দেখি, যেখানে আজকে মন্ত্রামশায়রা তাদের ভাষণে বলছেন, রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর ভাষণে বলেছেন যে ত্রিপুরাতে অদূর ভবিষ্যতে পাটকল, কাগজের কল এই সমস্ত শিল্প হবে। তাই আমি বলতে চাই, আপনার মাধ্যমে এই মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, এই পরিকল্পনাগুলি এই বাজেটে উল্লেখ করা উচিত ছিল। এছাড়া আজ ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার ভাইয়েরা, আজকে বেকারত্বের দায়ে, মন্ত্রী, এম, এল, এ, এবং আমলাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরেছে কিন্তু তাদের জন্য এই সরকার কি চিন্তা করছে জানি না। তাই আমি এই মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তারা যেন এদের জন্য কিছু চিন্তা করেন। আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি দক্ষিণ ত্রিপুরাতে মুহুরী নদীর পারে প্রচুর ইক্ষুর চাষ হতে পারে। সেখানে যদি আজকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইক্ষুর চাষ হয় তাহলে গ্রামের লোকের কিছু কাজের ব্যবস্থা হতো এবং চিনির উৎপাদন বাড়তো। শুধু পরিকল্পনা আর স্বপ্ন দেখলে চলবে না তা কাজে রূপায়িত করতে হবে, তা না হলে কিছু হবে না। চিনির কলের স্বপ্ন দেখলে চলবে না। আমরা বিগত কয়েক বছর যাবত শুনে আসছি অনেক রকম শিল্প হবে বা হচ্ছে কিন্তু কতটা হয়েছে বা হবে সেইটা তরাই বলতে পারবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যদি দেখি যে এই বাজেট আরও একটু গ্রামমুখীন হওয়া উচিত ছিল। তাহলে গ্রামের মানুষ আরও বেশী সুযোগ সুবিধা পেত। গত বছরের যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এবং এই বছরের বাজেট যদি আমরা লক্ষ্য করি আমরা দেখতে পাই যে টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে যে সমস্ত গ্রামীণ বেকারদের এ্যামপ্লয়মেন্ট করার কথা ছিল সেখানে দক্ষিণ ত্রিপুরাতে গত ১-১-৭২ থেকে ৩১-৩-৭৩ পর্যন্ত মাত্র খরচ হয়েছে ৩৫,৩৯২ টাকা। তেমনি উত্তর ত্রিপুরাতে করা হয়েছে ৪০ হাজার টাকা। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পশ্চিম ত্রিপুরাতে খরচ হয়েছে ৩,০৮,৮৫১ টাকা। কেন পশ্চিম ত্রিপুরার এত সুবিধা কেন? উনারা কি বলতে চান, মাননীয় মন্ত্রীমশায়রা কি বলতে চান যে দক্ষিণ ত্রিপুরাতে সেখানে মানুষ নেই, সেখানে অভাব নেই, সেখানে কি গ্রামীণ বেকার নেই? আজকে এইগুলি আমাদের লক্ষ্য করা দরকার। কেন আজকে আমার দক্ষিণ ত্রিপুরার টাকা উত্তর ত্রিপুরাতে চলে যাবে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সেইটা আপনার মাধ্যমে এই মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আমরা জানতে পেলাম দক্ষিণ ত্রিপুরায় ভূমিহীনদের খাতে যে টাকা বরাদ্দ ছিল প্রায় এক লক্ষ

টাকা, সেইটা উত্তর ত্রিপুরাতে পাঠানো হয়েছে। কেন? আমরা তাহলে বুঝতে পারি যে এই যে মন্ত্রীসভা, এই যে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর, সেই অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর ঠিক ঠিক কাজ করছে না। কেন দক্ষিণ ত্রিপুরার কর্মচারী ভাইয়েরা কি করে? কেন মন্ত্রীসভাকে জানতে দিচ্ছে না? কেন আজকে ভূমিহীনদের টাকা সেখান থেকে চলে যাচ্ছে? এই যে তাদের যে গাফিলতি, সেই গাফিলতির দরুন আজকে এই হেডের টাকা অন্য হেডে নিয়ে তাদের নিজেদের মুখ রাখতে চেষ্টা করছে। তাই আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না, কিভাবে ত্রিপুরাকে তারা উন্নত করার চেষ্টা করছেন। তারপর মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা সারা ত্রিপুরায় যদি লক্ষ্য করি সেখানে যে সমস্ত গ্রাম আছে সেই সমস্ত গ্রামে বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাতে যারা আজকে আমার উপজাতি ভায়েরা আছে তাদের গ্রামগুলিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই। আমরা যে প্রশ্ন করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা জবাবে জানিয়ে দিয়েছেন হয়ত ২ থেকে আড়াই হাজার লোক না হলে একটা রিংওয়েল সম্ভব নয়, ৫০ থেকে ৬০ হাজার লোক না থাকলে একটা ডিসপেন্সারী সম্ভব নয়। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে স্কীম দিল্লী থেকে তৈরী হয়ে আসে সেগুলি ঘনবসতি অঞ্চল, আর ত্রিপুরাতে যেখানে এক বাড়ী থেকে আর এক বাড়ীর দূরত্ব ২ মাইল, আধ মাইল হবে সেখানে কি করে এটা সম্ভব হবে? তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তারা অন্ততঃপক্ষে কেন্দ্র এবং পরিকল্পনার কথা না বলে যেটা করলে পরে সাধারণ মানুষের উপকার হয় সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বুঝতে পারি না কেন বিরোধী দলের লোকেরা আক্রমণাত্মক কথা বলে। বলে অমুক এম.এল, এ, আচাইছি মগ, তার বাড়ীতে কৃষিঋণ দেওয়া হচ্ছে, অমুক মন্ত্রীর রিকমেণ্ডেশনে কৃষিঋণ দেওয়া হচ্ছে। এই যে তাদের একটা মনোভাব যেটা নাকি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বলেন সেই দিক থেকে আমি একটি কথা বলতে চাই যে মাননীয় সদস্যদের জেনে রাখা উচিত যে তাদের সদস্য আমার এলাকাতে গাঁও প্রধান মাননীয় জগত জমাতিয়া, তার হাতে আমাদের কো-অপারেটিভের ৮২,০০০ টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কই এটাতো তারা বলেন না। উনারা কেন এই সমস্ত কথা বলেন বুঝতে পারছি না। তারা যে সমস্ত কথা বলেন, যে কংগ্রেস মেম্বারদের রিকমেণ্ডেশনে কৃষিঋণ বিলি হচ্ছে, কই তারা তো স্বীকার করেন না যে তাদের পার্টি ওয়ার্কারদের মারফতে আজকে সারা ত্রিপুরা খরাপীড়িত থাকলেও, তারা বহু টাকা আদায় করছেন, মানুষ যেখানে না খেয়ে মরছে, সেটা তাদের দেখা উচিত যে আগে জনসাধারণকে বাঁচাতে হবে। মানুষ বাঁচলে রাজনীতি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ৭৩—৭৪ সালে যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে সমর্থন করে এবং সেই বাজেটে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। পুনরায় অর্থমন্ত্রীকে ১৯৭৩—৭৪ সালের বাজেট বরাদ্দের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৩—৭৪ সালের বাজেট অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন। বাজেট ভাষণে আশা আকাঙ্খামণ্ডিত আর একটি বছরের শুভারম্ভ বলে এই বাজেটকে অর্থমন্ত্রী চিহ্নিত করেছেন। এই সংগে আমরা দেখছি মরশুমের আগাম বর্ষণের ফলে, আকাঙ্খিত বারি বর্ষণে বাজেটসহ যে অর্থমন্ত্রী ধন্য হয়েছেন সেই সুসংবাদ আমরা এই বাজেট ভাষণে পেলাম। দুই দিন আগে এই হাউসে একজন মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে তারা সৃষ্টি করেছেন। পিতামহ ব্রহ্মার আশ্চর্য সৃষ্টি তারাই। ব্রহ্মাকে নিদ্রিত রেখে সৃষ্টির ভূমিকায় তারা অবতীর্ণ হয়ে যেসব সৃষ্টি করে চলেছেন তার লিষ্ট দিতে গেলে বিরাট ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সংক্ষেপে আমরা দেখছি আমরা দুর্ভিক্ষ, বেকার, শিক্ষায় বিভ্রান্তি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং গণসংহার। আজকে আমরা সারা ভারতের দিকে যদি তাকাই এবং ঐ সংগে যদি আমরা ত্রিপুরাকে বিচার করি তাহলে আমরা কি দেখছি ? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমে আমরা ফিনান্স কমিশনের কথায় যাচ্ছি। ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী কমিশন। ত্রিপুরা সরকার তার কাছে মেমোরেণ্ডাম দিয়েছেন। ত্রিপুরার রিসোর্স সম্পর্কে বলা হয়েছে যে সেটা লিমিটেড। লিমিটেড কেন ? এই দেশ গরীব বলে ? গরীব বলে আমরা ফাণ্ড রেজ করার মত রিসোর্স পাচ্ছি না ? না টাকা তোলার ব্যাপারটা কেন্দ্র নিচ্ছে ? যে সব এক্সসাইজ ডিউটি এবং অন্যান্য ডিউটি আদায় হচ্ছে সমস্তটা যাচ্ছে কোথায় ? সবটা তো কেন্দ্র নিয়ে নিচ্ছে। ডেভেলপমেণ্টের জন্য যে রেস্পনসিবিলিটি আসছে, বাড়তি রেসপনসিবিলিটি সেটা তো ষ্টেটের উপর আসছে। কোন ইণ্ডাষ্ট্রি করতে গেলে ষ্টেটকে দেখার প্রয়োজন আছে। আমরা বলছি যে টি গার্ডেন ষ্টেট গ্রহন করবেন। একটা বাড়তি রেসপনসিবিলিটি আসছে, সেই সম্পর্কে টাকার প্রয়োজন আছে, সেই টাকাটা আসে কোথা থেকে। আমরা দেখছি সব ব্যাপারে আমাদের কেন্দ্রের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয়। ত্রিপুরা ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া, এটা ডিক্লিয়ার্ড এবং প্রজেক্ট এবং প্ল্যানে এটা রিকগনাইজড করেছে। ব্যাকওয়ার্ড হিসাবে কিছুটা সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা আছে। কি ধরণের সুযোগ আমরা পাই ? শিল্প গড়ার সুযোগ পাচ্ছি। Central Capital investment subsidity 10·/. for project upto 50 lakhs. ফিফটি লাখ পর্যন্ত যে সব প্রজেক্ট নেওয়া হবে তার কেপিট্যালের টেন পারসেণ্ট সাবসিডি। আর পাচ্ছি কনসেশান ক্রম দি আই, ডি, ডি, আই, আই, এস, ডি, আই, আই, এফ, সি, আই, এইগুলি থেকে ফিনানসিয়াল কনসেশান। এবার আমরা দেখি এই যে কনসেশানগুলি পাওয়া যাচ্ছে, এইগুলি ত্রিপুরার উন্নতির পক্ষে যথেষ্টে কিনা। আমরা যদি ইণ্ডাষ্ট্রি করতে যাই তাহলে ষ্টেটের উদ্যোগে ষ্টার্ট দেওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রের উদ্যোগে ইণ্ডাষ্ট্রি ষ্টার্ট দেওয়া প্রয়োজন। সেই ক্ষেত্রে যে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি সেগুলি, অত্যন্ত অপ্রচুর। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখছি ইণ্ডাষ্ট্রিগুলির কি অবস্থা। আমি দুই একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। যেমন কুমারঘাটে গভর্ণমেণ্ট থেকে টাকা নেওয়া হয়েছিল ফল সংরক্ষণের জন্য। কিছুটা যন্ত্রপাতি এসেছিল। কিছুটা ইণ্ডাষ্ট্রি হয়েছে ? হয় নি। স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রি কর্পোরেশন জিনিষ আনছে ত্রিপুরার নাম করে, বিক্রি করছে আসামে। পত্রিকায় এই রিপোর্ট উঠেছে। তারপর দেখুন অরুন্ধতিনগর ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল করপোরেশন ষ্টেনলেস ষ্টিল এনে থাকে। এই ষ্টেনলেস ষ্টিলের যে শীটগুলি সেই শীটগুলি বাইরে বিক্রি হচ্ছে। কলকাতায় এবং কিছুটা ব্যাঙ্গালোরে। কতটা উৎপাদন হচ্ছে ?

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে কোটা আসে এবং ম্যাক্সিমাম লেবার আছে তা থেকে কতটুকু উৎপাদন হওয়া প্রয়োজন ছিল সেটা দেখলে এটা ধরা পড়বে। দশ জনের বেশী তো লেবার নাই। আজকে আমরা দেখছি একটা আণ্ডার ডেভেলাপ্ড এরিয়া ত্রিপুরা, তাকে ডেভেলাপড করতে গেলে এটা তো একটা পথ নয়। সত্যিকারের পথ আমাদের অবলম্বন করতে হবে যে ইনফ্রা ষ্ট্রাকচার ইণ্ডাষ্ট্রির, সেগুলি যদি গভর্ণমেণ্ট না করে, ত্রিপুরা সরকার যদি সরকারী উদ্যোগে সেটা না করে তাহলে ত্রিপুরার ডেভেলাপমেণ্ট সম্ভব নয়। আমরা ফিনান্স কমিশনে দেখছি যে ডিষ্ট্রিবিউশান অব রেভিনিউ বা ফিনানস কমিশন কোন্ পারপাস সার্ভ করছে? আমরা দেখছি সব ব্যাপারেই আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের উপর। সেখানেও একটা বক্তব্য রাখতে হয়েছিল, ত্রিপুরার বিরোধী দলের পক্ষ থেকেও একটা বক্তব্য রাখা হয়েছিল যে কনষ্টিটিউশনের ২৭৫ নম্বর ধারা আছে সেই ধারা অনুযায়ী গ্র্যাণ্ট দেওয়া হয়েছে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে। সেটি ডিস্ক্রিমিনেটরী গ্র্যাণ্ট। এবং প্ল্যানিং কমিশানের মাধ্যমে যে টাকা দিয়েছে সে টাকাও ফিনানস কমিশনের হাতে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এই সংগে আমরা দেখছি য রিটায়ারমেণ্ট ট্যাক্স ইত্যাদি ব্যাপারটাও যুক্ত হযে রযেছে। বলা হয়েছে লেভির পয়সাও চিনির উপর। বিভিন্ন ব্যাপারে যে রেস্পনসিবিলিটির ব্যাপার আমি বলেছিলাম সেই রেস্পনসিবিলিটিও নানা ক্ষেত্রে এসে যাচ্ছে। কেন্দ্র লোন দিচ্ছে, রাজ্য লোন রিপেমেণ্ট করছে, তারা ইণ্টারেষ্ট নিচ্ছে। কেন্দ্রের সংগে আমাদের সম্পর্ক কি? নিশ্চয়ই আমরা অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্র থেকে ঋণ করি না। আমাদের ঋণ পরিশোধ করতে হচ্ছে এবং সুদও দিতে হবে। তাই প্রশ্ন, যেটি সব চেয়ে বেশী কেন্দ্র যেটি দিচ্ছে দিস সুড নট বি লোন ইট মাষ্ট বি এ গ্র্যাণ্ট। গ্র্যাণ্ট হিসাবে এটা আসা দরকার, ঋণ হিসাবে নয়। আমরা দেখছি, যে আগামী ২৫ বছর যদি কেন্দ্র গ্র্যাণ্ট দেয় এবং ত্রিপুরা উন্নতির জন্য চেষ্টা করে তাহলে ২৫ বছর পরে কেন্দ্র জিজ্ঞাসা করতে পারে যে ত্রিপুরা সত্যিকারের সাবালক হয়েছে কিনা। এর আগে নয়। পয়সা দিচ্ছে ত্রিপুরা আর কেন্দ্র বাজাবে বাঁশী, এটা কেমন কথা। আমাদের হাতে যে ক্ষমতা আছে সেটি বিভিন্ন দিক দিয়ে সীমিত হয়ে আছে। আমরা একটা গ্র্যাণ্ট-ইন-এইড রুলস পর্যন্ত পরিবর্ত্তন করতে পারি না। কেন্দ্রের মুখ চেয়ে আমাদের বসে থাকতে হবে, এই অবস্থা চলছে ত্রিপুরার বুকে। ফিনান্স টাকা দেয় এবং তাদের কথা অনুযায়ী অনেক কাজ আমাদের করতে হবে। আসলে যে জিনিষটা প্রয়োজন—ডিস্ক্রিমিনেটরী যে গ্র্যাণ্ট সেটা প্রয়োজন অনুসারে কমাতে হবে। এবং সংগে সংগে রেশিও অব ডি-ভেল্যুয়েশান—প্ল্যানিং কমিশনের থ্রুতে আমরা টাকা চাইছি না। যেটি আসবে সেটি ডাইরেক্ট এ্যাণ্ড ইট মাষ্ট বি এনসিয়ুর্ড। এই অবস্থা যদি ত্রিপুরার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তাহলে ত্রিপুরার উন্নতি সম্ভব হতে পারে। কিন্তু আমরা না কেন্দ্রের বাজেটে, না ত্রিপুরার পরিকল্পনায়. এই সব আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি আমরা দৃষ্টি দেই তাহলে আমরা দেখব যে একটা ব্যর্থ অবস্থা আজকে চারদিকে জুড়ে বসে আছে। ত্রিপুরা কৃষি নির্ভর—শতকরা ৭৫ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি খাতে টাকা ধরা রয়েছে—কৃষির উন্নতির জন্য টাকা ধরা হয়েছে। এগ্রিকালচারের জন্য টাকা ধরা

হয়েছে। বাস্তব অবস্থা কি দেখছি আমরা। এমন কোন ভূমি সংস্কার আজও তৈরী হয় নি যাতে গরীবের জমি মহাজন বা ধনীদের হাতে চলে না যায়। এমন কোন আইন তৈরী হয় নি। আইন সংশোধন হবে এমন কোন কথা বাজেট ভাষণে বলা হয়নি। অর্থ মন্ত্রী বলেছেন কিন্তু সংশোধনের আগে জমি হস্তান্তর রোধের কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে? সেই ব্যবস্থাতো করা হয় নি। সর্বোচ্চ সীমার উপর শেষ পর্যন্ত কজনের জমি থাকবে। এমন একটা অবস্থা আসবে যখন এই আইন পাশ করার পরে আর জমি থাকবে না, জমি পাওয়া যাবে না। আমি তো দেখছি এই কৃষি খাতে বহু ক্যাম্পেন হয়েছে। গ্রো মোর ফুড ইত্যাদি বহু ক্যাম্পেন হয়েছে। তবুওতো লো ইল্ড ভারতবর্ষের। মিশরের মত দেশেও কৃষি জগতে হাই ইল্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এখানে শস্য উৎপাদন এত কম হয় কেন এই বিজ্ঞানের যুগে? আজকে উন্নত ধরণের চাষ পদ্ধতি, উন্নত বীজ, সার, যন্ত্রপাতি এই সব বরাদ্দ বাজেটে রাখা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এই সব বেশিওতে উৎপাদন পাচ্ছি কৈ? এই যুগেও আমরা দেখছি খরার বিরুদ্ধে, দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে, বন্যা নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। মানুষ সেই বঞ্চনার শিকার হয়েছে। এতদিন ধরে আমরা এই জিনিষটা লক্ষ্য করে এসেছি—মানুষকে বাঁচাবার কোন ইচ্ছা এই সরকারের নেই। আমরা দেখছি কি, বাঁচাবার ইচ্ছা না থাকলেও বেড়াবার ইচ্ছা ঠিকই আছে। মন্ত্রীদের বেড়াবার খরচ—কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের পিছনে গত ৩ বছরে বেড়াবার জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। আর ত্রিপুরার সমাজবাদী দুখানা নির্দোষ শীতাতাপ-নিয়ন্ত্রিত গাড়ীর খরচ কিছু দিন আগেও এই বিধান সভায় আলোচনা হয়েছে ১,৬৩,৪৩৬ টাকা। নির্দোষ সমাজবাদী গাড়ী। অন্য দিকে কৃষকের অবস্থা আমরা কি দেখছি? কৃষকের অবস্থা আমরা দেখছি, বর্তমান খরা দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে কৃষক যখন বিপন্ন তখন তারা কৃষি ঋণ পাচ্ছে না। আজকেও প্রশ্ন উঠেছিল কৃষি ঋণের ব্যাপারে—যে কৃষকদের কোন উপকার হচ্ছে না। বিভিন্ন স্থানে যেমন ধর্মনগরে কোন কোন অঞ্চলের কথা আমি জানি যে এস,ডি,ও,রা গাঁও সভার মারফত ৫০ খানা ফরম পাঠিয়েছেন। গাঁও সভা ৫০ জনকে রিকম্যাণ্ড করে দেবে এই ধরণের অবস্থা হয়েছে। কোন কোন অঞ্চলে চাপ দেওয়ার পর আরও কিছু বেশী দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কৃষি ঋণ কয়জন পেয়েছে? এই একটা অবস্থায় আজকে ৫০ জন কেন আরও বেশী লোকের পাওয়া উচিত ছিল। আমরা ১৯৭১-৭২ সালের গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার রিপোর্টে কি পাচ্ছি? এই পপুলেশান এই ত্রিপুরার সব চেয়ে বেশী। তামিলনাডুতে ১,৯৫২, মহীশূরে ১,২৮২ ওয়েষ্ট বেঙ্গলে ১,৬৬৮ আর ত্রিপুরায় ২,৩২১। এই এভারেজ পপুলেশান। এই এভারেজ পপুলেশানে ৫০ খানা ফরম কৃষি ঋণের—৫০ খানা ফরম চিন্তা করা যায়? যেখানে প্রচুর মানুষ-এর কৃষি ঋণ পাওয়া প্রয়োজন রয়েছে। তাই বিভিন্ন এরিয়া থেকে টেলিগ্রাম আসছে মানুষ কৃষি ঋণ পাচ্ছে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে দুটি উদাহরণ দিচ্ছি। রাঘনা গাঁওসভার একজন মেম্বার টেলিগ্রাম করেছে 150 application. No agricultural loan, cultivation seeds, Raghna urgently needed for all. আর একটা এসেছে নদীয়াপুর গাঁও সভার প্রধান গুরানন্দ সিংয়ের কাছ থেকে। এইট পাসন সিলেকটেড ফর এগ্রিকালচার লোন।—এইট পাসন্স ১৭০ এপ্লিকেন্ট নদীয়াপুর গাঁও সভায়।...

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য পয়েন্ট অব অর্ডার বলেছেন।

শ্রীসমীর বর্মণ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই টেলিগ্রামের মধ্যে কি আছে—এই টেলিগ্রাম হাউসের টে বলে লে করা উচিত ·

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—পরে করব স্যার..

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—পরে করবেন—আচ্ছা বলুন...

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যেখানে এই অবস্থা আমরা দেখছি সেখানে সহজেই আমরা অনুমান করে নিতে পারি সারা ত্রিপুরার অবস্থা কি। এটা শুধু দুটি গাঁও সভার চিত্র নয়—যদি সারা ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে যাওয়া যায় তাহলে একই চিত্র দেখা যাবে। আজকে এই অবস্থার জন্য আমরা এর পরবর্তী চিত্র কি দেখছি ?
আজকে এই অবস্থার জন্য আমরা কি দেখছি, এদের যেতে হবে মহাজনদের কাছে, মহাজনরা ঋণ দেবে উচ্চ সুদে, অনেক সময় এমন হয়, যত টাকা মহাজন দাদন দেয়, তার বেশী টাকা লিখিয়ে নেয়, শেষ পর্যন্ত তাদের জমি মহাজনদের হাতে চলে যায়, ধনীদের হাতে জমি এই-ভাবে চলে যাবে, ভূমিহীনদের সংখ্যা বাড়বে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ধর্মনগরের একটা খবর বিগত চার পাঁচ মাসে কয়েক হাজার কানি জমি সাধারণ মানুষের হাত থেকে চলে গেছে। মহাজনরা পাঁচ শ টাকার জায়গায়, হাজার টাকা না দিলে ঋণ দিতে চাইছেনা। এই রকম একটা অবস্থা আমরা সেখানে লক্ষ্য করতে পারছি। ভারতবর্ষে ২৫ বছর কংগ্রেসের রাজত্বে আমরা কি দেখছি, ভূমিহীন কি জমি পাচ্ছে ? আজকে বলা হচ্ছে ভূমি-হীনকে জমি দেওয়া হবে, কিন্তু ভূমিহীন কি জমি পাচ্ছে ? গৃহ হীন কি গৃহ পাচ্ছে ? বিনোবা-জীর ভূদান যজ্ঞের নবতম সংস্করণ, স্লোগানে অবশ্য আমরা শুনেছি যে হোম টু হোমলেস, ল্যাণ্ড টু ল্যাণ্ডলেস। বড় ব্যর্থতা আজকে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। সারা ভারতবর্ষের চিত্রটা কি ? আদম সুমারীতে, সেনসাস অব ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে কর্মরত লোকের সংখ্যা কমেছে শতকরা ৯·৪৪ ভাগ এবং ভূমিহীনদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এখন ১ কোটি ৮ লক্ষ ২১ হাজার ৪৩৭ জন। ভূমিহীনদের সংখ্যা কমছে না। এই ২৫ বছরে প্রচুর পরিমাণে ভূমিহীন সৃষ্টি করা করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে ভূমিহীনে পরিণত করা হয়েছে। সবুজ বিপ্লবের পরেও বহু জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা হয় নাই। কতটুকু জমি জলসেচের আওতায় নিতে পেরেছেন ? ত্রিপুরার মরশুমি বাঁধ, আর পাম্পসেটের কীর্তির কথাতো সুবিদিত হয়ে গেছে আজকে মাননীয় সদস্য সকলের কাছে। আমরা কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রে যদি দেখি তাহলে কি দেখছি ? রাজ্যপালের বাজেট ভাষণে বলা হয়েছে ২ হাজার ২৭৪ জন-এর কর্মসংস্থান হয়েছে। রাজ্যপালের ভাষণ অনুযায়ী রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা ৩৬,২৯৮। আর ছাঁটাই হয়েছে কয়জন ? ছাঁটাই হয়েছে চার হাজার-এর উপর। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন শিল্প সম্ভাবনা—সেটা গড়ে তোলা উচিত ছিল, সেই সম্ভা-বনাকে স্তব্ধ করে দিয়েছেন। উনারা এখন ফেমিলি প্ল্যানিং করছেন। গলদ যেটা রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে গোড়ায়। মানুষ কমাও, সেটা চীৎকার উঠেছে ঠিকই, কিন্তু এই চীৎকার এর আগে যেটা করা উচিত ছিল, সেটা হল ভারতবর্ষের সকল সম্পদকে কাজে লাগানো হয়েছে কি না ?

শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিতে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানো, নতুন সম্পদের সৃষ্টি, এবং সম্পদের সম বন্টন, এই জিনিষটা অনুপস্থিত, সরকারী নীতির মধ্যে এই জিনিষটা লক্ষ্য করতে পারছি না। বর্তমানে জনসংখ্যার যে সমস্যা, সেই সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে; বহু ঘোষিত গণতান্ত্রিক সমাজবাদ দিতে পারছেনা। আমরা যদি ১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৭৩-৭৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট দেখি, তাহলে কি দেখব? ১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত মোট প্রত্যক্ষ কর ছিল ১১৪.৯ এবং পরোক্ষ কর ৫৫৮.১। আর কংগ্রেস বিভাজনের পর ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭৩-৭৪ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ কর ৭৮.৬ এবং পরোক্ষ কর ৬৭৯.৭। এই যে পরোক্ষ কর, সেটা গরীব জনসাধারণের উপর পড়ছে। যেখানে গরীব জনসাধারণ সমস্ত করের শিকার হচ্ছেন, এই অসহায় জনসাধারণকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে দিনে দিনে। ভারতবর্ষের বেকার সমস্যা, আমরা দেখেছি বেকারদের সংখ্যা আগে যা ছিল, তার চাইতে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। (রেড লাইট) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে কিছুটা সময় দিতে হবে। ১৯৫২ সালে যেখানে বেকারের সংখ্যা ছিল ৩৩ লক্ষ, ১৯৬৯ সালে হয়েছে ১ কোটি ২৬ লক্ষ, এটা কেবল রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা, রেজিষ্ট্রিকৃত ছাড়াও বহু বেকার রয়ে গেছে, যেগুলি সরকারী হিসাবে আসেনি। আমরা দেখছি সেই বেকারদের জন্য এমন কোন সুষ্ঠু প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে না যার দ্বারা এর একটা সুষ্ঠু সমাধান করা যায়। সুষ্ঠু সমাধানের জন্য বেকাররা যাতে শিল্প গঠন করতে পারে, যাতে করে ব্যবসা করতে পারে, তার কথা মাঝে মাঝে বলা হয়েছে। কিন্তু ব্যবসার একটা নমুনা আমি দেই। ধর্মনগরে মোটর ষ্ট্যাণ্ডের বাঁ দিকের জায়গাটা ভরাট করে সেখানে বিলডিং তোলা হবে। মাটি দিতেই প্রচুর টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে, বিলডিং তোলে সেখানে কতজন বেকারের সংস্থান হবে? ধর্মনগরে কি এর চেয়ে বড় জায়গা ছিলনা, যেখানে আরও বেশী লোকের সংস্থান করা যায়? বেকার সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে। সুষ্ঠু সমাধানের যে পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনার কোন ইংগীত আমরা কোথাও পাচ্ছি না। আমরা অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে দেখেছি শিল্পায়নের আবহাওয়া সৃষ্টি হচ্ছে, কি ধরণের আবহাওয়া? ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেটগুলি সংকটের সামনে। ভারী, মাঝারী শিল্পের বর্তমানে যে অবস্থা সুদূর পরাহত। রেলের অগ্রগতি সেটা ধর্মনগরেই স্তব্ধ হয়ে আছে। শিল্প বঞ্চিত করে রেখেছেন সমস্ত ত্রিপুরা। তা না হলে ছোট খাট শিল্প, মাঝারী শিল্প, ভারী শিল্প, এতদিনে বহু শিল্প গঠন করা যেত এবং এই সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিতে পারতেন, রাজ্যের উদ্যোগে সেগুলি গড়ে তোলা যেত।

শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা দেখি কি? ব্যর্থ শিক্ষা নীতির শিকার হচ্ছে আজকে বর্তমান সমাজ। সার্থক শিক্ষা নীতি প্রণয়ণের দায় দায়িত্ব যেন ত্রিপুরা সরকারের নেই। আমরা দেখছি ইংরেজ আমলের যে শিক্ষার ধারা ছিল তাকেই একটু এদিক ওদিক করে সাজানো হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা ব্যাপারে অনেকের উপর দোষ দেওয়া হচ্ছে, অভিবাবকের উপর দোষ দেওয়া হয়ে থাকে। আমি একটা কথা এখানে উল্লেখ করছি। এডুকেশান মিসেলেনিয়াস-এর একটা সংখ্যা, প্রাক্তন ডিরেক্টার অব এডুকেশান, আই, কে, রায় একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেই প্রবন্ধে অভিবাবকদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন যে অভিবাবকরা বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের পাঠান জেলখানা জেলসেকারের জন্য। কিন্তু জেলসেকারের উপযোগী কোন সুযোগ

এই ক্ষেত্রে নেই। এই শিক্ষা বৃত্তিমূলক নয়। পরবর্তী জীবনে যে উপার্জন করবে, তার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত রেখেছে। বর্ত্তমান শিক্ষার ধারা, শিক্ষার নীতিতে আমরা দেখেছি··

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :– মাননীয় সদস্য আপনি কতক্ষণ নেবেন সময়? পাঁচ মিনিট?

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—নাম দস্তখত করতে পারলেই লিটারেটের শিক্ষার হার বের করে শিক্ষার মাপকাঠি হিসাবে ধরা হচ্ছে, কিন্তু এই নয়। শিক্ষার হার বিচার করলে, প্রকৃত শিক্ষা দেশের লোককে দেওয়া যাচ্ছে কিনা, সেটা দেখা উচিত। কিন্তু শিক্ষার সমস্যা সমাধানের কোন সুষ্ঠু উপায় এই বাজেটে আমরা দেখছিনা। দেশের একটা বৃহত্তর অংশ শিক্ষার ব্যাপারে বঞ্চিত থাকছে কিন্তু শিক্ষা খাতে প্রচুর টাকা ধরা হয়েছে।

Mr. Dy. Speaker :—This is now recess time. The House Stands adjourned till 3 P. M. The member speaking will have the floor.

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রী অমরেন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছিলাম যে শিক্ষা খাতে কেবল টাকা ধরলেই শিক্ষার সঠিক নীতি প্রণয়ন হয় না। প্রথমে শিক্ষা ক্ষেত্রে সঠিক নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে আর একটা জিনিস দেখছি ফিজিক্যাল এ্যাডুকেশনের একটা খাত আছে সেই খাতে টাকা ধরা হয়েছে। প্রতি বছরই ধরা হয়। কিন্তু আমরা যদি আজকে বাজেটের দিকে তাকাই তাহলে ফিজিক্যাল এডুকেশন এই ত্রিপুরাতে কতটুকু হয়েছে। মাঝে মাঝে এ্যাফিসিয়েন্সি ড্রাইব বা অন্যান্য ধরণের খেলাধূলা যেটা চালানো হচ্ছে এর মধ্যে কি ফিজিক্যাল এ্যাফিসিয়েন্সির ক্রম বিকাশ হচ্ছে? কি করা হচ্ছে? আমরা দেখি যে এই স্কুলের পর ৪ টার পর ফিজিক্যাল এ্যাডুকেশনের জন্যে কিছুটা ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের খেলাধূলার ব্যবস্থা করতে হবে। ১০টায় ছেলেমেয়েরা স্কুলে এলো কিন্তু মিড-ডে টিফিনের বন্দোবস্ত কোথায়? মিড ডে টিফিন তো নেই। তাদের এই খেলাধূলার পর যে টিফিনের বন্দোবস্ত করতে হবে তার তো কোন ব্যবস্থা নেই। এই ফিজিক্যাল এ্যাডুকেশন তো অবহেলিত। নামে মাত্র ওটা রাখা হয়েছে। নামে মাত্র রোটিন অ্যাডজাষ্ট করে ওটা রাখা হয়েছে। আমরা বর্ত্তমানে ত্রিপুরার শিক্ষাক্ষেত্রে এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি। যদি সত্যিই ফিজিক্যাল এ্যাডুকেশনে ষ্ট্রেচ দিতে হয় তাহলে এইটাকে সাবজেক্ট হিসাবে ট্রিট করতে হবে। অন্তত জুনিয়র লেভেল পর্যন্ত কম্পোলছারী। এবং পরবর্তী পর্যায়ে অ্যাবশনেল সাবজেক্ট হিসাবে যদি ফিজিক্যাল এ্যাডুকেশানকে ট্রিট করা যায় তাহলে এর প্রতি যথাযথ সুবিচার করা হবে। এইটা আমি মনে করি। শিক্ষা জগতের যে সঙ্কট এই সংকট কাটিয়ে উঠার কোন পথ এই সরকার দেখতে পারছেন না। বরং শিক্ষা সংকটের মধ্যে দিয়ে সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করার সমগ্র জাতিকে বিনষ্ট করার একটা পথ তারা তৈরী করেছেন। আমরা আরও কি দেখছি যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে, শ্রমিক কৃষক-কর্মচারীর আন্দোলন, বৃহত্তম জনগণের যে আন্দোলন তার উপর প্রশাসনকে নিয়োগ করা হচ্ছে সেই আন্দোলনকে ভাংগার জন্য, মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য একটা কৌশল, একটা অপকৌশল আজকে চালানো হচ্ছে। সেই

জিনিসটা আজকে আমরা ত্রিপুরায় লক্ষ্য করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে বাজেট এসেছে, যে পরিপ্রেক্ষিতে এসেছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখছি ত্রিপুরার সর্বত্র দুর্ভিক্ষ। ১৫০ জনের উপর মানুষ ইতিমধ্যেই মারা গে'ছ। আজকে গ্রামাঞ্চলে মানুষের কি অবস্থা আমরা দেখছি। পেঁচারথল থেকে মাছমারা, কাঞ্চনপুর, তৈছামা শিবনগর, উজান মাছমারা, লালজুড়ি, নলকাটা আগুার ছড়া গাঁও সভাতে হাজার হাজার জুমিয়া ব্লক অফিসে, ডি, এল, ডবলিউ অফিসে, গাঁও প্রধানের বাড়ীতে, দাদনের জন্য ধর্ণা দিচ্ছে, দাদন পাওয়া যাচ্ছে না, শতকরা দুইজন জুমিয়া পরিবারও ঘরের ভাত খাইতে পারছে না। এমন উপায় তাদের নেই। কৃষকরা কৃষিঋণ পাচ্ছে না, এই কথাটা আমি আগেও উল্লেখ করেছি। ক্যাশ প্রোগ্রামের কাজ করেও মানুষ টাকা পাচ্ছে না এমন দৃষ্টান্তও আছে। আর এখন তো কাজই পাচ্ছে না মানুষ সাহায্যের আশায় বার বার এস, ডি, ওর কাছে গেছে, ধর্ণা দিয়েছে, ডেপুটেশন দিয়েছে। কিন্তু তাদের কোন কিছু তো আজ পর্যন্ত হয় নি। কোন প্রতিকার তো আজ পর্যন্ত হয় নি। এই অবস্থাটা কোথায় না দেখছি। রেশন কার্ডের কথা, অহল্যাছড়া উপজাতিদের পাড়া যেখানে রেশন কার্ড বহু পরিবারের নেই। যারা পেয়েছেন তাদেরকে ৭ মাইল দূর থেকে পেঁচারথল থেকে গিয়ে রেশন আনতে হয়। তাদের কাছাকাছি রেশন সোপ দেওয়ার কথা এস, ডি, ওর কাছে জানিয়েছে কিন্তু সেইটা হচ্ছে না। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে বাস্তব অবস্থাটা আমরা এই লক্ষ্য করছি। সমস্যা সব দিকে। পানীয় জলও তো নেই। এই আগুারছড়া-গাঁও সভার নীলধন রিয়াং চৌধুরী পাড়া, কালাজয় রিয়াং চৌধুরী পাড়, ভাইয়াপাইয়া রিয়াং চৌধুরীর পাড়ার অহল্যাছড়ায় ৭০/৮০টি রিয়াং পরিবারের মধ্যে একটিও টিউবউয়েল দেওয়া হয় নাই। এই ব্যবস্থাটা আমরা দেখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই রেশন কার্ডের ব্যাপারে দেখছি বিশেষ করে ধর্মনগরের কথা বলছি সেখানে এস, ডি, ওর অফিস থেকে একটা নূতন রেশন কার্ডের ফরম দেওয়া হয়। আগে যে ফরমটা ছিল প্রকিউরমেন্ট ফরম নং ১১ সিডিউলে এইটাকে পরিবর্তন করে বাংলায় একটা ফরম করা হয়েছে। যেটাতে গাঁও প্রধান, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী ফুড ইনস্পেকটর প্রত্যেকের স্বাক্ষর লাগছে। এইটা প্রকিউরমেন্ট ফরম অনুযায়ী করা হয়েছে কি না কোন সিডিউল অনুযায়ী করা হয়েছে, কিছুই নেই এবং গভর্ণমেন্টের অ্যাপ্রোবেল আছে কিনা সম্পর্কেও কোন কিছু নেই। এমন সারা ত্রিপুরায় আমরা একটা হতাশাজনক চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। এর মধ্যে আমাদের অর্থমন্ত্রী এই বাজেট উপস্থাপিত করেছেন। এখানে আশা আকাঙ্খার কথা তারা শুনিয়েছেন কিন্তু আমরা দেখছি কি এই দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, বেকারী হতাশা, এইটা সমাধান করার কোন উপায় কোন পথ, বাজেটের মধ্যে তারা রাখছে না। জনগণকে আশ্বাস দিতে পারছে না এই বাজেট। আমি বলছিলাম যে, এই হাউসে একজন মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে তারা সৃষ্টি করে চলেছেন। তারা এই জিনিসটাই সৃষ্টি করে চলেছেন। মনুষ্যউপজাতির প্রাক পুরুষ হিসাবে, তারা যা সৃষ্টি করে চলছেন তাতে আমরা দেখছি ত্রিপুরার মানুষ আজ হাহাকার করছে। এই অবস্থাটা সৃষ্টি হয়েছে। বাজেটে তাই যে জিনিসটা ফুটে উঠেছে সেইটা দারিদ্র্য, বেকারদের একটা চাপ। এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন ব্যবস্থা এই বাজেটে রাখা হয়নি। ত্রিপুরাকে উন্নত করার জন্য কোন

মুখাপেক্ষী যেমন তারা সব সময়ে করে রেখেছেন আমাদেরকে তেমনি সব ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি যে তাদের ব্যর্থ পরিকল্পনাগুলি একটা গৌরবজনক ভূমিকায় নিয়ে আসছেন। এইটা সগৌরবে বলার জন্য তারা গর্ববোধ করছেন। এই জিনিসটা আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি। তাই বাজেটে জনগণের কোন আশ্বাস নেই এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে ১৯৭৩ ৭৪ সালের বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসের সামনে পেশ করেছেন সেই সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এই বাজেটকে দেখে আমার মনে হলো এইবার যথেষ্ট টাকা চাওয়া হয়েছে। টাকার অংকটা হলো ৫৮ কোটি ১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা, প্লেন এবং নন-প্লেন দিয়ে। আজকেও আমরা যে বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করছি এই বাজেট জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বাজেটে অর্থ রাখা হয়েছে ত্রিপুরার সামগ্রিক শ্রেণীর মানুষের অগ্রগতির, উন্নতির জন্য এই বাজেট রাখা হয়েছে। কাজেই এই বাজেটকে আমি স্বাগত জানাই। আমরা আলোচনা করতে গেলে ত্রিপুরা একটা ক্ষুদ্র রাজ্য, সহায় সম্বল বিহীন ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। সেই অনুন্নত রাজ্যটির অসংখ্য সমস্যা। সেই সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য শুধু বাজেটে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ রেখে আমরা খুশি হতে পারি না। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে যে অর্থটা আমরা বাজেটে রেখেছি সেই অর্থ যাতে জনসাধারণের সামগ্রিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত নিরপেক্ষ এবং অত্যন্ত সহৃদয়তার সংগে খরচ করা হয়। তা না হলে পরে যতই অর্থ আমরা বরাদ্দ করি, যতই অর্থ আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে থেকে গ্র্যান্ট হিসাবে আনি না কেন যদি তার দিকে লক্ষ্য না থাকে যদি জনসাধারণ, সরকারপক্ষ, বিরোধীপক্ষ, মন্ত্রী, সরকারী কর্ম্মচারী সর্ব্বশ্রেণীর মানুষ যদি তার দিকে সহানুভূতি না রেখে খরচ করতে চায় তাহলে যে যে কাজের জন্য এই বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে সেই কাজ হবে না। তা না হলে এই যে বাজেটে ৫৮ কোটি টাকা রাখা হল সেটা নিরর্থক হয়ে যাবে। আমরা কৃষির উপর জোর দেব। কেন দেব? ত্রিপুরা রাজ্য কৃষি প্রধান। শতকরা ৬৫ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভর করছে। এই রাজ্যের অধিবাসীরা যদি কৃষির দিক থেকে স্বাবলম্বী এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ না হতে পারে তাহলে এইসব বেকার সমস্যা, এই সব কমিউনিকেশান, শিক্ষা সব দিকে নৈরাশ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলছেন যে আজকে ভারতবর্ষে আতংক সৃষ্টি হয়েছে খাদ্যের দিক চিন্তা করে। আমি যদি একটা হিসাব দিই এটা আমরা নিজেরা সৃষ্টি করছি অথচ আমাদের মনোবল সেই দিকে নাই অথচ আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে পারছি। সেটা হয়েছে ১৯৫০ সালে ভারতবাসীর জন-সংখ্যা ছিল ৩৬ কোটি, উৎপাদিত ফসল সাড়ে পাঁচ কোটি টন। ১৯৭৩ সালে জনসংখ্যা ছিল ৫৫ কোটি, খাদ্যশস্য উৎপাদন ১২ কোটি টন। তাহলে জনসংখ্যা হলে এটা দ্বিগুণ হয়ে গেল। সাড়ে পাঁচ কোটি থেকে ১১ কোটি এল। আমরা যদি দেখি উৎপাদন সেটা গড় হবে ৮ কোটি টন এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে ১০ কোটি টন। সেই দ্বিতীয়ার্দ্ধ চলছে। খাদ্য বাড়ল দ্বিগুণ। মানুষ যা তার চাইতে বেশী খাদ্য। খাদ্যের অবস্থা ভাল ছিল, তথাপি কেন এই আতংক, তথাপি কেন দৈন্যদশা, তথাপি কেন আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারলাম না? ১৯৬৫ সালে লালবাহাদুর শাস্ত্রী

যে ডাক দিয়েছিলেন সেই দিক দিয়ে আমাদের যে আশা আকাঙ্খা ছিল খাদ্যের দিক দিয়ে সেটা আজকে ধুলিস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে। এই বৎসরে সাহায্য আমাদের চাইতে হচ্ছে। কেন আমাদের বিদেশীদের কাছে নির্লজ্জ ভাবে চাইতে হচ্ছে। সেটির মূল যদি আমরা দেখতে চাই তাতে দেখা যাবে—এতে গরীব জনসাধারণের কোন আগ্রহ নেই সেটি হবে ভুল। কারণ প্রকৃত পক্ষে ১৯৬৮ সাল থেকে ভারতবর্ষে খাদ্যের সুদিনের সূচনা হয়েছে বলা চলে। কেন বলা চলে তখন থেকে নুতন ধরণের বীজ ও ঔষধ পোকা মাকড় বা কীট নাশক ঔষধের সংগ্রহ আধুনিক যন্ত্রপাতি কৃত্রিম সার ইত্যাদির ব্যবহার চলছে। সেজন্য অধিক ফসল উৎপাদন হচ্ছে। এবং তারই ফল স্বরূপ আমরা এইটুকু বলতে পারছি যে ভারতবর্ষের জনসাধারণ তথা ত্রিপুরার জনসাধারণ ত্রিপুরার কৃষকরা তাদের কৃষির দিকে তাদের মন আছে। কৃষিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের ইচ্ছা আছে আকাঙ্খা আছে এবং সরকারী পরিকল্পনার সংগে ধাপে ধাপে তারাও আধুনিক ভাবে মিশে যাচ্ছে—সেটি তাদের ইচ্ছা আছে। তাহলে কেন এই দুরবস্থা কেন এখনও আমরা বিদেশের কাছ থেকে আমরা খাদ্য আনতে চাইছি। মুল খুঁজলে আমার মনে হয়—আমাদের বাজেট ধরা রয়েছে আমাদের কোটি কোটি হাজার কোটী টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে তার মধ্যে সেই অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টির অভাব আমাদের সহৃদয়তার অভাব রয়েছে। রয়েছে আমাদের সেই নিরপেক্ষ দৃষ্টির অভাব—কৃপণতা। যদি তাই না হতো তাহলে আজকে আমাদের এই ত্রিপুরায় যখন আমরা কৃষি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই তখন আমরা দেখি যে আমাদের কৃষি খাতে যথেষ্ট টাকা—১৯৭২—৭৩ সালের বাজেটে আমাদের যথেষ্ট বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং সেটি খরচ হয়েছে বলে আমরা শুনেছি। তাহলে আজকে যদি এই হাউসের সদস্যরা সেই বিষয়ে কনষ্ট্রাকটিভ সমালোচনা করতে চান তবে তাদের বলতে হয় যে সেই অর্থ ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয়িত হতে পারেনি। কেন হয়নি সেটি সমস্ত বিষয় আমি উল্লেখ করতে চাই না। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলতে চাই যে কৃষি ঋণ আমরা কৃষককে যখন আমরা দিতে চাই তখন আমরা কি দেখি।—কোথাও ২০০ টাকা কোথাও কোন তহশীলে ৪০০ টাকা কোথাও আরও বেশী টাকা পাচ্ছে কোন তহশীলে মোটেই পাচ্ছে না। আজকে কৃষি ঋণের জন্য দরবার করে আজকে হয়রানি হচ্ছে সেটি অসত্য কথা নয়। সেটি বিরোধী দলের সদস্যরা যে ভাবে বলছে আমি সেইভাবে নিতে চাই না আমি নিতে চাই বাস্তব যেটি যেটি আমরা চোখের সামনে দেখছি সেটি আমি বলতে চাই। কাজেই আজকে একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বলছি যে ত্রিপুরার রাজ্যে খরা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে—শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয় আমরা দেখছি ভারতবর্ষের ৫টি রাজ্য এই খরা চলছে। মহারাষ্ট্র, মহীশূর, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ আর একটি আমার যতদূর মনে হয় গুজরাট। আর কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রীর হিসাবে আমরা দেখি যে এর মধ্যে ২০০টি জিলা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ—খরার জন্য হয়েছে। এবং সেজন্য তিনি আশংকাও প্রকাশ করেছেন। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থাটা কি—ত্রিপুরার রাজ্য তার থেকে বাদ পড়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য আজকে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পর্য্যবেক্ষণ কমিটি এসেছে। তারা দেখেছেন—চীৎকার উঠেছে সমস্ত অপজিশান পার্টি রুলিং পার্টি থেকে সমস্ত জনসাধারণ থেকে চীৎকার উঠেছে যে ত্রিপুরাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা কর। কিন্তু সেটি আজও কেন দেওয়া

হচ্ছে না। ত্রিপুরা রাজ্যে যে খরা পরিস্থিতি আজকে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় একটা কথা যদি বলতে চাই এইটুকু আমরা দেখতে পাই আমরা যখন এসেম্বলি থেকে বাড়ী যাই তখন বাড়ীতে লোকের সংগে দেখা হয় জানতে পারি সেই এস, ডি, ও, অফিস, ডি, এম, অফিস, এগ্রিকালচার অফিস থেকে আরম্ভ করে বি, ডি, ও অফিস পর্য্যন্ত সব জায়গাতে যেমনি ভীড়। মাননীয় সদস্যরা আমার সংগে একমত হবেন যারা এলাকাতে ঘুরেছেন। তারা জানেন সাধারণ মানুষের আজকে কি অবস্থা এই খরার জন্য। আমি আগেই বলেছি কৃষি ভিত্তিক এই ত্রিপুরা রাজ্য—কৃষির উপর নির্ভর করছে সমস্ত কিছু সেজন্যই আজকে বেকার সমস্যা দেখা যাচ্ছে। কর্মসংস্থানের অভাব দেখা যাচ্ছে খাদ্যের অবস্থা কাহিল। কাজেই আজকে যখন সাধারণ মানুষের দিকে তাকাই যখন সাধারণ মানুষ আমার কাছে আসে তখন আমি হতবাক হয়ে যাই—যে কেন আমরা প্রতিনিধি হয়ে এসেছি? কেন জনসাধারণ আমাদের ভোট দিয়ে পাঠিয়েছেন—যদি আমরা সাধারণ মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিতে না পারি? আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই। আমি এই কথা বলতে চাই না লক্ষ লক্ষ হাজার মানুষ না খেয়ে মরছে সেটি আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু সত্যিকারের যা দেখছি আজকে না খেয়ে হাজার হাজার না মরুক কিছু সংখ্যক লোক যারা রয়েছে আদিবাসী গরীব এবং যারা চাষ করে খায় কৃষি কাজ করে তারা শ্রমিক মেহনতী মানুষ যারা তাদের মধ্যে ৮০ পার্সেন্ট লোক ত্রিপুরায় আজকে দুই বেলা খেতে পারছে বলে আমি মনে করছি না। তার মানে হচ্ছে আমরা যে প্রতিশ্রুতি জনসাধারণকে দিয়েছি আজকে আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারছি না। আজ যে বাস্তব জিনিষটি দেখতে পাচ্ছি এই খরা পরিস্থিতি চলছে এর শেষ কবে তা কেউই বলতে পারছে না। আমাদের যথেষ্ট পাম্প সেট ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছে, জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে সিজনেল বাঁধ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে কোন সময় সেগুলির উপর আঘাত আসতে পারে যে কোন সময় সেগুলি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কাজেই আজকে যদি এতেই আমরা খুশী হয়ে যাই ত্রিপুরাতে আমরা যথেষ্ট পাম্প সেট এনেছি এবং এদের মাধ্যমে আমরা জলসেচের ব্যবস্থা করেছি—সিজনেল বাঁধের মাধ্যমে আমরা জলসেচের ব্যবস্থা করেছি তাহলে সেটি বলা হবে সেটি জনসাধারণের অন্তরের কথা নয়। ত্রিপুরার বাস্তব চিত্র যেটি সেটি নয়। কাজেই আমি এই কথা বলব আজকে যদি সত্যি জনসাধারণের কাছে এই বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থ পৌঁছে দিতে হয় তাহলে শুধু বক্তৃতা করলেই চলবে না শুধু গালাগাল দিলেই হবে না তার সংগে সংগে আরও সহৃদয়তার সংগে অত্যন্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে আজকে ঘরে ঘরে খবর নিয়ে সংগে সংগে—আমরা জানি কেন আজকে এই অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য আমি এই কেবিনেট মন্ত্রীদের কাছে অনুরোধ রাখব তারা যখন যে ঘটনার কথা শুনবেন তারা সেখানে গিয়ে স্পটে গিয়ে সেখানে কেবিনেট ডিসিশান নিয়ে তারা অফিসারদের অর্ডার দিতে পারেন যাতে সংগে সংগে সেই কাজ ইমপ্লিমেন্টেশান করা হয়। এই সব টাকা অফিসের মাধ্যমে সাধারণ লোকের কাছে যেতে যেতে সেটি কোথায় শূন্যে মিলিয়ে যাবে সেটি জনসাধারণের কোন উপকারে নাও আসতে পারে। আর একটি কথা হচ্ছে এই আজকে আমরা বিভিন্ন খাতে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের জেনারেল ডিস্কাশানে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলির উপর আজকে

আমি বলতে পারি কারণ এই সুযোগ পরে আমরা পাব না। তখন পার্টিকুলার ডিমাণ্ড আসবে সেই সমস্ত ডিমাণ্ডগুলিতে তখন সব কিছু বলা যাবে না। কাজেই সেই প্রসংগে আমি বলতে চাই কেন আজকে সন্দেহ এসেছে কেন আজকে সকলের মধ্যে নৈরাশ্য এসেছে তার কারণও রয়েছে। কেন আজকে নিরপেক্ষতার অভাব এই আওয়াজ উঠেছে। কমিউনিকেশান খাতে পি, ডাবলিও, ডি. দেখা যায় ১৯৭৩-৭৪ সালের বাজেটে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু আমি মাননীয় পি, ডাবলিও, ডি, মিনিষ্টারের কাছে—তিনি উপস্থিত নেই তাহলে আমি ওকে দেখতাম পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট আগামী আর্থিক বছর—১৯৭৩-৭৪ সালে কমিউনিকেশান খাতে যে কাজগুলি হবে তার একটা লিস্ট আছে। সেখানে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা কমিউনিকেশান খাতে আছে। তাতে আমি একটা স্পেসিফিক ঘটনার উল্লেখ করতে চাই —যে আমার কনষ্টিটউয়েন্সিতে একটা রাস্তাও এটাতে দেখছি না। কেন? ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা কমিউনিকেশান খাতে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেখানে একটা কনষ্টিটিউয়েন্সিতে একটাও মাইনর ইরিগেশান, কমিউনিকেশান তারপর ড্রেনেজ চ্যানেল, রোডস্ কনষ্ট্রাকশান অব নিও রোডস ইত্যাদি কাজে একটা পয়সাও নাই। কেন নাই তাহলে কেন প্রশ্ন উঠবে না যে নিরপেক্ষতার অভাব আছে। এই যে সীমিত টাকা আমাদের যে সীমিত অর্থ সেটি ৫৮ কোটি ১ লক্ষ ৬৪ হাজার—যাই হউক না কেন সেটি প্রয়োজনের তুলনায় কম। কিন্তু সে টাকাও প্রপার ডিষ্ট্রিবিউশান হচ্ছে না যার জন্য আজকে এসেছে অবিশ্বাস—যার ফল স্বরূপ আজকে নিরপেক্ষতার অভাব যার ফলে এই নৈরাশ্য। সেজন্য আমি বলছি আমি অনুরোধ রাখছি সরকারকে মিনিষ্টারদের আপনারা নিরপেক্ষভাবে যে সীমিত অর্থ রয়েছে সেই অর্থকে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় করুন। আমি জানি রাতারাতি আমরা কাজ করে দিতে পারব না সেট আমি জানি। রাতারাতি ত্রিপুরা রাজ্যকে স্বর্গ রাজ্যে পরিণত করতে পারব না সেট আমি জানি। কিন্তু যেটুকু অর্থ রয়েছে যে টাকা আমাদের হাতে আমরা যদি প্লেন করি কমিউনিকেশান খাতে ঠিক ঠিক দৃষ্টি দেই তাহলে দেখা যাবে মানুষের অসন্তোষ কমে যাবে। এডুকেশন যেখানে দেখা যাচ্ছে ফি বুক সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইব ছাত্রদের ডিষ্ট্রিবিউশান করা হবে আজকে মার্চ্চ মাসের ৩০ তারিখ এখনও সেই টাকা ছাত্ররা কেন পাচ্ছে না। এপ্রিল মাসে পরীক্ষা তারা করবে পড়াশুনা করবে কি ভাবে তারা পরীক্ষা দিবে তাই আমি বলছি যে সরকারের সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার সরকারের সজাগ হওয়া দরকার এখনও সাবলম্বী হওয়া দরকার। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়—ড্রিংকিং ওয়াটার—আজকে সারা ত্রিপুরায় পানীয় জলের অভাব। আমরা বলছি আমরা যথেষ্ট টিউবওয়েল রিং ওয়েল দিয়েছি। টাকা আছে যথেষ্ট আমরা সাপলিমেন্টারী বাজেটও পাশ করে দিয়েছি। আমি নিজে জানি ত্রিপুরা রাজ্যে এমন জায়গা আছে যেখানে ৭টি রিং ওয়েল মঞ্জুর হয়েছে কিন্তু একটা পয়সাও খরচ হওয়ার সময় নাই। আমি পার্টিকুলারলী অর্থ মন্ত্রীকে নোট করার জন্য বলছি মাননীয় মন্ত্রীকে তার উত্তর দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে আজকে মজলিশপুর এসেম্বলী কনষ্টিটিউয়েন্সীতে ধুমাছড়াতে একটি লেম্বুছড়াতে একটি রানীরগাঁয়ে একটি ব্রজনগরে একটি খুপছড়াতে এবং ... রিং ওয়েল মঞ্জুর হয়েছিল। কিন্তু সেই টাকা

খরচ হয়েছে। সেইঁ রিং ওয়েলকি সেখানে কনষ্ট্রাকশান হবে? হবে না। আজকেও আমি খবর নিয়েছি তার কোন পাত্তা নাই। অথচ মিনিষ্টার কনসানের কাছে যদি খবর নিই তাহলে তিনি বলবেন আমিতো মঞ্জুর করে দিয়েছি। ডি, এম, অফিসে আর, ডাব্লিও, এস, সেকশানে খবর নিয়েছি বলে যে আমরা তো সেশান দিয়ে দিয়েছি। বি, ডি, ওর কাছে খবর নেই—টাকা ড্র হয়েছে। কিন্তু পাইপ কোথায় পাইপ নাই। বি, ডি, ও পাগল হয়ে ছুটছেন এস, ডি, ও, মাথা খারাব হয়ে যাচ্ছে—আজকে আর, ডাব্লিও, এস সেকশানে তাদের সারা রাত টাইপ করতে হচ্ছে। কেন? আগে পরিকল্পনা না করে টাকা বরাদ্দ করার ফল কতগুলি টাকার বরাদ্দ করে দিলেই চলবে না সেই টাকা খরচ হবে না। আজ অপজিশান পাটির সদস্যরা উল্লেখ করেছেন যে কতগুলি দালাল কৃষি ঋণ দাদন ইত্যাদি ব্যাপারে টাকা নিচ্ছে সেটি সত্যি কথা। বি, ডি, ও, রা দুই হাতে খরচ করার জন্য পাগল হয়ে যায়। কারণ তাদের ষ্টাপ কম। তখন কি হবে এই সুযোগে সেই সবের প্রপার ইনকোয়ারী হবে না! প্রপার ইনকোয়ারী না হলে যিনি ঠিক ঠিক প্রাপক তার কাছে গিয়ে পৌছাবে না। ফলে চায়ের দোকানে এক হাজার দরখাস্ত লিখা হবে বিড়ির দোকানে বলে এক হাজার দরখাস্ত লিখা হবে—বলা হবে ইনকোয়ারী হয়েছে। সেজন্যই আমি বলছি প্রকৃত প্রাপকের কাছে গিয়ে সেই অর্থ পৌছাবে না। কাজেই আমি বলছি এই সমস্ত দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে সচেতন থাকতে হবে। আজকে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটিকে ঠিক ঠিক ভাবে খরচ করতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা আজকে সমালোচনা করেছেন এই ত্রিপুরা রাজ্যে খরা এই ভয়াভয় পরিস্থিতিতে আজকে বেকাররা মাঠে ঘাতে ঘুরছে তার মা বাবাকে খেতে দিতে পারছে না। নিজেরা খেতে পারছে না।

অবশ্য সেখানে সিডুল কাষ্ট সিডুল ট্রাইবের ছাত্র ছাত্রীরা আজকে খেতে পাচ্ছে না, তারা সময় মত পই পাচ্ছেনা, সেখানে আজকে যদি আমাদের এইভাবে বাড়ী কেনা হয় কলিকাতায়, এ্যাসেম্বলীর জন্য রাজবাড়ী কেনা সম্পর্কে কথা উঠছে, শ্রীযুক্ত অশোক কুমার ভট্টাচার্য বলেছেন আমরা রাজবাড়ীতে বসে বড় বড় চেয়ারে বসে, আরাম কেদারায় বসে গালিচাতে বক্তৃতা না দিলেও চলত একথা তিনি বলেছেন। আমি একথা বলছিনা যে প্রতিবৎসর পর্যা ত্রিপুরায় আসবে তখন আরেকটা বাড়ী কেনার ব্যবস্থা করা হবে, কিন্তু সাধারণ মানুষ আজকে অত্যন্ত সচেতন, তারা জনপ্রতিনিধিকে ছাড়ছেন, তারা মন্ত্রীদের বলছেন আমার মানুষ, খেতে পাচ্ছেনা, আমরা অস্থির হয়ে যাচ্ছি, আমাদের তাঁরা ছাড়ছেনা, তারা এস, ডি,ওদের ঘেরাও করছে; আমাদের পর্যন্ত ঘেরাও করছে। জনপ্রতিনিধি যারা ভোটের জন্য, জনসাধারণের কথা বলার জন্য জনসাধারনের কাজ করার জন্য আজকে আমরা এখানে এসেছি, তাদের সেই সমস্ত কথা যদি সরকারের দৃষ্টিতে না আনি, তাহলে সরকার সেইদিকে কঠোর দৃষ্টি দেবেনা, সরকার সচেতন হবেননা এবং জনসাধারণএর জন্য বরাদ্দকৃত টাকা ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় হবে না। তার জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটকে সমর্থন জানাই এবং তার সংগে সংগে হুশিয়ার করে দিই বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয়িত হয় তার জন্য সকল মিনিষ্টার, আমাদের এম, এল, অফিসার এবং কর্মচারীরা এবং অপজিশানের সদস্যদের এই দিকে নজর দিতে হবে।

আমি একটা কথা প্রসংগক্রমে উল্লেখ করছি সেটা হচ্ছে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা একটি বিষয়ে সেদিন বলেছেন আমি সেটা চিন্তা করে পাচ্ছিনা। একজন মিনিষ্টার নাকি ভূমিহীন বলে জায়গা নিয়েছেন। এটা প্রফুল্ল দাশ সম্পর্কে বলা হয়েছে আমি জানি। কিন্তু প্রফুল্ল দাশ এখানে উপস্থিত নাই। আমি নিজে জানি সেই জায়গা তিনি নিজে খরিদ করেছেন একজন লোক যে নাকি ২০ বছর পর্যন্ত সেই জায়গায় ছিল, সেই লোক উনার কাছে সেই জায়গা বিক্রী করে, তখন তিনি মন্ত্রী ছিলেন না। আর বাস্তব কথা হল তাঁর এ জায়গা ছাড়া তখনকার সময়েত অন্য কোন জায়গা ছিলনা। এ জায়গা ছাড়া এক কড়াও জায়গা থাকত তাহলেও বলতাম। তিনিও ভূমিহীনের মধ্যে পড়েন। সরকার নজর দিয়ে, টাকা দিয়ে জমি কেনা হয়, তাহলে কি সমালোচনার বিষয় হয়, আমি বুঝিনা। এই বলে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি একটু পড়ে বলব, বিরোধী দলের বেঞ্চ থেকে এখন রাধারমন দেবনাথ বলবে।

শ্রীরাধারমন দেবনাথ :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৭৩-৭৪ সালের যে বাজেট অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন, সেই বাজেটএ ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমান খরাজনিত পরিস্থিতি, ত্রিপুরার যে বেকার সমস্যা, তার সমাধানের কোন সুষ্ঠু পথ নাই। আজকে ২৫ বছরের কংগ্রেস শাসনে জনগণের মধ্যে এনেছে খাদ্য সংকট অর্থ সংকট, এবং মৃত্যুর মিছিল, গ্রামে গ্রামে অনাহারের মিছিল, গ্রাম ত্রিপুরাতে ১৫৪ জন লোক অনাহারে মারা গেছে। আজ পর্যন্ত সরকার থেকে তার কোন প্রতিকার করেন নাই। গতবার একজন লোক-এর ৯ বছরের একটি ছেলে আগরতলা শহরে মারা গেছে। কাজেই এখানে সরকারের চরম ব্যর্থতা। বর্তমানে যে বাজেট এখানে রেখেছেন তাতে আমরা কি দেখি? সেখানে তাঁরা পরিবার পরিকল্পনার জন্য বাজেট বরাদ্দ বেশী রেখেছেন। কারণ যারা মানুষকে খেতে দিতে পারেনা, তাঁরা চায় মানুষ কমিয়ে ফেলা। তাঁরা ধর্মের দোহাই দেন, তারা বলেন, ধর্মকে মানেন, আজকে তাঁরা ভগবানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। শুনতে লজ্জা হয়। আমি জানি দুই একজন করে স্ত্রী আছে, একজন মন্ত্রীর একজন স্ত্রীর যদি পাঁচটি ছেলে হয়, তাহলে দুইজন স্ত্রীর কয়টি ছেলে হবে? যারা পরিবার পরিকল্পনা করতে চান, যারা লোক কমাতে চান, তাঁরা নিজেরা চেস্টা করেছেন কি? নিজেদের আগে সেকথা চিন্তা করতে হবে। আজকে যদি আপনারা খাদ্য সমস্যা সমাধান করতে পারতেন, তাহলে বুঝতে পারতাম আপনারা জনগণের কল্যাণ দেখেন। টেস্ট রিলিফের যে টাকা, সেই সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। এই যে গ্রামে গ্রামে টেস্ট রিলিফের টাকা বন্টন করা হয় সেখানে আমি দেখছি কি চলছে। মোহনপুর এর বি, ডি, ও শচীন্দ্র কর সেখানে গাঁও প্রধান (উপ-প্রধানের) মাকে দিয়েছে—২০ টাকা, ভাইকে দিয়েছে—১০০ টাকা, দলীয় স্বার্থে কংগ্রেসের যারা মাতব্বর তাদের দিয়েছেন। যতীন্দ্র বিশ্বাস পেয়েছে ১০০ টাকা ভূমিহীনের টাকা, অথচ তার জমি আছে তার দোকান আছে, এমন লোক অনেক আছে আমি চেলেঞ্জ দিতে পারি। সেখানে যারা সাহায্য পেয়েছে, তাদের বলা হয়েছে ৪০ টাকা করে দক্ষিণা দিতে হবে কংগ্রেসের একজন কর্মী চন্ডী প্রসাদ দেবনাথকে, এইভাবে চলেছে লুটের রাজত্ব ত্রিপুরায়।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—যে ব্যক্তি নেই, তার সম্বন্ধে বলবেন না।

শ্রীরাধারমন দেবনাথ :—তারা সেখানে বলেছিলেন যে টেস্ট রিলিফের কাজ দেবেন। ক্রাশ প্রগ্রামের কাজ দেবেন, কিন্তু কই গ্রামে গ্রামে তা দেন নাই। দুই তিন দিন দেওয়ার পর বন্ধ করে দিয়েছেন। যারা অর্দ্ধশিক্ষিত বেকার. তারা কাজ কোথায় পান? দলীয় স্বার্থে তারা সেগুলি প্রয়োগ করেন আমরা চাই যারা গরীব মানুষ, মেহনতি মানুষ, যারা কৃষক, যারা কাজ পায় না, তাদের কাজ দেওয়া হউক। কই তাদের কাজ দেন তারা? আরেকটা দৃষ্টান্ত দিতে হয়, তকমাপাড়া কলোনি সেখানে ভূমিহীনদের টাকা বিলি করা হয়েছে, সেই কলোনীতে ৩।৪শ টাকা করে টাকা ভূমিহীনরা পেয়েছে, তাদের নামে ২১শ টাকা মঞ্জুর হয়েছিল, আজকে পর্যন্ত তারা সেই টাকা পায় নাই, এটা কি দালালের পকেটে গেছে কিনা, সেটা বলতে পারি না। তাদের নামে জায়গা এলট করা হয়েছে, তাদের নামে টিন মঞ্জুর হয়েছিল, কিন্তু তারা সেটা পায়নি। সেখানকার বি, ডি, ও, শচীন্দ্র করকে জানানো সত্বেও তিনি তার কোন প্রতিকার করেন নাই। কয়েকদিন আগে যে সেখানে ঝড়ে ঘর পড়েছে, কয়েকটি ঘর আগুনে পুড়ে গেছে, যাদের ঘরে অন্ন নাই, যাদের ঘরে হাহাকার সেই মোহনপুর এলাকায় আড়াই শ মত ঘর পড়ে, প্রতিটি লোকের একটি দুইটি করে ঘর পড়, প্রায় দেড় লক্ষ টাকার মত ক্ষতি হয়েছে। কই সেখানকার বি, ডি, ও বা কংগ্রেসের মন্ত্রীরা সেখানেতো গেলেন না। গিয়ে দেখলেন না। কয়েকদিন আগে মাননীয়া উপমন্ত্রী সেখানে গেলেন ক্রীড়া প্রদর্শনীর খেলা উপভোগ করতে। কিন্তু ঝড়ে যখন ঘরবাড়ী নষ্ট হলো তখন সেখানে গেলেন না। আর তারা বাহবা দিচ্ছেন যে তারা গরীবি হঠাচ্ছেন। গরীবি হঠাচ্ছেন কি দিয়ে? ঐ গরীবদের পিটানোর জন্য তারা পুলিশ বাহিনী তৈরী করছেন। আবার এইদিকে তারা সবুজ বিপ্লবের বুলি আওড়াচ্ছেন আর মধ্যে মধ্যে বলছেন তারা কি না করছেন। তারা রাজপ্রাসাদে বিধান সভা তৈরী করেছেন। যদি এখানে মেডিকাল কলেজ তারা করতেন বা ইউনিভারসিটি করতেন, আমরা তাদেরকে অভিনন্দন জানাতাম। তারা রাজপ্রাসাদ কিনেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর জন্য এয়ার কণ্ডিশন গাড়ী কিনছেন। লজ্জার কথা। যে দেশের লোক খাইতে পায় না, যে দেশের লোক অন্ন পায় না, যে দেশের হাজার হাজার লোক অভাবের তাড়নায় দূরদূরান্ত গ্রাম থেকে এসে এই আগরতলায় ভীর জমাচ্ছেন, খাদ্যের দাবী করছেন। যান, মন্ত্রীরা গিয়ে দেখুন। মন্ত্রীরা তাদেরকে দেখে নাক ফিরিয়ে চলে যান এবং যারা ট্রেজারী ব্যাঞ্চের এম, এল, এ, আছেন তারাও তাদের দিকে ফিরে তাকাচ্ছেন না। তারা মুখে যা বলেন কাজে তা করেন না। আজকে ত্রিপুরার মা-বোনেরা যারা গ্রাম থেকে আসেন তাদের কংকালসার চেহরা। তাদেরকে দেখলে মনে হয় আজকে যারা নির্ব্বাচিত হয়ে এখানে এসেছেন তারা তাদের কর্ত্তব্য ঠিকভাবে করেন নাই। কিন্তু এসেছে, এমন দিন আসবে যদি জনগণের সেবা আপনারা না করেন, জনগণের প্রতিশ্রুতি যদি আপনারা পালন না করেন, জনগণ আপনাদেরকে ডাষ্টবিনে ফেলে দেবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কিভাবে লুঠের রাজত্ব চলছে আমি বলছি, একটা মন্ত্রী তার বাড়ীভাড়া পান মাসে ৪৫০ টাকা। আর একটা কৃষক তিনি দাদন, কৃষিঋণ এই রকম সাধারণ পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমার মোহনপুর এলাকায় একটাও কৃষিঋণ দেওয়া হয় নি। কেন দেবেন কৃষিঋণ, তারা বলেন সেখান-

কার যে নির্বাচিত সদস্য তিনি সি, পি, এমের সমস্ত লোকজন দেওয়া হয় না। [illegible] দৃষ্টান্ত দিতে পারি যে মাননীয়া উপমন্ত্রী বাসনা চক্রবর্তীর এলাকাতে যারা ঋণ পেয়েছেন, টিন পেয়েছেন যেমন মনোরঞ্জন দেবনাথ, চিত্ত দেবনাথ এবং তার মা কৃষিঋণ পেয়েছেন এবং হরেন্দ্র ঘোষ, কার্তিক সাহা, তারা টিন পেয়েছেন। এইভাবে চলছে সারা ত্রিপুরায় লুঠের রাজত্ব। তারা বেকারদের সম্বন্ধে বলেন, তারা বেকারদের চাকুরী দিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান করবেন। কিন্তু চাকুরী কারা পেয়েছেন? তারাই পেয়েছেন যারা এই সরকারের দালাল এবং তাদের আত্মীয় স্বজন। আমি প্রমাণ দিতে পারি। যেমন একজন চাকুরী পেয়েছেন তার নাম জহরলাল সরকার, পিতা বরদা সরকার, সাবরুমে এখন থাকেন। বাড়ী হলো বাংলাদেশের নোয়াখালিতে, আমার দেশের এখন সাবরুম হরিণাখলাতে আছেন। এইভাবে চলছে তাদের চাকুরীর লুঠের রাজত্ব। আর একজন হলেন অমলকৃষ্ণ চৌধুরী, সে বাংলা দেশের শরণার্থী, বাড়ী চট্টগ্রামে। তিনি এখানে শরণার্থী হয়ে এসেছিলেন। তিনি চাকুরী পেয়েছেন কিছুদিন হয়। এইভাবে তারা চাকুরী দিতে পারেন না তাদের এই স্বজন পোষণ নীতির জন্য। এই এ্যাসেম্বলির সামনেই আছে, এগ্রিকালচারের জোন অফিস, সেখানে আমার এলাকার শীল মোহন চাকুরী পেয়েছে। মোহনপুরের বি, ডি, ও, আপনারা যান, তার দেখা পাবেন না। তিনি আগরতলাতেই সবসময় থাকেন। মানুষ সেখানে অফিসে গিয়ে অযথা হয়রাণি হয়। তার প্রমাণ আমি দিতে পারি। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, এই বি, ডি. ও, আগরতলাতে থাকেন আর তার অফিসে গেলে তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। * * *

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য তিনি এখানে নেই, তার সম্বন্ধে আপনি বলবেন না। এইটা এ্যাকসপাঞ্জ করে দেওয়া হবে।

শ্রীরাধারমন দেবনাথ :—তিনি বলেন, আমি মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয়, আমাকে কেউ সরাতে পারবে না। সেখানে যারা অনাহারে থাকেন, যারা অনাহারে কংকালসার হয়েছেন তারা যখন ব্লক অফিসে যান তারা বি, ডি, ও, কে দেখতে পান না। তিনি একটার সময় যান আর তিনটা সময় ফিরে আসেন। তিনি এস, ডি, ও, সাহেবের মতন চলছেন। এস, ডি, ও, যেমন থাকেন না তিনিও থাকেন না। আমি প্রমাণ দিতে পারি। যারা কংগ্রেসের লোক তারাও বলবে। মন্ত্রীরা যান, তদন্ত করুন। কিছুদিন আগে আমি একটা চিঠি পেয়েছিলাম মন্ত্রীরা যাবেন, কিন্তু তার পরের দিন চিঠি পেলাম. তারা যাবে না। কারণ তারা ভয় পায়। কুকুর যেমন জল দেখলে ভয় পায়, এই কংগ্রেসী মন্ত্রীরাও আন্দোলন দেখলে ভয় পায়। তাদেরকে জলাতংক রোগে ধরেছে। তাই তারা সংগ্রামকে ভয় পায়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে কি অবস্থা চলছে, আমার এলাকা সম্বন্ধে বলতে চাই, ১৫ই ফেবরুয়ারী একটা ঘটনা আমাকে বলতে হয়, সেই দিন আমরা আইন অমান্য আন্দোলন করেছিলাম শান্তিপূর্ণভাবে। যখন আমরা ১৪৪ ধারা ব্রেক করে ব্লক অফিসে আসি তখন রাত্র সাড়ে সাতটার সময় সাদা পোষাক পরনে পুলিশ বাহিনী এবং একদল কংগ্রেস গোণ্ডা বাহিনী আমাদেরকে আটক করে। আমি বললাম, আমাদেরকে গ্রেপ্তার করা হোক।

***Expunged as ordered by the Chair.

কিন্তু গ্রেপ্তার করলোনা। না করে লাঠি চার্জ করলো আমাদের উপরে। লাঠি পেটা করলো আমাকে পর্য্যন্ত। আমার হাতের ঘড়ি এবং একটা কলম ছিনিয়ে গেল। তখন আমি বললাম মেজিষ্ট্রেটকে, তিনি বললেন আপনার ঘড়ি এবং কলম ফেরত পাবেন। আজ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নি। সাদা পোষাকের সি, আর, পি আর একদল কংগ্রেস গোণ্ডা ঢিল ছোড়লো। মেজিষ্ট্রেট বললেন, আমি কি করবো ভাই, আমি যদি এ দরকে এরেষ্ট করি তাহলে আমার চাকুরী যাবে কারণ এরা কংগ্রেসের লোক। তারা সেখানে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করলো। এই লাঠিপেটা করতে করতে আমাদের মা বোনদেরে নিয়ে গেল বাংলাদেশের দুই মাইল ভিতরে এবং আমার ছোট ভাই এবং একজন সন্ধ্যা দেববর্ম্মা নামে একজন মহিলাকে লাঠি পেটা করলো। আমাকে রাত্র ১২টা কি ১টার সময় জেলখানায় আনা হলো। তখন আমার পার্টি অফিস থেকে জানতে চাইলো তখন বলা হলো, কৈ তাকে তো এরেষ্ট করা হয় নাই। সেই দিন আমি দেখলাম যারা ব্ল্যাক করে তারা থানায় বসে আড্ডা দিচ্ছে দারগা সাহেবের সংগে পুলিশের যোগ সাজসে হাজার হাজার গরু পাচার হচ্ছে বাংলা দেশে। আগে করত পাবলিক, এখন বি, এস, এফ, বাহিনী ব্ল্যাক করে, আমি প্রমাণ দিতে পারি। আর কয়েকদিন পরে মন্ত্রীরা ব্ল্যাক করবে যখন চাকরী থাকবে না পাঁচ বছর পরে। তাঁরা বলছেন শিল্প করবেন কিন্তু কয়েক দিন আগে পত্রিকায় দেখলাম কাচ কারখানা হচ্ছে ত্রিপুরায়। সাধারণ শিল্প হচ্ছে না। আজকে তাঁরা বলছেন ত্রিপুরায় ছোট শিল্প হতে পারে, রেল লাইন হতে পারে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তো রেল লাইনের জন্য বাজেটে টাকা ধরা হয় নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে গ্রামের চিত্র দেখলে কি মনে হয়? ট্রেজারী বেঞ্চের কিছু সদস্য বলেছে সরকারের অপদার্থতা সম্বন্ধে। এমন দিন আসবে যে দিন যারা জনপ্রতিনিধি তাঁরা গ্রামে ঘেরাও হবেন, বেশী দিন নয়। কাউকে ক্ষমা করবে না। মন্ত্রীরা শুধু পুলিশ এবং মিলিটারী দিয়ে গাড়ী হাকিয়ে যান বলে রক্ষা পান। কিন্তু এম, এল, এ, রা গাড়ী পান না, কাজেই তাদের ধরবে। আজকে ২৫ বছর ধরে গ্রামে গ্রামে হাহাকার, জলের সংকট, শুধু খাদ্য সংকট নয়। তারা বলেছিল জলের ব্যবস্থা করবে। অরুনধুতানগরের রমনী সরকার, চণ্ডী প্রসাদ, উত্তর পশ্চিম অরুনধুতীনগর গ্রামে পরীক্ষামূলক ভাবে যদিও বহু দরখাস্ত করার পর তদন্তের ফাইন্যাল করার জন্য ইঞ্জিনীয়ার দুবার, অ্যাগ্রি কালচারাল সুপারিনটেনডেন্ট শান্তি লস্কর একবার, মোহনপুরের বি. ডি, ও, ৭ বার তদন্ত করার পর মাইনর ইরিগেশন এক বছর সময় লেগেছে। ১৯৭০ সালের মাচ হইতে মাইনর ইরিগেশন বিভাগ হইতে তাদের খোঁজ একবারও পাওয়া যায় নি, অথচ এষ্টিমেট পর্যন্ত পৌছতে তাদের যথাযথ ব্যয় কত টাকা হয়েছে, সেখানে বিভিন্ন মিটিং-এ ডিসিশান নেওয়া অভার ফ্লোগুলি আজ পর্যন্ত হয় নাই এবং তদন্ত করবার পর খোঁজ নেওয়া গেল যে বর্ত্তমানে এইগুলির ফাইল পর্যন্ত উধাও হয়েছে। মিথ্যা না সত্য আমি প্রমাণ দিতে পারব। এট আমার কথা নয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, মোহনপুর ব্লকে চারটি পাওয়ার টিলার আছে। কিন্তু এই পাওয়ার টিলারগুলি অকেজো অবস্থায় আছে। কিন্তু এইগুলি দিয়ে যদি চাষাবাদ করতে পারত। তার জন্য চার জন লোক ছিল, আজকে এই চার জন লোক ছাটাই হয়েছে। তাদের যে প্রাপ্য ছিল সেটা পর্যন্ত তারা পান নি। তারা আজকে

কাজ থেকে বঞ্চিত, আজকে যেখানে ১৭টা পাম্পিং সেট দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ১২।১৩টা অকেজো অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছে। এইভাবে চলছে। পাম্পিং মেসিন লুঠের রাজত্ব চলছে। আর কংগ্রেস হল লুঠপাট কমিটির অধিনায়ক। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের এইভাবে হুঁশিয়ার করছি যে আগামী দিনে আপনাদের মৃত্যুর পরোয়ানা আপনারা নিজেরা তৈরী করেছেন এবং তখন আপনারা ক্ষমা পাবেন না। আপনাদের সরকার একটা মানুষ মারার যন্ত্র। আমি এই বাজেটকে অগণতান্ত্রিক লুঠের বাজেট বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ইনক্লাব, জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে কেউ বলবেন ?

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী আজকে হাউসের সামনে ১৯৭৩-৭৪ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেটা ভারতীয় গনতান্ত্রিক সমাজবাদী বাজেট। সেটা দেশকে সমৃদ্ধিশালী- দেশকে সম্পদশালী করবার জন্য বাজেট। এই বাজেট গরীবি হঠানোর বাজেট। এই বাজেট আত্মনির্ভরশালতার বাজেট। ইহা চৈনিক মাওবাদী বাজেট নহে। এ জন্য আমার ধারণা যে মাওবাদী যারা আছেন তাঁরা সমাজবাদী বাজেটের দিকে লক্ষ্য করে কখনও কখনও আতকে উঠেন, তাঁদের শরীর রোমাঞ্চ দিয়ে উঠছে, তাঁরা ভুল ভ্রান্তিতে দিশেহারা হয়ে উঠছেন কি করে এই বাজেটকে বানচাল করা যায়, কি করে কতগুলি অসত্যকে উদঘাটন করে মানুষের সামনে সেটা প্রচার করা যায়। সেজন্যই গণতান্ত্রিক মানুষের যে বাজেট সেই বাজেটকে স্বীকার করতে তাঁরা কুণ্ঠা বোধ করছেন। আমি এই বাজেটকে অত্যন্ত আনন্দের সহিত সমর্থন করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি যে এই ত্রিপুরা রাজ্য একটা জঙ্গলাকীর্ণ রাজ্যের মত ছিল। সেখানে লোক সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক ছিল, সেখানে তার তিনগুন বেশী উদবাস্তু এই রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। ভারতবর্ষে কোন জায়গায়, কোন দেশে এত উদবাস্তু যায় নি। যেহেতু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাজেট করে ত্রিপুরা সরকার মানুষকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং এই পথে মানুষকে রক্ষা করেছেন সেজন্যই যেখানে তিনগুন বেশী লোকসংখ্যা হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছিল সেখানে মানুষকে আজও রক্ষা করতে পেরেছেন। বলতে পারবেন কোন চীন দেশ যে এইরকম হঠাত আগত কোন দেশের লোককে তারা রক্ষা করতে পেরেছেন ? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এখানে প্রধানতঃ দুটি সমস্যা, একটা সমস্যা হল উদবাস্তু সমস্যা, দ্বিতীয়টা আমাদের ট্রাইবেল ভাইদের সমস্যা। এই দুই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেটের মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকার তার কাজ করে চলেছেন। এক দিকে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের কাজে কিভাবে এই সরকার অগ্রগতির পথে চলেছেন তার সম্পূর্ণ বিবরণ এই বাজেটে দেওয়া আছে। যদি সুষ্ঠভাবে সুস্থ মস্তিস্কে কেউ পড়েন তাহলে দেখবেন আমাদের ট্রাইবেল ভাইদের রক্ষা করবার জন্য ত্রিপুরা সরকার আরও বেশী দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেছেন। আর এক দিকে যারা উদ্বাস্তু আমি জানি, যারা ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন হয়েছে তার অধিকাংশই টিলাভূমি এবং এই টিলাভূমিতে...,... (গণ্ডগোল)...... মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সরকার এই বাজেটের মাধ্যমে ত্রিপুরার সম্পদকে রক্ষা করবার জন্য বিভিন্নভাবে আজ প্রগতিশীল কাজে হাত দিয়েছেন তার মধ্যে কৃষিই

হল প্রধান। আমরা বাজেটের মধ্যে দেখতে পাই কৃষির জন্য যে বরাদ্দ করা হয়েছে সেই বরাদ্দ অন্যান্য বারের মত নয়—সেই বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণ এবং এই বরাদ্দের মাধ্যমে আমরা কৃষিকে অগ্রগতির পথে নিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন কাজে হাত দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। আমাদের জমি বন্টন করার জন্য—সমভাবে জমি বন্টনের জন্য এই বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। এবং ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্ট এ্যামেণ্ডমেণ্ট করে সেখানে কি করে সমস্ত ল্যাণ্ডলেস মানুষকে সমস্ত বর্গাদারকে জমি দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেকটি ল্যাণ্ডলেস মানুষ পুনর্বাসন পেতে পারে সেই ব্যবস্থা আছে। আমরা জানি এই খরা পরিস্থিতির দরুণ এবং এই সেটেলমেন্টের জরিপের দরুণ একবার কৃষকরা খাজনা দিতে পারে নাই, সেই জন্য ত্রিপুরা সরকার এক বছরের জন্য খাজনা মকুব করে দিয়েছেন! এবং যাতে ল্যাণ্ড-লেস জমি পেতে পারে, জমিতে পুনর্বাসন পায়— কৃষির উন্নতি করতে পারে সেজন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা আরও দেখি কৃষিকে বিশেষভাবে উন্নত করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় পাম্প সেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় খাল খনন করে সেখানে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বাঁধ দিয়ে বোরু চাষ করে ফসলের উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই আজকে যারা বলেন এই সরকার কিছুই করেন নাই তাহলে তারা প্রত্যক্ষদর্শী নয়। তারা কৃষকদের সংগে মিলতে চায় না, জমিতে যায় না। যারা জমিতে যায় তারা দেখে তারা স্বীকার করবেন—হয়তো এই ব্যবস্থার কিছু ভুল ত্রুটি থাকাতে হয়.তা সকলকে এই ত্রিপুরা সরকার সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিতে নাও পারেন কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ হয়েছে সেটি অস্বীকার করবার নয়। আমরা যদি দেখি এই খরা পরিস্থিতিতে কৃষির জন্য কি ব্যবস্থা হয়েছে তখন দেখতে পাই এই ভারতবর্ষের কোথাও খরা পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য এই বিদ্যুৎ বিহীন অবস্থায় এইরকম অগ্রগতিতে কাজ পরিচালনা করতে পারে নাই। আমাদের মাননীয় মন্ত্রীগণ যারা আছেন তারা এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে কি ভাবে জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা যায় বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করে সেই সেচ ব্যবস্থা চালু করেছেন। যেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই সেখানে তারা গিয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছেন। আমার মনে হয় আমাদের সরকার মানে এই কংগ্রেস যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে প্রতিটি গ্রামে আমরা মানুষকে জল খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব—আমরা যদিও সব কিছু দিতে পারিনি তবুও বেশীর ভাগ গ্রামেই পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন কোন জায়গায় টিউব ওয়েল. কোথাও ডিপ টিউব ওয়েল, কোথাও রিংওয়েল বসানো হয়েছে। কোন কোন জায়গায় পুকুর খনন করা হয়েছে। সেটি অসত্য কথা নয়। যখনই আমরা দেখব তখনই বাস্তবকে আমরা স্বীকার করব। যারা বাস্তবকে স্বীকার করে না তারা অসত্য প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। আমরা আরও দেখি—আমাদের বিদ্যুতের পরিকল্পনা সাকসেসফুল করার জন্য এই সরকার আসাম থেকে বিদ্যুৎ আমার ব্যবস্থা করেছেন। এই সরকার পোল্যাণ্ড থেকে ট্রান্সফরমার এনে এখানে বিদ্যুৎকে সাকসেসফুল করার চেষ্টা করেছেন। আমরা এই বাজেটে দেখতে পাই আগামী দুই বছরের মধ্যে ডম্বুর প্রজেক্টের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তাহলে আমাদের বিদ্যুতের যে অভাব ছিল সেই অভাব দূরীভূত হবে এবং ত্রিপুরার প্রতিটি গ্রামে যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হতে পারে তার

প্রচেষ্টা সরকার চালিয়েছেন। এবং সেই প্রচেষ্টা এবং আমি আশা করি সেই প্রচেষ্টায় সাকসেস-ফুল হতে পারব। এই কথা অস্বীকার করার জো নাই যে আজকে বিদ্যুৎ প্রকল্পকে সাকসেস-ফুল করার জন্য এই সরকারের কোন ব্যবস্থা করছেনা। আমি মাননীয় সদস্যগণকে যাঁরা চিনের চৈনিকবাদে বিশ্বাসী, যারা চিনের ভরসায় আশ্বাসী তাহাদের জিজ্ঞাসা করব এই ইলেকট্রিক বাতি দেখতে পান কি না? তাঁরা যে বই পত্র পড়েন, সেই ঘরে ইলেকট্রিসিটি আছে কি না? এবং গ্রামে গ্রামে ইলেক্ট্রিসিটি দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা চলেছে সেটা ঠিক কি না? আমি জানি আগরতলা থেকে এয়ারপোর্ট. সমস্ত রাস্তার টিউব লাইট দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা চলেছে। আগরতলা-আসাম রোডে বাতি দেওয়ার ব্যবস্থা চলেছে, আগরতলা থেকে আমতলী পর্যন্ত ইলেকট্রিক লাইট দেওয়ায় ব্যবস্থা চলেছে; আজকে কেউ কি বলতে পারবেন আগে, অর্থাৎ মহারাজার সময়ে ঐ সমস্ত রাস্তায় বা ঐ সমস্ত জায়গায় ইলেকট্রিসিটি দেখেছে? একমাত্র শহরের কয়টি বাড়ীর মধ্যে ইলেকট্রিসিটি সীমাবদ্ধ ছিল, অথচ এই ত্রিপুরা সরকার সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ইলেক-ট্রিসিটি দিতে চেষ্টা করছেন, শুধু শহর উপকণ্ঠে নয়, বিভিন্ন সাবডিবশনে—ধর্মনগর, খোয়াই, সোনামুড়া সমস্ত জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে সেটা অস্বীকার করবার নয়। যেখানে মোটেই বিদ্যুৎ ছিল না, সেই সমস্ত জায়গায় বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছে।

আমরা যদি পশুপালন বিভাগ সম্পর্কে দেখি, আগে যেখানে গো-সম্পদ প্রায় ছিল না, গো-সম্পদ ধ্বংশের পথে ছিল, সেখানে গো-সম্পদ রক্ষা করার জন্য এই সরকার বিভিন্ন রকম গরু ত্রিপুরা রাজ্যে আমদানি করেছে এবং এই বাজেটে একটা অর্থএর জন্য বরাদ্দ দেখছি, সেখানে আছে যে উন্নত ধরণের গাভী, যে গাভী অধিক পরিমাণে দুধ দেবে, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই গাভী থেকে শংকর জাতীয় গরু উৎপাদন করে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে যাতে বলিষ্ঠ গরু ও গাভীর সাহায্যে দুধ এবং হাল চাষ করতে পারে এই সরকার তার ব্যবস্থা করেছে। তবে একটা কথা এখানে বলা দরকার আমার এই মত, যতটুকু আমি জানি গো-সম্পদ রক্ষার জন্য আগের দিনে যে সমস্ত গোচারণের ভূমি ছিল, সেইগুলি সংরক্ষণ করা হয় নি অনেক জায়গায় গোচারণ ভূমি নাই, আমি সরকারকে অনুরোধ করব—গোচারণ ভূমিকে রক্ষা করুন, বলিষ্ঠ গো-সম্পদাদির ব্যবস্থা যে করেছেন, তাকে রক্ষা করার জন্য আরও সুন্দর ব্যবস্থা করুন—সেই দিকে লক্ষ্য রাখুন। আমরা দেখতে পাই উন্নত ধরণের চাষ প্রথা ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হয়েছে, এবং সেই উন্নত ধরণের চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে, উন্নত ধরণের সারের ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রত্যেক জায়গায়, প্রত্যেক জমিতে। আমি নিজে জানি যে আগে অনেক জায়গায় যে সমস্ত মানুষ সাধারণ সারের ব্যবহার করত, শুধু গোবরের সার'এর উপর নির্ভর করতো, অন্য কোন রকম সারের ব্যবহার জানতো না, আজকে সেখানে কেমিক্যাল সারের জন্য তাগিদ আসছে, তাগিদ বাড়ছে প্রতিটি অফিসে। কৃষক ভাইয়েরা কেমিক্যাল সারের জন্য আসা যাওয়া করছে এবং চাহিদার অতিরিক্ত তারা আজকে সার নিতে চাইছে যাতে ফসল অধিকভাবে উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু দুঃখের কথা, হয়তো ত্রিপুরা সরকার তাদের, ত্রিপুরার মানুষের অতিরিক্ত চাহি-দার জন্যই, ত্রিপুরার সরকার মানুষের চাহিদা অনুসারে সারের ব্যবস্থা করতে পারছেন না, তথাপি সরকার-এর প্রচেষ্টা রয়েছে। যদি মানুষের চাহিদা না থাকত, যদি কৃষক উন্নত ধরণের

ফসল করতে না চাইত, তাহলে এই সারের চাহিদা বাড়ত না। প্রত্যেক ভি, এল, ডবল্যুকে নিয়ে এই সার প্রয়োগ করার যে প্রয়োজনীয়তা সেটা তারা জানতে ইচ্ছুক এবং তার থেকেই বুঝতে হবে যে কৃষির অগ্রগতির জন্য ত্রিপুরা সরকার কতটুকু তাদের জন্য করতে পেরেছে। আজকে সেই ব্যবস্থাকে অস্বীকার করার উপায় নাই। আরেকটা দিকে আমরা দেখি যেমন হাসপাতালের চিকিৎসা, সেই ব্যবস্থা আমরা আগে কি দেখতে পাই? আজকে দেখি ২৫ বছর আগে ত্রিপুরায় একটি মাত্র মেডিকেল হাসপাতাল ছিল—ভি. এম, হাসপাতাল, তাও এত সম্প্রসারিত ছিল না, দুর্গম অঞ্চল থেকে মানুষ এখানে আসতে পারত না, কেবল মাত্র রয়েল ফেমিলির মানুষ সেই চিকিৎসার সুযোগ পেতেন। আজকে কি আমরা দেখতে পাই? আজকে আমরা দেখতে পাই ত্রিপুরার সমস্ত জায়গায় জায়গায় ডিসপেনসারীর ব্যবস্থা করা হয়েছে. কয়েকটি বিশেষ জায়গায়, বিশেষ সাবডিভিশানে প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার করা হয়েছে. এম. বি, বি, এস ডাক্তার দেওয়া হয়েছে। আমরা কল্পনাও করিতে পারি না, গ্রামের ছেলেরা যারা আমরা ছিলাম, এম, বি, বি, এস ডাক্তার কি জিনিষ আমরা জানতাম না আজকে দেখছি সেই এম, বি, বি, এস ডাক্তার ছাড়া চিকিৎসা হয় না। দুই দিন আগে এই এ্যাসেম্বলীতে প্রশ্ন হয়েছিল যে প্রতিটি ডিসপেনসারীতে এম, বি, বি. এস ডাক্তার আছে কি না? মানুষের মধ্যে একটা জাগ্রতি এসেছে, মানুষ বুঝতে পেরেছে. চিকিৎসার অগ্রগতির পথে আমরা এগিয়ে চলেছি। তাদের স্বাস্থ্য সম্পদ বাঁচাবার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে, সেইজন্য আজকে কেউ আজ পিছিয়ে নাই, সবাই চায় যাতে চিকিৎসার দ্বারা শরীরকে সুস্থ রাখতে পারে, তার জন্য তাগিদ আসছে ডাক্তারের, সেইজন্য তাগিদ আসছে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে ডিসপেন্সারীর জন্য। কেন আসছে? আমাদের মধ্যে একটা উপলব্ধি এসেছে যাতে আমরা সুস্থভাবে বাঁচতে পারি। আমরা আগে দেখেছি গ্রাম্য ঘরে কোন রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না যদি কোন রকম রোগের সৃষ্টি হত, তাহলে ঝাড়ফুঁক, আচার্য, মৌলানা, অথবা গনকার এই জাতীয় মানুষের দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল, কোন রকম ডাক্তার সেখানে ছিল না, ফলে সেখানে হয়তো তাবিচ, কবচ, ফকিরী, বিভিন্ন রকমের ঝাড়ফোড়'এর ব্যবস্থা ছিল, আজকে সেগুলি মানুষ বিশ্বাস করে না, সেই ব্যবস্থা এখন আর নাই। তাই আমি মাওবাদী ভাই এবং বিপ্লবী ভাইদের অনুরোধ করব, তাঁরা যেন সত্যকে প্রকাশ করেন, যা হয়েছে, সেই বাস্তবকে স্বীকার করেন। সমালোচনার বিষয় বস্তু যেখানে আছে, সেখানে সমালোচনা করুন, কিন্তু সেই সমালোচনা সমাজবাদের পদ্ধতিতে করুন, মাওবাদের পদ্ধতিতে নয়। সেটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমালোচনা করুন, তার ব্যবস্থা আছে। আমরা আজও দেখি, শুধু চিকিৎসা শাস্ত্রে নয়, আরেকটা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিক্ষার ব্যবস্থা। শিক্ষার ব্যবস্থা আগে কি ছিল? আমরা জানি শিক্ষা ব্যবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্য অনেক পেছনে পড়ে ছিল. ত্রিপুরাতে যে শিক্ষা ছিল, ত্রিপুরার দূর দূরান্তরে শিক্ষার আলোক ছিল না, যার জন্য ট্রাইবেল ভাইয়েরা শিক্ষায় অনেক অনগ্রসর ছিল। আজকে সেই সিডুল ট্রাইবদের শিক্ষা হয়েছে? সমস্ত গ্রামে গ্রামে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমগ্র সাবডিভিশানে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন কোন জায়গায় কলেজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বাজেটে আরও একটা আনন্দের কথা বলা হয়েছে যে এখানে

একটা ইউনিভারসিটি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাহলে যেখানে আমরা এতটা শিক্ষায় অগ্রসর হয়েছি, সেখানে অসত্য কথা মানুষের মধ্যে প্রচার করলে মানুষ সেই অসত্য কথায় বিভ্রান্ত হবে না, মানুষ জানে কি করে সেটা বিচার করতে হয়। শুধু তাই নয়, আজকে ইউনির্ভারসিটি, কলেজ, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, জুনিয়ার বেসিক স্কুল, সিনিয়র স্কুল, প্রাইমারী স্কুল হয়েছে, তাছাড়াও বালোয়ারী স্কুল, যেখানে মাতৃগর্ভ হইতে প্রসব করার পর, কয়েক বছর পরই যাতে প্রকৃত মনোভাব নিয়ে তার শিক্ষার দিকে অগ্রসর হতে পারে, সত্যিকার মনের যাতে সত্যি পরিচয় দিতে পারে, বিভিন্ন দিক দিয়ে কর্মে প্রসার লাভ করতে পারে, সেইজন্য জন্মের পর থেকে সেই শিক্ষা দেওয়া ব্যবস্থা করা হয়েছে। কল্পনা করতে পারে ত্রিপুরার মানুষ ত্রিপুরায় এই রকম শিক্ষার ব্যবস্থা হবে? তারপরও যদি কেউ সেটা অস্বীকার করতে চায় তাঁকে বলা চলে দেশদ্রোহী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার মানুষ শিক্ষার অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে, এটা অত্যন্ত সত্যি কথা। আমরা জানি যে এই শিক্ষার প্রসার, একমাত্র কাশ্মীর বাদে আর কোথায়ও এত শিক্ষার প্রসার নাই। ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে, ত্রিপুরার আনাচে কানাচে, শিক্ষার প্রসার হয়েছে আমরা বলতে পারি সব জায়গায় অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা করতে পারি নাই। তবে তারও চেষ্টা চলেছে। প্রাইমারী পর্যন্ত যাতে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি সেইজন্য প্রচেষ্টা চলেছে। আরও একটা আনন্দের কথা আমরা জানি এইবার ক্লাশ টু পর্য্যন্ত সমস্ত পড়ার বই, ছাত্রদের ফ্রি দেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত স্কুলে ডিষ্ট্রিবিউশান করা হয়েছে এবং করা হচ্ছে। অনেক জায়গায় যেখানে এখনও সেটা হয় নাই, শীঘ্রই হয়ে যাবে। এই যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করতে যারা চায়, তাদের কি বলা চলে, তাদের বলা চলে দেশদ্রোহী। মাওবাদী বলা চলে, তাদের চীন পন্থী বলা চলে। এই সমস্ত মনোভাব নিয়ে গতকাল একজন রেসপন্সিবল সদস্য এখানে বলেছেন যে ভিয়েতনামে যুদ্ধ করতে করতে সেখানকার মানুষ সেন্ট পার্সেণ্ট শিক্ষিত হয়ে গেছে। যুদ্ধ করতে করতে যদি শিক্ষিত হতে পারে, জুম চাষ করতে করতে আমাদের দেশের লোক শিক্ষিত হতে পারবেনা কেন? জুম চাষ করাতো কঠিন কাজ নয় কিন্তু সেখানে বাধা পড়েছে। আমি যতটুকু জানি সেখানে যখন স্কুল করা হয়, সেই স্কুল ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয় সেখানে গার্জিয়ানদের বাঁধা দেওয়া হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কনক্রীট একজাম্পল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি অনেক জায়গায় ঐ মাওবাদীরা অনেক জায়গায় আগুন দিয়েছে। হয়তো তাঁরা সেকথা স্বীকার করতে পারে না, কিন্তু আমরা জানি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাওবাদী যারা, মার্কসবাদী যারা তাদের গণতান্ত্রিক বাজেট ভাল লাগবে কেন, আমি আগেই বলেছি তাদের সেটা ভাল লাগবে না, তারা সেটা পছন্দ করবেনা, এটা স্বাভাবিক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেক দিক আমরা দেখি ত্রিপুরার সম্পদকে সাকসেসফুল করার জন্য আমরা শুধু কৃষির জন্যই নয়, আমরা আরও চেষ্টা করছি। ত্রিপুরা বৈশিষ্ট সেটা হল বন সম্পদ, সেই বন সম্পদকে রক্ষা করার জন্য আমরা ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছি, সেখানে নূতন ধরণের গাছ গাছড়া সৃষ্টি করা হয়েছে। যেখানে একমাত্র ত্রিপুরার কয়েকটি জাতিয় গাছ ছাড়া অন্য কোন গাছ ছিল না, বিদেশ থেকে সব আমদানি করা হয়েছে, সেখানে আপনারা কি জানেন যে ত্রিপুরাতে রাবার চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেখানে ত্রিপুরার মানুষ কল্পনা করতে পারেনি

সেখানে আজকে রাবারের চাষ হচ্ছে। এমন প্রতিশ্রুতি আছে সরকার বৈজ্ঞানিক ভাবে রাবার চাষ করতে চান, আপনারা যদি কেউ হরটিকালচার করতে চান, ফলের বাগান করতে চান, সরকার টাকা দেবে, নিয়ে যান। যদি মওবাদীও বলেন যে আমরা সেটা করব, আপনাদেরও সাহায্য করা হবে। আমরা আপনাদের সাহায্য করব, ত্রিপুরা সরকার টাকা দেবে। কিন্তু সাবধান, আমরা শুনেছি আপনারা প্রমিলা বাহিনী, নারী বাহিনী তৈরী করে বন সম্পদ ধ্বংশ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং সেই প্রচেষ্টা কিছুদিন চালাবার পর এখন বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আর সেই নারী বাহিনী নাই, কারণ তারা আপনাদের পক্ষে আর নাই। তারা বুঝতে পেরেছে মানুষের উস্কানীতে; মাওবাদীদের উস্কানীতে আমরা দেশের সম্পদকে ধ্বংশ করতে চলেছি, তাই প্রমিলা বাহিনী চলে গেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে জায়গায় জায়গায় গাছ আছে, বনসম্পদ আছে, সেখানে একদল মানুষ ট্রাইবেল ভাইদেরকে উস্কানী দিয়ে বনসম্পদ ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা চালিয়েছেন। একদিকে বন সম্পত্তি ধ্বংশ করে আর এক দিক দিয়ে এ্যাসেম্বলীতে এসে বক্তৃতা দেয় যে এখানকার এই জায়গার ফরেষ্ট রিজার্ভ মুক্ত করতে হবে। এক দিকে সম্পত্তি বিনষ্ট করে আর এক দিক দিয়ে রক্ষা করার কথা বলে। দ্বিমুখী ভাষায় যে আওয়াজ করে সেইটা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। কাজেই এই দিক দিয়ে নিরস্ত্র থাকাই ভাল। আর একটা ব্যাপার হলো এই যে, আমরা এই দিক দিয়ে বেকার বেকার বলে চীৎকার করি, আমাদের বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে, বেকার সমস্যার শেষ করতে হবে। কিন্তু একটা কথা আমার মনে একটু লাগে যে আমি যদি একজন রেসপন্সিবল মানুষ হই দুদিক থেকেই যদি টাকা সংগ্রহ করি, এই দিক দিয়ে চাকুরী আর এক দিক দিয়ে বাকুরী, দুই দিক দিয়েই যদি টাকা সংগ্রহ করি তাহলে আমার মত মানুষ কি বলতে পারে যে বেকারত্বের সমাধান করতে হবে, বেকারত্বের শেষ করতে হবে। তাহলে এক দিকের টাকা ছেড়ে দিন। অন্ততঃ একজন বেকারকে রক্ষা করুণ। কিন্তু হয়তো বলবেন এইটা তো সরকারী টাকা নয়, এইটা কিসের টাকা, গ্র্যান্টিং অ্যাইডের টাকা, পাবলিকের টাকা। তাহলে পাবলিকের টাকা এক দিকে ছেড়ে আর একদিকে ধরুন। তার দ্বারা যদি আর একটা মানুষের উপকার হয়। তুমি চাকরী করবা টাকা নিবা আর এক দিকে জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে এম, এল, এ হিসাবে টাকা নিবা। সেইটা কোন মতেই যুক্তি যুক্ত নয়। এব এই মানুষ কোন দিন বলতে পারে না যে আমরা বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি। সেইটা জনসাধারণ বুঝে সেই জন্য জনসাধারণ আপনাদের কাছ থেকে সরে আসে। এই রকম সামনা সামনি জাজ্বল্যমান প্রমাণ আর কি থাকতে পারে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ্য মহোদয়, হয়তো কোন কোন স্থানে আমাদের সমালোচনার বিষয় বস্তু আছে, হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা সাকসেসফুল হতে পারি নাই। সেইটা সুন্দর এবং সুষ্ঠভাবে আমরা সরকারের পক্ষ হয়ে কাজ করব যাতে সুন্দরভাবে কাজ চালিয়ে নিতে পারি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এমন কতগুলি জায়গা আছে বিশেষ করে আমি যে কনষ্টিটিউয়েনসি থেকে এসেছি, আমি এই কথা বলতে পারি সেইটা হলো একটা উদ্বাস্তু এরীয়া। আর এক দিক দিয়ে বাংলাদেশের বর্ডার। সেখানে মানুষের ক্রাইসিস সেই রকম অন্য কোথাও নেই। এই ক্রাইসিসটা শুধু এইখানে কারণ টিলা ভূমিতে

তারা পুনর্ব্বাসন পেয়েছেন. সেখানে যে টিলাভূমিতে দিনের পর দিন ফসল উৎপাদন কমে যাচ্ছে। কাজেই ফসল উৎপাদন করতে হলে সেখানে জল সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। অথবা সেখানে যদি হরটিকালচার করা হয় তাহলে মানুষের অভাব অভিযোগ সেইটা দূরীভূত হতে পারে। আমি শুনেছি কোন এক মন্ত্রীর কাছে যে হর্টিকালচার করার জন্য যদি কোন বেকার যুবক এগিয়ে আসে অথবা কোন মানুষ যদি এগিয়ে আসে যে আমরা সেখানে হর্টিকালচার করবো, সেই জন্য টাকা পয়সার ব্যবস্থা আছে, সরকারী বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। সুতরাং কাজ করবার জন্য যদি মানুষ সুযোগ সুবিধা নিতে চায় তবে তাদেরকে কাজ দেওয়া হবে। কিন্তু একটা জিনিষ হুসিয়ার থাকবেন। এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাতে ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধি না করতে পারে, ত্রিপুরার প্রসাশনকে ধ্বংস করবার জন্য প্রতি পদে যাতে নাকি বাঁধার সৃষ্টি হয় সেই জন্য একদল মানুষ নিযুক্ত আছে। তারা বেতনধারী মানুষ, তারা বিদেশ থেকে বেতন পায়. শুনেছি বিদেশ থেকে তারা বেতন পায়। তারা ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে, সম্ভবতঃ চীন থেকে তারা একটা মাইনা পায়। সেই মাইনার দ্বারা তারা এই দেশের মানুষের প্রতি কাজে বাঁধা দেবার জন্য তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে। হুঁশিয়ার থাকবেন, এই মানুষের ধাপ্পায় পড়বেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটা কথা বলবো সেইটা হলো বিদ্যুৎ সম্পর্কে। ত্রিপুরাতে যদি একটা বিদ্যুৎ পরিষদ হয়, আলাদা একটা বিদ্যুৎ পরিষদ তাহলে অনেকটা উপকারে আসবে এবং ভালভাবে বিদ্যুৎ কার্য চলবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আর একটু সময় দেন। আমার কয়েকটা কথা রয়ে গেছে। আমি সময় চাই এই জন্য যে বিরোধী পক্ষের সদস্যদের দেখছি প্রায়ই সময় বেশী দেওয়া হয় এবং কোন এক সদস্যকে পৌণে দুই ঘন্টা সময় দেওয়া হয়েছে। সেখানে আমি আধ ঘন্টা সময়ও পাই না ঠিক মত। সেই জন্য আমি অনুরোধ করবো অন্ততঃ আমাকে আরও ১৫ মিনিট সময় দেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আপনি আর ৫ মিনিট বলুন।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে একটা বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠন করলে ভাল হয়। আর একটা জিনিস সেইটা একটু মনের মধ্যে লাগে সেইটা হলো এই যে আমাদের এখানে তিন রকমের শ্রেণী আছে। একটা হলো সিডিউলকাষ্ট, সিডিউল ট্রাইব এবং আর একটা হলো বেকওয়ার্ড কমুনিটি। এই বেকওয়ার্ড কমুনিটি যেটা আছে সেটা শিক্ষা ক্ষেত্রে একটু সুযোগ পায় যেমন ফ্রি ষ্টুডেন্টসিপ আছে সেখানে বেতন ফ্রি। কিন্তু অন্যান্য বিশেষ কোন সুযোগ পায় না। বেকওয়ার্ড কমুনিটির ভাইদের কাছে গিয়ে যা শুনেছি তাদের অবস্থা যারা নাকি সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইব আছে তাদের মত, তারাও অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে বেকওয়ার্ড। সুতরাং এই শ্রেণীকে যাতে সরকারীভাবে সাহায্য দেওয়া হয় এবং অন্যান্য বেকওয়ার্ড সম্প্রদায়ের সঙ্গে এবং অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের সঙ্গে চলবার সুযোগ দেওয়া হয় সেই জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করবো। আর একটা জিনিস আমি যা দেখেছি যে ট্রাইবেল রিজার্ভ নিয়ে প্রায়ই একটা ধাক্কা দেখি। এখানে ট্রাইবেল রিজার্ভ করতে হবে। কাজেই আমি মনে করি যেখানে ট্রাইবেলদের প্রটেকশন দেওয়া আছে যে এত একর জমির বেশী ট্রাইবেল ভাইয়েরা বিক্রী করতে পারবে না। যদি বিক্রী করতে হয় সেখানে পারমিশন লাগবে। কাজেই

সেখানে রিজার্ভেশনের কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না, সেইটাই উত্তম প্রটেকশন। সেখানে রিজার্ভেশন করা মানেই সেখানে রাজনীতির আড্ডাখানা হবে। সেখানে মানুষকে ধ্বংস করার কৌশল তৈরী হবে। কারণ এই রিজার্ভেশন এরিয়ার মধ্যে সেখানে একদল মানুষ যাবে, গিয়ে তাদেরকে উস্কানী দিয়ে তাদেরকে আসল পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে। সুতরাং রিজার্ভেশনের প্রয়োজন নেই। সেখানে সরকার প্রটেক্শন রেখেছেন যে এতখানি জমি পর্যন্ত কোন ট্রাইবেল তার জমি বিক্রী করতে পারবে না। কিন্তু উপরে হলে বিক্রী করতে পারবে। তাও আবার পারমিশন লাগবে। সেখানে সরকারের রিজার্ভেশন না হলেই বোধ হয় ভাল হবে। যেখানে একটা নেশনেল ইন্টিগ্রেশনের প্রশ্ন আছে, যেখানে একটা জাতীয় ঐক্যের প্রশ্ন আছে সেখানে আমরা চাই ট্রাইবেল আর নন-ট্রাইবেল, বাঙ্গালী আর অ-বাঙ্গালী আমরা ভাই ভাই হয়ে বসবাস করতে। সেখানে তাদের কোন একটা আইনগতভাবে বাঁধা থাকে তাহলে মনের দিক থেকে সেই বাঁধা প্রতিফলিত হবে। সেই জন্য আমার অনুরোধ আমরা যদি ভাই ভাই হয়ে চলি, আমরা যদি নেশনেল ইন্টিগ্রেশনকে রক্ষা করতে চাই তাহলে এই রকম রিজার্ভেশন করে মানুষের মনকে বাঁধা দেওয়া ঠিক হবে না। আর রিজার্ভেশন করে একদল লোক যারা লিডার, আমি দেখছি, কোন কোন জায়গায় প্রটেকশন থাকা সত্বেও, যেহেতু তিনি ট্রাইবেল লিডার, যেহেতু তিনি চৈনিক পন্থী, সুতরাং তার কাছে জমি বিক্রী করতে কোন বাধা বিপত্তি নাই। এই করে করে এক দল লিডার শুধু ট্রাইবেলদের মধ্যে বড়লোক হচ্ছে। সেখানে এই প্রটেকশন না থাকাই বোধ হয় ভাল হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটা কথা বলতে চাই যেটা হলো শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ভাষাকে স্থান দেওয়া হয়েছে, ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বলা হচ্ছে। সেখানে আমি জানি ত্রিপুরী ভাষাকে উন্নত করার জন্য আমাদের সরকার বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সাধারণতঃ দুইটা দিক দিয়ে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারীতে এখান থেকে লোক দিল্লীতে পাঠানো হয়, ত্রিপুরী ভাষায় নাচগান, কলাকৌশল ইত্যাদি দেখানোর জন্য। আর প্রতিদিন যারা রেডিও শুনেন সেই রেডিওর মধ্যে কমপক্ষে ১৫ মিনিট সময় থাকে সেখানে ত্রিপুরা ভাষায় সমস্ত খবর পরিবেশন হয়, ত্রিপুরী ভাষায় গান হয়। তাহলে এই ভাষায় একটা প্রচার, সাধারণত এই কয়েক লাখ মানুষের একটা ভাষার দ্বারা ভারতবর্ষ ব্যাপী প্রচারের জন্য, সারা পৃথিবী ব্যাপী প্রচারের জন্য এই সরকার ব্যবস্থা করেছেন। এইটাকে অস্বীকার করা চলে না। আমরা আরও জানি স্কুলের মধ্যে সেখানে ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে। যাতে ত্রিপুরী ভাষা যারা জানে তার যাতে স্কুলে পড়ার সুযোগ পায়। আর একটা জিনিষ হলো এই যে, সেইটা অবশ্যই সুখের খবর যে এই খরা পরিস্থিতিতে যেখানে মানুষ অসহায় অবস্থায় আছে সেখানে সরকার বিবেচনা করেছেন যে যাতে নাকি শিশু সন্তান যারা আছে যে সব অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা আছে, তারা যাতে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে অপুষ্টিকর সন্তানরূপে পরিগণিত না হয়, তারা যাতে ভারতবর্ষের নাগরিক হতে পারে, সেই জন্য বিভিন্ন স্থানে ফিডিং সেন্টার করা হয়েছে। ফিডিং সেন্টারের মাধ্যমে সমস্ত শিশুকে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। যদি কেহ কোন গোলমা

করে থাকেন, যদি পুষ্টিকর খাদ্য সেখানে না গিয়ে থাকে, তাহলে যদি দোষ ত্রুটি থাকে, আর যদি সেই দোষ ত্রুটির জন্য শিশুদের খাদ্য অপহরণ করেন তার জন্য দায়ী কে? দায়ী যারা অপহরণকারী তারা দায়ী, অপহরণের জন্য সরকার দায়ী নয়। আপনারা বানচাল করার জন্য ওত পেতে বসে আছেন। সেই জন্য সরকার দায়ী নয়। তাই দায়ী হলো যারা প্রলোভনকারী, যারা মানুষকে ধ্বংস করবার জন্য চেষ্টা করেছে তারা দায়ী। তাদের শাস্তি হওয়া দরকার। তাদের বিচার হওয়া উচিত। এইজন্যই বোধ হয় অনেক সময় কথা আসে যে এত পুলিশের কি দরকার। এত পুলিশ কেন, পুলিশের খাতে এত টাকার প্রয়োজন কি। পুলিশ দেখলে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। প্রতিটি সভ্য দেশের মধ্যে পুলিশী ব্যবস্থা আছে। ত্রিপুরা রাজ্যে পুলিশের ব্যবস্থা করতে গেলে চৈনিক মাওবাদীদের মনে আতঙ্কের কি কারণ থাকতে পারে সেটাতো আমরা বুঝি না। আমরা তো কেউ পুলিশের বাজেটকে ধ্বংস করাবার জন্য রাজী নই। আমি কিছুদিন আগেও দেখেছি গ্রেনেড ক্রনেড যা পাওয়া গিয়েছে তা এই দলের মধ্যেই পাওয়া গিয়েছে এবং সেখান থেকে ধরে আনা হয়েছে। সেই ব্যবস্থার জন্যই বোধ হয় পুলিশি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করছেন। সমস্ত জায়গায় জায়গায় যেখানে বন সম্পদ আছে, যেখানে কৃষি সম্পদ আছে, সমস্ত জায়গায় তারা ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু পুলিশ জাগ্রত প্রহরী। আজকে যেখানে, জনসাধারণের কাজকে, তাদের ন্যায্য পাওনাকে দাবিয়ে রাখতে চাইবে সেখানে পুলিশী ব্যবস্থা আরও দ্বিগুণভাবে ব্যবহার করা হবে। তাদের জন্য যারা নাকি দুষ্কৃতিকারী দেশের কাজে বাধা দেয়, যারা জনগণের প্রগতিতে বাধা দেয় তারা যত রকমের রাজনৈতিক দলই হোক না কেন, তারা যত-রকম বুদ্ধিমান হোক না কেন তাদের দ্বারা আমরা মানুষের সম্পদকে ধ্বংস হতে দিতে পারি না, তাদের প্রতিহত করবই। আজকে এখানে বলা হয়ে থাকে যে আমরা এখানে রাজনীতি করতে আসিনি আমরা মানুষের কল্যাণের জন্য এসেছি। সত্যি কথা, মানুষের কল্যাণের জন্য এসেছি, রাজনীতি করতেও এসেছি। এখানে আমরা বৈষ্ণবগিরি করতে আসিনি। কপালে ফোঁটা দিয়ে আর অন্তরে বিষ—বিষে পরিপূর্ণ কুম্ভ যেন ক্ষীর, এমন দুর্জন মিত্রে কহিবে কি ধীর। এই ভারত সরকার, এই ত্রিপুরা সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আপনাদের নিস্তার নাই। দুর্জন মিত্রকে আমরাও পরিত্যাগ করবই করব। এই বলে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যে বাজেট পেলাম সেই বাজেটটা আমি দেখেছি। সেই বাজেট পড়ে জনসাধারণ সম্পর্কে কি বলব, আমি এই হাউসের মধ্যে ট্রেজারী বেঞ্চের দিকে লক্ষ্য করে দেখছি বাজেট এত আকর্ষণীয়, এত লোভনীয়, এই বাজেট দেখতে পাচ্ছি যে ট্রেজারী বেঞ্চের সমস্ত চেয়ারগুলো খালি পড়ে আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট তৈরী করেছেন সেই বাজেটে আমরা বলেছি যে ওটা হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং জমিদারদের স্বার্থের বাজেট। আমরা বলতে চাই খুব পরিষ্কারভাবে, আমাদের যে রাজ্যের বাজেট সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের একটা

বিকলাঙ্গ সন্তান। এই বাজেট সম্পূর্ণরূপে দাক্ষিণ্য, দয়া আর অনুদানের উপর নির্ভরশীল। এই বাজেট ত্রিপুরাকে গড়ে তোলার পরিকল্পনায় নয় এই বাজেট ধনতন্ত্রকে এবং তার সাথে জমিদারী সামন্ত তন্ত্রকে মিশিয়ে কি ভাবে শাসন ক্ষমতা হতে চালু রাখা যায় আর কত লোকের স্বার্থ রক্ষা করা যায় সেই হচ্ছে এই বাজেট। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অনেক টাকার হিসাব দিয়েছি। ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য প্রচুর টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার দান করেছে, দাক্ষিণ্য, দয়া, অনুদান, অনেক কিছু। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের সারা ভারতবর্ষে শতকরা ৬৭ জন অশিক্ষিত। যাদের অক্ষর জ্ঞান নাই, যাদের এক কুড়ি দুই কুড়ি করে টাকা গুণতে হয় যারা লক্ষ টাকা শত, টাকা কোন দিন হিসাব জানে না তাদের দেখানো যায় এই বাজেট। তাদের কাছে খুব বক্তৃতা শোনানো যায়, খুব স্বপ্ন দেখানো যায়, ফাঁকা আওয়াজ করা যায়। আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট যেমন আত্মনির্ভরশীলতার ফাঁকা আওয়াজ ভরা, শূণ্যগর্ভ, ঠিক তারি একটা বিকলাঙ্গ সন্তান আমাদের এই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী উপস্থিত করেছেন যে বাজেট, সেটা হচ্ছে ফাঁকা আওয়াজের। কেন বলছি? এই জন্য বলছি, আমি নিজের কথা বলছি না। ভারত সরকারের "ইণ্ডিয়া পকেট বুক অব ইকনমিক ইনফরমেশান" বইটা থেকে আমি উদ্ধৃত দিচ্ছি। ১৯৭১ এর বইটা। ১৯৭১ এ যে সেনসাস হল, সেই সেনসাসে দেখা গেল ১০ বছরে, ১৯৬১তে একবার লোক গণনা হয়েছিল, আবার ১৯৭১ এর লোক গণনা হল—১০ বছর কর্ম্মরত লোকের সংখ্যা সারা ভারতবর্ষে যেখানে ছিল ১৯৬১তে ৫২·৮ জন শতকরা, সেখানে এসে পৌচ্ছে ১৯৭১ এ ২৫·৭ জন। কি অর্থ? কথা হচ্ছে সারা ভারতবর্ষের বুকে হাজার হাজার মানুষ কর্ম্মহীন হয়ে পড়ছে। এটা আমার হিসাব নয়। এটা ভারত সরকারের নিযুক্ত যে "ইণ্ডিয়া পকেট বুক অব ইকনমিক ইনফরমেশান" যে বইটা তৈরী হয়েছে সেই বইটা থেকে আমি বলছি। সেই পকেট বুকে কি লিখেছে? আরও লিখেছে, শহরাঞ্চলের লোকের আয় দৈনিক গড়পড়তা ১·০৭ পয়সা। ১৯৭১ সালে। এখন আমরা ১৯৭৩ সালে এসে পৌছেছি। দুই বছরে আরও কত নীচে নেমে গেছে। কি সাংঘাতিক অবস্থা। বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যে এবারকার খরায় আরও কি সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কে তার হিসাব রাখে? আছে ষ্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন তথ্য এবং বিভিন্ন ইনফরমেশান। তাদের ইনফরমেশান সার্ভিস, নানারকম প্রচার দপ্তরে বিজ্ঞাপন ছাপানো হচ্ছে, পত্রিকার পৃষ্ঠা ভরে হাজার হাজার টাকার বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকা কিনে নেওয়া হচ্ছে। লেখা হচ্ছে—রূপকাররা যা ভাবছেন আর যা করছেন। ঐ রূপকারদের সেই "ভাবনা আর করা" আমরা দেখতে পাচ্ছি। কি দেখছি? গ্রামাঞ্চলের হিসাব গড়ে দৈনিক আয় ৮০ পয়সারও নীচে, ঐ পকেট বুকে লিখেছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আসছি ১৯৭১ সালের সংখ্যা গণনায়, সারা ত্রিপুরার যে সেনসাস, সেই সেনসাসে। কি দেখছি তাতে? ১৯৬১তে সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা ৩৮·৬ জন ছিল কর্ম্মরত, সেখানে কর্ম্মরতের সংখ্যা ১৯৭১ সালে শতকরা ২৭·৯ এ এসেছে। শতকরা ১০·৭ ভাগ কমে গেল। দশ বছরে আমরা আরও দেখছি যে ওয়ার্কার্স যারা, সেই লোক গণনাতে দেখতে পাচ্ছি, কালটিভেটর্স ১৯৬১তে ছিল ৬৪·২ ভাগ

(শতকরা), ১৯৭১ এ শতকরা ৫৪ ভাগে দাঁড়িয়েছে। কৃষক জমি হারাল, কর্মরত লোক কাজ হারাল কর্ম যাদের নাই তাদের সংখ্যা বাড়লো। এই তো হিসাব। বক্তৃতা শোনানো হয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় আত্মনির্ভরশীল। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আদার ওয়ার্কাস যারা কামার, কুমার, নানারকম কুটির শিল্প করে গ্রামে গ্রামে সরকার একটা ব্যবস্থা করেছে? ১৬ লক্ষ লোকের একজনেরও কাজের ব্যবস্থা করেছে এই সরকার? সারা ত্রিপুরায় ১৫ লক্ষের উপর লোক, প্রায় ১৬ লক্ষ লোক, সেই ৬ লক্ষ লোকের কজনের কাজের ব্যবস্থা করেছে এই সরকার? গ্রামে গ্রামে নিজের চেষ্টায় নিজের মেহনতে যারা কুটির শিল্প করে ঐ ট্রাইবেল মেয়েরা, ট্রাইবেল রমণীরা ঘরে ঘরে তাঁত বুনে। আজকে সুতা পায় না—তাঁত বন্ধ হয়ে গিয়েছে—কর্মরত লোক ছিল কাজ হারিয়েছে। কামার আজ লাংগল তৈরী করে না। কৃষক জমি যায়-না তার কাজে—জমি হারিয়েছে। এই হচ্ছে অবস্থা। এই সমস্ত লোক নানা ওয়ার্কাস তারা কাজ হারিয়েছেন। বিড়ী শ্রমিকরা বিড়ি ফ্যাক্টরীতে কাজ করত বিড়ি ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়েছে। চা বাগানগুলি—সারা ত্রিপুরাতে ৫৬টি চা বাগান আছে শুনেছি। কয়টা চা বাগান চলছে? সমস্ত চা বাগানগুলি সরকারের হাতে নিতে হবে কি না এই প্রশ্ন এসেছে। পরিচালন করতে হবে এইতো অবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই হিসাবে দেখতে পাচ্ছি ২৮.৩ ভাগ ১৯৬১ইং তে ছিল আর ১৯৭১ সালে শতকরা ২৬.৩ ভাগে এসেছে। বেড়েছে যাদের—এগ্রি লেবার কৃষি শ্রমিক যারা—হয়তো যদি কোন রকমে কাজ জুটে যায়, সপ্তাহে এক দিন দুই দিন কাজ পেল তাদের, ১৯৬১ সালে ছিল শতকরা ৭.৫ ভাগ। আর এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে ১৯.৫ ভাগ। বেড়েছে তাদের এইভাবে গ্রামের ভিতর সমস্ত লোক অশিক্ষিত লোক তারা কাজ পাচ্ছে না। এই হচ্ছে সারা ভারতবর্ষের, সারা ত্রিপুরার চিত্র। মাননীয় স্পীকার স্যার চারদিকে এক সংকট। কি অবস্থায় আমি বলেছি যে একটা বিকলাংগ সন্তান। কেন্দ্র বাজেট কেন্দ্রের বাজেটের একটা বিকলাংগ সন্তান। কি অবস্থার ভিতর সারা ভারতবর্ষের এই বাজেট এসেছে সেই বাজেট আমাদের অর্থ মন্ত্রী আমাদের সামনে রেখেছেন। ৫ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা কালে এই রাজ্যের সর্বতোমুখী উন্নয়নের আশা আমরা করছি সেই পরিকল্পনার জন্য প্রারম্ভিক কাজগুলি এই বছরেই করে যেতে হবে এবং এই বিরাট স্বপ্ন সামনে রেখেছেন, সমাজতান্ত্রিক নতুন ধরনের এক সমাজ তারা গড়ে তুলবেন। অবাক হয়ে যাই। এই বাজেট করবে সমাজতন্ত্র, এই বাজেট ত্রিপুরাকে অগ্রসর, উন্নতি করবে কি করে, বাজেটে কেবল টাকার হিসাব দেখালেই হয়? সংখ্যাতত্বের কতগুলি ভোজবাজী দেখিয়ে নানা রকম বাজেটের কতগুলি অংকের টাকা দিয়ে কি হবে—হিসাব দেখালেই চলে? কয়েক কোটি টাকা খরচ করলেই সারা ত্রিপুরা অগ্রসর হয়ে যাবে? ভূমিহীনদের টাকা দেওয়া হয়নি। কয়েক হাজার জুমিয়াকে, কয়েক হাজার ভূমিহীনকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি। কোথায় তাদের হাতের জমি আজ? সব জমি হারিয়েছে—কেন হারাল তারা, কেন এই বেকার বাড়ছে? সারা ভারতবর্ষে হিসাবে বাজেটে আমরা ৫ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় এগোনোর পথে—৬ কোটি বেকার, তার মধ্যে ৩ কোটি বেকারকে ৫ বছরের মধ্যে কাজ দিতে পারলে ৫ বছরে আরও ৬ কোটি বেকার বেড়ে গিয়েছে। কাজের ব্যবস্থা হলে, তবে তাদের কাজের ব্যবস্থা করতে পারি। এই হচ্ছে অবস্থা। এই বাজেট করবে এই টাকার অংক আমাদের

অগ্রগতি করবে। আমি আমার নিজের কথা নিজের হিসাবে বলছি না। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার ১৯৭১—৭২ই সালের বার্ষিক রিপোর্ট—১৯৬৯ইং সালে ৭.১ পার্সেন্ট শিল্প বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ১৯৭০ সালে দাঁড়িয়েছে ৪.৯ পার্সেন্ট। শিল্পকে উন্নত করবেন তারা? সারা ভারতে যেখানে শিল্প আস্তে আস্তে ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে সমস্ত উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, চার দিকে হাহাকার অবস্থা তাঁরা বাজেট পড়ে শুনাচ্ছেন শিল্পে অগ্রগতি হবে। আরও লিখেছেন ১৯৭১ সালে আরও হ্রাস পেয়ে এই হারের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২.৯ পার্সেন্ট অর্থাত চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্যের চেয়েও অনেক কম। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৭১—৭২। এই হচ্ছে শিল্পের সংকট। খাদ্য—খাদ্যের সংকট—আমি অবাক হয়ে যাই ২৫ বছর পরে একটা রাজ্য সরকারের অর্থ মন্ত্রীকে লিখতে হল একটা সম্পর্কে—সারা ভারতবর্ষ মানুষ প্রতিটি রাজ্য রাজ্যে এই ভাবেই বাধ্য হয় এই কংগ্রেসী সমস্ত অর্থ মন্ত্রী—কংগ্রেসী সরকারের মন্ত্রিদের কছ থেকে এই রকম স্বরণের বক্তৃতা শুনে থাকেন ২৫ বছর পরে শিখতে হল এই মরশুমের আগাম বর্ষণ আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। কারণ ক্রমাগত খরা আমাদের দুর্দ্দশাই এনেছে। আর ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত জমি জমা ও পিপাসার্ত-দের মুখে এই বর্ষণ বহু আকাঙ্খিত বারি সঞ্চার করবে। আমি শুনেছি অর্থ মন্ত্রীর রেডিও ভাষণ—বেতার ভাষণ শুনেছি—বেদনা দিষ্ট সেই সমস্ত মুখগুলি অনাহার ক্লিষ্ট সেই মুখগুলির কথা চিন্তা করে তার চোখ দিয়ে টশ টশ করে জল এসে পরে। অবাক হই এই জন্য যে ২৫ বছর পরে একটা রাজ্যের অর্থ মন্ত্রীর কাছ থেকে এই রকম কথা শুনতে হয় যে খোদা অথবা ঈশ্বর যদি বর্ষণ দেন, যদি বৃষ্টি দান করেন তাহলেই একমাত্র আমাদের জমি-জমাতে খাদ্যের উৎপাদন বাড়বে। এই হচ্ছে অবস্থা। খাদ্যে এবার ঘাটতি, বাইরে থেকে খাদ্য আনাতে হয়, এই হচ্ছে অবস্থা। শিল্পের সংকট, খাদ্যে সংকট— বেকারদের কথা বললাম। সরকার দাওয়াই বাতলেছেন—ঔষধ বাতলেছেন—পরিবার পরিকল্পনা—আমি বেশী বলতে চাই না এই সম্পর্কে। শুধু একটা কথা উল্লেখ করতে চাই। এটা আমার কথা নয় ডা: জ্ঞানচাঁদ—সারা ভারতবর্ষে তাঁর সম্পর্কে নিশ্চয়ই কোন বিতর্কমূলক প্রশ্ন উঠে না। কইই কান দন ফেলেনি সই ডা: জ্ঞানচাঁদ বলেছেন তাঁর 'পপোলেশান ইন পার্সপেক্টিভ' বইতে—তিনি বলেছেন ৭৮ পঃ—আমাদের দেশের মানুষের দারিদ্র্য দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ঘটেনি. দারিদ্র্যের জন্য দায়ী হল এই ক্রমবর্দ্ধমান বৈষম্যমূলক যে অবস্থার অধীনে তারা বাস করছেন সেই ব্যবস্থা। জনসংখ্যা সম্পর্কে ভুল ত্রুটির মূল্যায়ণে এটাই হল প্রথম ও শেষ কথা। এটাই হচ্ছে ডাঃ জ্ঞানচাঁদের বক্তব্য। উরা শুনাচ্ছেন এখানে ফেমিলি প্ল্যানিং বর। আমি এই সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানতে চাচ্ছি কেন এই সংকট, চার দিকে এই সংকটের কারণ কি - একদিকে দেখছি পুজিপতিদের নিকট আরও কেন্দ্রীভূত হচ্ছে শিল্প আরও কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, সম্পত্তিও আরও কেন্দ্রীভূত হচ্ছে একচেটিয়া পুজিপতিদের হাতে আর অপরদিকে গ্রামের সংকট—এই জমি সমস্ত কেন্দ্রীভূত হচ্ছে কতিপয় জোতদার, জমির বড় বড় মালিকদের হাতে। এই হচ্ছে অবস্থা। তার ফলে এই সংকট। মাননীয় স্পীকার স্যার, বাজেট দিয়ে টাকার অংক দিয়ে রোধ করা যায় না। এম, আর, সি, পি এ্যাক্ট—সেই এ্যাক্টে ২০ কোটি টাকার উপর পুঁজির মালিক যারা তাদের এক-চেটিয়া—এটা আমার হিসাব নয়, কেন্দ্রের যে এ্যাক্ট তাতেই স্বীকার করে নিয়েছেন ২০ কোটি

টাকার বেশী সম্পত্তির মালিক যারা তাদের একচেটিয়া পুঁজিপতি বলেছেন। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ২৮টি সংস্থা সারা ভারতে আর নির্ভরযোগ্য যে সরকারী তথ্যে বলা হয়েছে ২০১টি সংস্থার সাড়ে সাত কোটি টাকার বেশী তাদের সম্পত্তির মালিক—সেই হিসাবে দেখা যাচ্ছে ২০১টি হচ্ছে সারা ভারতের সমস্ত সম্পত্তির মালিক। তাদের হুকুমে, তাদের নির্দ্দেশে রাজ্য মন্ত্রী চলেন, তাদের হুকুমে, তাদের নির্দ্দেশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চলেন, তাদের হুকুমে, তাদের নির্দ্দেশে দল গড়ে উঠে, তাদের হুকুমে, তাদের নির্দ্দেশে এই মন্ত্রী সভা এই রাজত্বের পাহারাদার। তাঁরা হচ্ছেন মন্দিরের সেবায়েতদের মত, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সবায়েত। সেবায়েতরা কৃপা করছেন তাদের, তাই আজকে সমস্ত ভারবতর্ষের সংকট বাজেটের অংকের মধ্যে হিসেব দিয়েই ছেড়ে দিতে চান। মাননীয় স্পীকার স্যার, একটু আগে আমি শুনেছি, এবং এই কয়দিন যে বাজেটের উপর ডিসকাশন হয়েছে, সেই আলোচনার ভিতর দিয়ে কোন কোন ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য'এর একটা আকুল আবেদন শুনেছি এবার দুর্নীতি দূর করলে সুষ্ঠুভাবে চললে পরে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হবে, এদের মনেও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে লক্ষ্য করেছি। একটু একটু শক্ত সমালোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু চিৎকার করে, হাউ মাউ করে, হা ভগবান আমার প্রতি বিরূপ কেন, এইরকম চিৎকার করে কিছু হবে না। মূলে আসতে হবে, মূল হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শোষণ, সামন্ত তন্ত্রের শোষণ দূর যদি না করা যায়, তাহলে কিছুতেই এই বাজেটের টাকার অংক দিয়ে ত্রিপুরা তথা ভারতবর্ষের কোন অগ্রগতি হতে পারেনা, কোন কিছু সংকটের সমাধান আমরা করতে পারব না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখতে পাই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে ২১৭ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার সম্পত্তি, সেই সম্পত্তি ভোগ করতে গিয়ে তারা ৮শ কোটি টাকার বেশী বকেয়া আয়কর জমিয়েছেন, সেই বকেয়া কেন্দ্রীয় সরকার আদায় করেন না। সেই বকেয়া আয়কর তাদের ভাগ করে দেওয়া হয়, কিন্তু ২১৬ কোটি টাকার কর সারা ভারতবর্ষের জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। আমরা দেখলাম এই হাউসে কয়েকদিন আগে রিফিউজি টিকট—যেটা রিফিউজি টিকিট বলে সবাই চেনে ১০ পয়সা করে টিকিট, যে টিকিট পার্লামেন্টে কেন্দ্রীয় সরকার বাতিল করে দিয়েছে, সেই টিকিটকে ত্রিপুরা রাজ্যে বহাল করা হল, এই ভাবে জনসাধারণের উপর সমস্ত টাকার অংক চাপিয়ে দিয়ে, জনসাধারণের পকেট কেটে জনসাধারণের টাকা শোষন করে নিজেদের সুবিধা করে নেওয়া, এইতো এদের পেশা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে লক্ষ্য করেছি ওরা আত্মনির্ভরশীল সমাজতন্ত্রের বাজেট তৈরী করেন বছর বছর তা আমরা লক্ষ্য করছি। ১৯৭১ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গরীবি হঠাও শ্লোগান দিয়েছিলেন, অল্প কয়েকদিন আগে ঐ বিধান নগরে, ঐ লবণ হ্রদে, তাঁরা চীৎকার করেছেন—মাইজী কি জয়। এখান থেকে এ; আই, সি সি'র মেম্বাররাও গিয়েছিলেন, সেখানকার শোভা দেখতে, তাঁরাও 'মাতাজী কি জয়' বলে চিৎকার করে এসেছেন, সেই মাতাজীই গরীবি হটাও'র শ্লোগান দিয়েছিলেন। ১৯৬৯-৭০ সালে তাঁর বাজেটগুলি আমরা লক্ষ্য করেছি সেখানে ১১ কোটি টাকা প্রত্যক্ষ কর ছিল, ৮৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা পরোক্ষ কর ছিল। ১৯৭০-৭১ সালে ৫ কোটি প্রত্যক্ষ কর, আর ১১৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা পরোক্ষ কর। ১৯৭১-৭২ সালে

৪৫ কোটি ৫০ লক্ষ প্রত্যক্ষ কর, ১১৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পরোক্ষ কর। ১৯৭২-৭৩ সালে ১৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা প্রত্যক্ষ কর, এবং ১০৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা পরোক্ষ কর,। ১৯৭৩-৭৪ সালে ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা প্রত্যক্ষ কর, ২৯৭ কোটি টাকা পরোক্ষ কর। এই ভাবে পরোক্ষ কর বাড়িয়ে সমস্ত জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়ে সমস্ত জনগণের কাঁধে করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা বাজেটে সারা দেশের উন্নতির চিত্র দেখাচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের টাকা নেই। ৭ হাজার কোটি টাকা কালোবাজারে জমে আছে। আমি লক্ষ করলাম ব্যাংকের কর্মচারীরা আজকে প্রশ্ন তুলেছেন, ব্যাংকে ধর্মঘট হয়েছে, সমগ্র ভারতবর্ষের জনসাধারণরা বারবার প্রশ্ন তুলেছেন, সাত হাজার কোটি টাকার জন্য ওয়ানচু কমিশন নিযুক্ত করা হয়েছে, সেই ওয়ানচু কমিশন বের করে দিয়েছেন সমস্ত গোপন তথ্য, এখন সেটা চাপা দিয়ে রাখা হচ্ছে, সেই সাত হাজার কোটি কাল টাকা এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়নি আট শ কোটি টাকা এই এক চেটিয়ে পুঁজি পতিরা আয় কর ফাঁকি দিয়ে রেখেছে। ভারতবর্ষের অগ্রগতি, তথা ত্রিপুরা রাজ্য ব্যাকওয়ার্ড বলে, তার অগ্রগতি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব, কিন্তু তা কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন নি, রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন নি। সমস্ত প্রতিনিধিরা, মন্ত্রীরা নিজের ভোগের জন্য, দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য জনসাধারণকে শুনান তোমাদের আরও বেশী করে স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে, বেশী করে দিতে হবে। হ্যাঁ, বেশী করে দেওয়ার নমুনা দেখলাম। রূপকারেরা, সৃষ্টি কর্তারা যে ভূমিকায় নেমেছেন, তাই দেখতে পাই ৭০ হাজার টাকার বেশী খরচ করে এই নূতন মন্ত্রী সভা নিজেদের ঘরে ঘরে আসবাব পত্র তৈরী করেছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ওরা বলেন সমাজতন্ত্রের খানি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ২৯৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার ট্যাক্স বাড়িয়ে সারা ভারতবর্ষ তথা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি মানুষএর পকেট থেকে সারা ভারতবর্ষের মানুষের মতই কেটে নেওয়া হচ্ছে, জোঁকের মত শোষ নেওয়া হচ্ছে, সেই শোষে নেওয়া কি প্রতিরোধ করতে পারবে ত্রিপুরা রাজ্যের এই বাজেটে? এর পরও কি প্রতিটি কৃষক, যাদের কলই, ধান উঠবে, প্রত্যেকটি মানুষের রক্ত আসবে, মাংশ হবে, প্রত্যেকটি মানুষ সুন্দর, সুস্থ হয়ে গড়ে উঠবে, এটা কি সম্ভব? অসম্ভব কথা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ খুলবে, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চাড়িয়ে ইরিগেশান বাঁধ, ইত্যাদি খুলবে শুনান হচ্ছে, কিন্তু সেই বিদ্যুতের সাজ সরঞ্জামের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি। ১৫ পয়সা করে ট্যাক্স ধরা হয়েছে। সেই ট্যাক্স কাকে দিতে হবে? প্রত্যেকটি মানুষকে ঐ বেকারকে দিতে হবে, ঐ ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষককে দিতে হবে, ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমিককে দিতে হবে, ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষককে দিতে হবে, কর্মচারীকে দিতে হবে, প্রতিটি মানুষকে এই ট্যাক্স দিতে হবে, সেই ট্যাক্স শোষে নিয়ে শোষন করে নেওয়ার পর অবশিষ্ট কি কিছু থাকবে? কয়েক কোটি টাকার অংক শুনিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে স্বপ্ন দেখান হচ্ছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী শুনাচ্ছেন এমন ধরণের একটা বাজেট এনেছেন সেই বাজেটে ত্রিপুরা রাজ্যে স্বর্গ গড়ে উঠবে, রাম রাজত্ব সৃষ্টি হবে। হ্যাঁ, রাম রাজত্বের নমুনাই দেখছি। রাম রাজত্বের বানরেরা লাফালাফি করছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, মোটরের যন্ত্রাংশ, মোটর তৈরীর সাজ সরঞ্জাম, বেলগাড়ীর সবকিছুর উপর ট্যাক্স বসানো হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি জিনিষ, তেল, নুন.....

মিঃ স্পীকার :—ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট সম্পর্কে বলুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরার বাজেট সম্পর্কে বলতে গিয়ে এটা উল্লেখ করতে হয় এই জন্য যে বাজেট এই অবস্থা থেকে আলাদা নয়। ত্রিপুরার বাজেটে কি ভাবে অগ্রগতি হবে এই পরিস্থিতির ভিতর? কাজেই এটা অত্যন্ত রিলিভেন্ট, এটা আলোচনায় আসতে বাধা। রেলের ভাড়া ১৯৬৬—৬৭ সালে ৪ টাকা ৭১ পয়সা যেখানে মালের ভাড়া ছিল, পার কিলো মিটার, ১৯৭০—৭১ সালে ৫ টাকা ৪৩ পয়সা হয়েছে, এখন আবার সাময়িকভাবে ক্রান্তিক, এই বৃদ্ধি সেই বৃদ্ধি নয়, নানারকম হিসাব করে, কায়দা কানুন করে সারা ভারতবর্ষের বুকে ২১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার সেটা কালেকশান করছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার লবন আসবে কলিকাতা থেকে, বাইরে থেকে, আমার ডাল আসবে বাইরে থেকে, রেলের ভাড়া দিতে হবে আমাকে, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে বেশী দাম দিয়ে জিনিস কিনতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের এই বাজেট কি আমাকে নূতন স্বপ্ন দেখাতে পারে? অসম্ভব কথা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তারপর ২১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা যেটা নাকি রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করে বাড়ানো হল, কি করে বাড়ানো হল আমরা লক্ষ্য করছি। শরণার্থী কর ১২ কোটি টাকা যেটা নাকি কালেকশন করতেন, যেটা সংগ্রহ করতেন, সেই ১২ কোটি টাকা বাতিল করে দেওয়া হল, এদিকে রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করে ২১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা জনসাধারণের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হল। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ১২ কোটি টাকার সংগে আরও সংযুক্ত হল ৯ কোটি ২১ লক্ষ টাকা সেটা সারা ভারতবর্ষের মানুষকে, আমাকেও দিতে হবে, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে দিতে হবে, তারপর আবার ত্রিপুরা সরকার আমাদের উপর আরেকটা চাপিয়ে দিলেন, তাঁরা বললেন, অর্থমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছেন যে শরণার্থীর টিকি-টের নামে যে করটা আদায় করা হচ্ছিল সেটা বহাল থাকবে, আমরা নূতন কর চাপাচ্ছি না, আমরা বেশী অত্যাচার করছি না, জনসাধারণকে শোষণ করছি না। আমরা তাহলে কি লক্ষ্য করছি? আমরা লক্ষ্য করছি ৯ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার কর বাড়ল, তার উপর ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী কর বহাল থাকল, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মধ্যে হাহাকার সৃষ্টি হয়ে গেল। যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের ঘরে ঘরে হাহাকার তার উপর এই অবস্থার সৃষ্টি হলো। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের উপর আরও বেশী কর চাপালো। এই হচ্ছে অবস্থা। এই অবস্থায় আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারের যে বাজেট অর্থমন্ত্রী আমাদের সামনে রেখেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই টেক্স বাড়ার ফলে, আমি শুধু একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি। সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি জায়গা থেকে ১ টন লবণ জাহাজে বুঝাই করার আগে সেখানে লবণ তৈরী করার পর জাহাজে বুঝাই করার আগে ১০ টাকা মূল্য পড়ে এক টনের দাম। জাহাজে বুঝাই করে যখন সেইটা কলিকাতায় যখন আসে তখন তার দাম হয় ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা। এইটা টেক্স বাড়ার ফল, এই টেক্স বাড়াইয়া আমাদের হচ্ছে এই অবস্থা। এইটা কে দিচ্ছে কার পকেট থেকে যাচ্ছে। তা আমাদের প্রত্যেকের পকেট থেকে যাচ্ছে। তাতো বন্ধ করা হয় নি। কাজেই এই বাজেট দিয়ে কি হবে। এই বাজেট আমার কি করবে। মাননীয়

স্পীকার স্যার, প্রতিটি কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এইটা শুধু একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছি, সোডা কষ্টিক সোডা, ক্লোরিন এইগুলি তৈরী করতে লবণ লাগে কিন্তু সেই লবণ ঠিক নির্দ্দিষ্ট মূল্যে সস্তায় সেই লবণ পাচ্ছি না, কমপিটিশনে টিকছে না। যার ফলে সেই কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম বঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ঠিক এই অবস্থার ভিতর দিয়ে আমাদের সারা ভারতবর্ষের পটভূমিতে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অগ্রসর হচ্ছি। তাই এই পটভূমিতে আমাদের এই বাজেটকে দেখতে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সারা ত্রিপুরায় খরা গেল, আমাদের পাম্প মেসিন দরকার, পাইপ দরকার, সেই পাইপ, পাম্প মেসিন আমরা শুনছি, অর্থমন্ত্রীর বিভিন্ন বক্তৃতায় শুনছি, আমরা শুনছি কৃষিমন্ত্রীর বিভিন্ন বক্তৃতায়, মানুষকে ডেকে এমন কথাও বলা হচ্ছে, আমি উপস্থিত ছিলাম আমি নিজে শুনেছি যে টাকা দেবো, যাও মেসিন কিনে নিয়ে এসো। কেন মেসিন পাওয়া যায় না কেন? এই কথা হয় কেন? কেন টাকা দেবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, কিলোস্কার কোংকে মেসিন তৈরী করার জন্য, মেসিনের কারখানা তৈরী করার জন্য, মটর পার্টস তৈরী জন্য, ডিজেল ইঞ্জিন তৈরী করার জন্য তাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে টাকা দেওয়া হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিয়েছেন কিলোস্কার কোম্পানীকে মালয় এশিয়াতে ইনজিন তৈরীর কারখানা তৈরী করেছেন। আমরা এখানে ভাবতে খরায় মরে যাই, আমামের এখানে পাইপ জুটে না, আমাদের এখানে পাম্প জুটে না, আমাদের এখানে ইনজিন জুটে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, ফিলিপাইনে ডিজেল ইনজিনের কারখানা তৈরী করার জন্য কিলোস্কার কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছে এইটা কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা পার্লিয়ামেন্টে তথ্য প্রকাশ করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, একচেটিয়া পুঁজিপতি ওয়ালচাঁদ তাকে উগাণ্ডায়, লিভিয়ায় চিনি ও পাইপ তৈরী করার কারখানা করার জন্য দেওয়া হয়েছে। আজকে আমরা পাইপ পাই না, অভাব ফ্লো বসানোর পাইপ খোঁজে পাই না, দশটার বেশী নেসটীং করানো যায় না, পাইপ কোথায় পাই চীৎকার করতে হয়। তারপরে এখানে বলা হচ্ছে যে গ্রামে গ্রামে ১০টা করে প্রতি গাঁও সভায় এমনি সাধারণ কাঁচা কুয়া তৈরী করে কোন রকমে জলের ব্যবস্থা কর। এইতো হচ্ছে অবস্থা। কেন পাচ্ছি না আমরা পাইপ, এইগুলি সব বাইরে চলে যাচ্ছে, সমস্ত একচেটীয়া পুঁজিপতিদের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। বাইরে সস্তায় পাইপ পাওয়া যায়, উন্নত দেশগুলিতে সস্তায় গম পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশে এই দরিদ্র জনসাধারণকে বেশী করে শোষণ করার জন্য, বেশী করে একচেটীয়াদের সেবা করার জন্য, এই কংগ্রেস সরকার কেন্দ্রীয় সরকার বাইরে পাঠাচ্ছেন সব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আসছি এই পরিস্থিতিতে, এই পটভূমিতে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট। জুমিয়া ভূমিহীনদের টাকা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কোথায় তারা দেখে নি। তারা বলছেন শিল্প কল কারখানা করবেন। এই দিকে চা বাগানগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল সেন্টার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, চাকুরী ছাঁটাই হওয়ার মত অবস্থা। কোন কোন জায়গায় ছাঁটাই হয়েছেও। মাননীয় স্পীকার স্যার, গ্রামে গ্রামে সমস্ত স্কুল, কলেজগুলির জন্য কতকগুলি ঘর তৈরী করে রাখা হয়েছে, সেখানে ছাত্ররা যেতে পারছে না, তাদের পেটে খাবার নেই, তাদের পরনে কাপড় নেই, একটা সংকট। এই সংকট শিল্পে, খাদ্যে

চারি দিকে একটা সামগ্রীক সংকটের সৃষ্টি করা হয়েছে। চার চারটা পরিকল্পনা আমরা দেখেছি, এই বাজেটের টাকার অংক দিয়ে আমরা কি আশা করবো। মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু কি এইটুকুই। তাছাড়া এখানে চলছে আমাদের কৃষি মন্ত্রীদের, এই সরকারের এই কংগ্রেস সরকারের নেতৃত্বে কি ব্যাপক দুর্নীতির রাজত্ব কি ব্যাপক দুর্নীতির বাসা, তারা তৈরী করেছেন এবং ভেসটেড বাসার মত, তারা একটা সত্যি মজবুত ঘর তৈরী করেছেন, তারা এমন সুন্দরভাবে দুর্নীতির রাজত্ব তৈরী করেছেন, যদি এই দুর্নীতির রাজত্বে একটা চরম আঘাত, এই দুর্নীতির বাসাকে ভংগা না যায় তাহা হলে কোন কিছু হবে না। এই পরিস্থিতিতে তারা একটা চুয়ের রাজত্ব তৈরী করেছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, রূপকাররা কি ভাবছেন, রূপকাররা কি আশা করছেন, আমরা গল্প শুনেছি, পত্রিকায় দেখেছি, আমি তাই ভাবছি এই বাজেটকে সামনে রেখে যে রূপকাররা অনেক কিছু করেছেন। আমদের সমালোচনা করেন কিছুই করেন নাই, সব ব্যর্থ সব ব্যর্থ বিরোধীরা চীৎকার করে। হ্যাঁ, আমরা দেখেছি অনেক কিছু করেছেন, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে নিয়ে এসেছেন বিধান সভা, ১২ লক্ষ টাকা দিয়ে ঘর তৈরী করে ঘর কিনেছেন প্রাসাদ কিনেছেন, এবং তারপর আরও কিনবেন ভাবছেন। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পরিকল্পনা করে কারপেট পেতেছেন, বিধান সভায় কারপেট পেতেছেন বিধানসভায় রূপকাররা কারপেট পাতার জন্য একবার একজন ক্লাশ ত্রি অফিসারকে কলিকাতায় পাঠালেন তারপর তাকে দিয়ে শেষ হল না। তারপরে আর এক জনকে পাঠানো হলো তাড়াতাড়ি করে তাতেও হল না। আবার সংগে সংগে একজন ক্লাশ ওয়ান অফিসারকে কলিকাতায় দৌড়াচ্ছেন। কি করতে হবে, না কারপেট আনতে হবে, কারপেটের উপর দিয়ে সমস্ত মন্ত্রীরা হাটবেন, এম, এল, এরা হাঁটবেন গণতন্ত্রকে রক্ষা করবেন তো! মাননীয় স্পীকার স্যার, হ্যাঁ অনেক কিছু করেছে আমি দেখেছি প্রথম দিনে এই বিধান-সভায় এই অধিবেশন সুরু হওয়ার মুহূর্তে রাজ্যপাল ভাষণ দিতেছেন অধিবেশনে, আমি যখন ঢুকি, আমি গ্রাম থেকে এলাম সেখানে জলের অভাবে মানুষ গ্রাম ছাড়ছে আর এই রাজ প্রাসাদে ঢুকার পথে দেখলাম যে ফোয়ারা থেকে জল পড়ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু কি তাই আমরা এই বাজেট ভাষণে লক্ষ্য করেছি আসাম রাইফেলস ময়দানে এখানে বিধান সভা এসেও খান্ত হয় নাই আরও তারা রূপকাররা ভাবছেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি শেষ করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের আলোচনায় ছিল যে আমরা যথেষ্ট সময় পাব। আমরা আজকে অল্প সংখ্যক বলছি এবং যথেষ্ট সময় পাব এই এস্যুরেন্স পেয়েছি আমরা ট্রেজারী ব্যাঞ্চের হুইপের কাছ থেকেও। এই ভরসা পেয়েছিলাম যে যথেষ্ট কথা বলার সুযোগ পাব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের বক্তব্য আমরা বলতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি একটু বসুন আমার একটু বক্তব্য আছে। আপনি বলেছেন যে যথেষ্ট সময় পাবেন তার অর্থ এই নয় যে আনলিমিটেড। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই বিষয়ের উপর বক্তৃতা রাখবেন। দ্যাট ডাস নট মিন। আপনারা বাজেটের উপর ডিসকাশনে সময় যথেষ্ট পেয়েছেন। তারপরে যেমন ডিমাণ্ডের উপর, অ্যামেণ্ডমেন্টের উপর এবং

কাট মোশানের উপরও বলতে পারবেন। এই জন্যই বলা হয়েছে য আপনরা যথেষ্ট সময় পাবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আজকে যে বক্তব্য রাখছি কাট মোশানের উপরও সেই বক্তব্যই রাখবো। আজকে আমাদের পক্ষ থেকে কেহই বলবে না।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, তাদের জন্য কয় ঘণ্টা টাইম এবং আমাদের জন্য কয় ঘণ্টা থাকবে সেইটা লিমিটেড থাকা দরকার। আজকে একজন সারাদিন বলবেন এবং কালকে আর একজন সারাদিন বলবেন এই রকম তো হতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপ ন একটু বসুন, আমি একটু বক্তব্য রাখছি, আমাদের বাজেটের উপর ২রা এপ্রিল ডিসকাশন শেষ করতে হবে। মঙ্গলবার আপনাদের এই বিতর্কের উত্তর মাননীয় মন্ত্রী মহোদযেরা দিবেন। কাজেই সোমবারের মধ্যে আমাদের বাজেটের উপর আলোচনা শেষ করতেই হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানিনা বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির রিপোর্ট হাউসে উপস্থিত করা হয়েছে কিনা। কিন্তু আমি সেই মিটিংএ উপস্থিত ছিলাম, আমি বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির মেম্বার। আমি প্রটেষ্ট করেছি। এখনও বলছি যে আমরা মঙ্গলবার পর্যান্ত আলোচনা করব বাজেটের উপর। আপনিও বলেছিলেন যে ভোটিং অন ডিমাণ্ডের উপর আমরা আলোচনা শেষ মুহূর্তে সুরু করব। তারপর ভোটিং অন ডিমাণ্ড আলোচনা করব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি যা বলেছেন এবং আমি যা বলেছি তা ঠিকই আছে। আমাদের মিনিষ্ট্রিতে যাঁরা আছেন তাঁরা প্রত্যেকেই যাঁর যার দপ্তর সম্পর্কে আপনাদের বিতর্কের উত্তর দিবেন। কাজেই আপনারা সোমবার পাচ্ছেন, আমি মঙ্গলবার দিন মিনিষ্টার-দের রিপ্লাই দেওয়ার জন্য বলছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা মঙ্গলবারদিন বাজেট ডিসকাশনের ভিতরে রাখতে চাই। আমি সেটা সেই মিটিংএ আলোচনা করেছি এবং আপনি বলেছেন মন্ত্রীরা সেদিন উত্তর দিবেন। তার অর্থটাই হচ্ছে সেদিনও বিতর্ক চলবে। আমি আগেও বলেছি যে আমাদের যথেষ্ট আলোচনার আছে। একটা বাজেট আসছে, সারা ত্রিপুরার রূপ-রেখা শোনানো হল, সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হবে অথচ সেই সম্পর্কে আলোচনা করবার সুযোগ পাব না। আমি আপনাকে অ্যাসুরেন্স দিচ্ছি যে আমি যে বিষয়ের উপর আলোচনা করব আমার কাট মোশানের উপর এই কথাগুলি আমি বলব না, রিপোর্ট করব না।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি এলাও করলে আমাদের কোন আপত্তি নাই। তবে আমাদের যারা আছে তাদেও টাইম দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—সেজন্য বলছি যে সোমবারের মধ্যে বাজেটের উপর আলোচনা শেষ করব। মঙ্গলবার দিন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা তার উত্তর দিবেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—সোমবার দিন বিরোধী পক্ষ পাবে না কি ?

মি: স্পীকার :—সোমবার সম্পূর্ণ দিন বিরোধী পক্ষের জন্য তা সম্ভব হচ্ছে না। আবও রয়েছেন কংলিং পার্টির সদস্যরা যারা সে সময় দিন বলবেন

শ্রীমনছুর আলী :—বিরোধী পক্ষ কতক্ষণ বলবে এটার একটা লিমিট থাকা উচিত যে একজন মেম্বার এতক্ষণ বলবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এখানে আমার বক্তব্য সুরু করছি। আমরা একবার সংগ্রাম সমনের প্রোগ্রাম এই হাউসে রেখেছি। তারপর অ্যালকেশান অব বিজনেস (এযজ) মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি আমাদের কথা বলার সুযোগ না দেন তাহলে আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হবে, এভাবে যদি আমাদের কথা বলার অধিকার কার্টেল করা হয়—

মিঃ স্পীকার :—**এটা কার্টেল করার কথা নয়। কথা হচ্ছে সমস্ত কিছুরই একটা নিয়ম আছে, পার্লামেন্টারী প্রসিডিউর আছে। সমস্ত প্রসিডিউর মানতে হবে।**

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, একবার যেটা হাউসে গৃহীত হয়েছে, হাউসের সকলের মতামত নিয়ে তবেপর সেটা বদলাতে হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসে কি গৃহীত হয়েছে? হাউসে কথা ছিল আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত জেনারেল ডিসকাশন হবে। মিনিষ্টাররা বাজেটের উপর ডিসকাশন করবেন না বাজেটের বাইরে ডিসকাশন করবেন? তিনি কি বলছেন?

শ্রীঅনিল সরকার :—আমার বক্তব্য হল, জেনারেল ডিসকাশনের জন্য আমাদের একটা টাইম এলট করা আছে এবং সেটা মঙ্গলবার পর্যন্ত হওয়ার কথা। আমরা মঙ্গলবার পর্যন্ত টাইম পাব। সেই টাইমটা কত মিনিট করে আমাদের জন্য অ্যালট করা হয়েছে প্রত্যেক মেম্বারের জন্য আমি এটা জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—এটা এক্ষুনি আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আজকে ডিসকাশন শেষ হলে বলতে পারব।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখন যারা নাকি বক্তব্য রাখলেন যেমন সমর বাবু, তাকে কত মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে?

মিঃ স্পীকার :—তিনি তো ৩০ মিনিট বলেই ফেলেছেন। সো আই অ্যাম টোলড।

অনিল সরকার :—মিঃ স্পীকার, স্যার, তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে অন্ততঃ-পক্ষে বিরোধী পক্ষ থেকে সবাই জেনারেল ডিসকাশনে পারটিসিপেট করব। আর টাইম থাকলে ৬০ জনেই পার্টিসিপেট করবে। আমরা জানি না য এইরকম কোন নির্দ্দেশ আছে কিনা যে ডিসকাশনের আগে নাম দিতে হবে কারা কারা পার্টিসিপেট করবে। কনভেনশান থাকলে আমরা দিতাম।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি হাউসকে মিস্‌লীড করছেন। তিনি বলছেন তিনি আধা ঘণ্টা বলেন নাই। আমাদের যে রিপোর্টার আছে তার কাছে রেকর্ড আছে। তিনি ৪-৩৫এ আরম্ভ করেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমাদের রিপোর্টারের কাছে ত সেটা আছে তো। আপনি বলছেন আপনি ৬৫ মিনিট বলেন নি—

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—আমি হাতে ঘড়ি ধরে বলি নি মাননীয় স্পীকার স্যার।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ— বিরোধী পক্ষ কতটুকু পাবেন, সরকার পক্ষ কতটুকু পাবেন সেই টাইম থাকা দরকার। আপনি বলে দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ—ইট ইজ নট পসিবল ফর মি টু একস্‌ দি টাইম এট দিস মোমেন্ট।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ--মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনার লাল বাতিটা না জ্বাললে আমি অ রম্ভ করতে পারছি না।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত ঃ—আমাদের আইনে আছে যে নর্মালি একজন ১০ মিনিট বলবে। দরকার হলে সেটাকে ১৫ মিনিট করা যায়। তাহলে একজনের টাইমটা আর একজনে নেবে। তাহলে আর প্রশ্ন থাকে না। বিজনেস আডভাইসরি কমিটিতে যখন আলোচনা হয় তখনি অপোজিশানকে বলিয়ে দেওয়া যায় যে এই পিরিয়ডটা হল আপনাদের টোটেল পিরিডে। সেখানে টাইমটা যখন একসপায়ার্ড হয়ে যাবে, তখন আর কারো কিছু বলার থাকবে না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—যখন থেকে ডিসকাশন সুরু হয়েছে অপোজিশান মোট কত মিনিট বলেছে হিসার করে মঙ্গলবার পর্যান্ত যে আমাদের তারিখ করা হয়েছে, তার তিন ভাগের এক ভাগ যে সময় তাদের পাওনা আছে সেটা তাদের দিয়ে দিন। আমরা রাজী আছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—আপনারা কত মিনিট বলেছেন কোন পার্টি কত মিনিট বলেছেন সই রেকর্ড আমি নিই নি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বলেছেন যে আধ ঘণ্টা বলেন নাই। অথচ রেকর্ডে দেখা যায় ৪৫ মিনিট এর উপর বলেছেন। তিনি ফলস স্টেটমেন্ট করেছেন। তিনি বলেছেন যে আধ ঘণ্টা তিনি বলেন নাই, অথচ তিনি আধ ঘণ্টার উপরে বলেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, আপনি এটা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তা ?

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—আমি জানি না আমি কতটুকু বলেছি। আমি শুধু এইটুকু বলছি যে আমার আরও বক্তব্য রয়েছে, সেইটুকু বলতে হবে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, উনি যদি আরও বলতে চান বলুন, আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু উনাদের যে ডিসকাশনের তিন ভাগের এক ভাগ সেটা টোটাল তাঁদের দিয়ে দেবেন। তারা আরও বলুন। তারপর বাকী সময়টা দিয়ে দেবেন তাঁরা আজ পর্য্যন্ত কতটুকু বলেছেন সেটা যদি বাদ দিলে।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমার কোন আপত্তি নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দুর্নীতির কথা বলছিলাম এই পরিস্থিতিতে। আনঅথরাইজড অকোপেশান এটা আগরতলা। খাসের জায়গা প্রচুর রয়েছে। যারা খাসের জায়গা দখল করে দীর্ঘদিন বসবাস করছেন এই আগরতলা শহরের বুকে। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাদের সমস্ত উচ্ছেদ করা হয়েছে। কারা উচ্ছেদ করছে? পার্শ্ববর্তী আশে পাশে যারা আছে—বড় লোক যারা যাদের টাকা পয়সার জোর বেশী তারাই তাদের উচ্ছেদ করছেন। আমি একটা ঘটনার উল্লেখ করছি মাননীয় স্পীকার স্যার। কৃষ্ণনগরের শ্রীরমেন্দ্র দেববর্মা, ইনসপেক্টর, ফুড এ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাইজ—তিনি ৪ কানি জায়গা খাসের জায়গা—উনার নিজের জায়গা নয়। সেই জায়গা তিনি নিজের বলে দাবী করে সেই জায়গা থেকে সেই জায়গার ভিতর অসহায় যে সমস্ত পরিবারগুলি ছিল তাদের উচ্ছেদ করে দিয়েছেন এবং তিনি একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন—সেই প্রস্তাবে টি, আর, টি, সি, কে সেই জায়গা দেবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই টি, আর, টি, সিকে ৪ কানি জায়গা তিনি এলট করে দেয় উনার-রমেন্দ্র দেববর্মার জায়গা বলে টি, আর, টি, সিকে দেওয়া অর্থ কি? ৩/৪ লক্ষ টাকা রমেন বাবু পেয়ে যাবেন এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার সেখান থেকে সেই ৪ কানি জায়গা থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। আমি নাম বলছি—প্রবীর দেববর্মা, নিরেন্দ্র দেববর্মা, সহদেব দেববর্মা, কর্ণ দেববর্মা, সলিল দেববর্মা জ্ঞানেন্দ্র ঘোষ, শচীন্দ্র ঘোষ, বীরেন্দ্র ঘোষ, হরি রুদ্রপাল, ভগবতী রুদ্রপাল, গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল এই রকম ২ জন সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়েছে মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি পেলেস সম্পর্কে উল্লেখ করতে চাই। পেলেস ১২ লক্ষ টাকা দিয়ে— ১০ লক্ষ টাকা বেশী টাকা দিয়ে শুধু ঘরটাই কিনা হল না প্রাসাদ ভবনটাও কিনা হল তারপর এই সমস্ত প্রাসাদের জায়গা—সেই জায়গা একুইজিশান করে নেওয়ার প্রস্তাব একুইজিশান করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানে যে একুইজিশান করার নোটিশ দেওয়া হল—৩৫ একরের কিছুটা বেশী অথচ ৩৫ একরের মত জায়গা একুইজিশানের নোটীফিকেশান দেওয়া হল। সেই নোটীফিকেশান প্রথমে দেওয়া হল সেই নোটীফিকেশানের পরই রাতারাতি দেখা গেল মাননীয় স্পীকার স্যার, ৬টা পরিবারকে পারমিশান দেওয়া হয়—ট্রাইবেলদের জমি যারা যারা অ-উপজাতি তাদের হাতে বিক্রী করা পারমিশান...(গণ্ডগোল)... কাকে দিয়ে করা হল, ডি, এম, তিনি ছিলেন না। এ, ডি, এম,কে দিয়ে তাড়াতাড়ি করিয়ে নেওয়া হয়। রাতারাতি সেটী করিয়ে নেওয়া হল। মাননীয় স্পীকার স্যার, যতীন্দ্র বণিক ৫ কানি জমি—৫ লক্ষ টাকা হবে সেই জমির দাম অথবা তার বেশীও হতে পারে। যতীন্দ্র বনিককে ৫ কানি জায়গা দিয়ে দেওয়া হল। কে এই যতীন্দ্র বনিক—তার বাড়ী কোথায় সত্যি সত্যি লোকটা আছে কি না আমরা জানিনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি থেকে থাকে এই ৫ লক্ষ টাকা যে জায়গার দাম এই ৫ কানি জায়গা যে কিনতে পারে সেই যতীন্দ্র বনিক কে কোথায় থাকে কোথায় থেকে সে সেই টাকা পেল...

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, নাও ফিনিস ইউর স্পীচ।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে পারি নি। আমি খুব সংক্ষেপে আমার বক্তব্য রাখব। আর বাড়াব না...

মিঃ স্পীকার :—৩০ মিনিট হয়ে গিয়াছে আপনার...

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি খুব সংক্ষেপে আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :—রুলিং পার্টির মেম্বাররা রয়েছেন তারা বলবেন। তারা আমাকে লিষ্ট দিয়েছেন তারা বলবেন...

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যতীন্দ্র বনিক এই যতীন্দ্র বনিক কোথা থেকে এল তার কোন আয় কর আছে? তার কোন আয় কর ধরা হয়েছে ইনকাম ট্যাক্স দেয় সে সে কোথা থেকে এই টাকা পেল? কোন খোঁজ খবর নেওয়া হয়েছে খোঁজ খবর কেউ জানেন? কেউ জানে না। মাননীয় স্পীকার স্যার তারপর আমি সেকেণ্ড নোটীফিকেশানের কথা বলছি। সেই সেকেণ্ড নোটীফিকেশানে আমরা লক্ষ্য করেছি—ঠিক পাশা পাশি যতীন্দ্র বনিক জমি কিনতে পেল ফার্ষ্ট নোটীফিকেশানের পরই। শ্রীমতি ঘনে .রী দাস লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ীর পাশে ২০ বছর যাবত বাস করছে—অত্যন্ত গরীব তার ঘর আছে তার রান্না ঘর আছে তার ছেলে তার সেই ছেলে চাকরী করে। ক্লাশ ফোর এমপ্লয়ী। তাকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হল

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য...

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ..

মিঃ স্পীকার :--খুব সিমপ্লী বলে যান এত ডিটেলস বলার দরকার নাই

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি খুব সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি। আমাকে কয়েক মিনিট সময় দিন। আমি শেষ করে দিচ্ছি আমি কোন...

Mr. Speaker :—Please go to the next point.

Shri Samar Choudhury :—মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু কি তাই কুঞ্জবনে—কুঞ্জবন ২ নম্বর যৌতুক মহল—ত্রিপুরা গেজেট ১৯৬৮ ২১শে জানুয়ারী—৫১·৭৪ একর একোয়ার করা হয়েছে। একসট্রা অর্ডিনারী গেজেট নোটীফিকেশান হল ১৯৬৮। একুইজিশান হল—জোতদারকে টাকাও দেওয়া হল। সেই জোতদার টাকা নিয়ে সেই জায়গা ছাড়ল না। তারপর সেই জোতদারই আবার—সেই জায়গাটাকে একোয়ার করা হয়েছে গভর্ণমেন্ট তরফ থেকে। সেই জায়গা তিনি বিক্রী করতে সুরু করলেন। তিনি নিজে দোতালা দালান করলেন। কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য তার নাম মাননীয় স্পীকার তিনি অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছে বিক্রী করলেন। এই ভাবে চলছে মাননীয় স্পীকার স্যার। সরকার একুইজিশান করল টাকা দিয়ে দিল সেই জায়গা না ছেড়ে আবার দ্বিতীয় বার বিক্রী করল এই হচ্ছে অবস্থা মাননীয় স্পীকার স্যার। মহারাজার বিস্তাপত্তনে এম, বি, বি, কলেজ হয়েছে। সেখানে একোয়ার করা হয়েছিল কিছু জায়গা। বর্ত্তমানে এম, বি, বি, কলেজের যে জায়গা তার চেয়ে ডিমার্কেশান হয়েছিল পিলার দেওয়া হয়েছিল। সেই পিলার কতগুলি জলের নীচে ঢুকে গিয়েছে। ঐ পারের মধ্যে ১০ কানি জমি ৩১১ নম্বর, ১৫৬ নম্বর, ৪৫ নম্বর জোতে—সেই সমস্ত জোতগুলি জ্যোতির্ম্ময় রায় বর্ম্মণ শিবনগর তার বাড়ী তার নামে দেওয়া হয়েছে। তিনি একজন সরকারী কর্ম্মচারী—উঁচু

স্তরের কর্মচারী। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্টের সম্পর্কে একটু বলতে চাই। সি. আর. পাল, ভিজিলেন্স চেয়ারম্যান—আগরতলা শীট নম্বর ৬—ভূমিহীন-এর দরখাস্ত তিনি করেছেন। ভূমিহীনের দরখাস্ত করে তিনি জমি পেয়েছেন। ৬ নম্বর শীট আগরতলা—হাসপাতাল রোড সি, এস, প্লট নম্বর ৪৭১৯—তার জমির নম্বর আমি পড়েছি মাননীয় স্পীকার স্যার তিনি জমি পেয়েছেন। তিনি এত গরীব তিনি মিউনিসিপ্যালিটিতে দরখাস্ত করেছেন আমার ট্যাক্স মকুব করে দেওয়া হউক। কি সাংঘাতিক—কি সুন্দর গণতান্ত্রিক সরকার— ... ...

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার প্লীজ লিসেন টু মি—আপনি যে ভদ্রলোকের কথা বলছেন সি, আর, পাল তিনি—আপনি কি বলছেন...

শ্রীসমর চৌধুরী :—চেয়ারম্যান...

মিঃ স্পীকার :—ডিরেক্টার, হি ইজ নট প্রেজেন্ট ইন দি হাউস...

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার...

মিঃ স্পীকার :—সো ইউ ক্যান্ট সে এনিথিং এবাউট হিম ইন দিস হাউস। দিস সুড বি একসপাঞ্জড ফ্রম দি প্রসিডিংস...

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ভিজিলেন্স চেয়ারম্যানের কথা বলতে চাই। তিনি ভূমিহীনের দরখাস্ত করে জমি পেয়েছেন। ভিজিলেন্স ডিরেক্টার—সি, এস, শীট নম্বর ৪৭১৯—হাসপাতাল রোড জমি পেয়ে গেলেন এবং তিনি মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে দরখাস্ত করেছেন ট্যাকস মকুব করার জন্য। এবং তিনি ট্যাক্স মাপও পেয়েছেন। তিনি ভিজিলেন্সে পরেন না কারণ তিনি ভিজিলেন্সের চেয়ারম্যান—ভিজিলেন্সের ডিরেক্টার। মাননীয় স্পীকার স্যার ১৯৭০ সালে সেন্টাল গভর্ণমেন্ট ভিজিলেন্সের রিপোর্ট পার্লামেন্টে পেশ করেছেন। পেশ হওয়ার পর আমরা লক্ষ্য করেছি ৪৮ জন গেজেটেড অফিসারকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। অনেক বড় বড় ষ্টেট থেকেও এ রকম কেস পাওয়া যায় নি। ত্রিপুরার রাজ্যে এই রকম—দিল্লীর রাজধানীর বুকেও মাত্র ২ জনের নামে এই ধরণের সাসপেনশান অর্ডার হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এমনই ত্রিপুরার রাজ্যের রাম রাজত্ব সৃষ্টি হয়েছে—সমাজতন্ত্র তৈরী হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার...

মি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মাত্র আমাদের হাতে ২৩ মিনিট সময় আছে...

শ্রীসমর চৌধুরী :—আমি খুব তাড়াতাড়ি করে শেষ করে দিচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার,

মিঃ স্পীকার :—প্লীজ এলাও দি মেম্বার অব দি রুলিং পার্টি টু স্পীক...

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর মাত্র ৩ মিনিট বলব—ল্যাণ্ড রিহেবিলিটেশান সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। ল্যাণ্ড রিহেবিলিটেশানের—ডিরেক্টার অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস তিনি হেরম্ব ভট্টাচার্য্য তিনি যে গ্রাজুয়েট সার্টিফিকেট সাবমিট করেছেন সেই সার্টিফিকেট আজ পর্য্যন্ত ভেরিফায়েড হয় নি।

*** Expunged as orderd by the Chair.

ল্যাণ্ড রিহ্যাবিলিটেশান সম্পর্কে একটু বলতে চাই। ডিরেক্টার অব ল্যাণ্ড রেকর্ড, তাঁকে গ্রেজুয়েট সার্টিফিকেট দেখাতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি আজ পর্যন্ত তা দেখাতে পারেন নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে ইউ, ডি, ক্লার্ক ছিলেন তিনি, সেখান থেকে ডিরেক্টার। ১৯৬১ সালে কোটি কোটি টাকার ষ্টোর পারচেজ করেছেন, কোন একাউন্ট রাখেন নি, রেজিষ্টার রাখেন নি। অডিট বুক দেখলে দেখা যাবে সেখানে অডিট অবজেকশন হয়েছে তার নামে ১৯৬৩ সালে তিনি সেই রেজিষ্টার তৈরী করালেন। কেন? কারণ অডিট অবজেকশান হয়েছে, কাজেই ১৯৬৩ সালে এসে তিনি বললেন তাড়াতাড়ি নতুন করে রেজিষ্টার তৈরী কর, এইসব হচ্ছে আপনার অবস্থা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ইউডিলাইট মেশিন, এক একটির দাম ১২ হাজার টাকা, সেই মেশিন তিনি ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের কাছে চুরি করে বিক্রী করে দিলেন, সম্ভবতঃ সেটা ১৯৬৯ সালের কথা। মেশিনের নাম্বার ভেরিফাই করলে সেটা ধরা পড়বে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেই ·· ·· তিনি দরিদ্র রিফিউজী, কেরানী, তিনি সেখানে দেখি আগরতলায় বিরাট বাড়ী করছেন, ইনকাম তার কি, সেই ইনকাম কি খোজ করা হয়েছে?

Mr Speaker :—The man is not present in the House. This should be expunged from the procee lings today.

শ্রীসমর চৌধুরী :—আমি আরেক জনের কথা বলতে চাই, তিনি হচ্ছেন ত্রীবেণী চক্রবর্তী, এসিষ্টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, তিনি প্রথমে রিলিফ সুপারভাইজার ছিলেন। আমি এখানে একটা কমপেনসাশেনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে চাই। আমাদের সোনামুড়া মহকুমায়, মেলা ঘরে ২০ নং কায়েমী তালুক নির্দ্ধারিত হয়, সেখানে সেই ২০নং কায়েমী তালুকে একজন কমপেনসেশান অফিসার নেওয়া হয়, সেই কমপেনসেশান অফিসার কর্ত্তৃক ২৫ হাজার ২২৮ টাকা সেই তালুকের জন্য কমপেনসেশান ঠিক করা হয়, এই অবস্থায় সেই ত্রিবেণী চক্রবর্তী তিনি ৩।১২।৬২ইং তারিখে বলে দিলেন, সেই তালুকের কমপেনসেশান ঠিক করে দিলেন ৯২ হাজার ৫৯৪ টাকা এবং শুনতে পাই যে সেই ৯১ হাজার টাকা থেকে ২৫ হাজার টাকা তিনি নিজের পকেটস্থ করেছেন, সেটা ভিজিলেনসে ধরা পড়েনা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডি, সি, নাথের কথা। এ্যাসিষ্টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসার। তাঁর কুকীর্তি ছোট বড় সকলেই দেখতে পান। সার্ভেয়ার থেকে প্রমোটেড হয়ে এ্যাসিষ্টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসার হিসাবে তার পদোন্নতি হয়েছে। ১৯৫৪ সালে তাকে খোয়াই পাঠান হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন। প্রথমে তিনি কিছু অবজেকশান কেস দেখেন তারপর কমপেনসেশান। কিন্তু তিনি তার আয়ত্বেরও বাহরে গিয়ে ডি, এম,এর আয়ত্বের মধ্যে হস্তক্ষেপ আরম্ভ করলেন, পতিত জমি তিনি দেখতে আরম্ভ করলেন, ক্ষমতার অপব্যবহার করার ফলে, এনকোয়ারীর নির্দ্দেশ হল। সেখানে ভূমিহীনদের দরখাস্ত পড়েছিল ১৬ হাজার···

মিঃ স্পীকার :—আপনি এক মিনিটের জায়গায় পাচ মিনিট নিয়েছেন।

...Expunged as ordered by the Chair.

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি একথাটা বলেই শেষ করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, দুই হাজার একর জমি খোয়াই মহকুমায় এ্যালটমেণ্ট দিয়েছেন, রেজিষ্ট্রি আছে, সেই এ্যালটমেণ্টের ব্যাপারে মাননীয় স্পীকার স্যার যদি কেউ যেয়ে দেখেন, সেখানে কোন ভূমি নাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডি. এম, কানোয়ার সেটা তদন্ত করেছেন, চীফ কমিশনার কানোয়কে তদন্তের নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন সেই তদন্ত কানোয়ার করেছিলেন, কিন্তু সেই তদন্ত যে করেছেন, তার রিপোর্ট আজ পর্যন্ত চেপে রাখা হয়েছে, সেই তদন্ত প্রকাশ করা হয়নি মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আর বলার সুযোগ পাচ্ছি না, আমি এইটুকু বলব···

মিঃ স্পীকার :—আপনি ৪০ মিনিট বলেও যদি সুযোগ পাননি বলেন তাহলে আমি আর কি করব?

শ্রীসমর চৌধুরী :—যে এই বাজেট কিছু করতে পারবেনা· কিছু করতে অক্ষম। একদিকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যার কিছু করতে বাজেট অক্ষম, অন্যদিকে বর্ত্তমান সরকার, দুর্নীতি ভরা সরকার ধনী, জমিদার এবং বড়লোকদের পোষণ করার নীতি গ্রহন করেছেন, কাজেই এই বাজেট থেকে আমরা কিছুই আশা করতে পারিনা। এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদায় আসার পর, মন্ত্রী মণ্ডলি তাঁর অতীতের অভিজ্ঞতা নিয়ে আগামী বৎসরের বাজেট পেশ করেছেন এবং সেই বাজেটের মধ্যে যে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ কোন্ খাতে কি টাকা, তাও তাঁরা উল্লেখ করেছেন; বাজেট নিয়ে আমরা অতীতে যে বিষয়ে দেখেছি, সেটা নিশ্চয়ই এই বাজেটে সমালোচনা করব এবং ভবিষ্যতে কি কাজ আছে, সেটা আমরা দেখব। কিন্তু সমালোচনা করতে গিয়ে যখন বলা হয় সরকার কেবল ট্যাক্স চালাচ্ছেন—যে সরকার ৫৮ কোটি টাকা ব্যয় করবেন, সেই ব্যয়ের টাকা কোথা থেকে আসবে? এই যে টাকা ব্যয় হবে এবং যে কোন গনতান্ত্রিক দেশই তার যে অর্থ, আয়ের উপায়, সেটা ট্যাক্স এবং তাছাড়া তার রাষ্ট্রায়াত্তপূর্ণ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান, তার ভিতর থেকে মুনাফা যথেষ্ট, সেই মুনাফা এই দুইয়ের সমন্বয়ে সেই কাজ করে। প্রত্যেকটি দেশ তার যে অর্থনৈতিক কাঠামো এবং তার দেশের যে নীতি, তার একসংগে সামঞ্জস্য রেখে তার কাজ করতে হয়। যেহেতু ত্রিপুরার বাজেটকে আলোচনা করতে গিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের সমালোচনা করা হয়েছে, সেইজন্য আমি মনে করি এই বিষয় নিয়ে আমার কিছু বক্তব্য রাখা উচিত। আজকে ভারতবর্ষে যেভাবে বাজেট প্রনয়ন করা হচ্ছে, সেটা কেউ যদি সমালোচনা করে বলেন যে জনসাধারণ যা চায়, তার চাইতে কম, আমিও তার সঙ্গে একমত কেন? যেহেতু দেশ স্বাধীন হয়েছে, যেহেতু আমরা চাই অতি তাড়াতাড়ি, অতি দ্রুত দেশের যে বিভিন্ন সমস্যা, সেই সমস্যাগুলিতে বিদূরিত করব, সেই সমস্যাগুলিকে আমরা তাড়াব, আমাদের যে যেই আশা আকাঙ্খা, তাকে আমরা বাজেটের ভিতর দিয়ে রূপ দিচ্ছি। কিন্তু তাহলেও তার একটা বাস্তব দিক আছে, যখন আমরা বলব দেশের

সকলের বাড়ী সিমেন্ট দিয়ে তৈরী হবে, তার আগে আমাদেরকে ভাবতে হবে যে আমাদের কল কারখানা করেছি. সেই রেলওয়ের জন্য যে সমস্ত বাড়ী করেছি, সেইগুলির কাজ আগেভাগে করতে হবে এবং তার জন্য ডেভলাপিং কান্ট্রি অগ্রসর মান যে সমস্ত দেশ এ আমরা দেখি একটা পরিকল্পনা করতে হয়, এবং সেই পরিকল্পনার ভিত্তিতে আমরা এগুচ্চি। আমরা একথা বলছিনা যে দেশের যে অভাব, যে দুঃখ, দেশের দারিদ্র সবটা আমরা দূর করতে পেরেছি, আমরা জানি ধাপে ধাপে যে তার পারকল্পনা করি তার সঙ্গে অর্থের বরাদ্দের সংগে বাস্তব অবস্থার সংঘাত ঘটে। কাজেই যারা গত ২০ বছরের ইতিহাসের কথা বলেন, গত ২৫ বছরের ইতিহাস বলেন, তাদের সেটা লক্ষ্য রাখা উচিত, আমরা যে এগুচ্ছি তার মধ্যে বাধা আছে কি না, বিপত্তি আছে কি না। তারা যদি লক্ষ্য করে থাকেন, তাহলে দেখবেন ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ধারা সৃষ্টি হয়েছিল যার সক্ষম নেতৃত্ব, পণ্ডিত নেহেরু যেভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে একটা সুষ্ঠু নীতির দিকে নিয়ে যাচছিল, তখন ভারতবর্ষের সেই যে অগ্রগতি তাকে ব্যহত করার জন্য বাইরে থেকে একটা বিরাট আক্রমণ হয়েছিল, তার কথা এখানে বলার প্রয়োজন নাই। যদি কেউ সেটা লক্ষ্য করে দেখে. এই যে সুষ্ঠু অগ্রগতির সফল নীতি নিয়েছিল, দেশে শান্তির মধ্যে থেকে, দেশের অভ্যন্তরে যে দারিদ্র আছে, সেটাকে ঘুচাব এবং বাইরে শান্তিজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করব, সেই যে ভারতবষের আকাঙ্খা, যেটাকে দিয়ে পণ্ডিতজীর নেতৃত্বে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল, তার উপর আঘাত হানা হয়, সেদিন চীনের কাছ থেকে, যারা নিজেদেরকে সমাজবাদী বলেন বা কমিউনিষ্ট বলেন, যে ভারতবর্ষ তাদের সঙ্গে মিত্রতা করতে চেয়েছিল, যে ভারতবর্ষ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সীমান্তের সমস্যার মীমাংসা করতে চেয়েছিল, ঠিক সেই সময়ে চীন ভারতবর্ষের উপর আক্রমণ করেছিল, এবং সেটা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত কারণ পূর্বাঞ্চল খণ্ডে, এই যে এসিয়া খণ্ডে যে রাজনৈতিক ধারা চলছে, সেটা যদি অব্যাহত থাকত, তাহলে ভারতবর্ষের যে শান্তির নীতি ভারতবর্ষ যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি চাচ্ছেন, সেটা অব্যাহত থাকবে। সেটা তাদের কাছে সেদিন জ্বালাময় ছিল। একটা রাষ্টের নিজস্ব আকাঙ্খা থাকলেও বাইরে থেকে যদি আঘাত আসে, তখন তার অগ্রগতি ব্যহত হয়। কাজেই সেদিন যখন আমার দেশে যুদ্ধ লাগল, আমার যে ঐশ্বর্য আমার যে ফ্যাক্টরী, আমরা যে উৎপাদন, এর যন্ত্র তার সমস্ত কাজটাকে...

একটা রাষ্ট্রের নিজস্ব অনেক কিছু থাকলেও বাহির থেকে যখন আঘাত আসে তখন তার দ্বারা তার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। কাজেই সেই দিন যখন আমার দেশে যুদ্ধ লাগলো আমার যে অস্ত্রশস্ত্র, আমার যে ফেক্টরি আমার যে উৎপাদন যন্ত্র, তার সমস্ত কিছুটা সেই দিন সে বছরের জন্য যুদ্ধমুখি থাকতে হলো। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো তারপরে ভোগ্যপণ্যের একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়, দর বৃদ্ধি হয়। কারণ তখন যে পরিমাণে কর্ম্ম সংস্থানের পরিকল্পনা আমাদের হয়েছিল. যে পরিমাণে আমরা দেশ রক্ষার জন্য বাজেট করেছিলাম, আমরা মনে করেছিলাম যে দেশ রক্ষার খাতে আমরা যে অর্থ বরাদ্দ করেছিলাম যেহেতু আমরা শান্তিপ্রিয় জাতি সেই হেতু আমাদের আরও বেশী অর্থের প্রয়োজন হবে-না। কিন্তু চৈনিক আক্রমণ যখন হলো এবং তারা যখন মিত্রতা করে পাকিস্থানের সংগে

আর একটা দিক দিয়ে ভারতকে আক্রমন করার সুযোগ খোঁজছিল সেই ক্ষেত্রে একটি বছরে ভারতের যে ডিফেন্স বাজেট, ভারতের যে প্রতিরক্ষার বাজেট সেইটা দ্বিগুন হয়ে গেল। আজ যদি তারা বলেন যে ভারতের বাজেট বৃদ্ধি হলো কেন তাহলে যে আদর্শে তারা কচকচি করেন, যাদের কথা তারা বলেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি যে ভারতের সংগে যারা মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল তার সঙ্গে শত্রুতা কেন। কি উদ্দেশ্য নিয়ে তারা সেই দিন ভারত আক্রমণ করেছিল। সেইদিন আক্রমণের লক্ষ্য ছিল যে আজ ভারত যে ভাবে শান্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে, যেভাবে সে পৃথিবীর মধ্যে একটা প্রভাব সৃষ্টি করছে এই সময়ে যদি ভারতকে একটা ধাক্কা দেওয়া যায় তবে সে আর মাথা তুলতে পারবে না। সেইদিন তারা মনে করেছিল যদি আমরা বাহির থেকে আক্রমন করি আর ভিতরে একটা বাহিনী থাকে তাহলে তারা বাহির এবং ভিতরে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করবেন এবং যার ফলে ভারতের যে একটা সক্ষম নীতি চলছে সেইটা চালাতে পারবে না। কিন্তু ভারতের জনসাধারণ যদি তাদেরকে অজ্ঞও বলি, যদি কেউ বলে কিন্তু জনসাধারণ জানে দেশ এবং দেশের পরিচালনার ভার কার উপর স্থাপন করা যায় কার উপর বিশ্বাস করা যায়। তারপরেও দুইটা নির্বাচন হয়ে গেছে। কাজেই সেই জন্য তারা জানে যে কার হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে। কার উপর এই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তাই যারা কথায় কথায় বলে যে ২০ বছরে ভারতের এই চেহারা। কিন্তু আমরা জানি এই যে দল এই যে পরিচালনা করছে, কতটা করছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে করছে না। কিন্তু এই দলের ভিতরে এমন শক্তি আছে। যারা থেকে দলের ভিতরে থেকে দলকে সংশোধন করছেন এবং বিপবাত্মক সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কারণ এইটা গণতান্ত্রিক দেশ, প্রত্যেকটা ধাপে, প্রত্যেকটা কাজে আমরা সমালোচনার সুযোগ দিই, সমালোচনা আমরা করতে দই সেই সমালোচনা এবং আমরা জনমতের ধারা এবং অবস্থাকে অবলোকন করি এবং তার ভিতর দিয়ে অর্থনৈতিক কাঠামোকে গঠন করতে হয়। কাজেই সম্মেলিত জনসাধারণের যে ইচ্ছা আকাঙ্খা এক একটা নির্বাচনের ভিতর দিয়ে যা হয় তার মধ্যে নীতি ঠিক থাকবে। কাজেই এই যে ধারার কথা আমি বলেছিলাম সেইটাকে লক্ষ্য করতে হবে, অর্থনৈতিক যে একটা ধারা এইরকমভাবে যদি বাহির থেকে চাপ থাকে এবং ভিতরেও প্রাকৃতিক সুযোগ থাকে তাহলে সেইটাকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। কাজেই বিগত কয়েকটা বছরে যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে ১৯৬৩, ৬৪, ৬৫ সাল এই যে কয়েকটা বছর প্রতিটা বছরে ভারতের উৎপাদনের উপর আঘাত এসেছে। কাজেই একদিকে যেমন অর্থ নৈতিক ধারা বাজেট থাকবে, সব দেশের অর্থ নীতি নির্ভর করে তার উৎপাদনের উপর। সেই ক্ষেত্রে প্রকৃতির উপর যত বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনাই করা হউক না কেন প্রকৃতির উপর তাকে শেষ পর্যন্ত নির্ভরশীল হতেই হয়। আমরা যখন বড় বড় বাঁধ, ড্যামগুলি করি তখন আশা করি যে এইখানে জল দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। সেখানে দেখা গেছে যে আজকে যেখানে ময়ুরাক্ষী বা দামোদর ভেলি করপোরেশনের অধীনে যতগুলি ড্যাম আছে তাতে জলের স্বল্পতার জন্য জল কমে যায়। কাজেই এই জল বিদ্যুতে দেওয়া হবে কতখানি এবং কতখানিই বা দেওয়া হবে কৃষিতে, এইটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে বাহির

থেকে খাদ্য আনতে হয়। যদি বলেন এই বিশ বছরেও বাহির থেকে খাদ্য আনতে হয় কেন। আজকে যে খরা পরিস্থিতি সেইটা তো শুধু ত্রিপুরাতে নয়, শুধু ভারতবর্ষে নয় এশিয়া খণ্ডে সেই সমস্ত দেশ এর মধ্যে রাশিয়াও বাদ পড়ে নি। সেইদিন কাগজে বেড়িয়েছে যে চীনে এই বৎসরেও খরা চলছে। কাজেই খরার যখন আঘাত আসবে তখন সেই আঘাত তার অর্থনীতির উপর পরবেই। এবং সেই সময় প্রয়োজন বোধ হলে বাহির থেকেও খাদ্য আনতে হবে। কাজেই বাহির থেকে যদি আমাদের খাদ্য আনতে হয় তাহলে তার জন্য অর্থের প্রয়োজন এবং যদি সেই অর্থের প্রয়োজন হয় সেই অর্থ যোগাবে কে? বাহিরের কোন দেশ আমার জিনিস অর্থের বিনিময়ে নেবে না তারা নেবে পণ্যের বিনিময়ের ভিত্তিতে। কাজেই আজকে সমালোচনা করতে গিয়ে যখন বলা হচ্ছে যে আমি পাম্প পাচ্ছি না অথচ ভারতের কোথা থেকে মালয়শিয়াতে পাম্প পাঠানো হচ্ছে। এইটাতো আমাদের অর্থনীতির সুস্থতার লক্ষণ। আজকে আমার দেশের বাজার করেও যদি বাহিরের দেশের বাজার করতে পারি সেইটাতো ভাল কথা। আজকে বিশ্বের অর্থনীতি যেভাবে চলছে, আজকে আমার যখন খাদ্যের অভাব হবে, আমার যদি খাদ্য বাহির থেকে আনতে হয় তাহলে আমাকে সংগ্রহ করতে হবে। এবং সেইটা হবে কোন পণ্যের বিনিময়ে এবং সেইটাই আজকে অর্থনীতির ধারা। আজকে রাশিয়ার সংগে যেটা করছি আমাদের পণ্যের বিনিময়ে তাদের উৎপন্ন পণ্যের সংগে করছি। ইংলণ্ডের সংগেও তাই, আমেরিকার সংগেও তাই এইটাই হচ্ছে অর্থনীতির পরিপূর্ণ নিয়ম। এবং সেই দিক দিয়ে যদি দেখা যায় তাহলে আমাদের যে অর্থনীতি বা ধারা, আমরা যেখানে সমাজতন্ত্রের কথা বলছি বা যে অর্থনীতির কথা বলছি সেইটা আমরা বলছি যে মিক্স্‌ড অর্থনীতি। যেমন একদিকে সমাজতন্ত্রের বড় বড় কলকারখানাগুলি থাকবে আর একদিক দিয়ে মাঝারী ধরণের যে সমস্ত শিল্প আছে সেইটা ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকবে। [illegible] বড় বড় কোম্পানী আছে তাদেরকে শেষ করে দিলেই তো হয়। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই আমি বড় লোকের উকালতি করছি না কিন্তু উৎপাদন যদি একটা দেশের মধ্যে করতে হয় যারা যারা উৎপাদন করবে তাদের প্রত্যেককেই সুযোগ দিতে হবে।

যারা যারা উৎপাদন করতে পারে তাদের প্রত্যেককে সুযোগ দিতে হবে এবং বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত যদি সেটাকে ভাঙা হয় তাহলে সেটা দেশের অর্থনীতিতে চরম আঘাত হানবে। তাঁরা কি সেটা জানে না? জানেন। জেনেও তাঁরা ভুল পথে আমাদের পরিচালিত করছেন। কিন্তু এখন যেহেতু আমাদের গণতান্ত্রিক দেশ হঠাৎ করে যদি সমস্ত জিনিষটাকে চেঞ্জ করা যায় তার দ্বারাই সম্ভব এবং কিছু কিছু আমরা রাষ্ট্রায়াত্ব করেছি। কিন্তু করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে হারে মুনাফা হবে নানা কারণে সেটা হচ্ছে না। যতটুকু লাভ হবে সেইরকম লাভ হচ্ছে না। স্বভাবতঃই মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে। এটা একটার সংগে আর একটা জড়িত। আজকে যদি রেলে লোকসান হয় তাহলে সেই লোকসানের টাকা কে দেবে? ইণ্ডাইরেক্টলী সেটা তো আমাদের ঘাড়েই পড়বে। কাজেই যাত্রীরা যারা যাচ্ছে তাদের পয়সা বাড়িয়ে দিতে হবে, খাদ্যের জন্যও বটে, যাত্রীদের জন্য ও বটে। কাজেই যারা এই কথা জিজ্ঞাসা করেন যে এটা বাড়ল কেন তার উত্তর হচ্ছে যে যেখানে শ্রমিকদের দাবীর সঙ্গে

সঙ্গতি বেখে বাড়ানো হচ্ছে, যেখানে কর্ম্মচারীরা দাবী করছেন যে আমাদেব বেতন বাড়ানো হোক, যেখানে এক সংগে ১৪০ কোটি টাকার প্রযোজন হয় সেই ১৪০ কোটি টাকা কোথা থেকে আসবে? কাজেই স্বভাবতই সেই টাকা ট্যাক্স বসিযে আনতে হবে। আর তা নলে রাষট্রায়ত্ত যে সমস্ত কোম্পানী আছে তার মধ্যে মূল্য বৃদ্ধি করতে হবে এবং সেই মূল্য বৃদ্ধি করতে গিয়ে মুনাফা কম হবে। কাজেই সেই দিক দিয়ে যে নীতি গ্রহণ করা হযেছে তার চাইতে সুষ্ঠুতর নীতি ভারতবর্ষে কেউ দেখাতে পারেন নি এবং দেখাতে পারেন নি বলে ভারতবর্ষের জনসাধারণও সজাগ এবং তারা এ বিষয়ে সজাগ আছেন যে তাঁদের উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে সেই বিশ্বাস তারা—

Mr. Speaker.—The House stands adjourned till 12-30 P.M. on Monday, the 2nd April 1973 The Member speaking will have the floor.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—'A'.

STARRED QUESTION NO. 755

By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২—৭৩ সালের ৩০শে ফেবরুযারী পর্য্যন্ত জিরানীয়া ব্লকে টেষ্ট রিলিফ কাজের জন্য কি পরিমাণ অর্থ খরচ করা হয়েছে?

উত্তর

১) ৩,৭০,৫২২'৫০ টাকা খরচ করা হযেছে।

STARRED QUFSTION NO. 876.

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার রাঙ্গলক্ষ্মী চা বাগানের মোট জমির পরিমাণ কত?

২) এই জমির কত অংশ T L. R. & L. R. Act, 1960 অনুসারে Vested হয়েছে ?

৩) যদি সরকারে Vested না হয়ে থাকে তার কারণ।

৪) ইহা কিন্তু সত্য যে, উক্ত বাগান কর্তৃপক্ষ Vested Land বিক্রি করছেন।

উত্তর

১) বন্দোবস্ত মতে জমির পরিমাণ ১৯২'০০ একর ছিল কিন্তু সাম্প্রতিক জরীব কালীন জমির পরিমাণ ১৩৫'১১ একর বলিয়া দৃষ্ট হয়।

২) ১৯৬০ ইং সনের ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের ১৩৪ ধারার বিজ্ঞপ্তি মূলে রাজলক্ষী চা বাগানের তালুকী স্বত্ব সরকারে Vest করিয়াছে কিন্তু ঐ স্বাধীন কতটুক ভূমি বাগান কর্তৃপক্ষকে ১৩৭ ধারায় রাখিতে দেওয়া হইবে তাহা এখনও সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৩) ১৯৬০ ইং সনের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের ১৩৪ ধারা মতে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি মূলে তালুকী সত্ববিশিষ্ট রাজলক্ষী চা বাগান ও ঐ তালুকের মধ্যে স্বত্বাধিকারীর অধিকার বা স্বত্ব সরকারে ভেষ্টা করিলেও উক্ত আইনের ১৩৬ (১) (এক) ধারা মতে কি পরিমাণ ভূমি সংশ্লিষ্ট চা বাগানের মালিককে রাখিতে দেওয়া হইবে তাহা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। তাহা স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত আইনের ১৩৭ ধারা মতে সরকারকর্তৃক ঐ বাগানের কোন অংশের দখল গ্রহণের সুবিধা নাই।

৪) এরূপ কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই।

STARRED QUESTION NO. 714
By Shri Kalidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৬০ থেকে এ পর্য্যন্ত কোন চা বাগানের নিকট মোট কত টাকা রাজস্ব পাওনা আছে।

২। যদি রাজস্বের হার নির্দ্ধারিত না হয়ে থাকে তার কারণ।

উত্তর

১) ১৯৬১ইং সন হইতে ১৯৬৪ইং সনের মধ্যে বিভিন্ন তারিখে ত্রিপুরার ৫৪টি তালুকিস্বত্বের চা বাগনের স্বত্ব ১৯৬০ সালের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের ১৩৪ ধারামতে সরকারে vest করিয়াছে। ঐ আইনের ১৩৬ ধারা মতে প্রত্যেকটি চা বাগানকে কতটুকু জায়গা রাখিতে দেওয়া হইবে তাহা সরকারের বিবেচনাধীন আছে বিধায় vesting date হইতে রাজস্বআদায় করা সম্ভব হইতেছে না Vesting date পর্য্যন্ত পশ্চিম ত্রিপুরা জিলার চা বাগান সমূহের ও উত্তর ত্রিপুরা জিলার ৬টি চা বাগানের বকেয়া রাজস্বের হিসাব এইরূপ :

চা বাগানের নাম	দেয় রাজস্ব
১) দি টিপরা ডিভালসমেন্ট কোং লিমিটেড টি টি নং ৮৭	৯৪৯'১৫ টাকা
২) দি হিল টিপারা টি কোং টি টি নং ৭৫	১১,৮৭৬'২৮ ,,
৩) দি বেঙ্গল মডার্ণ টি কোং টি টি নং ৭০	২৭,৭১১'৭৪ ,,
৪) দি সিমনা টি এণ্ড লিভিং কোং টি টি নং ৬৫,	১৬,০০৪'৭৩ ,,
৫) দি কৃষ্ণপুর টি কোং টি টি নং৬২	৩২,১৬৩'৬৫ ,,

	টাকা
৬) দি মনতলা টি কোং টি টি নং ৮০	৩১০.৩৬
৭) মোহনপুর টি কোং টি টি নং ৭৪	১৩,৭৮০.৭৮
৮) কাজল ঘাট টি কোং টি টি নং ৮১	৭৫.৩০
৯) দি কাজল ঘাট টি কোং টি টি নং ২৮১	৩১৯৬.৮৭
১০) উত্তর কল কলিয়া টি টি নং ১১৫	৪৪৬.৮৭
১১) দক্ষিণ কল কলিয়া টি টি নং ১১৪	১৩.৮৪
১২) দি সেণ্ট্রাল টিপারা টি কোং টি টি নং ৬৭	৫,১৩১.৮৬
১৩) লক্ষ্মী লুঙ্গা টি টি নং ৬৮	১৬০.১২
১৪) নরসিংঘর টি, টি, নং—৫৯	৬,৮১৭.৫৩
১৫) দুর্গাবাড়ী টি, টি, নং—৬৬	১০,৭৫০.২৮
১৬) আদরিনী টি, টি, নং—১০৭	৫৪.৭৫
১৭) মেঘলিপাড়া টি, কোং টি, টি, নং—৬৪	১২৩.৩৭
১৮) হরিশনগর টি, টি, নং—১১১	২৩৪.১১
১৯) হরিশনগর টি, টি, নং—৬৭	১১,৩৮৭.২১
২০) মৌজা বাজ্যেশ্বরী টি, গার্ডেন—টি, টি, নং—১৬০	২,২০৫.৭৬
২১) খোয়াই টি গার্ডেন টি, টি, নং—১	১৩,৪৭৪.৯৫
২২) কল্যাণপুর টি, গার্ডেন কে, টি, নং—২৪	১,৮৫৮.৩৯
উত্তর ত্রিপুরা	
১) দারং টিলা	১,০৫৩.৪৮
২) জীমটুং	১,৫১৪.৫৬
৩) সুরমা	২,৫৭৮.২৫
৪) জগন্নাথপুর	৩,৫১৮.৬১
৫) সোনামুখী	৭৮,৩৭৭.১২
৬) বিক্রমপুর	১১,২০৫ ৭৯

উত্তর ত্রিপুরা জিলার তালুকী স্বত্বের অন্যান্য চা বাগানের vesting date পর্য্যন্ত বকেয়া রাজস্বের হিসাব সংগ্রহাধীন আছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলার সাবরুম বিভাগে মাত্র ২টি বাগান আছে।

ঐ বাগান ২ টির বকেয়া রাজস্ব সম্পর্কিত সংবাদ সংগ্রহাধীন আছে। কৈলাশহর মহকুমার একটি বাগান জোত জমির উপর অবস্থিত। এই বাগানের স্বত্বলিপিও চূড়ান্ত না হওয়ায় ১লা বৈশাখ ১৩৭১ বাং সন হইতে রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হইতেছে না। ১৯৬০ ইং হইতে নূতন রাজস্বের হার প্রয়োগের তারিখ (১লা বৈশাখ ১৩৭১ বাং) পর্যন্ত এই বাগানের বকেয়া রাজস্বের সংবাদ সংগ্রহাধীন আছে।

২) রাজস্বের হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে কিন্তু কোন্ বাগানের রাজস্ব কত হইবে তাহা ১নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখিত কারণে এখনও ধার্য্য হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 244
By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১) খরা ও দুর্ভিক্ষের জন্য কৃষকদের জমি মহাজনের হাতে হস্তান্তরিত হচ্ছে, এই তথ্য সরকারের হাতে আছে কি ;

২) যদি থাকে তবে জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে কোন আইন পাশ করবেন কি ?

উত্তর

১) এরূপ কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 867
By Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭০ ইং হইতে ১৯৭২ ইং পর্যন্ত খোয়াই সাবরেজেষ্ট্রি অফিসে মোট কত দলিল রেজিষ্ট্রেশনের জন্য দরখাস্ত পড়েছে এবং তন্মধ্যে কত দলিল রেজিষ্ট্রেশন হয়েছে ?

উত্তর

১) রেজিস্ট্রীর জন্য ১০,১৬১ টি দলিল পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ৮,৩৫২ টি দলিল রেজিষ্ট্রী হইয়াছে ।

STARRED QUESTION NO. 939
By Shri Jadu Prasanna Bhattacherjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৬৫ ইংরেজী হইতে ১৯৭১ ইংরেজী পর্যন্ত খোয়াই চেবরী ও খোয়াই চা বাগান ফেরী ঘাটের ইজারা কাহার নামে ছিল ?

২) ইহা কি সত্য যে ইজারাদার ব্যক্তিগণের দেয় রাজস্ব আজও আদায় হয় নাই ?

৩) এবং বকেয়া আদায় না হওয়া সত্বেও পর্য্যায়ক্রমে একই ইজারাদার ঐ ঘটনাগুলির ইজারা বন্দোবস্ত পাইয়াছে ?

উত্তর

১) ইজারাদারগণের নাম—

চেবরী ফেরীঘাট

১৯৬৫-৬৬—শ্রীমনীন্দ্র চৌধুরী

১৯৬৬-৬৭—শ্রীচিন্তা সিং

১৯৬৭-৬৮— ঐ

১৯৬৮-৬৯—সরকারের খাস দখল

১৯৬৯-৭০—শ্রীনরেন্দ্র সাহা

১৯৭০-৭১—শ্রীমতি সরজুবালা চৌধুরী

১৯৭১-৭২—শ্রীমনীন্দ্র ধর

খোয়াই চা বাগান ফেরীঘাট

১৯৬৫-৬৬—শ্রীচিত্তরঞ্জন চৌধুরী

১৯৬৬-৬৭—শ্রীচিন্তা সিং

১৯৬৭-৬৮— ঐ

১৯৬৮-৬৯—শ্রীজগবন্ধু দত্ত

১৯৬৯-৭০—সরকারের খাস দখল

১৯৭০-৭১—শ্রীরতন চৌধুরী

১৯৭১-৭২—শ্রীরাজমোহন মজুমদার

২) ইজারাদারদের দেয় রাজস্ব ১,১১,৫৭৩ টাকার মধ্যে ৩৭,৬০০ টাকা আদায় হইয়াছে। বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট কেইস দায়ের করা হইয়াছে।

৩) না।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 713

By Shri Kalidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to State :

প্রশ্ন

১) ১৯৬০ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত কোন ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ইষ্টেইটএ কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা শিল্পপতি ঘর ভাড়া করেছেন? তাদের নাম, ভাড়ার হার।

২) তাদের মধ্যে কার কার কাছে সরকারের ভাড়া পাওনা আছে এবং পাওনা ঘর ভাড়ার পরিমাণ?

৩) ঐ ভাড়া (ঘরের) আদায়ের জন্য কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে?

উত্তর

১, ২ এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তর সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল।

সঙ্গীয় তালিকা

ক্রমিক নং	ভাড়াটিয়া শিল্পপতি/শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	ভাড়ার হার (মাসিক)	পাওনা ভাড়ার পরিমাণ (১৯৭৩ইং সালের ফেবরুয়ারী পর্যন্ত)	ভাড়া আদায়ের জন্য ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫
	অরুন্ধতীনগর			
১)	মেসার্স ত্রিপুরা ম্যাচ কোং, ললিত মোহন বণিক, ম্যানেজিং পার্টনার।	৫২০ টাকা (১০০ এস, এফ, টি, হিসাব)	১০,৪০৪·১৯ টাকা	ভাড়ার তালিকা (Rent roll) নিয়মিতভাবে ভাড়াটিয়াদের উপরে জারী করা হইতেছে। এই ব্যবস্থায় ভাড়া আদায়ের সম্ভাবনা না থাকিলে আইনের আশ্রয় নেওযা হইবে।
২)	মেসার্স তীর্থময়ী এলোমিনিয়াম প্রডাক্টস, জে, সি, বসাক, পার্টনার।	ঐ	৬,৬২৭·৬৪ টাকা	ঐ
৩)	মেসার্স স্প্রে পেইনটিং হাউস, প্রোঃ অবিনাশ দাস।	ঐ	৩,৯০৭·০০ ,,	ঐ
৪)	মেসার্স লক্ষ্মীনারায়ণ বণিক, প্রোঃ এল, এন, বণিক।	২০০ টাকা (১০০ এস,এফ, টি হিসাবে)	১,৪৮০·০০ ,,	ঐ

১	২	৩	৪	
৫)	মেসার্স বাদল ফ্রুট প্রডাক্টস, প্রোঃ পি, কে, রায়।	৫·২০ টাকা (১০০ এস. এফ, টি, হিসাব)	৪,০৮৬·৪৫ টাকা	ভাড়ার তালিকা (Rent roll) নিয়মিতভাবে ভাড়াটিয়াদের উপরে জারী করা হইতেছে। এই ব্যবস্থায় ভাড়া আদায়ের সম্ভবনা না থাকিলে আইনের আশ্রয় নেওয়া হইবে।
৬)	মেসার্স শিব অয়েল মিল, প্রোঃ এ, স, ভট্টাচার্য্য।	ঐ	২,৫১০·২৮ ,,	ঐ
৭)	মেসার্স ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টিল ক্রেফট, প্রোঃ কে, ডি, নাগ।	৫·২০ টাকা (১০০ এস, এফ, টি, হিসাবে)	১,৪৫৬·৭২ ,,	
৮)	মেসার্স ত্রিপুরা স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীজ করপোরেশন লিমিটেড।	ঐ	৭০·২০ ,,	ঐ
৯)	গভর্ণমেন্ট প্রডাক্টসন ইউনিটস।	ঐ	৬২,৭০২·৬৪ ,,	ঐ
১০)	সেন্ট্রাল মার্কেটিং অরগানাইজেসন।	ঐ	৩,৮৮৪·৪০ ,,	ঐ
১১)	মেসার্স ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডেভেলপমেন্ট সিণ্ডিকেট।	ঐ	১৪২৩·৬৯ ,,	ঐ

১	২	৩	৪	৫
বাদার ঘাট				
১২)	মেসার্স ত্রিপুরা গ্লাস ওয়ার্কস, মনীন্দ্র চন্দ্র দাস, ম্যানেজিং পার্টনার।	৩,১৫১·৯০ ঐ	৩,১৫১·৯০ টাকা	ভাড়ার তালিকা (Rent roll) নিয়মিতভাবে ভাড়াটিয়াদের উপরে জারী করা হইতেছে। এই অবস্থায় ভাড়া আদায়ের সম্ভাবনা না থাকিলে আইনের আশ্রয় নেওয়া হয়।
১৩)	ত্রিপুরা খাদি এবং ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ বোর্ড।	ঐ	৮২৪·২০ ,,	ঐ
১৪)	মেসার্স ইউরেকা মোজায়িক কোং, প্রোঃ কেশব সাহা।	ঐ	১০৯·২০ ,,	ঐ
১৫)	মেসার্স বিউটি সোপ ওয়ার্কস, গৌরাঙ্গ চন্দ্র পাল, পার্টনার।	ঐ	৭৮·০০ ,,	
উদয়পুর				
১৬)	মেসার্স প্রদীপ ইণ্ডাষ্ট্রিজ।	ঐ	৪,৮২২·২০ ,,	ঐ
১৭)	মেসার্স এ, এস, রায় এণ্ড কোং, প্রোঃ এ, এম, রায়।	ঐ	২,৩৯৬·১৮ ,,	ঐ

১	২	৩	৪	৫
কুমারঘাট				
১৮)	মেসার্স রমন ইনভেষ্টমেন্ট এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, লিমিটেড।	অফিস ঘর ২টি—১৫০·৬৯ টাকা। কারখানা ঘর ২টি—৭১৮·০৬ টাকা।	৩৭,৫১৪·১৬ ,,	ভাড়ার তালিকা (Rent roll) জারী করা হইয়াছিল। কিন্তু ভাড়া আদায় হয় নাই। তৎপর ভাড়াটিয়া ভাড়া না দিয়া হঠাৎ এখান হইতে যন্ত্রপাতি নিয়া চলিয়া যায়। ভাড়া আদায়ের জন্য আইন অনুযায়ী নোটিশ জারী করা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 27

By Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত ৮ মাসে কোন মহকুমায় কত টাকা Gratuitous Relief হিসাবে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

	মহকুমার নাম	টাকার পরিমাণ
১)	কৈলাশহর	১,১৪,৮৯১·০০ টাকা
২)	কমলপুর	১,১৬,৬৬৫·০০ "
৩)	ধর্মনগর	১,০৮,৩৩৫·০০ "
৪)	সদর	৫,৯১,৪২০·০০ "
৫)	খোয়াই	১,৬৭,১৫৯·০০ "
৬)	সোনামুড়া	৪৪,৮৮০·০০ "
৭)	উদয়পুর	৬৪,৩৮০·০০ "
৮)	অমরপুর	৪৮,৩৩৫·০০ "
৯)	বিলোনীয়া	৮২,০২২·০০ "
১০)	সাবরুম	৩৩,২২৬·০০ "

UNSTARRED QUESTION NO. 694.

By Shri Pakhi Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) আবাদ যোগ্য খাস পতিত জমির পরিমাণ কত এবং তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

২) এই সকল খাস জমি ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা হবে কি ?

উত্তর

১) আবাদযোগ্য খাস পতিত জমির পরিমাণ বর্ত্তমান জরীপ বন্দোবস্ত রেকর্ড মতে ২,৮৫,৫৪২·৫৪ একর ;

মহকুমা ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ ঃ—

১)	ধর্ম্মনগর	৬২,৭৯৬·৩৩ একর
২)	কৈলাশহর	৩৪,৪৬০·৭১ ,,
৩)	কমলপুর	১৪,৮৭৬·৭৬ ,,
৪)	খোয়াই	৪১,৯৩০·৪০ ,,
৫)	সদর	৫৪,৯৭৩·৬৪ ,,
৬)	সোনামুড়া	৩,৩৭২·৩৮ ,,
৭)	উদয়পুর	৮,০৭৮·৩৪ ,,
৮)	বিলোনীয়া	৪,৮৫১·৩৬ ,,
৯)	অমরপুর	২৪,৬৯৭·৪৬ ,,
১০)	সাবরুম	৩৫,৫০৫·১৬ ,,

মোট—২,৮৫,৫৪২·৫৪ একর

২) হ্যাঁ, ১৯৬০ইং সনের ত্রিপুরা ভূমিরাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ও তদধীনকৃত ১৯৬২ইং সনের ত্রিপুরা ভূমিরাজস্ব ও ভূমি সংস্কার (ভূমি বন্টন) নিয়মাবলীর বিবরণ মতে।

UNSTARRED QUESTION NO. 657
By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা কোন শহর উন্নয়নের জন্য ১৯৭২-৭৩ সালে কত টাকা খরচ করা হয়েছে ;

২) ইহা মোট বরাদ্দ থেকে কত টাকা কম ?

উত্তর

১ আগরতলা টাউন উন্নয়নের জন্য আগরতলা পৌরসভা ১৯৭২-৭৩ ইং সনে মোট ৮,৪৭,১৭২ টাক ব্যয় করিয়াছেন। শহর উন্নয়নের জন্য কোন ডিপার্টমেন্টের কোন স্কীম নাই। কিন্তু P. W. D. ইত্যাদি ডিপার্টমেন্ট আগরতলা ও অন্যান্য মহকুমা শহরে নানাবিধ উন্নতিজনক কার্য্য করি তছেন।

২ আগরতলা মিউনিসিপালিটির মোট বরাদ্দ ১২·৮৫ লক্ষ টাকা হইতে ৪,৩৭,৮৩৭·৩০ টাকা কম ব্যয় করিয়াছেন।

UNSTARRED QUESTION NO. 308

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বিধানসভার গত ২৩শে জুন ১৯৭২ অধিবেশনে Starred Question 341 এবং ৩০শে জুন ১৯৭২ অধিবেশনে Starred Question 200 দুটি প্রশ্নের প্রদত্ত উত্তর অনুযায়ী সোনামুড়া মহকুমার জিরাতীয়া জমি ৩৯৭.১৮ একরের মধ্যে মাত্র ৫২.৫৩ একর সরকারে ভেষ্ট করা হয়েছে বাকি ৩৩৪.৫৫ একর জিরাতীয়া জমি সরকারের ভেষ্ট না করার কারণ কি এবং এই জমি বর্ত্তমানে কোথায় কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১) ৩৯৭.১৮ একর জিরাতিয়া ভূমির মধ্যে এ পর্য্যন্ত ৬৭.৬৬ একর ভূমি সরকারে ভেষ্ট করিয়াছে বাকী ৩২৯.৫২ একর ভূমির ব্যাপারে সার্টিফিকেট কেস আছে। তন্মধ্যে ১১৫.৪৩ একর ভূমি সরকারী প্রাপ্ত আদায় জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট নীলামে বিক্রী করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ২১৪.০৯ একর ভূমির জন্য সার্টিফিকেট প্রসিডিং চলিতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 288

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্পক্ষেত্রে সরকারী মোট কত টাকা বিনিয়োজিত রয়েছে এবং এর মধ্যে ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ কত ;

২) কত সংখ্যক রেজিষ্টার্ড ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় আছে ?

উত্তর

১) ৯,৯৯,২০০ (নয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার দুই শত টাকা) ত্রিপুরা স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেডের শেয়ার কেপিটেল খাতে বিনিয়োজিত রয়েছে ; সম্পূর্ণটাই অর্থাৎ ৯,৯৯,২০০ টাকা।

২) ১৯৭৩ ইং সনের ফেবরুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ৩৩৫টি।

UNSTARRED QUESTION NO. 237
By Shri Bhadramani Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার কোন মহকুমায় ১৯৭২এর জুলাই থেকে ১৯৭৩এর জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট কতজন কৃষিঋণ পেয়েছেন তার হিসাব।

২) এই সকল কৃষি ঋণ কি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রস্তাব অনুসারে দেয়া হয়েছে?

উত্তর

১) মোট ১১৯৮৮ জন কৃষি ঋণ পেয়েছেন। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

মহকুমার নাম	কৃষিঋণ প্রাপকের সংখ্যা
সদর	[illegible]
খোয়াই	২৭৭৯
সোনামুড়া	১১৪৮
উদয়পুর	১৫৯৬
অমরপুর	৫৬৬
বিলোনীয়া	১২৪৪
সাবরুম	৭০৭
ধর্ম্মনগর	৩৯৯
কৈলাসহর	২৬৬
কমলপুর	৪৭০
	মোট—১১,৯৮৮

২) না, কিন্তু প্রয়োজন বোধে গাঁও প্রধান ও গাঁও পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়।

UNSTARRED QUESTION NO. 817
By Shri Naresh Ch. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৭৩ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ঈশানচন্দ্র নগর বিধান সভা নির্ব্বাচনী এলাকায় ক্র্যাশ প্রোগ্রামএ কি কি কাজ করা হইয়াছে? এবং এ কোজ মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে?

উত্তর

১) ১৯৭২ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৭৩ ইং সনের ফেবরুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ঈশানচন্দ্র নগর বিধানসভা নির্ব্বাচনী এলাকায় ক্র্যাশ প্রোগ্রামে কলকলিয়া হইতে কাঞ্চনমালা পর্য্যন্ত একটি রাস্তা করা হইয়াছে। একাজে মোট ৪৭১২ টাকা খরচ হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 522.

By Shri Naresh Ch. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১৯৭২ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৭৩ ইং সনের ফেবরুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ঈশানচন্দ্র-নগর বিধান সভা নির্ব্বাচনী এলাকায় পানীয় জলের কি কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

উত্তর

১৯৭২ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৭৩ ইং ফেবরুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ঈশানচন্দ্রনগর বিধানসভা নির্ব্বাচনী এলাকায় ৩টি নুতন টিউবওয়েল ও ৪টি নুতন R C C Well করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া তথায় ৯টি পুরাতন টিউবওয়েল ও ৫টি পুরাতন R C C Well মেরামত করা হইয়াছে।